কাব্য-গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

৬এ পেয়ারা বাগান ষ্ট্রীট,
প্যারাগন প্রেসে
শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩২৩।

সম্পাদকের নিবেদন।

কবিবর প্রমথনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী তৃতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। এ খণ্ডের 'পাথেয়' 'পাষাণ' 'পাথার' ও 'গৈরিক কবির দীর্ঘ বিশ্রামের ফল। মাঝে তিন চার বৎসর কবিবর তেমন কোন কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। তাঁহার নাট্যপ্রতিভার উন্মেষ কিন্তু এই ফাঁকের মধ্যেই হইয়াছে। তৎকালে তিনি সপরিবারে সন্তোষ অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাঁহার পুত্রকন্যার অভিভাবক ও শিক্ষকের পদে নিযুক্ত। সন্তোষে তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গ এক সখের থিয়েটার খুলিয়াছিলেন; তাঁহারা ইহার সমস্ত ভার প্রমথনাথকে গছাইলেন। অমনি ক্ষুদ্র পাড়াগেঁয়ে থিয়েটারে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। প্রতিভার দস্তুরই এই। প্রমথনাথ যখন নাট্যসেনাপতিরূপে অবতীর্ণ হইলেন, কোথা হইতে সুযোগ্য অভিনেতাগণ আসিয়া তাঁহার পতাকার নীচে সমবেত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে এমন একটী নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিলেন, যাহাদের অভিনয় সহরের রসজ্ঞ দর্শকবৃন্দকেও তাক্ লাগাইয়া দিল। তিনি আমাকে তাঁহার lieutenant করিয়া লইলেন। বহু দূরদেশ হইতে দলে দলে দর্শক আসিয়া একবাক্যে বলিয়া যাইতেন, 'সহরের পেশাদারী থিয়েটারেও বুঝি এমন সুন্দর অভিনয় হয় না!' আশ্চর্য্যের বিষয় প্রায় সমস্ত অভিনেতাই স্থানীয়। এ বড় সহজ ওস্তাদীর কথা নয়। নাট্য-সাধনায় এই সময় কবি একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন; কখনও গান বাঁধিতেছেন, কখনও তাহাতে সুর দিতেছেন, কখনও সুর শিখাইতেছেন, কখনও অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। প্রথমতঃ বঙ্কিমের দুইখানি উপন্যাস তিনি নাটকে

পরিণত করেন। তিন চার দিনে এক একখানি পুস্তক dramatised হইত; অথচ তাহা এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, তৎকালের দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে উহা গাঁথা হইয়া আছে। নাটকে তাঁহার হাত খুলিয়া গেল। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক যখন সন্তোষ অভিনীত হইল, সকলে সবিস্ময়ে জানিল,—তিনি শুধু একজন বড় কবি নহেন, নাটকেও তাঁহার বেশ দখল। বর্ত্তমানে তিনি নাট্য সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন. সে সব কথা বলিবার স্থান এ নহে।

মৌনাবলম্বনের পর কবি পর পর কয়খানি উৎকৃষ্ট কাব্য লইয়া সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন। এই সকল কাব্যের সাহিত্যিক মর্য্যাদা বিচার করিলে মনে হয়, তিনি অবসর কাল অবহেলায় যাপন করেন নাই। তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতেছিলেন, ও নীরবে আপনার মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। নিরন্তর চালিত লেখনীর মাঝে মাঝে বিশ্রাম আবশ্যক। ভাবের উৎসকে strain করিলে তাহা হইতে আর নিত্য নূতন রস বাহির হয় না। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়'—সেই একঘেঁয়ে mannerism পাঠকের শ্রান্তি ও বিরক্তির উদ্রেক করে! মধুচক্র ক্রমাগত নিংড়াইলে মধুর বদলে মোম লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হয়। ডবল ফসল ফলাইবার জন্য চাষী তাহার জমি পতিত ফেলিয়া রাখে। প্রমথনাথের সাহিত্য ক্ষেত্রও গদ্যে পদ্যে, নাটকে, বিশ্রামলব্ধ কাব্যে, সেই উর্ব্বরতাই প্রমাণ করিতেছে। সর্ব্বাগ্রে 'পাথারের' কথা উল্লেখ করিব। সমুদ্র লইয়া দেশী বিদেশী অনেক কবি নাড়া চাড়া করিয়াছেন; তুলনায় সমালোচনা করিলে পাথারের কবি কত নম্বর পাইবেন, কোন্ শ্রেণীতে কোন্ স্থান অধিকার করিবেন, সে বিচারভার আমি অকুতোভয়ে প্রত্যেক পাঠককে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সকলেই এক বাক্যে বলিবেন, তাঁহার

স্থান সর্ব্ব-উচ্চে। কবি কখনও সখা, কখনও প্রেমিক, কখনও শিশু, কখনও দাস সাজিয়া সাগরের বহুরূপী রূপ দর্শন করিয়াছেন। শুধু দর্শন নয়, সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে তাঁহার আনন্দলহরী মিশাইয়া দিয়াছেন। কখনও উত্তাল তরঙ্গে দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সমাজের উত্থান পতন দেখিয়াছেন, কখনও আত্মহারা দেওয়ানা হইয়া সাগরকে 'ওপারের দরবেশ' বানাইয়া 'পার কর, পার কর' বলিয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছেন। 'সাগর, আমি ছুটে এলাম আবার'—গৃহযাত্রী শিশুর এই আবেগ, স্ফূর্ত্তি ও মত্ততা লইয়া পাথারের আরম্ভ। আর 'এরই মাঝে বিদায়ের হোরা বাজে' এই বিরহ-বেদনায় তার শেষ। মাঝে কত নব নব তরঙ্গ-দোলায় কত সুখ-দুঃখ আশা-ভয়ের বিচিত্র লীলায় নিজে দুলিয়াছেন, পাঠককে দোলাইয়াছেন। কখনও সাগরের ভীম গর্জ্জন শুনিয়া কম্পিতকণ্ঠে তাহাকে বলিতেছেন,—

'কত সূর্য্য কত সোম, কত গ্রহ কত ব্যোম
জাগে পুন ঘুম যায় তোমার জঠরে।'

কখনও বা যে সুর 'শুনে শুনে সপ্ত স্বর্গ সারেগাম সাধে', তাহাতে যেন তাঁর

'সংসার সীমার প্রান্তে রয়েছে যে বাণী,
তার সনে মর্ম্মে মর্ম্মে হতেছে মেলানি'।

আবার কখনও সেই বহুরূপীকে চিনিতে না পারিয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'সাগর, তুই কোন্ রাজ্যের জীব ?
আছে তার ঠিকানা কি নাম ?
মায়ের জঠর দিল কি তোর স্থান ?
তোরও কি ভাই মরণ পরিণাম ?'

বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য যিনি হুবহু আঁকিয়া দেখান, তিনি

শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু অমর কবি তিনি, যিনি বহিঃপ্রকৃতির পাশে পাশে অন্তঃপ্রকৃতির অচ্ছেদ্য রেখা টানিয়া যাইতে পারেন। প্রমথনাথের প্রকৃতি-বর্ণনা বহির্ম্মুখী নয়, অন্তর্ম্মুখী। তিনি কোথাও শুধু আকাশ, জল, গাছ, পাথরের রূপ দেখিয়া ভোলেন নাই; তিনি সেই রূপকে বিশ্বভাবের রসে ভিজাইয়া তাহাতে মানব-জীবনের রং ফলাইয়াছেন। তাঁহার ছবিগুলি শুধু রংয়ের পোঁছড়া নয়, সজীব চিত্র। মানব-পূজার কবি এ কথাটী তাঁহার 'কাব্যের প্রাণ' (পাষাণ) কবিতায় অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

'মানবতা বিনা রসের সৃষ্টি চোখ-ভুলান' আথর!
হৃদয়-রক্তের রং ফলে না যাতে, সে সব ছবি তুলির ঝাপসা আঁচড়।'

'পাথার' কাব্যে কবি অনেক উর্দ্দু ও ফারসী কথা ঢুকাইয়াছেন, আর তাহা খাঁটি বাঙ্গালার সাথে একেবার গাঁথিয়া দিয়াছেন। এইরূপেই ভাষায় শক্তি বৃদ্ধি করা যায়, ইহা তিনি বক্তৃতায় বুঝান নাই, হাতে কলমে দেখাইয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর লেখক প্রমথনাথের গদ্য-পদ্যের ভাষা শাদা বাংলা। কি শব্দযোজনায় কি পদবিন্যাসে তিনি খাঁটি বাঙ্গালী কবি। আন্‌কোরা বিদেশী ভাবকে হুবহু দিশী ছাঁচে ঢালাই করিবার এরূপ ওস্তাদী দুর্ল্লভ। 'পাথার' কাব্যের আগাগোড়া আলোচনা করিতে গেলে উহাই একটি স্বতন্ত্র পুঁথি হইয়া দাঁড়ায়। এবার তাঁহার শৈল-কবিতাগুলির কথা তুলিব। কবি 'কবিতা' নামক কাব্যগ্রন্থে হিমালয়ের স্তব বহুদিন পূর্ব্বে গাহিয়াছিলেন। তখনকার সে দর্শনে যেন তিনি সব দেখেন নাই, যেন তাঁর আশা মেটে নাই, ইহা গৈরিকে দেখিতে পাই! গৈরিকে কবি হিমালয়কে বলিতেছেন,—

'ভাল করে' দেখিলাম তোমার ও শৈলরাজ্যপাট',

(হিমালয়ে সাত বৎসর পর)

অন্যত্র হিমালয়কে বিশ্বপতির বংশী-ভাবে দেখিলেন—

'প্রকৃতির জলযন্ত্র করিয়াছে শতরন্ধ্র মুরলী তোমায়।'

(তুষার হইতে বিদায়)

'পাষাণে' তিনি বংশী ছাড়িয়া বংশীধরকে চিনিলেন। হিমালয়কে দেখাইয়া পত্নীকে বলিতেছেন—

'এস কাচ্চা বাচ্ছা নিয়ে সাজি প্রিয়ে ব্রজবাসী,
ও নয় শৈলমালা, ও যে চিকণ কালা বাজায় বাঁশী।'

(হিমালয়ে বৃন্দাবন)

কবি তখন 'হিমালয়ে বৃন্দাবন' দেখিতেছিলেন। 'হিমালয়ে দুর্গোৎসব,' 'হিমালয়ে দোল,' হিমালয়ে মধুরাত্রি,' প্রভৃতি পড়িয়া মনে হয় তিনি যথার্থই 'ধবলে ডুবিয়াছেন।' পাষাণের কবি হিমালয়ের সঙ্গে হিমালয়বাসীকেও বাদ দেন নাই; বলিতেছেন—

'ও নেপালী, বাঙ্গালী তোর ভাই।' (ভাই ফোঁটা)

প্রমথনাথের 'কালা পল্টন' 'গুর্খার সঙ্গীন' 'সাবাস্ বাঙ্গালী' প্রভৃতি কবিতা বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন ঢং ও নব শক্তি আনিয়া দিয়াছে। 'বাঙ্গালীর মা' দেশাত্মবোধ কবিতার চরম সৃষ্টি। মাতৃভূমিকে কবি বলিতেছেন—

'তোমারে আশীষি পুন নমেন আপনি ভগবান্।'

এর বাড়া আর স্তব হইতে পারে না।

'কবিতা' 'গৈরিক' ও 'পাষাণ' কাব্যে কবি তাঁহার মাতা, পত্নী, পুত্রকন্যার উদ্দেশে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন; সে গুলি তাঁহার পরিপক্ক হস্তে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। গৈরিকে কবি তাঁহার দেশ-ভ্রমণের জীবন্ত চিত্রগুলি যেন টাট্কা টাট্কা তুলিয়া আনিয়া তাঁহার ছন্দোবন্ধের ফ্রেমে বাঁধাইয়া ফেলিয়াছেন। গৈরিকে 'আমার বাগান,'

পাষাণে 'ডাক্তার' এই দুইটি গাথাও স্থান পাইয়াছে। 'ডাক্তার' অতি সুন্দর, কিন্তু 'আমার বাগানের' তুলনা নাই।

এইবার 'গান' সম্বন্ধে কিছু বলিব। গানের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সুধু পদ নয়, সুরগুলি তাঁহার নিজের। প্রমথনাথ পদরচনার পর সুর সংযোগ করেন না, কথা ও সুর এক সঙ্গে রচিত হয়। কবি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি ওস্তাদের কাছে গান শিখিয়াছিলেন। প্রমথনাথের গানের অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার 'রূপসী পল্লীবাসিনী' গানটি সর্ব্বত্র সর্ব্ব কণ্ঠে গীত হইয়া থাকে। এই গানটির ইতিহাস কবি আমায় বলিয়াছেন। কবি যখন এই গানটি সদ্য রচনান্তে হারমোনিয়ম্ সহযোগে গাহিতেছিলেন, কে একজন তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল, কবি তাহা জানিতে পারিলেন না। গান থামা মাত্র আগন্তুক উচ্চৈস্বরে বলিলেন—'চমৎকার!' কবি চমকিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—আর কেহ নহেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ! রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গভরা সুরে বলিলেন, 'আপনি গান রচনা করেন, তা ত আমায় বলেন নাই!' কবি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 'এই কেবল মাত্র—।' রবীন্দ্রনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, 'প্রথম রচনা! তা অতি সুন্দর হইয়াছে।' কবি বলিলেন,—'এটি আমার দ্বিতীয় গান।' রবীন্দ্রনাথ 'এসেছ তুমি এসেছ' ও 'রূপসী পল্লীবাসিনী' শুনিলেন ও শিখিয়া ছাড়িলেন। তিনি বলিলেন—'একবার সঙ্গীত-সমাজে যেতে হবে, গান দুটো ছেলেদের শেখাবো; আপনিও আসুন না।' কবি যাইতে রাজি হইলেন না। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ আমায় তাঁহার অনেক কালের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—'রবিবাবু গুণগ্রহণে শিশুর ন্যায় উদার ও সরল। যাহার ভিতরে যে গুণটী যতই লুকাইয়া থাক্, তাহা ধরিতে রবিবাবুর মত ওস্তাদ আর নাই। শুধু ধরিয়াই ছাড়া নয়, তাহাকে জনসমাজে পরিচিত করিতে

কি যে করিবেন খুঁজিয়া পান না।' 'গান' কবির অন্যতম বন্ধু স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের করকমলে উৎসৃষ্ট। উৎসর্গ পত্রে দেখিতে পাই, বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া কবি লিখিতেছেন—'আমার গানগুলি আপনার প্রিয়; আপনার প্রিয় জিনিস আপনারই হোক্।'

প্রমথনাথের গানের আর একজন গোঁড়া ছিলেন স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত। তিনি 'রূপসী:পল্লীবাসিনী'র একটি Parody করিয়াছিলেন; সে গানটির প্রথম পদাংশ 'রূপসী নগরবাসিনী।' রজনীবাবু কলিকাতা আসিলেই প্রমথনাথের গান শুনিতে আসিতেন। একদিনের কথা আমার স্মরণ আছে; সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও আমি স্বর্গগত কবির সঙ্গে প্রমথনাথের গান শুনিতে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে যাই। অনেক চেষ্টায় প্রমথনাথ দুই একটি গাহিলেন; রজনীকান্ত কয়েকটী গাহিলেন। সে দিনকার হাস্য, গান, গল্প, কৌতুক আজ সুখ-স্মৃতিতে পরিণত হইয়াছে। প্রমথ বাবুর রচনা রজনীবাবুকে কতটা আকৃষ্ট করিয়াছিল, শেষোক্তের রোগশয্যার একটি উক্তিতে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে—'যেখানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথনাথ বাণী-সেবায় নিযুক্ত, সেখানে আমার রচনার কি আবশ্যকতা, জানি না।'

বর্ত্তমান খণ্ডের সম্পাদকীয় নিবেদনে ভাবিয়াছিলাম কবির সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইবে, কিন্তু অনেক কথাই বাকি রহিয়া গেল। ভরসার মধ্যে এই, পাঠক সেই বাকীর পূরণ করিবেন।

শ্রীজলধর সেন।

1

সূচী পত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
কবিতা	...	...	৩—৬৭
কবিতা	...	...	৩
হিমালয় দেখিয়া	...	...	৬
নিষ্ফল স্বপ্ন	...	...	১৪
মৃত্যুর-জীবন	...	...	১৬
কন্যাকে ও পত্নীকে	...	...	১৮
খোকার প্রতি	...	...	২৫
পুত্র ও মাতা	...	...	৩৪
দ্বেষের শেষ	...	...	৪১
জয়সঙ্গীত	...	...	৪৪
অম্বা	...	...	৪৯
ভীষ্ম যুধিষ্ঠির	...	...	৫৭
ত্রিকূটের স্মৃতি	...	...	৬২
পাথেয়	...	...	৭১—১৪৩
অপূর্ব্ব উৎসর্গ	...	...	৭১
পাথেয়	...	...	৭৩
যাত্রা	...	...	৭৫
আনাড়ীর কবুল জবাব	...	...	৭৭
দোহাই তোমার	...	...	৭৯

বিষয়			পৃষ্ঠা
আগুন খেলায় খবরদার	...	...	৮০
পরকে দিয়ে ঘরকে শেখানো	...	...	৮২
বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়	...	...	৮৪
বামন হ'য়ে চাঁদে হাত	...	...	৮৬
গরজ বড় বালাই	...	...	৮৮
'কেন'র উত্তর	...	...	৯০
জানা কথা জানানো	...	...	৯১
স্মৃতির ফাঁদ	...	...	৯৩
খাঁটী চোর	...	...	৯৪
পেটে খেলে পিঠে সয়	...	...	৯৬
জোর-কপাল	...	...	৯৯
প্রেম বড়, না হেম বড়	...	...	১০১
শুধু প্রেমে কি করে	...	...	১০৩
তোমাময় জীবন	...	...	১০৫
সুখের চেয়ে দুখের বেশী দরদ	...	...	১০৭
শেষের সাধ	...	...	১০৯
ভাঙ্গা বেড়া	...	...	১১১
কি গেরো	...	...	১১৩
হোরি-খেলা	...	...	১১৫
গাঁটে-গাঁটে বাঁধন	...	...	১১৭
তর্কে বহুদূর	...	...	১২০
ওরা আর আমরা	...	...	১২২
দিল্লীর লাড্ডু	...	...	১২৫

বিষয়			পৃষ্ঠা
সোণার ছবি	...	...	১২৬
এ পিঠ আর ও পিঠ	...	...	১২৮
সাধন রাণীর বোধন	...	...	১২৯
নাছোড়বান্দা	...	...	১৩২
সাথের সাথী	...	...	১৩৪
হঠাৎ-জোয়ার	...	...	১৩৬
পূরা আর টুকরা	..	...	১৩৭
আপন-হারা	...	...	১৩৮
কলিজার কোহিনুর	...	...	১৩৯
দিন দুপুরে ডাকাতি	...	...	১৪১

পাষাণ .. ... ১৪৭—২২৭

তুষার-যাত্রা	...	...	১৪৭
যাদুর পাষাণ	...	...	১৫০
হিমালয়ে দুর্গোৎসব	...	...	১৫৩
আমার টুনটুনি পাখী	...	...	১৫৬
ধবলের স্বপ্ন	...	...	১৬০
মেঘ	...	...	১৬২
গান ভিক্ষা	...	...	১৬৬
তুমি ও আমি	...	...	১৬৮
পাষাণ-যোগী	...	...	১৭০
মাতার প্রতি	...	...	১৭২
কাব্যের প্রাণ	...	...	১৭৫

বিষয়			পৃষ্ঠা
ডাক্তার	...	...	১৭৯
আমরা কি কম	...	...	১৮৩
নবজীবন	...	...	১৮৫
বাঙ্গালীর মা	...	...	১৮৭
বাহবা বাঙ্গালী	...	...	১৮৯
সাবাস্ বাঙ্গালিনী	...	...	১৯২
কালা পল্টন	...	...	১৯৪
সাহসী হাবিলদার	...	...	১৯৯
গুর্খার সঙ্গীন্	...	...	২০২
ভাই ফোঁটার গান	...	...	২০৫
জাগ্রত পাষাণ	...	...	২০৮
খোদার মিনার	...	...	২১১
পাষাণ পীর	...	...	২১৩
দুনিয়ার রোস্নাই	...	...	২১৪
হিমালয়ে প্রভাত	...	...	২১৫
হিমালয়ে হোলী	...	...	২১৭
হিমালয়ে বৃন্দাবন	...	...	২১৯
হিমালয়ে মধুরাত্রি	...	...	২২১
'উদয়াস্ত, না দুটী কবিতা?'	...	...	২২৩
বিদায়ের অশ্রু	...	...	২২৬
পাথার	...	...	**২৩১—৩৫২**
পাথার, আমি ছুটে এলাম আবার	...	...	২৩১

বিষয়			পৃষ্ঠা
পাথার গো, আমার পাথার	...	...	২৩৩
দেবতার আশা নিয়া	...	...	২৩৫
তুমি কি সে গোরার সাগর	...	...	২৩৬
পুরী, তুই শুধু পুরী	...	...	২৩৮
স্নান যাত্রা! স্নান যাত্রা	...	...	২৪১
কোন্ রথ টান হয়	...	...	২৪২
এ রথ থামিবে	...	...	২৪৩
পুরীর মন্দিরে পশি	...	...	২৪৪
মোর চারি বৎসরের	...	...	২৪৫
দেখিনু সাগর-মঠে	...	...	২৪৬
সখী-সঙ্গে সিন্ধু-স্নানে	...	...	২৪৭
খোকা কোথা ?	...	...	২৪৮
দেখি আমি সূর্য্য সনে	...	...	২৪৯
সিন্ধুতীরে নারী একটি	...	...	২৫২
সাগর-বাদশা বসে	...	...	২৫৪
ভর্দুনিয়ার চোখে	...	...	২৫৫
তোর নোনা পানি :	...	...	২৫৬
তোরে দেখি এলাহিরে	...	...	২৫৭
শিশুহাস্য-চুম্বকের	...	...	২৫৮
তুমি মোর কামধেনু	...	...	২৫৯
মনে হয়, সিন্ধু, তুমি	...	...	২৬০
ফেনার মলাট সিন্ধু	...	...	২৬১
কখন রবি বস্‌ল পাটে	...	...	২৬২

বিষয়			পৃষ্ঠা
কেন সিন্ধু ডাক' বার বার	...	...	২৬৫
চম্‌চম্ ছম্ ছম্	...	...	২৬৭
শীতল পাটির মত	...	...	২৬৮
দরিয়া, ও পাঁচপীর	...	...	২৭০
আমি ভিস্তী	...	...	২৭১
কালাপানি, দুনিয়ার	...	...	২৭২
জুড়াতে আসিনু	...	...	২৭৩
এ কোথায় আসিলাম	...	...	২৭৪
শিখিয়া নিয়েছি আমি	...	...	২৭৫
আজিকার সিন্ধু যেন	...	...	২৭৬
অনন্ত কুড়াতে এসে	...	...	২৭৭
সাগর আজ তোর একি মূর্ত্তি	...	...	২৭৮
জোয়ার ভাঁটায়	...	...	২৮১
সাগর ঢাকিলে কোথা	...	...	২৮৩
ইরাণ-তুরাণ	...	...	২৮৫
তুই কি দাওদ্ মোর	...	...	২৮৬
মস্‌গুল হ'য়ে আছি	...	...	২৮৭
পড়ে' আছি বালু 'পরে	...	...	২৮৮
তুমি সিন্ধু, প্রকৃতির মহারঙ্গালয়	...	...	২৮৯
কালবৃদ্ধ, বক্ষে তব	...	...	২৯০
টগ্‌বগ্ ফোটে সিন্ধু	...	...	২৯১
আজ আমি খুলে গেছি	...	...	২৯২
পাথার, আমার সুখের সংসার	...	...	২৯৩

বিষয়			পৃষ্ঠা
চারিদিকে জল	...	...	২৯৬
জংলী আমার	...	...	২৯৮
ঢেউ নিতে রোজ	...	...	৩০০
সাগর, তোরই নাই রে তমাদী	...	...	৩০২
দরিয়া, তুই কি দেওয়ানা	...	...	৩০৪
হয় ত তুমি কোন কালে	...	...	৩০৫
আমি যদি হতাম সিন্ধু	...	...	৩০৭
সাগর রে, তুই কোন্ রাজ্যের জীব	...	...	৩০৯
জালিক তোমারে নিয়ে	...	...	৩১১
রোমাঞ্চ ও গানে	...	...	৩১২
শিখেছি ও হাহা শুনে	...	...	৩১৩
শক্তির দানব	...	...	৩১৪
নিশি দ্বিপ্রহর	...	...	৩১৫
সাগরযাত্রী নদী	...	...	৩১৬
সিন্ধুরাজ, তব মুকুরপ্রাসাদ	...	...	৩১৮
দরদী, তোর দরদ দেখে	...	...	৩১৯
গানের গুরু	...	...	৩২১
নাচ্ নাচ্	...	...	৩২২
সিন্ধু, ধরা অঘোরে ঘুমায়	...	...	৩২৩
পড়িতে আসি নি	...	...	৩২৫
জীবজন্ম-ছবি	...	...	৩২৬
দিবা তখন নিশার দ্বারে	...	...	৩২৭
চল্‌রে মন বাণপ্রস্থে	...	...	৩২৯

বিষয়			পৃষ্ঠা
বেলা তখন ডুবু ডুবু	...	...	৩৩১
ধীরে, সিন্ধু.	...	...	৩৩৩
পুচ্ছ তুলে পড়বা সব	...	...	৩৩৫
মধুরাতে একি রূপ	...	...	৩৩৭
হাসে রে ওই	...	...	৩৩৮
সাগর, আবার কবে	...	...	৩৪০
ও ঢেউ, আমায় তরাও	...	...	৩৪২
ও পারের ঢেউ	...	...	৩৪৪
ধেই ধেই আজ নাচে	...	...	৩৪৬
ঝিলিক্ দিয়ে মেঘ উঠ্‌ল	...	...	৩৪৭
ওপরের ঢল্ গলেছে	...	...	৩৪৮
নিদ্রায় চমকি উঠি	...	...	৩৪৯
বল কি, অ্যাঁ!	...	...	৩৫০
গৈরিক	...	...	৩৫৫—৪৬৭
হিমালয়ে—সাত বৎসর পর	...	...	৩৫৫
নতুন মানুষ	...	...	৩৬৪
ভূস্বর্গে কয়েকটী দিন	...	...	৩৭৬
ঝড়ের দিনে পদ্মা-বক্ষে	...	...	৩৯২
মেঘরাজ্যের সংবাদ	...	...	৪০২
সিংহলের স্মৃতি	...	...	৪১৪
মরুভূমির স্বপ্ন	...	...	৪৩৬
আমার বাগান	...	...	৪৪২

বিষয়			পৃষ্ঠা
কোথা কতদূর			৪৫৭
কবির প্রয়াণ সঙ্গীত	...	...	৪৫৮
তুষার হইতে বিদায়	...	...	৪৫৯
গান	...	...	**৪৭১—৬০৩**
স্বরলিপি চিহ্নাদির ব্যাখ্যা	.	...	৪৭১
আগমনী	...	...	৪৭৯
পল্লী-লক্ষ্মী	...	...	৪৮৪
বহুরূপা	...	...	৪৮৯
কৌতুকময়ী	...	...	৪৯৩
ব্যর্থ প্রবোধ	...	...	৪৯৮
নিবারণ	. .	...	৫০৫
বঞ্চিত	...	..	৫০৯
ক্ষুব্ধ	...	...	৫১৪
তৃষিত	...	...	৫১৯
অবসাদ	...	...	৫২৩
অভিযোগ	...	...	৫২৮
আকিঞ্চন	...	...	৫৩২
জাগরণী	...	...	৫৩৬
শ্যামলা	...	...	৫৪৫
বঙ্গবন্দনা	...	...	৫৪৯
মিলন-মঙ্গল	...	...	৫৫৪
উপাসিতা	...	...	৫৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুগ্ধ	৫৬৬
শঙ্কিতা	৫৭১
মোহিনী	৫৭৫
মোহিতা	৫৭৯
আকুলতা	৫৮৪
সান্ত্বনা	৫৯০
প্রভাতী	৫৯৫
বিদায়	৫৯৯



কবিতা

কবিতা

কে গো তুমি সুরাঙ্গনা, দিচ্ছ মনে আলিপনা
মায়ার তুলি দিয়ে যাদুকরী,
কভু ধরছ প্রিয়ার মূর্ত্তি, কভু নিয়ে তরল স্ফূর্ত্তি
সেজে আস্‌ছ কুহক-পুরীর পরী !
সারা গায়ে জ্যোৎস্না হাসে, মন মোদিত পদ্মবাসে,
ভেসে এলে যেন তারার স্রোতে,
ঝুমুর ঝুমুর রাঙ্গা পায় সুরের নূপুর যে গান গায়,
সে গান এল ধ্যানের দেশ হ'তে !
বুঝ্‌তে আমি চাই না কিছু, ছুটতে চাইনা তোমার পিছু,
হ'তে চাই তোর পায়ের একটি নূপুর,
মরম চিরে রক্ত নিয়ে রাঙ্গাব পা আল্‌তা দিয়ে,
মাখিয়ে দেবো তোর সাঁথিতে সিঁদূর !
কলসী কাঁখে, এলো চুলে, বধূ যাচ্ছে আপনা ভুলে
ভরা সন্ধ্যায় শূন্য নদীর ধারে,
চম্‌কে উঠে কুহুস্বরে, জল নিয়ে সে রঙ্গভরে
মনোচোরা গীতের অঙ্গে মারে !
শিস্‌ দিতে হেলায় খেলায় ছেলেরা পাঠশালায় যায়,
পাগ্‌লা কুহুর সুরটি নকল করে,
বুড়ি আছে আঙ্গিনাতে নাত্‌নী দিয়ে চুল বাছাতে,
রূপকথা তার স্নেহ হ'য়ে ঝরে !

এই সন্ধ্যা কুহুর মধু, ছেলে, মেয়ে, বুড়ী, বধূ,
তোমার প্রকাশ নূতন নূতন রূপে,
কোথাও রোগী-পতির কাছে সতী সেবায় মেতে আছে,
চোখের জল মুচছে চুপে চুপে,
ঝোঁপের আড়ে ঘুঘু দু'টি মনের কথা কইছে ফুটি',
পাখে পাখে প্রেমের আলিঙ্গন,
তরুণ যুগল বসি' কাছে মুখোমুখী চেয়ে আছে,
শুন্‌ছে সেই রসের আলাপন !
সাঁঝের আলো সাগর হ'য়ে ঢেউ তুলে যায় কোথায় বয়ে,
পলে পলে গলে প্রাণের শিলা,
নানা দিকে নানা মূর্ত্তি, এ তোমারই রূপের স্ফূর্ত্তি,
তোমার সুধার হরণ-পূরণ-লীলা !
বাসন্তীবাস পরিধানে, বল্‌লি কথা প্রাণের কানে,
জ্বল্‌তে লাগ্‌লো জগৎ রক্তরাগে,
বহ্নি ত ন'স্‌, তুই যে আলো, পতঙ্গেরে বাসিস্‌ ভালো,
তোর কৃপায় তার মরণ-পাখা জাগে !
অসীম দেখায় বড় কাছে, ফুট্‌ছে সাধের কুঁড়ি গাছে,
চিত্তপটে ফল্‌ছে নানা রং,
কোন্‌ বসন্তের সন্ধ্যা বেলা তোর সনে মোর হোরী খেলা,
বহা হাতে নয়া ফাগের আড়ং !
আমার কালো জীবন-মেঘে তোমার লালের ঝিলিক লেগে
হয়ে গেছে ইন্দ্রধনুর বরণ,

কবিতা

নাই ত আমি আমাতে আর, লুট হয়েছে সবই আমার,
লুটেরা ওই কমল-ফোটা চরণ!
তুমি দেবি, চিরারাধ্য, এ জীবনের জয়-বাদ্য,
নইলে, আমার মূল্য কাণা-কড়ি,
তোমার অংশে আমার জীবন, তোমার ধ্বংশে আমার মরণ,
ভেঙ্গে ভেঙ্গে তুল্‌ছ আমায় গড়ি!
যুগে যুগে তুফান ঠেলে আগু হচ্ছি তোমার কূলে,
জানি না ত জম্‌বে পাড়ি কবে,
সে দিন সত্য হব কবি, যেদিন বিশ্বদেবের ছবি
নিজে দেখে দেখিয়ে যাব সবে!

হিমালয় দেখিয়া

১

কত লোক কত সাধে আসিয়াছে তোমার আবাসে,
গিরিরাজ ! আমি শুধু আসিয়াছি জুড়াবার আশে।
প্রিয়জনে ডালি দিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতার অনলে
যে আসিল তব দ্বারে বিদ্ধ করি তপ্ত মর্ম্মস্থলে
সদ্য বিধবার মূর্ত্তি—এলোকেশী উন্মত্তা ভৈরবী,
পুত্রহারা জননীর দীনহীন পাগলিনী-ছবি,
তারে তুমি কি সান্ত্বনা কি ঔষধি করেছিলে দান ?
সে অভয় সে অমৃত দিতে হবে আমারে, পাষাণ !

২

আমি জানি, তুমি আত্মা, মূঢ় ভাবে তুচ্ছ জড়স্তূপ,
তরুণ তোমার প্রাণ, করুণ তোমার শ্যাম রূপ।
জটাধর তরুরাজি পেলব হরিত শষ্পোপর,
করেছে তোমার কান্তি মধুরে মহান্, গিরিবর !
উদার কেশববক্ষে ভৃগুপদলাঞ্ছনার মত,
তব অঙ্গে শোভে ও কি ধূমায়িত শোকোচ্ছ্বাস যত ?
সে সঞ্চিত পুণ্য-অশ্রু হয় নাই শূন্যে নিঃশেষিত,
করুণা-ঝরণা রূপে দিকে দিকে তারা প্রবাহিত।

৩

তুমি নহ ক্রূর মৃত্যু, অশ্রুরে কর না অবহেলা,
মায়াবিনী নারী সম প্রাণ লয়ে নাহি কর খেলা,
নহ বন্ধ্যা মরুভূমি, জান তুমি মানব-চরিত,
কি বিচিত্র, যা-ই করে, হ'য়ে উঠে হিতে বিপরীত!
জগতের দীর্ঘশ্বাস তাই বুঝি উঠে তোমা ঘেরি
চিতা-ধূম সম সদা! তবে সেথা হাস্য কেন হেরি?
ছায়া-রৌদ্রে কোলাকুলি, এ কি দৃশ্য?—বুঝিনু এখন,
একদিকে প্রেম হাসে, অন্যদিকে নিঃশ্বাসে মরণ!

৪

মনে এল, সেই যুগ, সে আদিম প্রণয়ীযুগলে,
তোমারই শিখরে কোন বিরাজেন বিজনে বিরলে
হরগৌরী আজও একাসনে। সে প্রেম-মিলন মাঝে
দিবস বিবস যেন! বংশীসম শুনি, ও কি বাজে
পার্ব্বতীর কলকণ্ঠ? সাবধান প্রহরীর মত
হয় ত ধবলপুঞ্জে অঙ্গ ঢালি রয়েছে জাগ্রত
তোরণশায়িত বৃষ!—শ্বেত মেঘ, সুশুভ্র তুষার
বিশ্ব হতে লুকাইয়া রেখেছে বা পূত লীলাগার!

৫

মনে পড়ে, আর একদিন,—অধীর ধূর্জ্জটী যবে
পীড়িয়া তোমার বক্ষ ফিরেছিল হায়-হাহা রবে,
প্রিয়াশোকসকাতর উন্মাদের বিরহবিলাপে
তোমার প্রত্যেক শিলা উঠেছিল কাঁদি মনস্তাপে।

গন্ধে গানে গুঞ্জরণে হাস্যে লাস্যে সলিল-শোভায়
প্রকৃতি জগতলোভা, সেথা সদ্য এসেছি দেখিয়া,
মরণ শ্যেনের মত ছিঁড়িল আশার ফুল্ল হিয়া,
ভীত-পাখীসম, আর্ত্ত নিরুপায় রহিল যখন,
আমি দেখে চ'লে এনু ভেঙ্গে দিয়ে সোণার স্বপন।

১১

বড় ভীরু অসহায় আমাদের মানব-জীবন,
প্রাণে ভ'রে শান্তি নাই, ফাঁকি দেয় পরাণের ধন।
বড় দুঃখদৈন্যদিগ্ধ আমাদের ধূলার আগার,
ভাগ্য হেথা গড়ে ভাঙ্গে, এক হ'তে হ'য়ে যায় আর।
ওই যে শুনিছ দূরে লক্ষকণ্ঠে কল কল রোল—
স্বার্থ-সুরা-অংশ ল'য়ে মাতালের দ্বন্দ্ব-গণ্ডগোল!
হিমরাশি, তপ্ত অঙ্গে স্নিগ্ধ কর দিলে বুলাইয়া,
সব কথা সব ব্যথা ক্ষণতরে দিলে ভুলাইয়া।

১২

থাক্ কর্ম্ম,—পণ্ডশ্রম! ফলাফল জানি না যখন,
প্রভাব প্রতাপ খ্যাতি হয় না কি ম্লান, পুরাতন?
কেন নিরুদ্দেশ যাত্রা? ক'দিনের জীবনসংগ্রাম?
কারও টানিতেছি বুকে, কারও প্রতি হইতেছি বাম!
তারাই না প্রিয়জন, ছেড়ে যেতে যাহারা উন্মুখ?
সুদিনের ভগবান, তিনিও না দুর্দ্দিনে বিমুখ?

বিশ্বাস, নির্ভর, প্রেম, আয় মন, সকলই হারাই,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মেঘে মেঘে কুহেলিকা হাতাড়ি বেড়াই !

১৩

গেছে প্রেম ? ভেঙ্গেছে বিশ্বাস ? যাক্, নাহি চাই কিছু,
ঘুরিতে পারি না আর রিক্ত করে ছলনার পিছু !
পশে না সংসারধ্বনি, জুয়াখেলা আসিলাম ছাড়ি,
মন মোর চ'লে গেল নিমেষেই সিন্ধু দিয়ে পাড়ি,
যেথা তব শৃঙ্গমালা ঢেউ খেলি মিশেছে অম্বরে
মেঘের তরঙ্গস্তরে !—অমনই এ অশ্রুর সাগরে
প্রবল প্লাবন এল ! আর নাহি মানে রে বারণ,
আয় রে জোয়ার আয়, ভেঙ্গে দে রে শেষের বাঁধন !

১৪

হে নবীন বন্ধু মোর, তব সাথে নব পরিচয়,
মনে হয়, খোল নাই, খুলি নাই সকল সঞ্চয়,
বহু বাকী আছে যেন। এই ভাবে লইয়া বিদায়
চ'লে যাব দূরদেশে। যদি পুন তোমায় আমায়
দেখা হয়, তখন কি রিক্ত করি নিবে মোর সব,
বিনিময়ে দিবে মোরে মুক্ত করি তোমার বৈভব ?
কিম্বা পুরাতন ব'লে ঠেলে দিবে বিরাগে হেলায় ?
এমন সংসারে ঘটে ! তাই অদ্রি, সুধাই তোমায় !

১৫

আর যদি না-ই ফিরি ? প্রাণসনে জীবনের ব্রত
অকালে খসিয়া পড়ে গন্ধে অন্ধ যুথিকার মত ?
যদি অসম্পূর্ণ দেখা, অসমাপ্ত হৃদয়ের ভাষা
আঁধারে আঁধারে ফিরে বহি চির অতৃপ্ত পিপাসা ?
তুমি তা জানিবে, গিরি! একদিন শেষে অকস্মাৎ
আমার বিহনে যার সব চেয়ে লাগিবে আঘাত,
সে যদি আমার মত লয় তব চরণে শরণ,
সব অসমাপ্তি কি গো তার কাছে হবে সমাপন ?

১৬

কি বলিতে কি বলেছি ? নাহি জানি, ছিনু এত বেলা
কোন্ অকূলের কূলে! সেথা যেন করিয়াছি খেলা
ছন্দে আর অশ্রুজলে! পথ করি মেঘের ভিতর
কখন আঁধারে মিশে চলে গেছে দুইটী প্রহর!
আমি কি দেখিতেছিনু এতক্ষণ গৈরিক স্বপন ?
জাগি হেরিতেছি, গিরি, স্তবে তুষ্ট দেবের মতন,
কাঞ্চনকীরিটী শির হিম-সিন্ধু হতে অকস্মাৎ
তুলেছ মহিমাসম !—সুপ্রভাত! আজি সুপ্রভাত!

১৭

দুর্লভ সুখের মত মিষ্ট রৌদ্র রচিয়াছে মায়া,
খেলিছে শিখরে বসি প্রকৃতির শিশু—আলো-ছায়া,

শ্রান্ত পাণ্ডু খণ্ড-মেঘ শুয়ে আছে শিখরে শিখরে,
তৃষার্ত্ত গোধনকুল নামিয়াছে যেন সরোবরে।
নেপালিনী ভার বহি গিরিপথে চলিয়াছে সোজা,
অশান্ত বালক সাথে, বোঝার উপরে সেই বোঝা।
স্তব-শেষে চেয়ে দেখি, হাসে তব প্রসন্ন মূরতি,
বুঝিলাম তব পায় পৌঁছিয়াছে ভক্তের আরতি।

নিষ্ফল স্বপ্ন

কাল রাতে সে চুপি চুপি আমার ঘরে এসে
মলিন মুখে দেখা দিল বড়ই মিঠে হেসে !
ছিল ঘরে দুয়ার দেওয়া, জানলা দিয়ে দখিন হাওয়া
ধীরে ধীরে আমার গায়ে কর্‌তেছিল পাখা,
বাইরে ঈষৎ দুল্‌তেছিল বকুল গাছের শাখা !

কেমন ক'রে যাদুকর, ঢুক্‌ল শয়ন-ঘরে,
রুদ্ধদ্বার মুক্ত কর্‌ল কখন মায়া-করে !
আকাশ ভরা মেঘের বহর, বিশ্ব যেন কালির আঁচড়,
ওপার থেকে কার নায়ে সে হয়ে এল পার,
আলো হাতে কে দেখাল আঁধার পথটি তার !

কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইল মাথা করে' নত,
অপরাধী অনুতাপে যেন মর্ম্মাহত !
দিন দুপুরে স্নেহের ঘরে সিঁদ কাট্‌ল যে অকাতরে,
সে আজ যেন দিতে চায় কি আকুল মর্ম্ম চিরে,
হা অবোধ, যা চলে গেছে আর কখনও ফিরে ?

অভিমানে ধর্‌তে গেলাম হাতটি বুকে চেপে,
ছায়ায় ঠেকে ভাঙ্গল চমক, কল্‌জে উঠ্‌ল কেঁপে !

বল্‌তে তারে যাব যখন,—ইঙ্গিতে সে কর্‌লে বারণ,
তর্জ্জনীটী রেখে ধীরে থর থর ঠোঁটে,
অশ্রু ভরা কথা প্রাণে ফোটে, আবার টোটে !

দেখ্‌লাম মুখে সেদিনের সেই আকুতিটী মাখা,
মরণ-দেবের তিলকের ছাপ ভালে দিব্যি আঁকা !
গায়ে ছায়ার নামাবলী, কায়া তাতে ছিল গলি,
স্নেহের দ্বারে এসে পুন হতে চাচ্ছে জমাট,
জোর ক'রে খুল্‌বে যেন মায়াপুরীর কপাট !

ধর্‌তে যখন যাব, ছায়া মিলিয়ে গেল হঠাৎ,
বাইরে তখন ডাক্‌ছে ঝড়, হচ্ছে বজ্রপাত !
বাতায়নে ঠেকে ঠেকে হাহা উঠ্‌ছে থেকে থেকে,
বাতাস, না সে উদাস মূর্ত্তির দীর্ঘশ্বাসের কাঁপন ?
ঘরে তেমনই দুয়ার দেওয়া, সত্য, না এ স্বপন ?

নিশীথের সে নিদ্রা-ঘেরা গভীর কালো রাত,
ঝিলিক দিচ্ছে পলে পলে, ঘন বারিপাত !
দর ধারা দু'নয়নে, অনেক বার হল মনে,
স্বপ্ন যদি বারেক তরে না হত রে স্বপন,
বিশ্বে যদিই একটিবার ঘট্‌ত অঘটন !

———

মৃত্যুর জীবন

মরণ তুই কবি, তাই তোর দখিণ দুয়ার খোলা !
যেথা থেকে আসে মলয়, মত্ত সাগর সদাই বয়,
চির-শিশু-জগতের না, ঢেউ খেলার সে দোলা ?
হেথায় উঠ্‌লে দোকানপাট, সেথায় খোলে বজ্র কপাট,
পাষাণ-দুর্গে কর্ণে কর্ণে লাগে না কি তালা ?
চির বসন্তটি যেথায় বন্দী আছে কুহুর চুমায়,
সলিলে নাই হিমের স্পর্শ আলোকে নাই জ্বালা ?
তারা যেন যমজ ভাই—আলো-আঁধার ভেদ নাই,
মেঘে নাই বাজের বালাই, বাতাসে নাই ঝড় !
রোমাঞ্চিত বার মাস সপ্ত সুরের সাতটা আকাশ
তরুর নাইক ঝরা-মরা, নদীর নাইক চর !
গলাগলি জোয়ার ভাঁটায় কোলাকুলি ফুলে কাঁটায়,
বিশ্ব-বাসর, শ্মশান বলে তোরে বুদ্ধির ঢেঁকি,
মরণ তুই কি বোম্ ভোলা ? ছাই ভরা ও ঝুলি-ঝোলা,
সে ছাই কিন্তু খাঁটী মাণিক, আর সবই মেকি !
সে যে তোমার সোণার বিভূত, গৃহ তোমার ও অবধূত,
কোথাও নাই, বিশ্বে তোমার সকল দুয়ার খোলা,
বিয়ের রাতে হরষ মাখি, সানাই যেমন বেড়ায় ডাকি,
দ্বারে দ্বারে ঘোরে তেমনই, তোমার চতুর্দোলা !

হঠাৎ পড়্‌বে আমার পালা, চাইবে এসে আমার মালা,
তোমার ঘর কর্‌তে যাব, ওগো আমার স্বামী,
হোক্ ওপারে চিরবাসর ফুলশয্যা অষ্টপ্রহর,
সুহৃৎ স্বজন সনে হোক্ মিলন দিবাযামী!
এ পারে যে মধুর নভে, আবার মধুর প্রভাত হবে,
ফুলের গন্ধে ছন্দে ছন্দে মিশ্‌বে পাখীর গান,
আমার দু'টি নূতন চোখ, চাইবে দেখ্‌তে পুরাণ-আলোক,
পাত্‌ কাণ শুন্‌তে সেই মায়াপুরীর গান!
আগু হয়ে তোমার কাছে তাই ত ফিরে তাকাই পাছে,
পরাণ আমার পালিয়ে যায় মাটীর স্বর্গটিতে,
আবার তোমার ভালবাসায় ফিরে আসে পাগল প্রায়
শিহরে সে তোমার আভাস দেখি চারি ভিতে।
তাই যদি হয়, এ জীবনে, সবই শূন্য তোর বিহনে
দিও তবে থেকে থেকে হৃদয় মাঝে সাড়া,
যবে আমি আরাম তরে, ঢুল্‌ব বসে পথের 'পরে
মহাযাত্রার লাগি আমায় দিও এসে তাড়া!

কন্যাকে ও পত্নীকে

দার্জ্জিলিংএ আমার চারি বৎসরের কন্যাটী দ্বিতল হইতে পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়াছিল, তদুপলক্ষে এই কয়টী শ্লোক রচিত। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১

১

আয় বৎসে, ভয় নাই, মরণের দ্বারপ্রান্ত হতে
ফিরে এসেছিস্ বলে', আমাদের শাসন-জগতে
বাঁধন হবে না দৃঢ়! ওরে মোর ভীত ত্রস্ত-প
তোরে আমি কোথা রাখি, তোরে আমি কি দিয়ে বা ঢাকি!
চিরস্নেহ-মোহ দিয়া সাবধানে রাখিতেছি ঘিরে,
আজ তুই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলি গৃহের বাহিরে
কখন বিশাল বিশ্বে! বাছা তুই ন'স্ মোর মেয়ে,
তুই অমৃতের শিশু, বুঝিলাম তোরে ফিরে পেয়ে
দেয়া-নেয়া আছে বিশ্বে,—যেই মেঘ ঘটায় প্লাবন,
সেই পুন নিয়ে আসে ক্ষেত্রতরে সফল বর্ষণ।
দুর্দ্দিনের ধন্ধে তুই এনেছিস্ স্বর্গের সংবাদ,
আজ তোরে নমস্কার!—আজ তোরে করি আশীর্ব্বাদ।

২

অশান্ত মেয়েটি মোর, বন্দী থাকি স্নেহের কারায়
পলাতক সম তুই মেতেছিলি মুক্তির নেশায়!

খেলিতে খেলিতে ভুলে বল্ দেখি কিসের নির্ভরে
ঝাঁপাইতে চেয়েছিলি অকস্মাৎ শূন্যে অকাতরে ?
বিপত্তি-বিমাতা তোরে দেখাইয়া ক্রোড়-প্রলোভন
মায়ের নয়ন হতে নিয়েছিল কাড়িয়া কখন ?
যেইক্ষণে ঝাঁপাইতি, তখনই যে বুঝিতি, অবোধ,
এ নহে মায়ের ক্রোড়, এ যে হিংস্র বিমাতার ক্রোধ !
পিতা তোর কত দিন তোরে ছাড়ি কর্ম্মে থাকে ভুলি,
সে কি জানে বিশ্বপিতা নিত্য তোরে রাখেন আগুলি ?
আজ এসেছিস্ তুই যেন কারও প্রসন্ন প্রসাদ,
আজ তোরে দেখি শুধু, আজ তোরে করি আশীর্ব্বাদ।

৩

এসেছিলি আর একদিন কনক-কিরণ মাখি,
সে স্মৃতি সে শুভক্ষণ রাখিয়াছি মর্ম্মে মর্ম্মে আঁকি !
শূন্য গৃহ, ভগ্ন মন, চারিদিকে নিশার আঁধার,
তুই মোর শুকতারা, এনে দিলি প্রভাত আমার !
সহসা উদয় হলি লক্ষ্মীসম যবে শূন্যগৃহে,
বাজিল মঙ্গল শঙ্খ, কণ্ঠে কণ্ঠে হুলুধ্বনি স্নেহে !
মাতার হৃদয়-হ্রদে দলমল কমল-বিকাশ,
পিতার নয়ন-নদে পুলকিত অশ্রুর উচ্ছ্বাস !
সে কি ভুলিবার কিছু ? মনে আছে সব তুচ্ছ কথা,
মোর গানে স্নেহ সনে উছলিছে তাই কৃতজ্ঞতা।

উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ত্রাসে মনে আছে, মোরা সর্ব্বজন,
হে স্বর্গ-অতিথি, তোরে করেছিনু সাদরে বরণ।

৪

আজ পাইলাম তোরে অতর্কিতে সবার অজ্ঞাতে
একরত্তি তারা-ফুল, দেবতার আপনার হাতে
পূত নির্ম্মাল্যের মত। এলি বাছা, পুন জন্ম ল'য়ে
মূর্ত্তিমতী দিবা বিভা সুধা-সরে সদ্য স্নাত হ'য়ে।
আজ বাজে নাই শঙ্খ, উঠে নাই গৃহে হুলুধ্বনি,
মেঘমুক্ত দিবসের হাস্যময় অম্বর, অবনী
বরি লয়েছিল তোরে, করেছিল মৌনে আবাহন,
করেছিল তোর ভালে অলৌকিক মহিমা অর্পণ।
আমি দেখিতেছি চেয়ে কি শোভায় পূর্ণ চারিধার,
আমারই কন্যার রূপে ভরিয়াছে জগৎ-সংসার!
নীলগিরিমালা মাঝে সূর্য্যাস্তের সুরঞ্জিত করে
আজিকার দিন আমি ভুঞ্জিতেছি অন্তরে অন্তরে।

৫

মনে উঠে কত কথা,—গিয়াছিনু প্রবাসে কি কাজে
তোদের ছাড়িয়া একা। বসে আছি শূন্য কক্ষ মাঝে
হেনকালে শিশুকণ্ঠে সুমধুর 'বাবা' সম্বোধন,
এ পিতারে গৃহতরে করাইল মত্ত, উচাটন!

মনে হ'ল ওই মত স্নেহাকুল সম্মোহন স্বরে
পাগল যে করিত রে—সে যে আহা, দূরে—কত দূরে!
ফিরিলাম গৃহে যবে, অকস্মাৎ বাহুর ফাঁসিতে
বন্দী করি নিলি মোরে, ডুবাইলি হাসিতে হাসিতে।
মনে পড়ে সেই হাসি, সেই চুমা, আব্দার, সোহাগ,
তা কি ভোলা যায় কভু, যাতে হৃদে দিয়ে যায় দাগ?
সে আনন্দে মিশিতেছে বন্ধে বন্ধে পবিত্র বিষাদ,
আজ তোরে ভাবি শুধু, আজ তোরে করি আশীর্ব্বাদ?

৬

ভাবিতেছি বসে' বসে',—এইমত ভাঙ্গি ছেলে-খেলা
আবার আমার গৃহে আসিবে যে বিদায়ের বেলা!
চিরদিন আমাদের, একদিন সাজি' নব বেশে
কোন্ ভাগ্যবান্-গৃহে গৃহলক্ষ্মী হতে যাবি শেষে!
সে দারুণ শুভক্ষণে সানাইতে সাহানার স্বর
বিজয়া-বিলাপ সম মোর প্রাণে বাজিবে বিধুর!
উৎসবের দীপমালা, কলহাস্য, মঙ্গল-আচার
এক দণ্ডে মোর কাছে হয়ে যাবে আঁধারে আঁধার।
এইমত নত মুখে মৌন-ম্লান অপরাধী প্রায়
অভিমানী পিতা পাশে ছল্ ছল্, চাহিবি বিদায়!
ফিরে পাইয়াছি তোরে, থাক্ থাক্ হরিষে বিষাদ,
আজ তোরে দেখি শুধু, আজ তোরে করি আশীর্ব্বাদ।

৭

কোরক-জীবন তোর ফিরে পেলি যাঁহার* যতনে,
এখন ত বুঝিলি না! বড় হ'য়ে করিবি কি মনে?
কাছাকাছি যতক্ষণ! দূরে গেলে নব গণ্ডগোলে
সুদূর অতীত কথা, ওরে বাছা, অনেকেই ভোলে!
কিছু খেদ নাই তাতে, চিরদিন স্নেহ নির্ব্বিকার,
হেন স্পর্দ্ধা কার আছে দিতে পারে তার পুরস্কার!
হয় ত র'ব না আমি, একমাত্র স্নেহের গৌরবে
পিতৃ-আশীর্ব্বাদ সম এ কবিতা কাছে কাছে র'বে।
কবির বন্দনা লভি সুখে গর্ব্বে সহাস্য কৌতুকে
দেখিবি, দেখাবি তাহা? আর কিছু বাজিবে না বুকে?
কাজ নাই সে বিবাদে, আজ শুধু প্রাণ খুলে গাই,
আজ শুধু মরে' যাই ল'য়ে তোর সকল বালাই!

৮

কিছু বলিও না ওরে, হারাধন লও, প্রিয়ে, বুকে,
জোড়করে ভক্তিভরে বিধাতার দয়ার সম্মুখে
অবনত হই দোঁহে। শুধু দোঁহে বলি,—দয়াময়,
যাহারে ফিরায়ে দিলে তারে যেন হারাতে না হয়

* কোন পরমাত্মীয়ার ত্বরিত সতর্কতা বালিকার রক্ষার কারণ হইয়াছিল।

এই ছোট মালাগাছি, মিলনের দৃঢ়তর পাশ
তুমিই পরালে দোঁহে, তারে যেন করো না বিনাশ!—
হের, কাছে অনাদৃত স্বর্গভ্রষ্ট সে কুসুম-হার,
এস দোঁহে বুকে করি, পরি আজ নব উপহার।
ওর পানে চেয়ে দেখ, ওই দুটি বড় কালো আঁখি
তোমার সোহাগ লাগি ছল্ ছল্ করে থাকি থাকি!
কাছে ডাকো, কহ কাণে গদগদ সোহাগের বাণী,
সর্ব্বাঙ্গে বুলায়ে দাও ক্ষমাভরা শুভ মাতৃপাণি।

৯

হাসিও না, কাঁদিও না, কাজ নাই ব্যর্থ আলোচনে,
আজিকার এই দিন চিরদিন রাখিও স্মরণে
নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শুধু। ভেবে দেখ, এই যে ঘটনা,
সুখ নয়, দুখ নয়, এ একটী বৃহৎ ভাবনা!
নহে ইহা আকস্মিক। করুণার অমৃত-সাগর
নীরবে দুলিছে নিত্য আমাদের নেত্র-অগোচর।
সেথা হারায় না কিছু; ভাঁটা-শেষে আসিছে জোয়ার;
নেয় যাহা, দেয় তাহা হাসি-কান্না না করি বিচার।
থাক্ তত্ত্ব; চেয়ে দেখ, কোণে গিয়ে মাথা করি নত
চেয়ে আছে ছল্ ছল্ ম্লানমুখে অপরাধী মত।
তা কি আর দেখা যায়? ডাকো ওরে স্নেহের কুলায়ে,
চুম খাও, চুম খাও, দাও ওর ভাবনা ভুলায়ে।

১০

বহুদিন—বহুদিন হয়ে আছ শোকশয্যালীন, *
আজ তুমি আঁখি মেল, দেখে লও জগৎ নবীন
প্রদোষের শান্তি দিয়া,—কি বিশাল সুন্দর উদার !
এর মাঝে পাতো, নারী, আরবার নূতন সংসার।
তব বাতায়ন হতে এ আলোক ফিরে যাবে পশি' ?
করপুটে সসম্ভ্রমে আজ তারে প্রণম, প্রেয়সি।
নেয়া-দেয়া, গড়া-ভাঙ্গা জেনো, নহে ক্ষুদ্র ছেলেখেলা ;
হোক্ খেলা, বাঁধি ভেলা, মরণেরে করি অবহেলা
ঝাঁপ দাও তবু স্রোতে ! মনে রাখো সুদৃঢ় বিশ্বাস—
হারায় না কিছু কভু, নাই কারও কখনও বিনাশ।
সেই অমৃতের পায়ে সমর্পণ করি প্রিয়জনে
বিদ্রোহ ঘুচায়ে, মূঢ়ে, সন্ধি কর আপনার সনে।

* আমার পত্নী তখন ভ্রাতৃ-শোকাতুরা।

খোকার প্রতি

১

সবাই আমারে বলে, কি জানিস্ ? খোকা, তবে শোন্,—
মোর সবটুকু স্নেহ গেছে নাকি নিয়ে তোর বোন্ !
মা তোর বিষম রুষ্ট, প্রতি কাজে প্রত্যেক কথায়
দেখিছেন পক্ষপাত, কহিছেন 'নিত্য কবিতায়
মেয়েরে তুলিছ স্বর্গে, ছেলে কি এতই অপরাধী ?
ভারি ত দু'ছত্র লেখা ! তাও তারে দিতে তুমি বাদী ?'
আমি শুনে হাসিতাম, আজ জলে চোখ এল ভরে',—
প্রমাণ করিতে হবে পিতা তোর ভালবাসে তোরে !
শোন্ তবে প্রাণাধিক, শোন্ মোর মাণিক, দুলাল,
সযত্নে লুকায়ে আমি রেখেছিনু যাহা এতকাল।

২

তাই বলে' ভাবিস্ না, সব কথা হয়ে যাবে বলা,
ডুবারী কি সব জলে ধরিবারে পারে কোথা তলা ?
ফুল্ল পদ্মে বসে যবে পানমত্ত হৃষ্ট মধুকর,
সে কি পায় সেইক্ষণে গুঞ্জনের পূর্ণ অবসর ?
প্রভাত না হতে তুই ঘুম-ভাঙ্গা পাখীর মতন,
আপনি আপনা সাথে করিস্ যে কল-আলাপন,

সোনামুখে মধু ক্ষরে, শুধু দুটি পিপাসিত কাণ
প্রাণ ভরে' সবটুকু অনাবিল রস করে পান।
সে কথা বলিতে গেলে, কিছুই যে বলা নাহি যায়,
বাহিরে শুনায় তাহা নিতান্তই প্রলাপের প্রায়।

৩

কত রঙ্ কত ঢঙ্ মুগ্ধনেত্রে দেখি অহর্নিশ,
কখনও গম্ভীর মূর্ত্তি, যেন তুই সেই 'সক্রেটিস'!
আবার তখনই দেখি, সুরু হয়ে গেছে মাতামাতি,
দিবা-দ্বিপ্রহরে গৃহে চলিতেছে মধুর ডাকাতী!
কভু দেখি চূড়া করে' চুলে বেঁধে পাখীর পালক,
সেজে এসেছিস্ ঠিক সেকালের রাখাল-বালক!
কখনও বেসুরে গান, কখনও বা মজার নাচ্‌না,
সুর করে' 'ফিরি' করা, অন্ধ সেজে কখনও যাচ্‌না!
কভু কান্না, কভু দেখি কালীমাখা ঠোঁটে দুষ্টু হাসি,
ওরে মোর বহুরূপী, আমি তোর সবই ভালবাসি।

৪

ঘুমালে ঘুমায় গৃহ, দেখাদেখি ধরি' ভব্য-বেশ
বায়ু খেলে গুঞ্জরিয়া লয়ে তোর কোঁকড়ান কেশ,
সংসারের দাবদগ্ধ, ছুটে' আসি তীব্র যাতনায়,
লুটাইয়া পড়িবারে সৌন্দর্য্যের শীতল ছায়ায়।

পা টিপে নিকটে আসি, চাহিতে ভরসা নাহি পাই,
ঘুমন্ত শোভাটি পাছে নিজ দোষে নিমেষে হারাই !
চেয়ে চেয়ে কভু গর্ব্বে, কখনও বা শুধু মুছি' আঁখি
ফিরে চলে যাই কাজে হৃদয়টা তোর কাছে রাখি।
যে ভাবেই দেখি তোরে, ওরে মোর ক্ষুদে যাদুকর,
বড়ই সুন্দর তুই, ওরে তুই বড়ই সুন্দর !

৫

হাত ধরাধরি করি ভাই-বোন্ ঘুরিস্ যখন,
কারে থুয়ে কারে দেখি—বেধে রায় সমস্যা তখন,
কারে বেশী ভালবাসি ? সে তর্কের থাকুক বিচার,
নিজে যে না বুঝে, তার বুঝাবার কোন্ অধিকার ?
দেখি শুধু, দিদি তোর চিরন্তন নারী-মহিমায়
বৃথাই বিদ্রোহী তোরে আপনার করিবারে চায় !
স্নেহের বদলে তারে কি লাঞ্ছনা দিস্ অনায়াসে,
কারেও কিছু না বলি' সে শুধুই ম্লানমুখে হাসে।
সে শিশু-নারীর সেই ধৈর্য্য আর মার্জ্জনার ছবি—
চ'টো না হে বাপু, যদি তা'ই বেশী ভালবাসে কবি !

৬

আর তোর দিদি যবে অসহায় পিতার উপরে
পাকা গৃহিণীর মত সতেজে প্রভুত্বগুলি করে,

কখনও পুতুল ফেলি জীয়ন্ত এ পুতুলের পিঠে
ঘুমের সঙ্গীত গেয়ে কর হানে তালে তালে মিঠে,
দেখায় জুজুর ভয়, ঘুম চোখে এল কি না ভরে',
উঠে' চেয়ে চেয়ে দেখে, কভু রাগে কখনও আদরে,
'মা' সেজে আহার দেখে, ত্রুটি ধরি ভৃত্যের সেবায়
নিজ হাতে এ শিশুরে মেজে-ঘষে' পোষাক পরায়!
সে ক্ষুদ্র নারীর সেই মাতৃত্বের খাঁটি অভিনয়—
রাগ করিও না বাছা,—সবটুকু প্রাণ কেড়ে লয়!

৭

তোর এলোমেলো কথা, যত সব সৃষ্টিছাড়া কাজ,
মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী, সঙের মতন সব সাজ,
দেখে' শুনে' দিদি তোর কখনও বা হাসিয়া অস্থির,
কভু চোখ বড় করে', মুখখানা করিয়া গম্ভীর
বলে 'বাবা, দেখ দেখ কাণ্ড ওর!'—এই যেন ভাব,
এখনও গেল না ছি ছি, ওর এই ছেলেমী স্বভাব!
দেখে' শুনে' হাসি আমি, কিন্তু যবে তোর দোষ ঢাকি,'
'মা যেন শোনে না' ভয়ে চুপে চুপে বলে মোরে ডাকি,
সে কচি-নারীর কাণ্ডে আসে মোর জল আঁখিপাতে,
রাগ করিও না, ধন, মুগ্ধ হয়ে যাই যদি তাতে!

৮

শাদা খাতা নিয়ে সন্ধ্য কোণে গিয়ে তবু পদ্যে একা
আরম্ভ করেছি যেই একমনে তোরই কথা লেখা,

কোথা থেকে তুই এসে একেবারে সম্মুখে হাজির,
দাঁড়ালি সগর্ব্বে, যেন 'লেয়াণ্ডের' রণজয়ী বীর!
বলিলি না কোন কথা, করিলি না কোন আয়োজন,
অক্লেশে উড়ায়ে দিলি আপনার বিজয়-কেতন!
ভাষা সেধে ছন্দ বেঁধে রচিতেছিলাম যত শ্লোক,
তুই এসে তার মাঝে মিশাইলি এ কোন্ কুহক!
মানো বা না মানো কেউ, এ ক্ষেত্রে ত আমার বিশ্বাস,
লেখার উল্লাস চেয়ে ঢের ভালো দেখার উচ্ছ্বাস!

৯

এদিকে এ গোলমালে যত সব করিলি অকাজ,
তাতে মনে হ'ল, তুই স্তুতি-স্তবে বেজায় নারাজ!
কলমটী লাঠি করি পরীক্ষা করিলি মোর পিঠে,
খাতাখানি টেনে ফেলে' ব্যঙ্গছলে হেসে নিলি মিঠে!
তারপরে করিলি যা, নহে তাহা সভ্যতানুরূপ,
আমি কিন্তু এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে' বসে আছি চুপ।
উলটিয়া মসীপাত্র লেখাগুলি সব করে' মাটি
যখন চম্পট দিবি স্ফূর্ত্তি করে' দিব্য পরিপাটী,
উঠিলাম মহা রেগে দোষীরে করিতে দণ্ড দান,
কোথা রাগ?—এ যে দেখি, অনুরাগে ভরে' গেছে প্রাণ!

১০

তুই ভারি অরসিক, আছে তার আরও প্রমাণ,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব ভুলি মোরা ক'টি তার্কিক প্রধান

ফেঁদেছি গভীর তর্ক, যুক্তিগুলি সযত্নে কুড়ায়ে,
তুই এসে মাঝখানে দিলি সব হাসিতে উড়ায়ে!
সাধে কি মেজাজ দেখে, বলি তোরে,—খেয়ালী নবাব
যত পাস্ রাজপূজা, তত তোর মিটে না অভাব!
কিন্তু যাহা লয়ে মাতি বৃথা দম্ভে মোরা ক্ষুদ্রমতি,
সেই ভেদ-অভিমান তোর কাছে মিথ্যা তুচ্ছ অতি,
খোলা ভোলা প্রাণ তোর আমাদের গণ্ডি পরিহরি
দিয়েছে বিশাল বিশ্বে আপনারে ব্যক্ত ব্যাপ্ত করি।

১১

রঙ্গিন শৈশবে তোর চলিতেছে হোলীর উৎসব,
দেখে' মোর মনে উঠে অতীতের বিস্মৃত গৌরব!
প্রাণের সে পিচ্কারী শূন্য করি চূর্ণ করি আজ
চলিয়াছি কোন্ পথে পরি' কোন্ অভিনব সাজ!
চাহি না রে খ্যাতি, মান, শান্তিহারা তৃপ্তিহীন জয়,
ওই তোর খেলা-ঘরে যদি পাই আবার আশ্রয়।
সাধ যায় ওইখানে জীবনের বাকী দিন গুলি
তোর সাথে ধূলি মাখি ধীরে ধীরে হ'য়ে যাক্ ধূলি।
তুইও ত হবি বড়, ভেঙ্গে যাবে এই খেলা-ঘর,
সে কথা স্মরিয়া আজ তোর তরে হতেছি কাতর।

১২

এ শাঠ্য-কাপট্যপূর্ণ স্বার্থ আর মিথ্যার জগতে,
কে তুই নিষ্পাপ নগ্ন? বিদ্বেষের রঙ্গভূমি হতে,

আয় রে অক্ষত বীর ! ধৃত-অস্ত্র কেড়ে নে সবার,
হাসিতে কাঁদিতে শিখি তোর কাছে সবাই আবার !
লয়ে ক্ষুরধার জ্ঞান আপনারে শ্রেষ্ঠ ভাবি' মনে
করি রুদ্র হানাহানি কিংবা ক্ষুদ্র কাণাকাণি কোণে !
এ গম্ভীর বৃদ্ধগণে তুলে নে রে তোদের ভুবনে,
যেথা কচিমুখগুলি হাসিতেছে নবীন কিরণে,
উঠিতেছে কলবর, দুলিতেছে আনন্দ-হিন্দোলা,
ভুলি' অভিমান দিব দলে মিশে ক্ষণতরে দোলা।

১৩

জপ তপ তুই মোর ! বসে' থাকি একাকী নিরালা,
কার মিষ্ট কথাগুলি করিয়াছি ইষ্ট-জপমালা !
এদিক্ ওদিক্ হতে শুনি যবে শিশুর কাকলি,
প্রাণ মোর পিতা হয়ে ধায় সেথা বাৎসল্যে উছলি।
কবে তুই এ হৃদয় ওই দুটি ছোট ছোট হাতে
বেঁধে রেখে এসেছিস্ জগতের শিশুদের সাথে।
তোর বড় আদরের আছে পোষা সিরাজী 'পায়রী,'
শুনিলে হাসিবে সবে !—আমি তার যে সেবাটা করি !
আমার এ ভালবাসা, সে কি ওই চিড়িয়ার লাগি ?
পেয়েছে সোহাগ তোর তাই ত সে আমারও সোহাগী!

১৪

এমনই করিয়া তুই করিছিস্ আমারে পাগল,
জন্মজন্মান্তর হতে আছিস্ কি আমারই কেবল ?

যত বার দেখি তোরে নাহি মিটে দেখার পিপাসা,
যত ভাবে ডাকি তোরে, মনোমত নাহি হয় ভাষা।
এ কি নেশা, ওরে যাদু! চোখে মোর লাগিয়াছে ধাঁধাঁ,
ঘুরি সহস্রের মাঝে, মন মোর তোর কাছে বাঁধা।
আয় তবে, আয় জয়ী, আজ তোরে অভিষেক করি
বিরাট্ ভাবের রাজ্যে! বিজয়-মুকুট সদ্য পরি'
নবীন ভূপতি আয়! আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুই কবি।
অলিখিত তোর কাব্য, তবু লিখি তোরিই ছায়া লভি।

১৫

কি বলিতে কি বলেছি? আজি মোর স্নেহের সাগরে
জোয়ার এসেছে উঠে, সে আবেগ প্রাণে নাহি ধরে।
আশীর্ব্বাদ করি তোরে,—শুভ হোক্, শুভে থাক্ মতি,
বড়ই কঠিন ধরা, বেছে নিস্ লাভ আর ক্ষতি।
সম্পদে হ'স্ না স্ফীত, দৈন্যে নত, বিপদে অধীর,
জয়পরাজয়, দু-ই ধীরচিত্তে নিবি পাতি শির।
দয়া যেন মেনে চলে চিরদিন ন্যায়ের মর্য্যাদা,
অকালে অন্যায় ক্ষমা শক্তিরে দেয় না যেন বাধা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কে বা জানে! বড় শক্ত তাহার নির্দ্দেশ,
প্রাণ যাতে দেয় সায়, মেনে নিস্ তাহারই আদেশ।

১৬

স্বদেশ স্বজাতি হতে কিছু যেন প্রিয় নাহি হয়,
পুরস্কারে ভুলিস্ না, তিরস্কারে করিস্ না ভয়।

সুখ যদি নাহি পা'স্, দেবতার নির্ম্মাল্যের প্রায়
মহৎ দুঃখের ভরা তুলে নিস্ সগর্ব্বে মাথায়।
এমন করিস্ কিছু যার মাঝে দৈন্য নাহি রবে,
তুই চলে' গেলে তবু বাঁচিবে তা মৃত্যুশীল ভবে।
যখন র'ব না আমি, নাম যদি থাকে রে সম্বল,
পুত্রের গৌরবে যেন রহে তাহা চিরসমুজ্জ্বল।
জড়ায়ে আসিছে কণ্ঠ, মনচোরা, আয় বুকে সরে',
থেমে থাক্ সব কথা, একদণ্ড সুখে থাকি মরে'!

পুত্র ও মাতা

পুত্রের উক্তি

দেশহিতৈষীর দলে মোর নাম যবে চলে,
খুব হাসিটাই নিই হেসে !
বঙ্গমাতা, কই তাহা, নিল না ক কেউ যাহা,
দিনু তোমা সে প্রাণ অক্লেশে !
ঘন ঘন ছাড়ি' হাঁক দৈনিক পিটায় ঢাক,
মোর স্তবে গগন ফাটায়,
মোর স্তুতি মাস ধরে' যত সাপ্তাহিকে ভরে'
চতুরেরা কাগজ কাটায় !
এ শিক্ষিত দেশভক্ত অকস্মাৎ অনুরক্ত
হই তুচ্ছ দিশী-ভাষা প্রতি,
তখন তোমারে স্মরি' বর্ণিব কেমন করি,
বঙ্গমাতা, জাগে যে ভকতি !
(ভাবি, তুমি অগতির গতি !)

দর্পণে দেখিয়া মুখ যখন ফুলায়ে বুক
শ্বশুরমন্দির পানে ধাই,
শালী-শালাজের দলে মোরে লয়ে তর্ক চলে,
শুনে' কষ্টে হাসি চেপে যাই,

শাশুড়ী বেচারি এসে কন থেমে হেসে কেসে,
'খেয়ে যেতে হবে, বাবা, আজ,'
চমৎকারি' সবাকারে শুনাই গম্ভীরে তাঁরে,
'আহারের চেয়ে বড়—কাজ!'
প্রিয়া মোর গরবিনী, ফুলিয়া উঠেন তিনি,
দেমাকে তাকান মুখে মোর,
শালাজের দল স্তব্ধ, শ্যালিকার দল জব্দ,
হা দেশ, এ সবই দয়া তোর!
(সাধে করি তোর দুঃখে সোর?)

ঘুরি যবে পথে পথে দ্বিতীয় শ্রেণীর রথে,
আপনারই বেশী কাজ সারি,
সভা সমিতির শিরে হাতটী বুলায়ে ধীরে
দেড়া ভাড়া কিন্তু নিয়ে ছাড়ি!
বগলে পূরিয়া ছাতা প্রকাণ্ড চাঁদার খাতা
দ্বারে দ্বারে রটি তব ব্যথা,
কেহ শুনি' রহে হাসি,' কোন দুষ্ট স্পষ্টভাষী
ভারি কড়া কড়া কহে কথা!
কেউ দেয় মুষ্টিভিখ্, সভারে জানাই ঠিক,
'দেশহিতে, লাভ অভিশাপ!'

সবে বলে'—বেশ ! বেশ !—আমি বলি সোনা দেশ;
তুমি মোর কাটারীর থাপ !
(যার নামে সাত খুন মাপ ।)

'ভবঘুরে' নহি আমি, জানেন তা অন্তর্য্যামী,
ভাগ্যদোষে এই দশা মোর,
ছিলাম কেরাণী আগে, বড়সাহেবের রাগে
রাজকার্য্যে বনিলাম চোর !
মানে মানে কাজ ছাড়ি চলিয়া এলাম বাড়ী,
স্বদেশের কথা প'ল মনে,
গন্থে পন্থে অকস্মাৎ খুলে গেল মোর হাত,
অশ্রুপাত শিখিনু যতনে !
যদিও বিদেশী ভাষা তবু তা'তে বলি খাসা,
ধার করে' 'দেশহিত' লেখি,
শুনি সবে দেয় ধন্য, হে দেশ, তোমারই জন্য
খাঁটি বলে' চলে নি কি মেকি ?
(নহিলে, কি হ'ত বল দেখি !)

সম্প্রতি শুনিনু, মাতঃ,— পাব কি না, জানি না ত,
আদালতে কর্ম্মখালি আছে,
বন্ধ করি 'সিডিসান্' দিতে হবে 'পিটিসান্'
গিয়ে জজ সাহেবের কাছে,

কামাইতে হবে দাড়ি, চস্‌মা দিতে হবে ছাড়ি,
উহা নাকি কংগ্রেসি ধরণ!
দায়গ্রস্ত ভাবে নাই, যে সব স্বদেশী ভাই
উঠাইলা তাহারে তখন,
সাহেবের কাছে গিয়ে কর্‌তে হবে নাম নিয়ে
তাঁহাদেরই শ্রাদ্ধ অতঃপর!
কিন্তু এই ভেবে তুমি ক্ষমা দিও, মাতৃভূমি,
তব লাগি কেঁদেছি বিস্তর!
(আরও কিছু চাও এর পর ?)

মাতার কথা

আমিই যে চির-অপরাধী,
আপনার দৈন্য স্মরি কাঁদি।
পাষাণে বাঁধিয়া বুক সাধে কি লুকায়ে দুখ
পড়ে থাকি ধূলিশয্যা মাঝে,
বাছারা যে যেথা আছে ডাকি না কারেও কাছে,
কালামুখ দেখাব কি লাজে ?
মাতৃগর্ব্ব কি আমার ? কি পেয়েছ অধিকার
বৎসগণ, জননীর বলে ?

কোন স্পর্দ্ধা লয়ে আজ পুত্র পাশে চা'ব কাজ,
দাঁড়াইব অবনীমণ্ডলে ?
আমিই যে চির-অপরাধী,
আপনার দৈন্য স্মরি কাঁদি।

'কে বলে ?' কুমাতা নাহি হয়,
কুপুত্র রয়েছে বিশ্বময়।'
কেন বিশ্বে ন'স্ গণ্য ? এ তোদের জন্ম দৈন্য
দুর্ব্বল জঠরে দিনু স্থান,
বলহীন আয়ু ক্ষীণ, কাপুরুষ, পরাধীন,
এত প্রাণ মৃতের সমান !
জন্মিলে উচ্চের ঘরে কি না জানি পেতি ওরে
বিপুল গৌরব আজ তোরা,
মোর লাগি, ভুলি' তাহা আছিস্ আমারই আহা,
জাগিছিস্ দুখনিশি ঘোরা !
কে বলে ? 'কুমাতা নাহি হয়,
কুপুত্র রয়েছে বিশ্বময়।'

মোর গঙ্গা করে দীন গান,
মোর পাখী ধরে ক্ষীণ তান,
স্থর চাহে জাগিবারে, কলঙ্ককাহিনী তারে
করে যে রে আতুর বিধুর,

তবু তোরা ভক্তিভরে শুনিস্ সে গীতস্বরে
জননীর মহিমা মধুর!
সগ্ধ পুলকিত প্রাণে চাহিয়া তোদের পানে
করি শূন্যে শূন্য আশীর্ব্বাদ,
শেষে বসে' বসে' স্মরি দুই চোখে অশ্রু ভরি'
আপন দীনতা-অপরাধ।
মোর গঙ্গা করে দীন গান,
মোর পাখী ধরে ক্ষীণ তান।

এ তোদের কৃপা!—এ কি ভক্তি?
এ যে এক ভঙ্গুর আসক্তি!
মোর ভাষা-ভাবে তাই তোদের হৃদয় নাই,
ছেড়েছিস্ মোর পথ প্রথা।
পাছে নিলে এ সকল রসাতলজাত ফল,
পতনের বাড়ায় দ্রুততা!
তাই পরপদলক্ষ্য জেনেছিস্ মুক্তি-মোক্ষ,
কি দেখায়ে করি নিবারণ?
আজও যে আছিস্ মোর, সেই ত বিস্ময় ঘোর!
ভয়ে চাপি প্রাণের রোদন।—
এ তোদের কৃপা!—এ কি ভক্তি?
এ যে এক ভঙ্গুর আসক্তি!

শুধু মোর আছে স্নেহ-ধন,
জ্বলে দৈন্যে পুণ্যের মতন,
আছে সর্ব্বদুখহরা, আমার এ বুকভরা
জ্বালাহরা মাতৃহৃদি-সুধা,
ধন-মান কোথা পাই ? শৌর্য্য-বীর্য্য কিছু নাই !
সুধায় কি মিটিবে না ক্ষুধা ?
চির-স্নেহ-শিখা জ্বালি জাগিয়া রয়েছি খালি
পথ চেয়ে দুর্দ্দিনে আঁধারে,
থাক্ সেবা, যাক্ কাজ, ভাগ্যহারা সবে আজ
চলে আয় মায়ের আগারে।
শুধু এক আছে স্নেহ-ধন,
জ্বলে দৈন্যে পুণ্যের মতন।

দ্বেষের শেষ

যাও যাও, দূরে যাও, ঘৃণাভরে ফেলে যাও,
কুবেরের দল,
কাঙ্গালের স্পর্শে হায়, মান যদি টুটে' যায় !
কেনো গে স্বার্থের হাঠে চতুর্ব্বর্গ ফল,
সম্পদ শিরোপা মাথে, পদের মশাল হাতে,
দাঁড়াও, দেশের মুখ হবে সমুজ্জ্বল !
রজতের এত বাড়, মায়াকাটি স্পর্শে তার
সমাজের উচ্চমঞ্চ করিবে দখল ?

একে একে, দশে দশে চলে যাও, কমলার
প্রিয়পাত্রগণ।
মাতারে শঙ্কটে ফেলি, ভ্রাতাদের পায়ে ঠেলি
যাবে ? যাও লক্ষপতি ওগো যক্ষগণ..
জননীও হাস্যমুখে বিদায় দিলেন সুখে,
আর তাঁর প্রাণে নাই কোন আকিঞ্চন,
অনেক আঘাত সহি বহু যাতনায় দহি
আজ তাঁর রুক্ষ মন, বিশুষ্ক নয়ন !

আমরা করিব কাজ হাবাতের দল আজ
জননীরে ধরি,

অক্ষম দুর্ব্বল হই মোরা মাতৃদ্রোহী নই,
যে কোলে জন্মেছি, যেন সেই কোলে মরি !
শাক-অন্ন নিজে খাই— ভ্রাতারে যোগাব তাই,
দিব সিদ্ধি মাতৃপদে নিবেদন করি ।
স্বজনের অবিশ্বাস, দুর্জ্জনের উপহাস,
আমরা দশের দাস, কিছু নাহি ডরি ।

ভাবিনু তুলিব গড়ি' দারিদ্র্যে সম্পদে মিলে
নূতন ভারত !
আমাদের জনবল তোমাদের ধনবল
ধরিব মায়ের পাছে,—মোহিবে জগৎ !
জ্বালি সৌভ্রাত্রের বাতি ঘুচা'ব বিশ্বের বাতি
রাক্ষসী,শতাব্দীরে চিনাইব পথ,
মুদ্রার দেখিয়া পাখা চিনিলে চাঁদির চাকা,
জাতির নিয়তি-চাকা তাই স্থাণুবৎ !

এ জীবন-যুদ্ধ ছাড়ি মিলিব দুদল যবে
শান্তি-নিকেতনে,
যবনিকা যাবে উঠে, সেথা যুক্ত করপুটে
দাঁড়াব সহসা নব ধর্ম্মাধিকরণে,

ক্ষীর সরে পুষ্ট যারা অবমানে নত তারা,
হেরিবে কঙ্কাল-দল বসি সিংহাসনে !
কারা হবে পুরস্কৃত, কারা হবে তিরস্কৃত ?
—দেখিতেছি তাহা যেন নখর-দর্পণে।

জয়সঙ্গীত।

১

শতাব্দীর দীপ্ত সূর্য্য এইবার উঠিয়াছে জ্বলি
পূর্ব্ব দিক আলো করি, জাগিয়াছে নব বলে বলী
এশিয়ার সুপ্ত সিংহ! বহি আসে গভীর গর্জ্জন,
ছুটে' আসে লক্ষ ধারে নবোদিত রবির কিরণ
ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে!—ভাগ্য যার চির অন্ধকার,
তার দ্বারে আজ কেন সৌভাগ্যের শুভ সমাচার?
কাটিয়াছে অতীতের মৃত্যু সম কালো কালবেলা,
শ্মশানে বসেছে হের, অকস্মাৎ উৎসবের মেলা!

২

মৃত যারা, তারা আজ কি বুঝিবে জীবনের স্বাদ?
তাদের ললাটে লেখা আছে, থাক্ কলঙ্ক-সংবাদ!
হায় আঁধারের কীট, চিরদিন রহিবে এমন?
বৃথা একি কল্লোলিছে আশে-পাশে নব জাগরণ?
আর না। ঘুমাবে তারা? ঘুমে কারও নাই অধিকার,
তন্দ্রালস আঁখিগুলি দেখে নিক্ আলোক আবার!
বিস্মিত স্তম্ভিত বিশ্বে যার লাগি জয়কোলাহল,
তার মাঝে লুকাইয়া সনাতন তোর যোগবল!

৩

তবু তোর মুখে শুনি' জয় আর যশের ঘোষণা
ব্যঙ্গ করে বিশ্ববাসী, তারা ভাবে ব্যর্থ আলোচনা!
এই দৃপ্ত সমারোহ, উৎসবের মঙ্গল-আচার,
মাতৃভূমি, হা বিধবা, এতে তোর নাই অধিকার?
কোথা সে অম্বর মুক্ত, কোথা এই লোহার পিঞ্জর!
পারে কি খাঁচার পাখী ফুটাইতে অভ্রবাহী স্বর?—
মিথ্যা কথা!—মা আমার, আজ তোর নব অভ্যুদয়!
সে আনন্দ গরজিছে,—জয় জয় এশিয়ার জয়।

৪

কদিনের এ জাপান? সভ্যতার কবে এ বিকাশ?
কি ভাব? কি ভাষা?—ছিল জাতির কি হেন ইতিহাস,
যাহে ভাবী গৌরবের চিহ্ন কিছু গিয়েছিল দেখা?
না, ইহারা সদ্যসৃষ্ট, ভাগ্যচক্রে উঠে এল একা
জ্বলন্ত গ্রহের মত, আত্মতেজে আপনি অধীর,
নাই ত্রুটি, নাই দৈন্য, হেরি' বিশ্ব নোয়াইল শির?
তারই সাথে মনে পড়ে ভারতের নব অভ্যুদয়
সে আনন্দ গরজিছে,—জয় জয় এশিয়ার জয়।

৫

কাহাদের বাহুবল সংগঠিত হৃদয়ের বলে,
সংযমী সাধক ত্যাগী কারা উগ্র তপস্যার ফলে,

ধর্ম্ম কাহাদের কর্ম্মে জেগে থাকে ধ্রুবতারা মত,
দর্পে কারা নহে স্ফীত, অবিচার-অবমানে নত,
কারা হেন শক্তিধর, বিশ্বস্পর্দ্ধী জয় অগণন
পারে নির্ব্বিকারচিত্তে অনায়াসে করিতে গ্রহণ,
কাহাদের দেশহিত, নহে দম্ভ, কিম্বা পায়ে ধরা,
যার কাজে ঘরে ঘরে মৃত্যু তরে পড়ে গেছে ত্বরা!

৬

মিত ভাষা, ক্ষিপ্র কর্ম্ম, সৌভ্রাত্র ঔদার্য্য অতুলন,
শিষ্ট শিষ্ট গৃহে কারা, বহিঃরঙ্গে দুর্জ্জয় ভীষণ,
দ্বন্দ্ব-শেষে কারা ভুলে প্রতিহিংসা ঘোর বৈরিতার,
ক্ষমা-প্রেমে করে কারা অরাতিরে চির আপনার,
নাই ভীরু পলাতক অবিশ্বাসী কাহাদের ঘরে,
বীরপ্রসূ অন্তঃপুরে ক্ষমা নাই কাপুরুষ তরে,
ছিন্ন করি আলিঙ্গন পতি-পুত্রে আপনার হাতে
সাজায়ে পাঠায় কারা মৃত্যুশুভ্র যশের সভাতে!

৭

কাহাদের রাজতন্ত্র পীড়নের যন্ত্রসম নয়,
রাজভক্তি প্রজাপ্রীতি একখাতে একসাথে বয়,
রাজার প্রাসাদ হতে তুচ্ছতম দীনের কুটীরে
ঐক্যে সখ্যে পূত মন্ত্র বাজিতেছে অন্তরে বাহিরে,

কাহাদের গৃহস্থালী ধনধান্যে স্বাস্থ্যে উদ্ভাসিত,
শিল্পসজ্জা পণ্যভার দেশে আর বিদেশে পূজিত,
কাদের বাণিজ্যতরী উড়াইয়া বিজয়কেতন
সগর্ব্বে সর্ব্বত্র ফিরি করিতেছে সৌভাগ্য কীর্ত্তন!

৮

কাহাদের শিক্ষা দীক্ষা দেশান্তরে লভি নববল
স্বজাতির স্বদেশের—জগতের করে মুখোজ্জ্বল,
কাহাদের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ নহে গণ্য ধনে আর কুলে,
মহিমার সিংহাসনে গুণীজনে শিরে লয় তুলে'।
যে দেশের এই জাতি—সে যে আদি আলোকের ঠাঁই,
রাজপুত্র ভিক্ষু সত্য লাগি—এ যে সেই দেশ ভাই!
তার সাথে মনে পড়ে মা তোমার নব অভ্যুদয়,
সে আনন্দ গরজিছে জয় জয় এশিয়ার জয়!

৯

ধন্য ধন্য বীরভূমি, ধন্য ধন্য হে বীরের জাতি,
জয় হোক্, জয় হোক্, চিরদীপ্ত থাক্ যশোভাতি,
আবার আসুক্ শান্তি দ্বন্দ্ব শেষে পরম মঙ্গল,
পুন তব গৃহে গৃহে উঠুক্ আনন্দকোলাহল,
ধনধান্যে থাকো পূর্ণ, প্রীতিপুণ্যে অক্ষুণ্ণ সতত,
সমস্ত বিশ্বের শিরে শোভা পাও কিরীটের মত,

মহোজ্জ্বল অতীতের অনাদৃত ভ্রংশ-ধ্বংসোপরে
তোমারে সম্মুখে করি এশিয়া দাঁড়াক্ গর্ব্বভরে !

১০

কালের বিবর্ত্তে ঘুরি ভাগ্যরেখা পূবে এল সরি,
হারায়ো না স্থিরলক্ষ্য মিথ্যা আর স্বার্থ অনুসরি
প্রাচীর আদর্শ-শুভ ! – পশুদেরও আছে বাহুবল,
মনোবল মানুষের সত্যলব্ধ তপস্যার ফল।
বিধাতার অনুকম্পা গলাইলে যে সাধন-গুণে,
খেলিও না তাহা ল'য়ে, ভস্ম হবে আপন আগুনে !
পড়িয়ো না রাজরোষে, কত রাজ্য চূর্ণ হল যা'য়,
মহাসম্রাটের সেই দণ্ড যেন পড়ে না মাথায় !

১১

ভারতের শুকতারা, এশিয়ার প্রজ্জ্বলিত আশা,
আরও জ্বলো আরও জ্বলো, মঙ্গলের বাড়ুক পিপাসা !
পর-ধন-মান-রাজ্যে হিংসা লোভ ধ্বংসের কারণ—
সনাতন প্রাচ্য-নীতি চিরদিন রাখিয়ো স্মরণ !
—গর্ব্বস্ফীত শিশু-জাতি, গুরু যদি না মান ভারতে,
ভাই বলে' কোল দাও—তার গূঢ় মহা ভবিষ্যতে !
আজ বড় মনে পড়ে' মা, আমার, তোর অভ্যুদয়,
সে আনন্দ গরজিছে জয় জয় এশিয়ার জয় !

অম্বা

কাশীরাজ-কন্যাত্রয়ে ভীষ্ম যবে তুলিলেন রথে,
স্বয়ম্বর সভাগত রাজগণ চারিদিক হতে
উঠিলা গর্জ্জন করি, ভীষ্মে বেড়ি' আরম্ভিলা রণ,
দুর্জ্জয় শান্তনুসুত একা সবে করি নিবারণ,
চলিলা হস্তিনাপথে, দেখিলেন, রথ আলো করি
বসি তিন অনিন্দ্য সুন্দরী!

কহিলেন সসম্ভ্রমে সম্বোধিয়া রাজকন্যাগণে,
'দিলাম অনেক ক্লেশ অনিচ্ছায় আজি অকারণে,
ক্ষত্রিয়ের অপরাধ, নাহি তার যুদ্ধের বিচার,
কি বাসরে, কি শ্মশানে সমভাবে মুক্ত তরবার!
হের, আর শঙ্কা নাই, বহুদূরে রহি রাজগণ
করিতেছে ব্যর্থ আস্ফালন!'

উত্তরিল বয়োজ্যেষ্ঠা, রূপে গুণে সবার প্রধানা,
'আমরা ক্ষত্রিয়কন্যা, ক্ষাত্রধর্ম্ম আছে কিছু জানা,
দেখেছি বীরত্ব বহু, দেখি নাই, কভু শুনি নাই,
হেন শিক্ষা, সুপ্রয়োগ, লঘু ক্ষিপ্র হস্ত শস্ত্রে, তাই

বিমুগ্ধ হৃদয় শুধু বিস্ময়ে সম্ভ্রমে থর থর্,
ভয়ে নহে, জেনো বীরবর !

তুমি ভীষ্ম ?—আজ বুঝিলাম। শুনেছিনু তব নাম,
পাষাণপ্রাচীর ভেদি তোমার উজ্জ্বল গুণগ্রাম
রাজ-অবরোধে পশি পশেছিল দীনার শ্রবণে,
—প্রগল্‌ভারে ক্ষমা কর, কাজ নাই তার আলোচনে।
তুমি ভীষ্ম ?—এবে শুধু লভি তব পুণ্য দরশন
চরিতার্থ অম্বার নয়ন !'

উত্তরিল পরন্তপ, 'খ্যাতি ক্ষুদ্র, কর্ত্তব্য মহান্,
তাই আজ স্পর্দ্ধা ছাড়ি তৃপ্তিমাঝে ডুবিয়াছে প্রাণ।
ভ্রাতা মোর সহৃদয়, গুণী জ্ঞানী রাজ-অধিরাজ,
তোমরা ললনারত্ন যোগ্যহস্তে পড়িলে গো আজ,
তাই ভাবি', ভ্রাতৃসুখে, তোমাদের নব ভাগ্যোদয়ে
আমি শুধু সুখী, সহৃদয়ে !'

উত্তর করিল অম্বা, 'বড় শক্ত ভাগ্যের নির্ণয়,
সবারই প্রকৃতি ভিন্ন, তাই কেহ ধনে তুষ্ট হয়,
কেহ মানে, কেহ জ্ঞানে, বলিব আমার কথা আজ,
ক্ষম ভগ্নীগণ, আর্য্য তুমিও ক্ষমিও ছাড়ি লাজ,
যে কথা বলি নি কারও, মুখরা তা পড়িয়া শঙ্কটে
প্রকাশিবে সব অকপটে।

তুমি বীর, তুমি বুধ, বিচারিয়া দেখ নিজ মনে,
যদি কোন নারী সঁপে প্রাণ তার লঙ্ঘি গুরুজনে,
মানস-দেবতা তার, নন্ তিনি—তিনি নন্ পতি ?
সে নারী কি পারে অন্যে ভজিবারে, যদি হয় সতী ?
আমিই সে স্বয়ম্বরা, দাও মোরে বিজনে বিদায়,
যাবে নারী পতিপ্রেম-ছায় !'

কহিলেন কুরুশ্রেষ্ঠ, 'কহ শুভে, কোন্ ভাগ্যধরে
বরিয়াছ, যাঁর লাগি তুচ্ছ কর হস্তিনা-ঈশ্বরে ?
ভাল করে' বুঝে দেখ, আপনারে করো না বঞ্চনা,
জেনো স্থির, তব সাধে নাহি দিব বাধা সুলোচনা,
যেথা চাও যেতে দিব, কিন্তু একা পথের মাঝারে
পারিব না ছাড়িতে তোমারে ।'

কাতরে কহিল বালা, 'এ পথ যে পরিচিত মোর,
এ পথেই যেতে হবে যেথা আছে মোর চিত্তচোর,
দয়া করি যদি বীর, শুনিয়াছ নারীর প্রার্থনা,
সৌভাগ্যের দ্বার হতে অভাগীরে আর ফিরায়ো না,
আনন্দে করাও যাত্রা পতিপাশে, এই ভিক্ষা চাই,
অধিক বলিতে লাজ পাই ।'

উত্তরিলা দেবব্রত, 'বৃথা যুক্তি ! অয়স্বিনী !
খুলিলে প্রেমের উৎস, বাঁধমুক্ত মত্ত স্রোতস্বিনী

ধায় না দ্বিগুণ বেগে আপনার বাঞ্ছিতের পানে ?'
শেষে আদেশিলা সূতে পথপাশে রক্ষিতে সে যানে।
থামিল দ্রুতগ রথ, সেইক্ষণে ভূমে অবতরি'
দাঁড়াইল আনন্দে সুন্দরী।

কহিল ভগিনীগণে, নাহি নিও মোর অপরাধ,
সুখী হয়ো দোঁহে, এই বিদায়ের শেষ আশীর্ব্বাদ।'
তারপরে তুলি দুটি ছলছল বিলোল লোচন,
কহিল ভীষ্মেরে চাহি, 'তোমারে কি কব মহাত্মন্!
এই কহি, দীনা প্রতি যে দয়া দেখালে আর্য্য আজ,
এ শুধু তোমারই যোগ্য কাজ!'

শেষ-ধ্বজচিহ্নরেখা মিলাইয়া গেল যবে শেষে,
নিঃশ্বাসি চলিল বালা অশ্রু মুছি যেন নিরুদ্দেশে!
হেথা সৌম্য ভাবিছেন,—এ কি ক্ষিপ্তা ? না এ মনস্বিনী
এ কি তীব্র আকুলতা! এ কি তৃষা! গেল বিবাসিনী
কোথা একা ?—করিলেন বিভুপদে প্রার্থনা অন্তরে
অসহায়া রমণীর তরে।

কন্যাদ্বয় সঙ্গে লয়ে মহারঙ্গে গেলা হস্তিনায়,
নমি' বিমাতার পদে আলিঙ্গিয়া তুষিলা ভ্রাতায়।
শেষে মহা সমারোহে যথাকালে শুভদিনক্ষণে
হল রাজপরিণয় শোভাময়ী কন্যাদ্বয় সনে।

বহিল প্রমোদস্রোত রাজ্য ভরি, উৎসব-কৌতুকে
কেটে গেল বহুদিন সুখে।

একদিন প্রাতঃস্নাত, বসিবেন গাঙ্গেয় পূজায়,
হেনকালে নারী এক দাঁড়াইল কুহকের প্রায়!
চিনিলা অম্বারে ভীষ্ম, সসম্ভ্রমে যোগায়ে আসন
কহিলেন, 'কহ ভদ্রে, কি লাগিয়া হেথা আগমন?'
উত্তর করিল বালা—অদেয় না হয় যদি দান
দিবে না কি নিয়ে এই প্রাণ?

সবিস্ময়ে দেবব্রত মোহিনীরে দিলেন আসন
আপনি বসিলা ধীরে, অবনত প্রশান্ত আনন!
বহুক্ষণ শূন্য কক্ষে অন্যমনে উভয়ে নীরব,
তখন জাগিছে বিশ্ব, বাড়িয়া চলেছে কলরব,
রজনীগন্ধার গন্ধ আসিতেছে মন্দ সমীরণে,
কপোত ডাকিছে ক্ষণে ক্ষণে।

আরম্ভিল নৃপসুতা, 'বুঝ নাই, এসেছি কি লাগি?
সেবিয়াছ আজীবন শস্ত্রে আর শাস্ত্রে, হে বিরাগী!
কি বুঝিবে কি জানিবে কারে বলে রমণী-হৃদয়!
বড় দুঃখ তাই মনে, নারী যাহা প্রাণান্তে না কয়,
জানাতে হইল তাহা আসি আজ পুরুষের দ্বারে,—
ভালবাসে নির্লজ্জা তোমারে!

সে কথা কি মনে পড়ে? বলেছিনু,—স্বয়ম্বরা আমি!
—তুমি বীর, এ কুমারী-জীবনের সে দেবতা—স্বামী!
যে ভয়ে করিনু ছল, বুঝ নাই?—বলি তা এখন,—
ভ্রাতার উদ্দিষ্ট কন্যা পাছে তুমি না কর গ্রহণ!
এখন স্বাধীনা দাসী, আসিয়াছে সঁপিতে পরাণ,
পত্নীভাবে দাও পদে স্থান।

ফিরি নাই পিতৃগৃহে, ছদ্মবেশে ছিনু হস্তিনায়
রাজপরিণয় তরে ধৈর্য্য ধরি চাতকিনী প্রায়,
আজি শুভযোগ নাথ, রাখ রাখ দাসীরে চরণে!'
ভীষ্মের নয়ন-আগে উদ্ভাসিত হল সেইক্ষণে
অতীতের কুজ্মটিকা,—কি মোহে সে দিন উন্মাদিনী
ঝাঁপিল অকূলে একাকিনী!

এদিকে নারীর সেই ছল ছল করুণ আননে
প্রণয়ের আরাধনা ফুটিতে লাগিল ক্ষণে ক্ষণে,
খর কটাক্ষের লীলা তরঙ্গিত কুন্তল মাঝারে
রূপের বিদ্যুতশিখা জ্বালিতে লাগিল বারে বারে,
সে আকুতি মাঝে হ'ল যৌবনের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস
ভাষাতীত গৌরবে প্রকাশ।

উঠিলা না চমকিয়া, টলিলা না, গলিলা না বীর,
উদার অম্লান প্রাণ হল আরও ধীর সুগভীর।

কহিলেন সুমধুর সবিনয় প্রবোধ বচনে,
'শুন নি প্রতিজ্ঞা মোর ?—করিব না বিবাহ জীবনে !
সন্ন্যাসীর শূন্য দ্বারে পুরিবে না আশা, রাজবালা,
যোগ্য কণ্ঠে দাও গিয়ে মালা !'

কহিল বিবশা ধীরে, 'তব কীর্ত্তি শুনিয়াছি সব,
সামান্যা ভেবো না মোরে, বুঝি আমি তোমার গৌরব।
বিজ্ঞেরা সত্যেরে সেবে তত্ত্বের তাৎপর্য্য শুধু লয়ে,
পণভঙ্গে অধিকারী তুমি,—নিখিলবিস্মৃত হ'য়ে
চল যাই তীর্থবাসে, লয়ে দোঁহে ব্রত নিষ্ঠাচার
অভিনব পাতিব সংসার !'

উত্তরিলা দেবব্রত, 'বৃথা তব এ সাধনা, বালা,
তরুণের কণ্ঠে শুধু শোভা পায় তরুণীর মালা।
নহি আমি নবযুবা, উদাসীন তাহে চিরদিন,
বিলাসব্যসনহীন নিতান্তই নীরস কঠিন।
যোগ্য পাত্রে সঁপ' মন, সুখী হবে, জানিও সুন্দরী,
সুখী হয়ো আশীর্ব্বাদ করি !'

উত্তরিল উপেক্ষিতা, 'আমি জানি, কিসে মোর সুখ,
স্বভাবের অবলীলাগতি বলে করো না বিমুখ।
মূঢ় নারী গূঢ় তত্ত্বে যতটুকু লভিয়াছি জ্ঞান,
প্রকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম, জলে পৃক্ত তৈলের সমান

সিদ্ধ সে, সংসারী হয়ে ডুবে না যে বিষয়ের মোহে,
সে সন্ন্যাস এস নিই দোঁহে !'

কহিলা নির্ম্মম, 'তর্ক বৃথা, মিথ্যা, ত্যজ মোর আশা,
সত্য বলি, তিলমাত্র নাহি মোর বিষয়-পিপাসা।
আছে বহু গৃহী বিশ্বে তত্ত্বজ্ঞানী সংসারানুরাগী,
আমি থাকি একজন শাস্ত্রের বিধানদ্রোহী ত্যাগী,
এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের নাহি হবে কোন ক্ষতি তায়,
যাও মুগ্ধে, থেকো না বৃথায় !'

ধূপে ছোঁয়ালে অগ্নি, সে যেমন উঠে দাপটিয়া,
তেমনই রাজেন্দ্রসুতা প্রত্যাখ্যানে উঠিল জ্বলিয়া,
বচনে উগারি জ্বালা, রক্ত নেত্র করি বিস্ফারিত
কহিল, 'প্রতিজ্ঞা,—তব ব্রহ্মচর্য্য বীর্য্যদম্ভস্ফীত
যদি নাহি করি ধূলি, ত্যজিব জীবন !' এত বলি'
গরবিণী বেগে গেল চলি।

শুধু—শুধু ক্ষণকাল পুরুষেন্দ্র রহিলা বিহ্বল,
চমকি হেরিলা, কক্ষে শুকাইছে ফুল-বিল্বদল !
সেইক্ষণে বসিলেন পদ্মাসন করি কুশাসনে,
আরম্ভিলা শিবপূজা নিশ্চিন্ত নিবিষ্ট হৃষ্ট মনে,
ঝঞ্ঝায় যেমন রহে সিন্ধুর গভীর তলদেশ,
নাই প্রাণে চাঞ্চল্যের লেশ !

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির

সন্ধির সমস্ত আশা হল যবে সমূলে নির্ম্মূল,
পাণ্ডবের প্রতিহিংসা উঠিল জ্বলিয়া, কুরুকুল
দ্বেষে দম্ভে স্ফীত হ'ল। অগ্ন্যুদ্গারী গিরির সমান
দুটি পক্ষ জ্বালা বহি হইতে লাগিল কম্পমান,
অবশেষে পরস্পর করি চিরনিপাতকামনা,
মহারণ করিল ঘোষণা।

হেনকালে একদিন ভীষ্মপাশে আসি যুধিষ্ঠির
বন্দি' পিতামহ-পদে কহিলেন অবনত-শির,
'এ কি তবে সত্য কথা, হইয়াছ কুরু-সেনাপতি?
আজ ধন্য দুর্য্যোধন, যার পক্ষে তুমি মহারথী,
কিন্তু দীন পাণ্ডবেরা কোন্ দোষে দোষী তব পায়?
কহ তাত, সুধাই তোমায়।

তখন আমরা শিশু সেদিন কি হলে বিস্মরণ?
লালিত তোমারি স্নেহে পিতৃহীন ভাই পঞ্চজন,
পিতা জানিতাম তোমা, পিতা বলে' ডাকিতাম যবে,
হাসি' উত্তরিতে তুমি, কভু অশ্রু মুছিতে নীরবে!
যাঁহারে এসেছি ভেবে পিতা, গুরু, বন্ধু একাধারে,
বৈরীভাবে ভেটিব তাঁহারে?

যদি চাও, পিতামহ, সে কথাও ভুলে' যাও সব,
সমান আত্মীয় তব নহে আর্য্য, কৌরব পাণ্ডব ?
দুইটী উৎসঙ্গে তব দুদলের ছিল অধিকার,
দুই পক্ষ ভাগ করি ভুঞ্জিতাম তব উপহার,
এ আত্মকলহে তবে উচিত কি, ওহে মহাবল,
কৌরবেরে করিতে সবল ?

কহিলা বীরেন্দ্র, 'ভীরু, আমা হতে কি ভয় তোমার?
ধর্ম্মের হইবে জয়, শত ভীষ্ম কি করিবে তার ?
তথাপি করিব যুদ্ধ, কৌরবের অন্নে পুষ্ট দেহ,
কর্ত্তব্য পালিব আগে, তারপরে হৃদয়ের স্নেহ।
কিন্তু বৎস, চিন্তা নাই, এ যুদ্ধের পরিণাম কহি,
নিঃসন্দেহ হবে তুমি জয়ী।

যেদিন কপট দ্যূতে কৌরবের হয়েছিল মতি,
মৃত্যুর অধিক ক্লেশ সয়েছিল অসহায়া সতী,
রাজারে ভিখারী করি অরণ্যে পাঠায়ে ভার্য্যা সনে,
অক্লান্ত বিদ্বেষ তবু গিয়েছিল সাথে সাথে বনে,
যেদিন, হে ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মে চাহি ছিলে সব সহি,
সেইদিন জানি, তুমি জয়ী !'

কহিলা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, 'যদি, তাত, জান পরিণাম,
এ যুদ্ধে হবে না জয়ী, ক্ষুণ্ণ হবে চিরোজ্জ্বল নাম,

পীড়িতেরে ত্যজি তবু পীড়কের হইবে সহায় ?
কর্ত্তব্যের লক্ষ্য, ধর্ম্ম, নহে তাহা পাপের সেবায় ।
আমরা আশ্রিত তব, এ রাজ্যে তোমারই অধিকার,
অন্নদাস তবে তুমি কার ?'

উত্তরিলা দেবব্রত, 'বৎস, পন্থা কে করে নির্দ্দেশ ?
অন্ধ হয়ে যায় নর করি বিশ্বরহস্যে প্রবেশ,
সত্য বলি' ধরি যাহা, শেষে দেখি তাহা মিথ্যা অতি,
যাত্রার সন্ধ্যায় এসে ফিরাই সে প্রভাতের গতি ।
পাপ হোক্, পুণ্য হোক্, আর্ত্ত তরে কাঁদিয়াছে প্রাণ,
প্রাণ দিব কিংবা দিব ত্রাণ !'

কহিলেন হাসি, 'জয় ?—বহু লভিয়াছি তাহা ভাই,
ভেবেছ কি এ বয়সে এ বিরোধে জয় আমি চাই ?
কৌরব পাণ্ডব এই বৃদ্ধের আঁখির দুটি তারা,
তার মাঝে হয়ে গেছে একটী নিঃশেষে লক্ষ্যহারা,
ভাগ্য তার প্রতি বাম, তারই হাতে বিচারের ভার,
আমি যে রে ফলভাগী তার !

প্রমাদের অন্ধকূপে মগ্নপ্রায় অসহায়গণে
ধরিনু সবলে কেশে, ফিরাতে চাহিনু প্রাণপণে,
উঠিতে পারে নি তারা, তাই আজ যাব ত্যাগ করে',
দেখিব চাহিয়া শুধু পরিণাম কৌতুহলে ওরে ?

নহে, নহে মহারাজ, ঝাঁপ দিব অন্ধদের লয়ে
অন্ধকার ধ্বংসের আলয়ে !

কিন্তু শুন তাও বলি, যতদিন রবে দেহে প্রাণ,
তোমার জয়ের আশা হয়ে রবে স্বপ্নের সমান,
একক গাণ্ডীবী ছাড়া তব পক্ষে নাহি হেন বীর
মোর সঙ্গে রণরঙ্গে বহুক্ষণ রহিবে যে স্থির,
নিত্য তব বহু বল মোর হস্তে হবে অপচয়,
রক্ষিতে নারিবে ধনঞ্জয় ।

কহিলা হাসিয়া শেষে প্রেমাস্পদে হেরি পরিম্লান,
'কর্ত্তব্য পালিয়া পরে প্রীতি মোর করিব প্রমাণ,
যেরূপে জিনিবে মোরে, কহি তার উপায় এখন,
শিখণ্ডীরে অগ্রে লয়ে সব্যসাচী করে যেন রণ,
তারে যদি হেরি, অস্ত্র ধরিব না জানিও নিশ্চয়,
বীরশয্যা করিব আশ্রয় ।'

কহিলা কৌন্তেয়, 'তাত. এ কি নিদারুণ পরিহাস !
অকৃতজ্ঞ নহি মোরা, নহি মোরা অধর্ম্মের দাস ।
শত্রুপক্ষ কর বলী, ক্ষত্র কবে ভীত রণ লাগি ?
প্রভু তুমি, মোরা দাস, তাই দ্বন্দ্বে পরিহার মাগি ।
যদিও, হে মহারথী, হ'লে সবে বিমুখ পাণ্ডবে,
ন্যায়ভ্রষ্ট তারা নাহি হবে ।

পিতৃত্ব জ্ঞাতিত্ব তব যদি কভু হই বিস্মরণ,
কেমনে ভুলিব,—তুমি চন্দ্রবংশে উজ্জ্বল রতন !
তোমারে অন্যায় যুদ্ধে কে সে পশু করিবে বিনাশ ?
কোন্ লোভে ?—ধিক্ জয়ে, শতগুণে শ্রেয়ঃ বনবাস।'
গাঙ্গেয় কহিলা হাসি, 'এ প্রতিজ্ঞা রবে না স্মরণ,
জয় লাগি হবে উচাটন।'

কহিলা গম্ভীরে শেষে, 'মোর নাশ হবে প্রয়োজন,
যবে পাণ্ডবের দলে হাহাকার ভেদিবে গগন।
ফুরায়েছে দিন মোর, ছিনু বাঁচি তোমাদের চাহি,
আজ ভা'য়ে ভা'য়ে দ্বেষ, বাঁচিবার আর সাধ নাহি।
আমার বধের পাপ স্পর্শিবে না, করি আশীর্ব্বাদ,
ঘুচে যেন তাতেই বিবাদ !'

হতজ্ঞান যুধিষ্ঠির বিনা বাক্যে লইলা বিদায়,
নয়নে বহিছে ধারা, ঘন ঘন রোমাঞ্চিত কায় !
মনে হ'ল, ক্ষণতরে উঠেছিলা কোন্ উর্দ্ধলোকে,
ঝলসি গিয়াছে আঁখি সেথাকার প্রচণ্ড আলোকে,
শুনেছিলা কি সে বাণী, লোকাতীত ভয়াল গম্ভীর,
শব্দে কর্ণ হয়েছে বধির !

ত্রিকূটের স্মৃতি।

দ্বিতীয়বার দেওঘর দেখিয়া

১

হে গিরি, বিদায় হই, হয়েছে সময় ;
যাই তবে, আর দেখা হয় কি না হয় !
আজ বুকে কি বাজিছে কিছু নাহি জানি,
বেধে যায় গদগদ বিদায়ের বাণী।
করিব না শেষ দেখা, তাই দূরে রহি
অতীতের স্মৃতিভার আনিলাম বহি।
চির সান্ত্বনার বাণী, 'রাখিও স্মরণ',
সাহস না পাই তোমা বলিতে এখন !

২

মনে আছে ?—একদিন তোমার ভবনে
অতিথি হইয়াছিনু, তুমি প্রীতমনে
ইঙ্গিতে ডাকিলে মোরে আপনার ঘরে,
চিরপরিচিতসম তুষিলে আদরে।
জানি আমি জানি তাহা, তুমি গেছ ভুলি,
পাষাণে কি থাকে আঁকা স্মৃতিচিহ্নগুলি ?

এমন কত না পান্থ এসেছে গিয়াছে,
তোমার কি কারও কথা কিছু মনে আছে !

৩

রাগ করিও না গিরি, সংসার এমনি,
তুমি একা নহ দোষী ! এই যে ধরণী,
প্রকাণ্ড ভোলার স্থান ! খোলা চারিধার,
একবার ছাড়া পেলে কে আর কাহার ?
আজ বুঝিতেছি বেশ,—লজ্জা কিবা তায়,
সেদিনের মত আর চাহ না আমায় !
জেনো, প্রেম অন্তর্য্যামী, এক প্রাণে ভাসে
অপর প্রাণের ছায়া অক্ষুণ্ণ আভাসে।

৪

তোমারে ভুলি নি আমি, মনে আছে সব ;
বসি তব তটে শুনি নির্ঝরের রব
ক্ষুদ্র ভেবেছিনু মোরে, উঠেছিল মনে,
মানব জন্মের গ্লানি ; কিসের কারণে
গর্ব্ব করি তার,—অদৃষ্টের অভিশাপে
দগ্ধ যাহা, তিক্ত যাহা রোগে শোকে তাপে !
তার পরে একদিন সবই হয় শেষ,
কেন ?—কোথা ?—কতদূরে ? নাই সে উদ্দেশ !

৫

হেরি তব শোভাগার হয়েছিল মনে,
এখানেই বাঁধি বাসা জীব-জন্তু সনে।
শুনালে অভেদ বাণী,—প্রকৃতিমাতার
সবাই সন্তান মোরা, এক পরিবার,
এক জন্মসূত্রে বাঁধা, এক পরিণাম।—
আজও যবে বিরোধের নিষ্ঠুর সংগ্রাম
চৌদিকে ধ্বনিয়া উঠে, সে বিভ্রম মাঝে
তোমার সে শান্তিমন্ত্র থাকি থাকি বাজে!

৬

বহুদূর হতে আছি তোমা পানে চেয়ে
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আজ গেছে যেন ছেয়ে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে। দেখিলাম বহুদিন পরে
তোমারে আরেক ভাবে, আরেক অন্তরে।
বহুরূপী সংসারের এমনই ধরণ,
ধরিছে জীবন মেঘ বিচিত্র বরণ
পলে পলে! কি বিভিন্ন, কতই নবীন,
আমার সে দিন হতে আমার এ দিন!

৭

সেই সঙ্গে মনে এল, অতীতের দিন,
কোথা দুঃস্বপ্নের মত হয়ে গেল লীন!

কতদিন গেছে মোর ? প্রত্যেক নিশ্বাসে
বহিয়া গিয়াছে আয়ু ; মনে নাহি আসে
প্রতি দিবসের কথা, প্রতি দণ্ড পল,
হয়েছে নিষ্ফল কত, হয়েছে সফল।
আশাভয়বিজড়িত এ কি এ চেতনা ?
তার সাথে মনে উঠে বিদায়-বেদনা !

৮

দেখিয়া তোমার রূপ প্রাতঃসূর্য্য-করে
যাই বলিবারে গিয়ে অশ্রু চোখে ঝরে' !
মন নাহি যেতে চায়, তবু হবে যেতে ;
এমনই অখণ্ড বিধি ! পুন র'ব মেতে
নগর উৎসবে ; এ শান্ত আনন্দ হ'তে
ভেসে যাব কোন্ তীব্র মত্ততার স্রোতে !
আমাদের পরিমিত কয়েকটি দিন,
তারও নাই মুক্ত পাখা, গগন রঙিন্ ?

৯

ভেবো না শুধুই মোরে পল্লীর স্তাবক,
কল্লোলিত নগরেরও আমি উপাসক।
যে ফেনিল জনসিন্ধু ছাড়িছে নিঃশ্বাস,
আছে তাতে প্রাণ, আছে অনন্ত বিকাশ !

ফুটিছে যে টক্‌বক্‌ রক্ত চারিধার,
প্রাণ হ'তে প্রাণান্তরে হয় তা সঞ্চার।
তাই পল্লীস্বপ্ন ভাঙ্গি ছুটে আসে প্রাণ
বিচিত্র জীবনধারা করিবারে পান।

১০

কিন্তু এই ক্ষণ-শান্তি, ক্ষুদ্র-অবসর,
মুক্তপ্রকৃতির কোলে বিশ্রাম সুন্দর,
মনে রবে বহুদিন। বহুবর্ষ ধরি
সুখ দিও, সুখী হয়ো এই মত করি!
যে অমৃত এ নির্জ্জনে করিলাম পান
কর্ম্মক্ষেত্রে নব শক্তি করিবে প্রদান।
বিদায়ের বেলা মাগি একটি প্রসাদ,—
রাখ বা না রাখ মনে, কর আশীর্ব্বাদ!

১১

এ নহে ত চাটুবাণী অসার সুলভ,
কবির বন্দনা এ যে, অমূল্য দুর্লভ,—
হয় না সাধনে ক্রীত, পদ তুচ্ছ মানে,
আড়ম্বরে নাহি ভোলে, ভয় নাহি জানে,
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটির
খুঁজিয়া বাঞ্ছিতজনে করিছে বাহির!—

ভালবাসা ভোল যদি, এইটুকু স্মরি
কৃতজ্ঞতা রেখো মনে, এই ভিক্ষা করি!

১২

তারপরে কতলোক আসিবে হেথায়,
হয় ত প্রস্তর পড়ি হেরিবে তোমায়
আমার নয়ন দিয়া, বিরলে তখন
লেখকের তরে কেহ মুছিবে নয়ন!
তারও পরে কতকাল এই আনাগোণা
চলিবে, উঠিবে কত নবীন বন্দনা!
সেই তুমি জেগে রবে স্থিরমহিমায়,
আমি কিন্তু ঘুমাইব অনন্তনিদ্রায়!

পাথেয়

অপূর্ব্ব উৎসর্গ

যে আজ আমায় লিখিয়ে ছাড়্‌লে,
তারেই লেখা দিলাম,
তা নইলে যে হতেম আমি
নেহাৎ নেমকহারাম !
বিশ্ব-প্রাণের শীর্ষ স্থানটি
যার, দখল যার,
নিঃস্ব প্রাণের উপচার তার
শ্রেষ্ঠ উপহার !
হও না তুমি জড়বাদী,
হও না অবিশ্বাসী,
মহাপ্রসাদ খুঁজে বেড়ায়
তবু উপবাসী !
যে যাই ভাবি, যতই করি,
ঘুরে ফিরে শেষে
একই জায়গায় তরী ভিড়ে
একটি তীরেই এসে।
যার মন যেমন তেমন দেখি,
রূপ কি অরূপরাশি,

কারও হৃদয় জেরুজেলম্,
　　কারও মক্কা, কাশী।
ধূ ধূ কচ্ছে আঁধার পথ
　　যাত্রী আমি একা,
পাথেয় মোর কাণাকড়ি,
　　তীর্থের নাই দেখা।
যাহাই ভাবি, যাহাই বলি,
　　এসে ঘুরে ফিরে
তোমার নীরেই তরী ভাসে
　　ভিড়ে তোমার তীরে।
কৃপাসিন্ধু, দিলে যত,
　　পড়্ছে তোমার পায়,
ভালবাসার নদী-নালা
　　ওই সাগরেই ধায়!
দিলাম তোমায় দিলাম,
　　আমার যা ছিল সব দিলাম
পার্ব না ত হ'তে আমি
　　প্রেমে নেমকহারাম!

পাথেয়

ও পাটনী, এস তোমার
পারের ডিঙ্গায় চড়ি,
নাও পাঁচ প্রাণ—পাথেয় মোর,
পাঁচটি কাণা কড়ি!

হ'য়ে গেল মাটীর ঢেলা
গড়্‌তে গিয়ে রত্নহার,
গান বাঁধ্‌তে গিয়ে প্রাণ
গড়ে' তুল্‌লে হাহাকার!

সূর্য্য ওই যাচ্ছে নিবে
অন্ধকার দিচ্ছে সাড়া,
ছয়টি দাঁড়ি মন-মাঝিরে
পথের তরে দিচ্ছে তাড়া!

উঠেছিল দম্‌কা হাওয়া,
পালের উপর টান্‌লি পাল,
পাকে পড়ে' ঘুর্‌ছে তরী,
আর ত রাখা যায় না হাল

রচ্‌তে যার দেবের নিবাস
হয়ে উঠ্‌ল কামায়ন,
তবু এস, তুমি এস,
নিয়ে প্রেমের রসায়ন !

কাছে আস্‌তেই শুকিয়ে গেল
পিপাসার ওই মহাসাগর
রসের ছবি ছুঁতে ছুঁতেই
হয়ে গেল আস্ত পাথর !

এস এস, তুমি এস,
পড়ে' গেছি ভাঁটার টানে,
নয়া জোয়ার আন আবার
ঢেউ খেলিয়ে সারা প্রাণে !

যাত্রা

বলে থাকেন গম্ভীর হ'য়ে
অনেক বুদ্ধির ঢেঁকি,—
দেখি যাহা তাহাই খাঁটী,
বাদ বাকী সব মেকী।
মনের বুড়া, প্রাণের ফকীর
এ সব বুদ্ধিমান্,
হো'ন্ না গণ্য, ধরায় ধন্য,—
একেকটা পাষাণ!
পিপাসার সেই মধুর সুধা
দুখ-দুর্দ্দিনের সুখ,
পারের স্বপন যদি ফাঁকি
সত্য কতটুক?
যাদের খুসি, করুন্ ক'ষে
অতিবুদ্ধির চাষ,
কবির মন-ভূমি হ'তে
তাঁদের বনবাস!
মন-পবন আর সাধের বৈঠা,
প্রণয় কাণ্ডারী,
সাধন আন্‌লো ভরা জোয়ার,
দে তোর তরী ছাড়ি!

যাঁরা বলেন, নাই কিছু নাই,
সবই ধোকা ধোঁয়া,
মগজের সেই ঘুর্ণিপাকে
যাস্‌নে রে তুই থোয়া !
আঁখি মুদে প্রাণের মাঝে
ছাথ্‌ রে প্রাণারামে
ডাক্ রে তারে হৃদয় ভরে,'
যা খুসী সেই নামে !
মুটেই বয় গাধার বোঝা,
ভৃঙ্গ করে পান,
মানস শতদলে তাঁরে,
আন্‌রে ডেকে আন্ ।
সে আলোকে কেটে যাবে
তোর দু'চোখের ছানি,
আয় পতঙ্গ, ঘুচ্‌বে পুড়ে'
জীবজন্ম গ্লানি ।
মন-পবন আর সাধের বৈঠা,
প্রণয় কাণ্ডারী,
সাধন আন্‌লো ভরা-জোয়ার,
দে তোর তরী-ছাড়ি !

আনাড়ীর কবুলজবাব

যত বড়ই মানুষ দেখি,
আদর্শের এক বিন্দু,
সে আদর্শ তোমার অণু,
ওগো পূর্ণ সিন্ধু।
রূপ না থাক্, অরূপ দেখে
জগৎ ভোলে স্নেহে,
ফুলে গন্ধ, শূন্যে সমীর
প্রাণ যেমন দেহে !
তোমার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে
হারিয়ে যায় মন,
তোমার আলো বুকে এলে
জ্বলে ত্রিভুবন।
যেথায় যখন যা দেখেই
ভুলে গেছে আঁখি,
ভেবেছি, সব কুড়িয়ে এনে
শ্রীপাদপদ্মে রাখি !
যে কবিতা উতরে যায়
সে যে তোমার লেখা,

যে ছবিতে মন মাতায়,
তুমি টান্‌লে রেখা !
যে রাতে ফিট জ্যোৎস্না উঠে,
দখিণ হাওয়া বয়,
ভুঞ্জি প্রাণের কানায় কানায়
তোমার পুর্ণোদয় ।
গগন ভেঙ্গে নামে ধারা
সঘন-অশ্রু প্রায়,
মনে হয় এ বাদলা দিনে
কেঁদে কাঁদাই তোমায় !
অদর্শনে মনে উঠে
সে সব কথাগুলি,
দেখার একটি রেখা পেলে,
সকল কথাই ভুলি !
কাছে কাছে আছ তবু
বিরহ না যায়,
যত শুধি ততই বাড়ে,
পোড়া প্রেমের দায় !
ইহারই নাম ভালবাসা
লোকে যদি কয়,
তবে তোমায় ভালবাসি,
এটা মিথ্যে নয় !

দোহাই তোমার

দোহাই, ঠাকুর, মনে রেখো,
ও নাম-সুধার দোহাই !
ভূতের বেগার হ'তে আমায়
দিও না আর রেহাই !
একটু যদি কসুর করি,
একটু করি কামাই,
শাসন ক'রো পাষাণ হ'য়ে
ক'রো না তার রেহাই !
করবে যেদিন, জানবো,—দয়ায়
ঘুণ ধরেছে তাই
এত দরদ, বিবেচনা,
এত সোজা রেহাই !

আগুন-খেলায় খবরদার

অন্তর্য্যামী জান না কি
  ভুলায় আমায় প্রলোভন,
  শুভ যাহা ছেড়ে তাহা,
করি যাহা অশোভন !
  তুমি রাখ অমল চরণ,
শুকায় প্রাণের কমল তবু,
  বইতে নাহি পারি ও ভার,
তোমার আলো হারাই, প্রভু !
  অবল বিফল প্রাণে পশি
খোল তার সব বাতায়ন।
  যদিও বার বারই ঠক,
করো না তাও পলায়ন !
  যদিই আমার ভাঙ্গা ডিঙ্গি
ডুব্‌তে চায় পড়ি ধারে,
  ও কাণ্ডারী, ছেড়ো না হাল,
এনো ফিরিয়ে কূলে তারে !
  তোমার তাল কে সাম্‌লায় বল,
তোমার তাপ কে সইতে পারে ?

পতঙ্গ ত তবু আসে
তরণ-লোভে মরণ-দ্বারে।
আমরা রক্ত-মাংসের পুতুল,
তুমি তাহার খেলোয়ার,
বারে বারে বুঝিয়ে কর
আগুন-খেলায় খবরদার!

পরকে দিয়ে ঘরকে শেখানো

আমায় যদি প্রশ্ন কর—
কিসে আমি ঠাণ্ডা রই,
আমি বলি, কিছুতে নয়,
মনের কথা কারে কই ?

ভাগ্যে যখন ভাঁটা লাগে,
বজ্র পড়ে বিনা মেঘে,
ধরা যখন বিমুখ হ'য়ে
ফণা তোলে হঠাৎ রেগে।

তখন তুমি নারীর চোখে
কি অমিয়াই ঢেলে দাও,
তুমি তখন শিশুর ঠোঁটে
কি হাসিটি ফুটিয়ে যাও !

ঘুচ্‌লে গ্রহ, দেখি আবার
আকাশখানি পরিষ্কার,
শুক্‌নো চড়া ডুবাতে ধায়
মরা-গাঙ্গের ভরা-জোয়ার !

ধরার কণ্ঠে বাজে তখন
মহোৎসবের মোহন বাঁশী,

মুখে চোখে খেলে তাহার
নিবিড় সুখের নীরব হাসি।
এ সংসারে জয়ের নেশা—
সুধা বলে' সুরাপান,
মেকি নিয়ে ভুলি না আর,
তুমি দিলে চক্ষুদান!
কিছুই নাহি চাই, আমি,
কিছুই নাহি চাই,
পরাণ ভরে' পরাণের ধন,
তোমায় যদি পাই!

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়

যখন ভাবি তোমা ছাড়াও
সংসার যায় খাসা চ'লে,
তখন তুমি ওপর থেকে
বজ্র হেনে কি যাও ব'লে !
ঠেকে' ঠকে' তোমায় চিনি,
আবার করি অবহেলা,
এম্‌নই করে যুগে যুগে
চল্‌ছে তোমার লীলা-খেলা !

পূর্ণিমাটি লাগে যখন
ভাগ্য আকাশ ঘেরি,
বুঝি রাহু অতি কাছে,
গ্রহণের নাই দেরি !

আবার দুখের ভরা গাঙ্গে,
প্রলয় বন্যা ডাকে,
সুখ-কল্পগাছে ফুল-ফল
ফলে ঝাঁকে ঝাঁকে !
তোমার কর্ম্ম হাজার হাতে
বিশ্বে বেগার খাটে,

নিজের লক্ষ্মী পরকে দিয়ে
 ফির্‌ছ ঘাটে ঘাটে !
ভক্তে কোলে করে' যে প্রেম
 আঁখির নীরে ভাসে,
অবিশ্বাসীর দ্বারেও সে প্রেম
 পায়ে ধর্‌তে আসে !
তখন মনে মনে ফুলি,
 আমরা কতই বড় !
একেই বলে শাদা কথায়
 বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় !

বামন হয়ে চাঁদে হাত

আমার মত ডাল পালার
অভাব তোমার নাই।
তাই ত 'ভালবাস' ভাব্‌তে
ভরসা নাহি পাই।
তোমায় ছাড়্‌বার যো-টী নেই,
এম্‌নি প্রেম-দায়!
আমার অধিকারের কথা
স্রোতের সেঁওলা প্রায়!
তাপীর তরে যদিও তুমি
ব্যাকুল, সর্ব্বদাই,
যখন তখন সে আবদার
কি আস্পর্দ্ধায় চালাই!
যা কও, সব গুলিয়ে ফেলি,
যা দাও, তা হারাই,
জানি দয়াল, নও গো ভয়াল,
চাইতে এসে পালাই!
দাসের প্রতি প্রভুর প্রেম
মিথ্যে যদি হয়,

ভাব্‌ব, জগৎ মিথ্যে,—তবু
ছাড়্‌ব না সে ভয় !

এত বড় আশা, আর
অত বেশি দাবী
করি আমি কিসের জোরে
সদাই ভয়ে ভাবি !
অত উঁচু গেলে নজর,
আপ্‌নিই নেমে আসে,
নিজের 'পরে বিশ্বাস তখন
রাখি কি আশ্বাসে !

গরজ বড় বালাই

তাড়িয়ে দিলেও এস ফিরে,
এটা স্বভাব তোমার,
তাই ত সাহস করে' ফিরাই,
না ডাক্‌তেই দেখা আবার !

ভাগ্যের গদা খেয়ে যখন,
তোমা হ'তে দূরে যাই,
এস অপরাধীর মত
সহ আমার গঞ্জনাই !

বাছো না ত ভাল-মন্দ,
রাখ না যে লজ্জা-ভয়,
ভালবাস ! সেই এক ভাবে
সকল ভাবের হ'ল লয় !

যখন ভাবি আছ দূরে,
কাছে আরও বেশী টানো,
আদর দিয়ে মাটী কর,
এত খেলাও তুমি জানো !

কেন আমি না চাহিতেই
পূর্ণ হয় প্রাণের সাধ ?

কেন মাথা না নোঁয়াতেই
ঝরে তোমার আশীর্ব্বাদ !

তোমার ভাবনা ছেড়ে যখন
ভাবি মন্দ আছি কি আর ?
তখন তোমার আবির্ভাবটি
প্রাণকে করে অধিকার !

গরজ বড় বালাই, ওগো,
গরজ বড় বালাই !
আমার মত অগতি বই
গতি তোমার নাই !

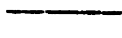
কেন-র উত্তর

যে জন্য আনন্দে ফিরি দুখের সংসার মাঝে,
যে জন্য উৎসাহে ছুটি কঠোর কর্ত্তব্য কাজে,—
সে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার !
এ যে গো মরম-কথা, নহে তা ত বুঝাবার !

যে জন্য সৌন্দর্য্য-ধ্যানে চিরনূতনতা থাকে,
যে জন্য ভাবের বন্যা হৃদয়ে এমন ডাকে,—
সে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার !
এ যে গো মরম-কথা, নহে তা ত বুঝাবার !

যে জন্য পরের লাগি আপনারে করি দান,
যে জন্য মহৎভার বহিতে দমে না প্রাণ,—
সে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার !
এ যে গো মরম-কথা, নহে তা ত বুঝাবার !

যে জন্য পিছল পথে পড়িয়া আবার উঠি,
যে জন্য টুটিয়া পুন অনন্ত বিকাশে ফুটি,
সে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার !
এ যে গো মরম-কথা, নহে তা ত বুঝাবার।



জানা কথা জানানো

হেসো না মা, যদিই রচি তোমার ইতিহাস !—
আকাশময় তারা ফোটে,
জগৎময় জ্যোৎস্না ওঠে,
ঝরণা ঝরে, হওয়া ছোটে,
জড়ের এ বিকাশ
এর মাঝে দেখে বিশ্ব তোমার একটু আভাস !
যাদুকরী, কে জানে ও মায়ার পুর্ণ প্রকাশ !

হেসো না মা, নকল ছেড়ে যদিই আসল ধরি,
জ্যোৎস্না দেয় যে জাল বুনে
সাগর নাচে যে তাল শুনে'
সে লহরী গুণে গুণে
সাধ প্রাণে ধরি !
কালী তোর ওই কাল হরফ যদিই মন্ত্র করি'
মহাকালের ইতিহাসটী যদিই শেষে গড়ি !

হেসো না মা, লিখ্‌তে গিয়ে যদিই ভুলি লেখা !
ওই যে অনিমেষ-আঁখি

কোথায় যে নেয় আমায় ডাকি,
দিই ফাঁকিতে পড়ে' ফাঁকি,
দোষী নই গো একা !
ছায়া-ধরা খেলা মা গো, তোমার কাছেই শেখা,
থাক্ গে লেখা, পরাণ ভরে' চলুক শুধু দেখা !

স্মৃতির ফাঁদ

এইখানে বসেছিলে, হৃদয়ের শূন্য কূলে,
যেন গো চরণ-চিহ্ন ফেল গেছ সোণা-ভুলে !
তপ্ত বালু খুঁড়ে খুঁড়ে তুলেছিলে কি অমিয়,
প্রাণ-পাত্রে পড়ি তাহা আজ যে গরল, প্রিয় !
ঢেউ-তোলা ঘোলা জলে ভাসিছে পূজার ফুল,
আঁধারে চলিয়া গেছে জীবনের শতমূল !
ওপারে গ্রামের প্রান্ত যেথানে আকাশে মেশে,
দেখিতেছি ম্লান রবি চলিয়াছে সেই দেশে !
গৃহ-ফেরা রাখালেরা চলেছে গাহিয়া গান,
দূর হ'তে ভেসে আসে শুধু বেদনার তান !
কি যেন কি বলেছিলে মরমের কাণে কাণে,
জনমের মত গেছে আঁকা হ'য়ে প্রাণে প্রাণে !
ছাড়িয়াও ছাড় নাই, লুকায়ে লুকায়ে ফের',
ভালবাসা যত কাঁদে, তত তার মর্ম্ম চের',

খাঁটী চোর

ওগো চোর, ওগো আমার
মন-পুরের চোর,
ভেঙ্গেছে সব জারিজুরি
তোমার হাতে মোর !

গরল মথি সুধা যখন
আনি আপন তরে,
চোরের উপর বাটপাড়িটী
কর ভাবের ঘরে !

হঠাৎ যখন মন-মুরলীর
বুজে আসে বিঁধ,
নিঁদের ঘোরে সিঁধেল চোর
কাটো এসে সিঁদ ।

যতই প্রাণটা দূরে সরে,
ততই কাছে টান,
পালিয়ে পালিয়ে যতই ফিরি
ততই বেঁধে আন ।

পা টিপে যাও, ছায়া তোমার
পড়ে হৃদয় মাঝে,
যতই লুকাও দয়ার নূপুর,
প্রাণের কাণে বাজে।

ভেবেছি যা, বল্লেম খুলে,
জানি এটা তবু—
ধরা পলেও খাঁটী চোর
সাধু হয় না কভু!

এও কখনো হয়?
আরে, এও কখনো হয়?
আগুন আর ভালবাসা,
তাও কি ছাপা রয়!

পেটে খেলে পিঠে সয়

শাস্ত্রে বলে মহামায়া
বিশ্বের প্রলয়ঙ্করী !
কিসে ব'লি, মিথ্যে সেটা ?
রাগ ক'রো না, বিশ্বেশ্বরী !

আমার আছে অভিজ্ঞতা,
ছিলাম নিঃস্ব একটী ধারে,
তুমি করলে হৃদয়-বিশ্ব
ওলট্-পালট্ একেবারে !

আগেও আমি ছিলাম আর
আজও আছি আমি,
দুয়ের ভেতর কি তফাৎ, তা
জানো অন্তর্য্যামী !

যে আগুনে জ্বালাও তুমি,
সেই আগুনেই আলো কর,
যে সলিলে ভাসাও তুমি,
সেই সলিলেই তৃষা হর !

সুখের দিনে পাই না দেখা,
এমনি তোমার চোরা-স্বভাব,
দুখ-দুর্দ্দিনে না চাহিতে,
হেরি তোমার আবির্ভাব !

ভোগের সময় পালিয়ে ফের,
খুঁজি তৃষায় দিশাহারা,
রোগের সময় শিয়রে মোর
জেগেই আছ ধ্রুবতারা !

হাল্‌কা দেখে' দয়ার বেলা
ভাবি,—তোমার শক্তি কৃশা,
কাঁপি,—যখন ছিন্নমস্তা,
আপন রক্তে মিটাও তৃষা !

যে আসে, সে পালায় শেষে,
আর তাহারে যায় না দেখা,
ঘুরে-ফিরে তোমায় দেখি,
ছেড়ে যাও না তুমিই একা !

ভাগ্য যখন ধরে কেশে
ঠায় শুক্‌নোয় পিছ্‌লে পড়ি,
দাঁড়িয়ে সবাই দেখে মজা,
তুমি তোল কোলে করি !

আবার ভাগ্য যখন ফেরে,
ঢেলা ছুঁলে মাণিক হয়,
আঘাত দিয়ে বুঝাও তুমি
চিরদিন না সমান রয়!

শাস্ত্রে বলে মহামায়া
এ বিশ্বে প্রলয়ঙ্করী,
আমার কথায় বুঝ্‌লে ত হে,
শাস্ত্র কত মান্য করি!

লো নিদাঘের শীতল ছায়া,
জীবন-মেঘে আলোর ছবি,
তোমায় ভালবেসেই, দেবি,
হয়েছি আজ আমি কবি!

— ——

জোর-কপাল

কি দান তোমায় দিতে পারি,
ওগো আমার হৃদ্‌বিহারী !
আমি কাঙ্গাল, বড় কাঙ্গাল !
ফুল ফুটিয়ে চাইছ কাঁটা,
জোয়ার এনে কাঁদায় ভাটা,
—সেটা কপাল, আমার কপাল

আমার ফুটো চালায় ভিজে
নিজের পূজা সাজাও নিজে,
আমি কাঙ্গাল, বড় কাঙ্গাল !
মোর দীনতার বেনা-বনে
মুক্তা ছড়াও থনে থনে,
সেটা কপাল, আমার কপাল !

তিন ভুবনের রাজা-পতি
উঞ্ছবৃত্তি—আমার গতি,
আমি কাঙ্গাল, বড় কাঙ্গাল !
দয়ার দরদ জান্‌তে না দাও,
পারি যেটুক, তাও যে না চাও,
সেটা কপাল, আমার কপাল !

তোমার অণু বুকে ব'য়ে
যাচ্ছি রেণু রেণু হয়ে,
আমি কাঙ্গাল বড় কাঙ্গাল!
সাত রাজার ধন মনে গণি'
ছাই কর্‌ছ মাথার মণি,
সেটা কপাল, আমার কপাল!

প্রেম বড়, না হেম বড়?

এক দিকে এক তুমি ছিলে,
অন্য দিকে রাজ্যধন,
সব ছেড়ে সেই রাজার ছেলের
তোমার দিকেই ঝুঁক্‌লো মন।
সেদিন ওরা বলেছিল—বোকা, লোকটা বোকা!
প্রেম বড়, কি হেম বড়, ছিল ওদের ধোঁকা!

গরিবী মোর নাই কখনো,
যে যা-ই মনে কর,
ধন না থাক্‌, মনটা আমার
রাজার চেয়েও বড়!
ওরা হয়ত বল্‌তে পারে—বোকা, লোকটা বোকা!
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোঁকা।

ওদের সম্পদ ওদেরই থাক্‌,
তোমায় নিয়ে সুখে থাকি,
তুমি যদি থাক বুকে
কার তোয়াক্কা বল রাখি?
ওরা হয়ত বল্‌তে পারে—বোকা, লোকটা বোকা!
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোঁকা।

ওদের রাজ্যে আইন-কানুন,
ছাঁদন-বাঁধন নাগপাশ !
আমায় যেন করে বন্দী
তোমার দুটি বাহুর পাশ !
ওরা হয়ত বল্‌তে পারে—বোকা, লোকটা বোকা!
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোঁকা।

ওদের রাজ্যে পাক-চক্র,
কলের তালে দুনিয়া চলে,
তোমার রাজ্যে প্রাণের যুক্তি
কাজের কাণে কথা বলে !
ওরা হয়ত বল্‌তে পারে—বোকা, লোকটা বোকা !
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে আছে ওদের ধোঁকা

পদের মদের উষ্মা সে ত
ধনী মানীর মস্ত সাজা,
ওদের শুধু রাজ্য আছে,
আমিও কিন্তু আদত রাজা!
ওরা হয়ত বল্‌তে পারে—বোকা, লোকটা বোকা !
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোঁকা !

শুধু প্রেমে কি করে

আমায় যদি ভালবাস,
বেসো চিরকাল,
অল্প ভালবেসো, তবু
বেসো চিরকাল !

দুদিন মাথায় তুলে' শেষে
পায়ের তলে ফেলা,—
কাজ কি পরাণ লয়ে, ঠাকুর,
অমন লীলা-খেলা ?

তোমার প্রবেশ, তোমার আবেশ
শিরায় শিরায় মোর
তড়িত সম বাজে
তা কি জান, চিত্ত-চোর ?

তোমার গড়া রক্ত মাংস
আছে তাতে কীট
হঠাৎ কখন কর্‌বে মলিন
তোমার পাদপীঠ !

প্রভাতে যে কুসুম ফোটে,
সাঁঝে তা যে শুকায়,

নিশার চাঁদটি উষার আলোয়
কেন বল লুকায় !

যে আদর্শ ঘোরে ধূলায়
তারই আয়ু ক্ষীণ,
অতুল যাহা, অমুল যাহা,
রয় না চিরদিন !

আমরা একটি ভোলার দল,
ক্ষ্যাপার দলপতি,
তুমি ঠাকুর ! অবিশ্বাস
তাইত তোমার প্রতি !

আমায় যদি ভালবাস,
বেসো চিরকাল,
অল্প ভালবেসো, তবু
বেসো চিরকাল !

হোক না তোমার স্বর্গীয়-প্রেম,
আমার করে ভয়,—
চিরকালের নয় বা সেটা,
চিরকালের নয় !

তোমাময় জীবন

অত প্রশ্ন নিছে করি
    অত উত্তর কেন চাই,
তোমার কথা অত চট্‌পট্
    কেন আমরা বুঝতে যাই ?

তোমার ঋণে ডুবে আছি,
    শুধতে চাওয়া মহা ভুল,
সাগর জলে ঢেউ গোণা সার,
    অকুলের কে পাবে কুল !

তাই ত ভুলে' ভুলে' যাই
    কে গো তুমি আমাদের,
জীবজন্মের ওই ত গ্লানি,
    ভাগ্যের সেই ত মস্ত ফের !

এমন ভাব নাই কারও প্রতি,
    এমন ভাব আর কোথায় হয়,
জগত ঘোরে প্রাণের কোণে
    তুমি আছ জীবনময় !

পূজার কুসুম শিরেই থাকে,
    মানে না কেউ টাট্‌কা, বাসি,

ও আশীর্ব্বাদ মাথার মণি
ও অভিশাপ গয়া কাশী !

এবার তবে তোমার শপথ—
থাক্‌ব না আর কথার পিছু,
মনের মনে ভাব্‌ব তোমায়,
বল্‌ব না আর বাইরে কিছু !

সংশয় যবে অধীর হ'য়ে
কর্‌বে প্রশ্ন নানারূপ,
তখন তোমার রূপটি যেন
সকল তর্ক করায় চুপ !

সুখের চেয়ে দুখের বেশী দরদ !

আঁখির কাছে রেখেও তোমায়
দেখ্‌তে পায় না আঁখি,
জগৎ—ভাবি ধোকার টাটি
দুনিয়াদারী ফাঁকি !
তাতে হাজার দুয়ার খোলা,
কেবল ভাগা, কেবল ভোলা,
এম্‌নি দুনিয়া !
যারে ভালবাসি, তারে
রাখ্‌ছি টানিয়া !
তাই ভরসা নাহি পাই,
পাই যতটুক তাহার বেশী
অনেক খানি হারাই !

মিলন মাঝে মরণ ঘোরে,
মোদের আশে পাশে,
কাঁচা প্রাণের তাজা কোরক
শুকায় তারই শ্বাসে !

এই যে ধরার তৃষা আশা,
এত সাধের ভালবাসা,
তাহাও চলে যায় ?

যারে ভালবাসি, হঠাৎ
ছাড়তে হয় তা'য় !

তাই ভরসা নাহি পাই,
পাই যতটুক তাহার বেশী !
অনেক খানি হারাই !

একটিবার যাও ধাক্কা দিয়ে
প্রাণের কবাট খুলে,
একটি বারই সুধা ঢাল
জীবন তরুর মূলে।

অভাগা সে !—দেখে না যে
তোমার প্রথম প্রবেশ,
পাষাণ !—যে না ধরতে পায়
তোমার প্রথম আবেশ।

তাই ভরসা নাহি পাই,
পাই যতটুক্ তাহার বেশী
অনেক খানি হারাই !



শেষের সাধ

ম'র্‌তে যখন চাই, হে প্রিয়,
কাঁপ্‌তে থাকে এ হৃদয়,
এই যে ধরার মধুর ছবি,
শশি তপন মধুর সবি,
ছাড়্‌তে হবে জন্মের মত প্রাণে তা কি সয় ?
ম'র্‌তে নয়, মায়ের কোল তোর ধরা ছাড়্‌তে ভয় !

ম'রতে চাই, দেখ্‌তে, আমার
জীবন-উৎস মূল,
মিটিয়ে নিতে চাই আমার
গত জন্মের ভুল,
ঘুমাতে চাই শান্তিময় ভ্রান্তি সীমার পারে,
ম'র্‌তে কি ভয় ? আলো যদি থাকে সে আঁধারে !

ম'র্‌তে চাই, পরখ ক'র্‌তে
মরণ কেমন চিজ্‌,
মরম মাঝে ধর্‌তে চাই
চরম জীবন-বীজ,
ঘুচাতে চাই গোলকধাঁধায় ঘোরা-ফেরার গোল,
ম'র্‌তে কি ভয়, মরণ যদি মিলায় অভয় কোল ।

কাল যখন বুঝ্‌বে সময়,
মান্‌বে না আর বারণ,
জ্যোৎস্না থাকলে, নিভিয়ে বাতি
বিছিয়ো শীতল শয়ন,
ঘুমা ব'লে শেষের চুমা হিম-অধরে দিও চুপে,
প্রাণ বঁধুয়া, মরণ যেন আসে তোমার রূপে !

ভাঙ্গা বেড়া

চেয়েও কেন ছেড়ে থাক ?
টেনেও কেন দূরে রাখ ?—
জানা, তা যে জানা !
ঢাক্‌তে কথা দাও যে খু'লে,
ভোলাতে চাও, যাও যে ভুলে,
কাণা, নই গো কাণা !
...মার তরেই প্রাণটা মরে, আমাকে তাই ভয়,
বুঝি, আমি বুঝি, দয়াময় !

এই যে মায়ার কারিকুরি—
বাহাদুরী লুকোচুরি,—
লুকান তা নাই,
তবু আবরণে ঘেরা
রাঙ্গা আলোর ভাঙ্গা বেড়া
ভাঙ্গ্‌তে নাহি পাই !
ওই করুণার জয়ঢাক
সব গুমোর করে ফাঁক,
যতই দাও না চাপা,
পাষাণ পারে থাক্‌তে পাষাণ,

কাঁদিয়ে তোমার কাঁদে যে প্রাণ,
ছাপা হয় সব ছাপা!
আমার তরেই প্রাণটা মরে, আমাকে তাই ভয়,
বুঝি, আমি বুঝি, দয়াময়!

ম'জে নূতন নূতন প্রেমে
যাত্রা পথে যাই যে থেমে,
পড়ি মোহন ফাঁদে,
যাহার তরে মরি বাঁচি,
ছিঁড়ে দাও সে সুতাগাছি,
রাহু আন চাঁদে!
অবিশ্বাসটী ষোল আনা,
আমার প্রতি, আছে জানা—
তবু ভালবাস,
যতই তোমায় দিচ্ছি অভয়,
এ প্রণয় আর যাবার নয়,
শুনে শুধু হাস!
আমার তরেই প্রাণটা মরে, আমাকে তাই ভয়,
বুঝি, আমি বুঝি, দয়াময়!

কি গেরো !

লোকে বলে, মনটা আমার
কোথায় বেড়ায় উড়ে ?
আমি বলি—একজন যেথা
আছে সকল জুড়ে !

ওরা যদি বলে, তুমি
কি এক-চোখো লোক !
আমি বল্‌বো—মিথ্যা কথা,
আমার ত চার-চোখ !

তুমি যদি বল, কেন
চোখের কোণে কালী ?
আমি বল্‌বো—সেই চতুরের
মধুর চাতুরালী !

ওরা যদি বলে,—প্রেম
পরাণ-নাশা নেশা !
আমি বল্‌বো,—সে সুস্বপন
সোণার দুঃখ-মেশা !

তুমিও যদি সুধাও কে সে
আমার মনের মানুষ ?

আমি বল্‌ব,—নাটের গুরু,
তোমায় নমস্কার !

জীবন মাঝে পশি চুপে
পরখ কর্‌তে চাও,
আছি কি না আছি খাঁটি,
যাচাই ক'রে যাও !

শোন তবে, ভাষার প্রভু,
ও প্রকাশের প্রাণ,
সেই ভঙ্গিটি শেখাও যাতে
জুড়ায় তোমার কাণ !

জীবন ভরে' সাধব আমি
সেই সোহাগের বাঁশী,
অবাক হ'য়ে অধীব হ'য়ে
শুন্‌বে তুমি আসি ।

হোরি-খেলা

ফাগুন গেল আগুন দিয়া
ঘরে ঘরে পাগল হিয়া
হোরি, আজ যে হোরি !
বয় বসন্তের মন্দ হাওয়া,
যায় না 'কুহু'-র অন্ত পাওয়া,
হোরি, আজ যে হোরি !
লেগে অনুরাগের ফাগ্
লাগ্‌ছে প্রাণে লালের দাগ,
হোরি, আজ যে হোরি !
পূর্ণ করি' প্রেমের বারি
চল্‌ছে প্রাণের পিচকারী,
হোরি, আজ যে হোরি !
রং খেল্‌ছে তিনটী ভুবন,
আবীরে লাল রাঙ্গা চরণ,
হোরি, আজ যে হোরি !
এ বসন্তে তোমার মেলায়
মেতেছে সব লালের খেলায়,
হোরি, আজ যে হোরি !

ও খেলোয়ার, তোমায় আমায়
ফাগ্ খেলি দোল-পূর্ণিমায়,
হোরি, আজ যে হোরি!
দোল্ রে দোল্, ওরে পাগল,
উঠ্‌ক প্রাণের কলরোল,
হোরি, আজ যে হোরি!
খেলা-ছলে আদরের হাত
করবে প্রাণের প্রাণে আঘাত,
হোরি, আজ যে হোরি!
উছলে উঠ্‌বে প্রেমের পাথার,
সুধার স্রোতে দিব সাঁতার,
হোরি, আজ যে হোরি!
এ-পূর্ণিমা এ-রং-খেলা—
ভাঙ্গ্‌বে সংয়ের জমাট মেলা,
হোরি, আজ যে হোরি!
শশী পাগল তারা পাগল,
গ্রহ-উপগ্রহের দোল্,
হোরি, আজ যে হোরি!

———

গাঁটে গাঁটে বাঁধন

মনের কথা খুলে বল্লে,
লোকে পাগল কয়,
তবু সেটা বেরিয়ে পড়ে,
চাপা নাহি রয় !
মনের মধ্যে একটী কথা
জাগছে সর্ব্বদাই,—
তোমায় আমি চাই, ওগো,
আমি তোমায় চাই !
তুমিও আমায় চাও কি না,
খোঁজ রাখি না তার,
ওগো আমার, আমার তুমি,
আমার, তুমি আমার !
পেয়েছি, কি পাই নি তোমায়,
ভাবি না তা কভু,
তবু তোমায় ভালবাসি,
ভালবাসি তবু !
তোমার আছে হাজার নয়ন,
আমার দুটি আঁখি,
একটা দিকে চাইতে গেলে,
অন্য সবই বাকি !

মহাসাগর, আমরা তোমার
ডালাপালা ঢেউ,
চাওয়া-পাওয়া মনের ধাঁধা—
বোঝে না তা কেউ !
চাই না আমি ধর্‌তে তোমায়,
ধরা দিতেই চাই,
তোমার প্রেমে গ'লে গ'লে
ভেসে ডুবে যাই !
ও আবেশ কি শুভক্ষণে
আঁক্‌লো প্রাণে রেখা,
সেদিন হতে চিত্তপটে
তোমার নামটী লেখা !
একটী নিমেষ কেড়ে নিল
প্রাণের যা মোর ছিল,
একটী নিমেষ তোমার পরশ
আমার প্রাণে দিল।
যেমন-তেমন লেন দেন নয়,—
জনম জনম তরে
বন্দী হয়ে ঘুরছি শুধু
তোমার যাদুঘরে !
ভবের মেলায় দেখা শুনা
যতই যাহা হয়,

চোখের দেখা সে সব, নয় ত
প্রাণের পরিচয়!
আমি যারে বুকে টানি
সে যায় অবহেলি,
আমায় দেখে জিয়ে যে জন,
তারে পায়ে ঠেলি।
বিশ্ব যখন দূরে রাখে,
তুমি ধর হাত,
পড়ে' যখন কাঁদি—সাথে
কর অশ্রুপাত!

তর্কে বহুদূর

বলেন অনেক বাবু-ভাবুক,—
প্রেম ত রূপের সঙ্গনেশা,
কেউ বা বলেন,—ও এক বাতিক
সুসভ্যতার অঙ্গঘেঁসা !
কেউ বলেন,—প্রেম মোহের ঢেউ,
খেয়াল-খেলা, সখের ভুল,
কেউ বা বলেন,—আকাশকুসুম,
ধরায় নেই ওর কূল-মূল !
এঁদের কেউ বা নিরেট সাধু,
কেউ বা বিষম প্রতারক,
কেউ বা দিব্যি 'নটবরটী,'
কেউ বা ভোগের উপাসক।
প্রেম কি শুধু বিকট ক্ষুধা,
সুখের ভোগের আরাধনা ?
সে যে বড় বেদনার ধন,
সে যে ত্যাগের উপাসনা !
প্রেম কি ধন, প্রেম কি ধন,
যার বাজে সে জানে, আর জানেই তার মন !

অরসিকের সঙ্গে আমি
বিনা তর্কেই মানি হা'র
বুদ্ধি-ফলান যাহার ধাত্,
কি ধারে সে প্রাণের ধার ?
ওগো প্রেমের সৃষ্টিকর্ত্তা,
তুমি তবে নেহাৎ বোকা,
আমরা যত তর্করত্ন
তোমার চেয়ে অনেক চোখা !
ঝগ্ড়া ছেড়ে আমি ত চাই
অনলশিখা বুকে ধ'র্তে,
ভালবেসে পারি যেন
ভালবাসার পায়ে মর্তে !
প্রেম কি ধন, প্রেম কি ধন !
যার বাজে সে জানে, আর জানেই তার মন।

ওরা আর আমরা

ভাবি, এই যে অজ্ঞে, বিজ্ঞে ভেদ,
ভালবাসার বেলাও তা কি আছে ?
যে আগুনে জ্বল্‌ছে চরাচর,
তা কি আবার ছোট-বড় বাছে !
মোদের গাঁয়ের একটী নিরেট চাষা
পড়ে গেছে আশ্‌মানী এক প্রেমে,
সভ্যদের প্রেম যে স্বরগের সুধা,
এও কি এল সে দেশ থেকে নেমে ?
আমরা না হয় উঁচু জ্ঞানে-মানে,
ওরা না হয় নীচু সে হিসাবে,
তাই ব'লে কি দেব্‌তার দানও বেছে
দয়া কর্‌বে, পায়ে ঠেলে যাবে ?

জ্যোৎস্না যখন ফোয়ারা খোলে তার,
ফুলের জোয়ার আসে গাছে গাছে,
আমাদেরও যেম্‌নি পরাণ মাতে,
ওদেরও যে তেম্‌নি হৃদয় নাচে !
বাতাস যখন কাঁদে কুহুর সাথে
ওরা নীরব, নভে নয়ন মেলি,

আমরা না হয় ঊর্দ্ধে চেয়ে তখন
আওড়াই বসে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ শেলি!

আমরা না হয় বেদ-পুরাণ ঘেঁটে
যেখানে যে সার সত্য পাই,
আমাদের সেই পড়া পুঁথির সাথে
কল্পনারে মনে মনে মেলাই।
ওরা হয় ত নয় অতটা গভীর,
অত সূক্ষ্মের সীমা নাহি মাড়ায়,
কথকতার রসে গ'লে গিয়ে
ভোলা মনের খোলা ভাবটি মিলায়!

ভক্তির ঝোলায় আমরা ভ'রে আনি
না হয় হালের বিজ্ঞানের অজ্ঞান,
ওরা না হয় মনের আবেগ নিয়ে
গাছ-পাথরে দেখে ভগবান!
আমরা না হয় মনের প্রতিমারে
বরণ করি গগনভেদী শাঁকে,
ওরা না হয় ঘট কি পটের ছবি
পরাণ-পটে চুপে চুপে আঁকে!

আমরা না হয় করি নিবেদন
ছটা-ঘটার ষোড়শ উপচার,

ওরা না হয় চোখের জল ছাড়া
পায়না খুঁজে পূজার উপহার!
আমরা না হয় ইষ্টদেবের লাগি
গড়ি নিত্য নূতন সম্বোধন,
ওরা না হয় 'ওরে' 'হ্যাঁরে' ব'লেই
জানায় আপন প্রাণের আকিঞ্চন!

ওদের না হয় শুধুই পাদোদকে
অধরের সে অধীরতা মিটে,
মোদের বেলায় সে চরণামৃত
রকম ক'রে করতে হয় মিঠে।
স্বাদের কিন্তু মোটেই তফাৎ নেই,
যেমন লাগে সোণার বাটীর পায়স্,
সেই মিষ্টান্ন পাথর-বাটীর হলে
দেয় বরং একটু বেশী আয়েস্।

ভালবাসা এক গাছেরই ফল,
এক সে নেশা জগৎ-পাগল-করা,
ওদের প্রেমটী না হয় নিরেট সোণা,
মোদের না হয় একটু পালিস্-করা!

———

দিল্লীর লাড্ডু !

শূন্য যখন ছিল হৃদয়,
ভাবতেম্,—আমার আছে কি আর !
তুমি যখন এলে প্রাণে,
দেখ্‌লেম্,—সবই ফক্কিকার !

ভুল্‌তে গেলেও তোমার কথা
লাগে যেমন হৃদয় মাঝে,
ভাব্‌তে গেলেও তেম্‌নি ধারাই
বেদনাটী বুকে বাজে !

পাওয়া ? না রে চাওয়া ভালো ?—
চিরকালই এটা ধাঁধাঁ,
এ-পিঠ ও-পিঠ দুইই সমান,
বুঝ্‌লে—জলের মত সাদা !

মিষ্টিখোর গয়লা ভাবে,—
জন্মি যেন ময়রা-রূপে,
ময়রা ভাবে,—গয়লা হ'লে
ডুব্‌তেম ঘি-দুধ-দধির কূপে !

———

সোণার ছবি

আমি মনের মত যে ছবিটী
এঁকেছিলাম মনে মনে,
সারা বিশ্ব উজাড় করে'
পেলেম না সেই ধ্যানের ধনে !

ও রূপের রোমাঞ্চ রেখা
ফুট্‌ল যেদিন প্রাণের গায়ে,
দেখ্‌লাম আমার সোণার ছবি
[illegible]

কি আশ্চর্য্য মিল,
যেন আলোর সাথে জড়িয়ে ছায়া,
সে আগুনে পুড়ে যেন
মায়ার খোলস ছাড়্‌ল কায়া !

দেখলাম সদ্য নূতন চোখে
পরপারের শোভার হাট,
নিলাম প্রাণের কাণে ভ'রে
নূতন টোলের নূতন পাঠ !

আমার প্রতি পলটী বুঝ্‌লাম
তোমার সাথেই ছিল গাঁথা,
জল যেমন নদীর সাথে,
তরুর সাথে যেমন পাতা।—

কি আশ্চর্য্য মিল,
যেন আলোর সাথে জড়িয়ে ছায়া,
সে আগুণে পুড়ে যেন,
মায়ার খোলস্‌ ছাড়্‌লো কায়া!

এ-পিঠ আর ও-পিঠ !

প্রেমের পথ নয় সাদা-সিধে,
আছে অনেক গলি-ঘুঁজি,
হাজার দিকে হাজার পথিক
গোলকধাঁধা বেড়ায় খুঁজি !
আর কাহারও কাছে যদি
একটু বেশী যাও,
আর কাহারও পানে যদি
একটু বেশী চাও—
আমি যতই রাগি মনে,
তুমি ততই হাস,
বিষের জোরে আমার প্রাণটা
সুধা করতে আস।
কবে বুঝবো, ও দরদী,
ভালবাস বলে'
কোলের লোভ দেখাও শুধু
পরকে করে' কোলে !
তোমার এ সব ছল,
ওগো, তোমার স্নেহের ছল,
আমার প্রতিই একমনে
ভালবাসার ফল !

সাধন রাণীর বোধন

ওমা, আমার হৃদয়টী হোক্
তোমার রাজধানী,
তুমি সেথায় হ'য়ে থাক
একেশ্বরী রাণী !
ভক্ত প্রাণের রক্ত দানে
প্রজার রাজ কর
না চাইতেই এনে দেব
তোমার পদোপর ।
মানি যেন আইন-কানুন,
চিনি অসির ধার,
বেছে নিতে পারি যা তোর,
দণ্ড-পুরস্কার!
কর্‌লে ভিটে-বাড়ীর প্রজা,
পার্‌বো উঠে নিতে
তোর সভায় তুচ্ছ হ'তে
উচ্চ পদবীতে !

আদত বাহাদুরী

ডুব্ ডুব্ ডুব্, যা রে ডুবে
সেই সাগরে একেবারে,
যে তরঙ্গ সঙ্গে ডুব্‌লে,
উঠ্‌তে হয়না কভু পারে !

কূপ-জলে কি সাঁতার চলে ?
ঘোলা-জলে ধোয় কি কাদা ?
মেটে হোলীর রাজা, মনরে,
সাফ জলে আয় ছবি শাদা !

সং সেজে যা কর্‌লি খেলা,
সবই মাটি, সবই ভুয়ো,
আয় চলে আয় লজ্জাহারা,
হাততালি যা, জানিস্ 'ভুয়ো' !

ছড়িয়ে যারে নিখিল মাঝে
ফুরিয়ে দে তোর 'আমিটি'রে,
গলে' গলে' পড়্‌রে ঝরে,'
ীর ঘর হয় অমনি কি রে ?

বাতাসে আজ সানাই বাজে
মেঘে মেঘে জ্বালায় দেয়া,
রূপের আকাশ পড়্‌ছে গলে'
গড়া চাঁদের অশ্রু দিয়া !

এমন রাতে আয় থুইয়ে
তোর আমিটীর জারি জুরি
স্বামী ভজে' মজ্‌তে পেলে,
তবেই আদত্‌ বাহাদুরি !

নাছোড়বান্দা

পরম যোগীর মত ওই যে
আকাশ—যেন পটে লিখা,
তার ভানুটির প্রতি অনু
জ্বালে তোমার প্রেমের শিখা !
তার গতি সকল ঠাঁই, তার যে গতি সকল ঠাঁই,
সে আগুনের হাতে কারও এড়ান নাই, এড়ান নাই !

ওই যে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে
নিরেট পাষাণ প্রায়,
তার হৃদয়ের নির্ঝরিণী
তোমার প্রেমই গায় ।
ওই যে পাগল সাগর, সেও
ধর্‌ছে অতল বুকে
তোমার প্রেমের পরশ মাণিক
দুখের মতন সুখে !
তার গতি সকল ঠাঁই, তার গতি সকল ঠাঁই,
সে আগুনের হাতে কারও এড়ান নাই, এড়ান নাই !
ওই যে মেঘটী ভেসে বেড়ায়
শীতল-বারি-ঢালা,

ওর বুকেও তোমার বাজটী—
চোরা-প্রেমের জ্বালা !
আমরাই কি কেউ নই,
তোমার আমরা কি নই কেউ ?
ফিরাব যে হৃদয় হ'তে
তোমার সোণার ঢেউ !
তার গতি সকল ঠাঁই, তার গতি সকল ঠাঁই,
সে আগুনের হাতে কারও এড়ান নাই, এড়ান নাই !

সাথের সাথী

জীব জন্মের অসারতা
রটান কেহ অসন্তোষে,
রটান কেউ বুদ্ধির জোরে,
কেউ বা শুধুই বয়স-দোষে!

হোক সে পদ্ম-পাতার জল,
সে যে প্রেমের পাদোদক,
উঠে বিশ্বনাথের জটায়,
বিশ্ব তাহার উপাসক!

আছে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব,
স্রষ্টা নন ত কাঁচা ছেলে,
রসাতলে দেবেন সৃষ্টি
আপন হাতে লেলে পেলে!

জীবের সেবা মনের কোণে
আলো দিচ্ছে জান্‌বে যখন,
সোণার আসন গড়িয়ে তারে
মনমন্দিরে কর্‌বে বরণ।

নিজের সব ভোগে চড়ালে,
তবেই পরের পুজো হলো,

এ পূজারীর আশীষ নিও,
আবার তারে ভরিয়ে চ'লো !

দেখবে, বিশ্ব-বৃন্দাবনে
প্রণয়ভরা হাসিমুখ,
বিশ্ব-রাজের নিধুবনে,
গাইছে শ্যামা সারী শুক।

জানবে, বুকের সুধা-সাগর
উছলিছে অকারণ,
মানবে, প্রাণের সকল ভাব
একটী ভাবেই নিমগন !

দীন ভিখারীর ভাঙ্গা কুঁড়ে
পুণ্য মঠ দেবতার,
রোগী-তাপীর সেবা'ত যারা,
দেবতা পড়েন পায়ে তার !

হঠাৎ-জোয়ার

এস সখা, এস প্রিয়,
পিয়াব তোমারে শুধু মধু, বঁধু,
জীবনের অমিয় !

এস, জনমের সুখ,
তোমার সাধনা ভুলায়ে যে দিত,
সে বাসনা আজি মূক !

এস হে, হৃদয়-রাজ,
সেদিন যে তোমা ধরা নাহি দিল,
সে হৃদয় কাঁদে আজ !

এস হে পরাণ-চাঁদ !
সেদিন যে চাঁদে লাগিল গ্রহণ,
সে প্রাণে পাত গো ফাঁদ !

এস হে মরম চোর,
এস হে করমে এস হে ধরমে,
জীবনে মরণে মোর !

পূরা আর টুকরা

ভালবেসে বড়াই করি,
ভালবাসার বস্তু বটে,
দেখতে সে কি চমৎকার,
এত গুণ কার ভাগ্যে ঘটে ?—
ধীরে ধীরে বদ্‌লে সুর,
নিঁখুতের হয় অনেক দোষ,
হঠাৎ এসে তৃপ্তি মাঝে
শিকড় গাড়ে অসন্তোষ !
দশের মাথায় ওঠে যে আজ
ভক্ত দশের পূজার বলে,
কালই আবার দেয় সে মাথা
লোকমতের খড়্গ তলে !
খ্যাতির নেশা বিষম ব্যাধি—
দেখেও কেহ দেয় না দৃষ্টি,
লোকের বিচার বহুরূপী—
পাদুকা বা পুষ্পবৃষ্টি !
রূপই বল, গুণই বল, কেউ কি পেয়ে থাকে পূরা ?
ওগো অরূপ, ও গুণহীন, তোমারই নাই ভাঙ্গা-চুরা !

আপন হারা

এমনি ক'রে তুমি আমায়
নিও গুণমণি,
হই গো যেন তোমার ছায়া,
তোমার প্রতিধ্বনি !
তুমি যাদের পূজায় তুষ্ট,
তাদের যেন পূজি,
তোমায় যারা হারিয়ে খুসী
তাদের নাহি খুঁজি !
যে জায়গাতে উঠ্‌লে তোমার
চোখের নীচেই থাকি,
সেই জায়গাটি আমি যেন
দখল করে রাখি !
যে গান গাইলে, গানের গুরু,
মনটা তোমার ভোলে,
সে গান গাইতেই যেন আমার
গলা শুধু খোলে !
আমি যেন হই গো একটা
নূতন রকম লোক,
তোমার মনই আমার মন,
তোমার চোখই চোখ !

কলিজার কোহিনুর

তোমায় ভাবি, আমি ভাবি সর্ব্বদাই !
কেউ বলে গো, আছ তুমি,
কেউ বা বলে, নাই !
আমি ওদের সঙ্গ ছেড়ে
আপন মনে ধাই !

তোমায় ভাবি, আমি ভাবি সর্ব্বদাই !
লোকের মাঝে নানান্ কাজে
যখন মেতে বেড়াই,
বারে বারে তোমার দিকেই
নজর আমার ফেরাই।

তোমায় ভাবি, আমি ভাবি সর্ব্বদাই !
তোমার প্রণয় বনস্পতি,
তারই ছায়ায় জুড়াই,
পেয়েছি যা, পাই নি যাহা,
তোমার করুণাই !

তোমায় ভাবি, আমি ভাবি সর্ব্বদাই !
বল না নাথ, এপার ছেড়ে
ওপার যদি যাই,
থাকবে শুধু তোমাময়
একটী চেতনাই !
তাই যদি হয় মরণ আমার
মায়ের পেটের ভাই !

দিন-দুপুরে ডাকাতি

তুমি এলে আমার গেহে
দেহহারা রূপের দেহে,
পরাণ উঠল ভ'রে,
জ্যোৎস্নভরা সেই দিবাতে, আমার হাতটী নিয়ে হাতে
রাখ্‌লে চেপে ধ'রে!
আমি স্বপন দেখ্‌লেম ঘুমের ঘোরে।

তোমার চরণ মর্ম্ম স্থলে!—
হঠাৎ জগৎ উঠ্‌ল জ্বলে'
হৃদয় আলো ক'রে!
অশ্রুধারা এল নেমে, হৃদয় ফেটে অধীর প্রেমে,
রইলাম সুখে ম'রে!
আমি স্বপন দেখ্‌লেম ঘুমের ঘোরে।

তোমার ডাকটি ক্ষ্যাপার মতন
জাগিয়ে গেল আমার চেতন,
দুয়ার ঠেলি জোরে!
পায়ের সৌরভ ভাবলাম হেন, উথ্‌লে-পড়া প্রণয় যেন
বুকে জড়িয়ে মোরে!
আমি স্বপন দেখ্‌লেম ঘুমের ঘোরে!

আমার ধূলা নিজে মেখে
তার বিভূতির তিলক এঁকে
সাজা'ল প্রাণ ভ'রে,
ফেল্‌ল কখন নিরজনে খেল্‌তে খেল্‌তে মধুর মনে
মালার বদল ক'রে!
আমি স্বপন দেখ্‌লেম ঘুমের ঘোরে।

ধরা ঘুমায় মোহের-বুকে,
আলোকের চকমকি ঠুকে'
আঁধার কর্‌তে ঘোর,
কে এল রে ধরা দিতে' কে এল রে আমায় নিতে
আগ্‌লে প্রেমের ক্রোড় ?
ভেঙ্গে গেল সোণার স্বপন মোর।

বইছে দেখি স্বপন-ছাওয়া
ফুলের পরাগমাখা হাওয়া,—
চোখে ঘুমের ঘোর !—
পায়ের দাগটী প্রাণে আঁকি ধ্যানের ধন কি দিল ফাঁকি
মরম চিরে তোর ?
ভেঙ্গে গেল সোণার স্বপন মোর !

সদ্য খোলা দুয়ার পেয়ে
বিশ্ব এল প্রাণে ধেয়ে !

চোখে বইছে লোর,—
দেখ্‌লাম্ সিঁদটী কাটা বুকে আমার নিঁদটী হ'রে সুখে,
পালিয়ে গেল চোর !
ভেঙ্গে গেল সাধের স্বপন মোর ।



পাষাণ

তুষার যাত্রা

দেখিতে দেখিতে প্রিয়ে, এ কোথায় আসিলাম,
কে ঘুরায় কুহকের চাকা ?
যে দিকে ফিরাই আঁখি অবাক্ চাহিয়া থাকি,
রাশি রাশি ছবি দেখি আঁকা !

বাষ্পরথ উঠে ঘুরে', মনোরথ চলে উড়ে'
ভাঙ্গি ভাঙ্গি ঘন মেঘস্তর,
নিবাত নিষ্কম্প শোভা দাঁড়াইয়া পথে পথে,
মাঝ দিয়া চলেছে ঘর্ঘর।

ওই দেখ প্রকৃতির গম্বুজের দীর্ঘ সারি
শোভিতেছে পাষাণ-নগরে,
শৈবাল-মখ্‌মল খচা যেন লক্ষ রথধ্বজা
ছায়া রৌদ্র ল'য়ে খেলা করে।

লতার ঝালর ঝোলে, ফুলের থোব্‌না দোলে
শরতের মৃদুমন্দ বায়,
শিলার সোপান বেয়ে উপত্যকা গেছে নেমে
সমতলে যেন পায় পায় !

পাহাড়ের থাকে থাকে শ্যামা নেচে নেচে ডাকে,
শিষ্ দেয় দোয়েল কি মিঠে,
হেথা, চা-গাছের শ্রেণী সেথা, গুল্ম-লতা-বেণী
দুলিতেছে পাষাণের পিঠে,

পোষা পারাবত প্রায় মেঘ উড়ে ভেসে যায়,
থেকে থেকে গায়ে এসে পড়ে,
গৈরিক বসনে কভু লাগায় রেশমী পা'ড়,
কখনও শিখর-চূড়ে চড়ে।

রৌদ্র পরি নীলাম্বরী যেন নববধূ যায়
দুর্গোৎসবে পিত্রালয়ে হাসি,
কাঠুরিয়া কাঠ কাটে, ঝরণার জল নিতে
পল্লীবধূ জুটিয়াছে আসি।

নেপালীর ছোট মেয়ে পরিয়া ওড়না-শাড়ী
চন্দন-তিলক ভালে টানি
শিরে বাঁধা শিখীপুচ্ছ, বলয়—লতার গুচ্ছ,
সাজিয়াছে পাহাড়িয়া রাণী !

লোমশ গভীরা চেয়ে— ঢল ঢল আঁখি দিয়ে
ছল ছল করিছে কাকুতি,
আপনারে বিলাইয়া ক্ষুদ্র প্রাণে তৃণদল
দধীচির লভে অনুভূতি !

উলঙ্গ বালক ওই ধায় করতালি দিয়া
বাজী ধরে' বাষ্পযান সনে,
ওই দেখ, পুন থেমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া
ব্যঙ্গ ছলে হাসিছে কেমনে!

গেরুয়া বসনাবৃত মুণ্ডিতমস্তক লামা
স্ফটিকের মালা করে জপ,
ঊর্দ্ধে নিয়ে ঘন বন— যেন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ
করিতেছে নির্ব্বাণের তপ।

দেখ দেখ, ঊর্দ্ধপথে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য এক
ছবি নয়—সজীব মহিমা,
অভ্রভেদী শুভ্র শির মহা শূন্যে আছে স্থির,
অসীমের করিতেছে সীমা।

ওই শোভা-শৈলতটে 'পাইন'-পাড়ার মঠে
আরাম-আস্তানা বাঁধি গিয়ে,
হই কোয়াশার দেশী তুষারের প্রতিবেশী,
ধবলে ডুবি গে চল, প্রিয়ে!



যাদুর পাষাণ

ডানে পাহাড়, বামে পাহাড়,
পাষাণ-ভুবন আগে পাছে
এদিক ওদিক নাসপাতির ঝাঁক
বাদুড় যেন ঝোলে গাছে।

কমলালেবুর কুঞ্জে কুঞ্জে
খুলে গেছে লালের বহর,
পেয়ারা-বনে ঢেউ খেলে যায়
সবুজ শোভার মিঠে লহর।

ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরণা ঝরে—
শিলার বুকে মায়ের স্তন,
দিনের আলো ঘুমিয়ে পড়ে
শুন্‌তে শুন্‌তে কলস্বন।

ভুটিয়ার এক পল্টন, না এ
শোভে দূরে 'পাইন'-শ্রেণী!
সেনানীর সঙ্কেত তরে
দাঁড়িয়ে আছে মুক্ত-বেণী?

যেন বিরাট দৈত্য-শিরে
ডায়মণ্ডকাটা উঁচু তাজ,
ফলায় তাতে রবির কর
সোণার উপর মিনার কাজ!

জ্যোৎস্না-রসাল মধুরাতি
নবরতন গড়ে যেথা,
কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে সদ্য
অবাক্, এসে উঠ্‌লাম সেথা!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারটি পাশে
গড়ে উঠ্‌ল রূপের বেড়া,
মাঝে ঘুর্‌ছি বন্দী মোরা,
শৈল-ইন্দ্রজালে ঘেরা!

মখ্‌মল-মোড়া শিলা-প্রাচীর,
আকাশ তার আশমানী ছাদ,
ঘাসের কার্পেট পাতা মেজে
ভোজের এ কি মায়া-প্রাসাদ?

ঢেউ-খেলান সোপানসারি
হরিৎ গালিচাতে মোড়া,
শিলার টবে ডেলিয়া, ডেইজি,
থাকে থাকে পাহাড় জোড়া!

হিমের শিরায় রক্ত নাচে,
জড়ের মাঝে কাঁপে প্রাণ,
পাথর ফেটে ভাষা উঠে,
শুন্‌ছি কত যুগের গান !

রূপের কঠিন স্তূপটী যেন
কমল-কোমল আস্তরণ,
হিমের বন্ধে অনুবন্ধে
তপ্ত প্রেমের সম্ভাষণ !

হিমালয়ে দুর্গোৎসব

গিরিরাজ, আজ তোমার ঘরে এত ঘটা কিসের তরে ?
এল তোমার উমাশশী বুঝি একটি বছর পরে !
হঠাৎ এ কি মোহন সাজে সাজ্‌ল তোমার তুষার পুরী,
পাষাণ-বুকে মার্‌লে কে আজ অশ্রু-গড়া প্রেমের ছুরি !

পাতার আড়ে সা'রে সা'রে ঝুল্‌ছে ফল-ফুলের মালা,
তোমার পাঁচটি পরাণ দিয়ে সাজালে কার বরণ-ডালা ?
হাসিতে আজ ফেটে গেছে যেন তোমার সকল রোদন,
হিমালয়ে দেখ্‌ছি যে আজ বিজয়াতে অকাল-বোধন !

ওই আসে ওই মহামায়া মেঘবাহন মায়ারথে,
অযুত উৎস ভর্‌ল কুম্ভ হৈমবতীর যাত্রাপথে।
মেঘের মাঝে নৌবত বাজে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে,
ঝিল্লী তাতে সানাই নিয়ে সাহানা-সুর আলাপ করে !

ঝরণা দিচ্ছে উলুধ্বনি বাতাস বাজায় শুভ শাঁখ,
বজ্ররবে কেশরী আজ ছাড়্‌ছে ঘন ঘন হাঁক।
পীত রৌদ্র ছড়িয়ে দেছে আঙ্গিনাময় গোরোচনা,
বরফ গলে' যাত্রাপথে দিয়ে গেছে আলিপনা।

বাজিয়ে বিষাণ নাচে ঈশান, ঈশান কোণে ত্রিশূল জ্বলে,
বৃষভ চামর পুচ্ছ তুলে' গর্জ্জে, নাচে কুতূহলে।
নন্দী ভৃঙ্গী ববম্ বম্ বাজায় গাল গুহার মাঝে,
শিখর 'পরে শ্মশান-সেনা কুহেলিকার আড়ে সাজে।

বিজয়া না আগমনী? কৈলাস, না এ হিমালয়?
সারা হৃদয় কৈলাস আজ, সকল বিশ্ব হিমালয়।
মায়ের আমার চিরবোধন, তাঁহার ত নাই বিসর্জ্জন!
আমরা মূঢ়, বেদী গড়ি, আসন যাঁহার ত্রিভুবন।

শুষ্ক তর্কের ঝুলি খুলে' শক্তি-পূজার ব্যাখ্যা করি,
চিরদিনের মাকে ভুলে তিনটি দিনের পুতুল গড়ি।
বীরের শয্যা রেখে লজ্জায় ফুলবাবু তাই ষড়ানন,
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধি খেয়ে ঢুলু ঢুলু দু'নয়ন!

বাণী গেছেন সিন্ধুপারে নিতে আবার হাতে খড়ি,
পৌরুষ যেথা, লক্ষ্মী সেথায় উড়ে গেছেন পেঁচায় চড়ি।
উঠ্‌ছে কলুষ-মহিষাসুর শ্মশান-শব হ'তে আজ,
দশ হস্তের প্রহরণও হয়ে গেছে ডাকের সাজ।

দশমীতে ডুবিয়ে ভরা ধরি সবাই গলাগলি,
দু'দিনে যায় কোলাকুলি, পাকিয়ে তুলি দলাদলি!
আসিস্ যদি, আসিস্ বঙ্গে শ্মশান-রঙ্গে দশভূজা,
আমরা ভক্ত, আমরা শাক্ত কর্‌ব সেদিন শক্তিপূজা!

তোমার ছেলে বলে' সেদিন পূজা পাব ঘরে ঘরে,
উঁচু মুখে ছাতি ঠুকে জায়গা নেবো চরাচরে।
মোদের পূজা অভিনয়, সপ্তমীতেই বিসর্জ্জন,
পাষাণ, জান দুর্গোৎসব, তোমার ঘরে চিরবোধন।

ওই শোন, ওই রাঙ্গা পায়ে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে,
আকাশে, না বাতাসে, না তোমার প্রতি শিলার মাঝে ?
জলে, না ও স্থলে ? না, না, নিখিল-চিত্ত-অন্তঃপুরে !
রাঙ্গা পায়ে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে ভুবন যুড়ে।

আমার টুনটুনি পাখী

বাবা কোথায় য'য় ? ও কি ! বাবা কোথায় যায় ?
কি কথা আজ বলে খোকা টুলটুলিয়ে চায় !
যার হাসিতে জগৎ হাসে, চোখের জলে পাষাণ ভাসে,
তার মুখে যে মেঘ করেছে খুসীর আকাশে ছেয়ে,
টুনটুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুলটুলিয়ে চেয়ে।

কি ব্যথা আজ ঢেউ খেলে যায় ও একরত্তি প্রাণে,
আকাশ বুঝি বোঝে তাহা, বাতাস বা তা জানে !
কে বলে রে বরফ গলে ?— হিমালয় আজ অশ্রুজলে
রবির কিরণ পাংশুমুখে পাহাড় ছেড়ে যায়,
টুনটুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুলটুলিয়ে চায় !

পাইন্‌-দলের আমার ওপর আজকে বেজায় রাগ,
কেন না ওই কাঁচা প্রাণে যাচ্ছি দিয়ে দাগ,
ডেলিয়া-ডেজির শুক্‌নো মুখ, ফেটে যাচ্ছে মেঘের বুক,
চোখের জলে ভেসে ঝরণা খেদের গীত গায়,
টুনটুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুলটুলিয়ে চায়।

চেয়ে রইলি আমার পানে মেলে উদাস আঁখি,
আমি চলে এলাম দিব্বি দিয়ে তোরে ফাঁকি !
এম্‌নি ফাঁকির ফাঁসে পড়ে' আমাদের এ দুনিয়া ঘোরে,
ভবসিন্ধুর ছোট ভেলার তুইও ত এক নেয়ে,
টুন্‌টুনি মোর টুল্‌টুলিয়ে তবে কেন চেয়ে ?

আঘাত দিয়ে তোরে যেমন মাথায় হাত বুলাই,
মুখের গ্রাসটি কেড়ে শেষে খেল্‌না দিয়ে ভুলাই,
মোদের জীব-যাত্রার পাছে ভাগ্য এম্‌নি লেগে আছে,
আসল নিয়ে নকল দিয়ে সংসার এম্‌নি ঠকায়,
টুন্‌টুনি মোর টুল্‌টুলিয়ে তবু কেন চায় ?

ঠোঁট কেন তোর কাঁপে, যাদু, জল কেন তোর চোখে ?
ঘুরছে শূন্যে কালের চাকা, মাফ কর্‌বে কি তোকে ?
যুগযুগান্তর গেছে চলে' কত ব্যথার কল্‌জে দলে' !
কে বলে হয় ক্ষতির পূরণ ? যায় যা, তা কি ফিরে !
টুন্‌টুনি মোর টুল্‌টুলিয়ে বৃথা আঁখিনীরে !

বেলার বাহুডোরটি খুলে কিরণ-চোর ওই ভাগে,
নীরদ-বঁধু হিমানীর ঠাঁই হঠাৎ বিদায় মাগে !
ঝর' ঝর' পাঁপড়ি ওই জান্‌ত না যে বোঁটা বই,
পাশ কাটায় সে বাঁধন ছিঁড়ে নূতন কোলটী পেয়ে,
টুন্‌টুনি মোর টুল্‌টুলিয়ে হায় রে তবু চেয়ে !

ও গিরিরাজ, দেখো, রইল আমার বুকের ধন,
বহুরূপী সাজ দেখিয়ে ভুলিয়ো তাহার মন।
ও আকাশ, ও মেঘের মালা, রইল আমার রূপের ডালা,
নিও কোলে, যাদু বলে' আদর করো তা'য়,
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চায়!

ও হিমানী, বাছার ভার তোমায় সঁপে যাই,
দুটি গালে ফুটিয়ো গোলাপ দেখ্‌ব এসে তাই!
সন্ধ্যা হ'লে ঘুমের গান শুনিয়ো তারে, ওগো পাষাণ,
শীতল হাতটী বুলিয়ে দিও মণির সারা গায়,
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চায়!

'বাবা কোথায়'? বলে' ক্ষ্যাপা জেগে উঠ্‌বে যখন,
ভুলিয়ে রেখো দেখিয়ে তোমার গিরিপুরের স্বপন,
সারাটা দিন খেলা দিয়ে রেখো স্মৃতির সীমায় নিয়ে,
বরফ সে খুব ভালবাসে দেখ্‌তে তোমার চূড়ায়,
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চায়!

ছুট্‌ল গাড়ী, শুন্‌ছি পাছে—বাবা কোথায় যায়?
তোতা পাখীর সজল আঁখি আমার পানেই ধায়!
জড়িয়ে জ্যোৎস্নার পাতে পাতে দুটি আঁখি চল্‌ল সাথে,
কার রূপে আজ সারা ভুবন গেছে হেন ছেয়ে?
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চেয়ে!

পড়্‌লাম সেই আঁখিতারায় জীব-জন্ম-ধারা,
দেখ্‌লাম ব্যোম, সূর্য্য সোম, কত গ্রহ তারা।
সে আঁখিতে দিল দেখা জন্ম জন্মান্তরের লেখা,
চপল, পাগল-যুগল আঁখি চল্‌ল সাথে ধেয়ে,
টুন্‌টুনি মোর শুক্‌নো মুখে টুল্‌টুলিয়ে চেয়ে!

ধবলের স্বপ্ন

তোমায় আমায় এবে ছাড়াছাড়ি, গিরি,
তোমার ধবল তবু আছে মোরে ঘিরি!
কাল নিশি দ্বিপ্রহরে ঘুমায়ে ছিলাম ঘরে,
নিঁদ মাঝে সিঁদ কেটে দিলে দরশন,
দেখিনু ত্রিভঙ্গ-বাঁকা রূপের স্বপন!

আপনারে চিনিলাম সেই মধুরাতে,
আমি আর আমি নাই, মিশেছি তোমাতে!
তোমার বরফ হ'য়ে গলে' ঝরে' যাই ব'য়ে,
কখনও বা নীল অঙ্গ, কভু রাঙ্গা ছবি,
কভু বাষ্প, শষ্প, পুষ্প, তোমার অটবী!

মেঘ হ'য়ে ঘুরে ফিরে ঘুমাই ও বুকে,
জাগিয়া পাথরে তব মরি মাথা ঠুকে!
আবার সাজিয়া মালী চারা গাছে জল ঢালি,
ফুল হ'য়ে ঝরি কভু কলি হ'য়ে ফুটি,
কখনও নিঝর হ'য়ে গান গেয়ে ছুটি।

রাকা জ্যোৎস্না হ'য়ে কভু জগৎ ভাসাই,
গম্ভীর, তোমারে আমি কাঁদাই হাসাই।
তোমার আকাশে চড়ে' তারার ঝুলনা গড়ে'
দোল্ দোল্ দুলি আমি, খেলি লুকোচুরি,
কখনও গ্রহের সাথে নেচে নেচে ঘুরি!

পীত রৌদ্র হ'য়ে ছায়া-সখীরে সাজাই,
সূর্য্য-ঘড়ি হ'য়ে তব প্রহর বাজাই।
হিমের হিমাংশু সাজি' ভোর করি কভু বাজি,
কখনও বাদল হয়ে শিল ছুঁড়ি খালি,
গুহায় গুহায় ফিরে' দিই করতালি।

তবু আমি ক্ষণেকের অতিথি তোমার,
একদিন তোমা মাঝে পাতিব সংসার।
সেদিন কহিব প্রাণে,— চুপ্, চুপ্, রহ ধ্যানে,
আপনারে সাজাইব ও মৌন-আশীষে,
তোমার পাষাণ-স্তরে রব আমি মিশে!

মেঘ

সাজ সাজ, নব জলধর,
বহুরূপী, তুমি যাদুকর!
কখনও সাজিছ ছুঁড়ী, কভু থুরথুরি বুড়ী,
কোথাও বা সাজ হরি-হর।

কভু কালিন্দীর বেশ, কখনও নারীর কেশ,
কোথা গৌরী গৈরিক-বসন,
গঙ্গা-যমুনার সাজ, সোণাতে মিনার কাজ,
কভু পীত, পাটল বরণ!

কোথাও কাঁটালিচাঁপা পর' জাফরাণি ছাপা,
কোথা শ্বেতচন্দন-তিলক,
কোথাও গোলাপগুচ্ছ, কোথা বা কলাপী-পুচ্ছ,
কোথা যেন এক ঝাঁক বক।

কোথাও বা কুম্ভকর্ণ, ঐরাবত শ্বেতবর্ণ,
কোথা তোল ইন্দ্রধনু গড়ি',
কোথা দীর্ঘ কৃষ্ণকায় অসি হাতে বীর ধায়
রক্তবর্ণ অশ্বিনীতে চড়ি'!

কখনও বা বাত্যাহত ঘুরিতেছ ইতস্ততঃ,
লুকাইছ উপত্যকা কোলে,
কখনও বা ক্লান্তিভরে সারা গায়ে ঘর্ম্ম ঝরে,
পড়' তুমি মধ্য-পথে ঢলে'।

কোথাও পাথার-ফেনা, কোথাও আঁধার-সেনা,
বহুরূপী, সেধে এই শাজা!
কখনও বর্ষণ সারি' রৌদ্রে দাও পথ ছাড়ি,
ঘড়ি ঘড়ি এ কি সঙ্ সাজা?

কখনও বা দিগ্‌ভ্রান্ত স্বরগের শ্রান্ত পান্থ
কোন্ দেশে যাও ভেসে ভেসে?
কখনও বিশ্রাম তরে শিলার অতিথি-ঘরে
গুহাদ্বার ঠেল তুমি এসে!

কভু সাজি কৃষ্ণসার চর্ম্ম খুলে আপনার
রচ' শৈল-আত্মার আসন,
কখন পিঙ্গলা গাভী!— হিমাদ্রি জননী ভাবি'
টানে তব পরিপূর্ণ স্তন!

পশি কভু ঝোপে ঝাড়ে ঢেউ-খেলা শৃঙ্গ-আড়ে
ঘোর হিমে পোহাইছ রোদ,
রবিতাপতপ্ত মাথা বিটপীর—তুমি ছাতা,
শূন্য পথে সূর্য্য কর রোধ।

নির্ঝরকে বারি দিয়ে সেই জলে নেয়ে গিয়ে
শোন বসে' কুলু কুলু তান,
কখনও কাপাস ধোনো, নীলিমার জাল বোনো,
কভু বায়ুস্পর্শে থান্ থান্।

কখনও নাশিতে সৃষ্টি কর রোষে শিলাবৃষ্টি,
জ্বলে অসি বিজলী-ছটায়,
পুন পুরুভুজ মত এক ভেঙ্গে হও শত,
প্রতি অণু রক্তবীজ প্রায় !

যেথায় ফুলের গাছে রবিতাপ লাগিয়াছে,
সেথা মেঘ, নাম' ঝর্ ঝর্,
ও মালী, তোমার বাগে কত জল বল লাগে ?
এততেও ভেজে না পাথর !

কি জ্বালা শীতের দেহে ? বরফের যতুগৃহে
রাবণের চিতা বুঝি জ্বলে !
হিমানী নিতেছে চুষে, পাষাণে যেতেছে শুষে
দরধারা পলে পলে পলে।

ফোট'-ফোট' কত কলি, নাম' সেথা গলি' গলি',
ঢাল জল, ওগো মালাকর,
শুষ্ক পাতা, শীর্ণ তরু, পিয়াও তোমার চরু,
অশ্রু সম ঝর' দর দর।

চাতকী কি জল যাচে ? সে যে ধ্বনি শুনে' বাঁচে,
নটবর, ডাকো, তুমি ডাকো,
না শুনি' তোমার বাণী চলে' যায় অভিমানী,
চাতকীর প্রাণ মান রাখো।

ডাকো তুমি গুরু গুরু, শুনে' হিয়া দুরু দুরু,
নেচে নেচে দিবে করতালি,
খুলেছি গৃহের দ্বার, কর এসে অভিসার,
ওগো মোর শ্যাম বনমালী !

কি লাগি পাষাণ-বুকে মরিতেছ মাথা ঠুকে ?
কারে খোঁজ বৃথা কুয়াশায়!
আকাশ আমার গৃহে শয্যা পাতিয়াছে স্নেহে,
এস উড়ে প্রেমের পাখায় !

বাতাস আমার ঘরে বাষ্প আনি তব তরে
স্বপ্নজাল করিছে বয়ন,
আমারও কুঞ্জের গাছে আকাশকুসুম আছে,
এস দোঁহে করিব চয়ন !

গান ভিক্ষা

ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ,
শিখাও আমায় নীরবতার গান!
যে সুরে যায় হারিয়ে কথা, উথলে উঠে প্রকাশ-ব্যথা,
যে গান করে মরমে সন্ধান,
আমি তোমার পড়া-পাখী, মনের ভুলে উঠি ডাকি,
ভেঙ্গে ফেলি বিশ্বতানের ধ্যান!

ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ,
শিখাও আমায় মানবতার গান।
যে সুর মেতে পরকে মাতায়, যে তান কেঁদে পরকে কাঁদায়,
যে গান আনে মৃতদেহে প্রাণ,
যার ধ্বনিতে ঘাতক গলে, যার বাণীতে পাতক টলে,
ঘোর পাতকী পায় পরিত্রাণ!

ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ,
শিখাও আমায় মরণ-জয়ী গান!
যে সুরে পায় বধির শ্রবণ, মূকের মুখে ফোটে বচন,
জন্মান্ধ হয় হঠাৎ চক্ষুষ্মান,
যার ইঙ্গিতে শোক জুড়ায়, যার ভঙ্গিতে ভোগ পালায়,
সেই সঙ্গীত কর আমায় দান!

ও পাষাণ, ও চিরমৌন পাষাণ,
শিখাও আমায় সুরেশ্বরের গান,
সোণাঢালা তোমার চূড়ায়, যে মূর্চ্ছনায় আলো গড়ায়,
সেই সুরের সুধা করাও পান!
কিম্বা তোমার বিরাট কোলে, মেঘ-সমুদ্র যে তান তোলে,
সে সুর-স্রোতে করাও আমায় স্নান!

তুমি ও আমি

বিশ্বের আমি পায়ের কাদা, তুমি হচ্ছ মাথার চূড়া,
তুমি যদি ভর কর, ত সে চাপে হই আমি গুঁড়া।
তুমি ঠিক সেই বোম্ ভোলা, একেবারেই বেহুঁস খোলা,
শিখ্‌লে নেশাখোরের ধরণ—কবির সঙ্গে বাসর জাগা,
কিন্তু ও ভাই, এ যে তোমার কাকের ওপর কামান দাগা!

আধি-ব্যাধি জরা-মরণ ভুলে গিয়ে অকস্মাৎ
ভাবি যখন স্বজন কুঞ্জে আমরা গন্ধরাজের জাত,
দেখিয়ে তখন বিরাটরূপ করাও এসে আমায় চুপ,
চা-পাত্রে যে ঝড় তোলা এ! উচিত কি ভাই, অত রাগা?
একেই বলে' থাকে লোকে, কাকের ওপর কামান দাগা!

হঠাৎ আবার লুকিয়ে পড় ঘন বাষ্পের অন্ধকূপে,
সত্য যেমন চাপা পড়ে ক্ষণেক মিথ্যার ভস্ম স্তূপে!
দেখেছি ভাই, অভ্র ছিঁড়ে উঠে আসা ধীরে ধীরে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে তখনই ফের মধুর হ'য়ে বিদায় মাগা,
আমার পক্ষে এটা যে ঠিক কাকের ওপর কামান দাগা!

তুমি বিশাল, আমি বামন, তোমায় আমায় হয় কি যোগ ?
তোমার এটা গ্রহের ফের, আমার এটা রাশির ভোগ!
তোমার তুঙ্গ মধুশৃঙ্গে আমার মত্ত মনোভৃঙ্গে
কি করে' যে মিলন হ'ল, বল্‌তে পার হাঁ গা ?
যাই কেন না বল, এটা কাকের উপর কামান দাগা !

শত পাকে ঘুরায় ভাগ্য বেঁধে মায়ার সুতাগাছি,
গরীবের এই মনটা নিয়ে তুমিও খেল্‌বে কাণামাছি ?
ঘুর্‌ছি মোরা কার ইঙ্গিতে ? কোন্ ভুবনের কি সঙ্গীতে ?
এর উপরে কষ্‌ছো তোমার পাষাণ-প্রেমের মরণ-তাগা !
সত্যি বল, এটা কি নয় কাকের উপর কামান দাগা ?

ওগো গৈরিক-ধারী, আমায় নিবে যদি সাধন-গুহায়,
শিখাও তোমার তপের তন্ত্র, মন্ত্রশিষ্য কর আমায়।
ববম্ ববম্ বাজ্‌বে গাল, রবি-শশী দিবে তাল,
নাচ্‌বে গ্রহ-উপগ্রহ তোমার মতই ক্ষ্যাপা নাগা,
যদিও এটা স্বীকার করি, কাকের ওপর কামান দাগা !

ওই যে আভের বাঁধন কেটে ছুটে আস্‌ছে রবিকর,
তোমার পাকা চুলের ওপর বসিয়ে দেবে সোণা-টোপর,
মখমল পাতা মেজেয় তোমার বাসর-সজ্জা হবে দোঁহার,
হিয়া-বধূর সাধ্য কি ও কঠিন কোলটী হ'তে ভাগা !
সাধে বলি, এটা তোমায় কাকের উপর কামান দাগা !

পাষাণ যোগী

মাথায় দিব্যি বরফ ঠেসে যেন পক্ষাঘাতের রোগী,
কোয়াশার লেপ মুড়ি দিয়ে যোগ কর্‌ছ কি পাষাণ-যোগী ?
তন কাল গিয়ে এক কাল আছে, কি ফল ফল্‌বে বুড়ো গাছে ?
তোমার জপ-তপ স্বর্গ ছেড়ে ধাইছে রসাতল,
বিশ্ব-সুধা আজ্‌কে যেমন ক্ষুধার হলাহল !

এক সূচাগ্র ভূমির জন্যে ভায়ে ভায়ে আড়াআড়ি,
রুটীর টুকরা নিয়ে হচ্ছে মায়ে ছায়ে কাড়াকাড়ি !
বইছে ধরায় রক্তগঙ্গা, তুমি ওগো কাঞ্চনজঙ্ঘা,
দেখ্‌ছো চেয়ে—সৃজন যাচ্ছে প্রলয় পথে ধেয়ে,
তুমি আছ আপন ধ্যানে শূন্য পানে চেয়ে !

'বড়' আজ যে চেপে মার্‌ছে চরণ তলে 'ছোটর' প্রাণ,
ক্ষুদ্র ভাবে, বৃহতের জাঁক কর্‌বে কিসে খান্ খান্ !
দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রায় জ্ঞাতির মাংস ছিঁড়ে খায়,
রক্তমাখা খাণ্ডা হাতে নাচে, অট্টহাসে,
নরকের ক্লেদ মনে-প্রাণে ভরা শ্মশান-বাসে !

যক্ষ্মা-রোগীর ঝাঁঝরা বুকে প্রাণের আশা যেমন প্রবল,
চক্ষু বুজে ধ্বংসমুখে যাচ্ছে হতভাগার দল !
এ দুর্দ্দিনে না-ই ছিল ভাত, হ'ত না তায় অপঘাত,
এ দুর্ভিক্ষে, ভুখ সমস্যার হ'ত সমাধান,
থাকৃত যদি আত্মার খাদ্য, প্রাণের অন্ন-পান।

স্বার্থপর, বাঁধ্‌লে তুমি লোকালয়ের প্রান্তে বাসা,
ছেড়ে দিলে জীবের সঙ্গ, ভুলে গেছ জীবের ভাষা !
হাসি-কান্না তোমার দ্বারে মিছে ঘোরে বারে বারে,
খোলে না ওই পাষাণ-বাঁধ, দোলে না ও হৃদয়,
রুক্ষ সাধু, মুক্তি তোমার কভু হবার নয় !

ফিরে এস, ফিরে এস, হে বিরাগী, লোকালয়ে,
দশের বোঝা সবার সাথে যাও না তুমি মাথায় ব'য়ে,
উড়াও তোমার শান্তি-নিশান, বাজাও সত্যের জয়-বিষাণ,
সমাধিটা ভাঙ্গ, জাগ দিয়ে অঙ্গ নাড়া !
তোমার তাড়ায় বিশ্বভূমে পড়ুক আবার সাড়া !

নূতন সৃষ্টির মত সেদিন মানব হবে ভোলানাথ,
কোলাকুলি পরস্পরে—শত্রু-মিত্র এক সাথ।
সবল নেবে গর্ব্ব ভুলে' দুর্ব্বলেরে মাথায় তুলে
আস্‌বে সেদিন নব-প্রলয় শুভ-যুগান্তর,
তোমার চূড়ায় রাখবেন চরণ সেদিন বিশ্বেশ্বর !

মাতার প্রতি

শৈশবে এই শিরোপরে   হাত বুলিয়ে খেদের স্বরে
শুনাতে মা, গিরিপুরের লীলা,
ভাস্‌তে তুমি অশ্রুজলে—   মেনকা মার শোকানলে
অশ্রু হ'ত গলে' যেন শিলা!

জান্‌তে কি এই হৃদয় ফেটে   বস্‌ত শিশুর মর্ম্ম কেটে
বিজয়ার এক বিশ্বজয়ী ব্যথা?
আজ্‌কে কত দিনের পরে   বসে' মা, সেই হিমের ঘরে
মনে উঠ্‌ছে সেদিনের সব কথা।

কত ঝঞ্ঝা বজ্র ল'য়ে   কত প্রলয় গেছে ব'য়ে
তোর সন্তানের মাথার ওপর দিয়ে,
মাতৃ-আশীর্ব্বাদের জোরে   কোথায় সে সব গেছে সরে'
দেখ্‌ছি আমায় শৈশবের চোখ নিয়ে।

যদিও সেদিনের ছেলে   খেলা-ঘরটী ভেঙ্গে ফেলে'
বেঁধেছে আজ নূতন গৃহস্থালী,
পুত্র তোমার, পিতা সাজি   খেল্‌তে খেল্‌তে কালের বাজি
মায়ের কোলটী খুঁজ্‌ছে তবু খালি!

সে যেন গো মেনকা মা'র প্রাণ জুড়ান' স্নেহাগার,
হিয়া আমার হৈমবতী হ'য়ে
কতযুগ-যুগের টানে ছুট্‌ছে যেন তোমার পানে
শৈশবটিরে প্রাণের মাঝে ল'য়ে!

আজ তুমি মা, নিবিয়ে বাতি দিচ্ছ পাড়ি আঁধার রাতি,
সোণার অতীত কখন হল শেষ?
হে বিধবা, পতিব্রতা, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা,
ওই বরফের মত তোমার বেশ!

ছায়া আছে কায়া নাই, পেয়েও তোমায় নাহি পাই.
এ পার থেকে ওপার পানে চোখ,
সওদা কর্‌ছ জমাট-হাটে, মিশ্‌ছ বটে নানান্ নাটে,
তবু তুমি নও এ দেশের লোক!

এই পালাও, এই এস ফিরে, ছাড়্‌তে বুকটা যায় কি চিরে?
স্নেহ তোমায় আনে গৃহে ধরে'!
পাশ কাটিয়ে যেতে সাধ, কোথায় যেন শক্ত বাঁধ,
আগ্‌লে দাঁড়ায় পথটি রোধ করে'!

জানি আমি তোমার কথা, বুঝি আমি তোমার ব্যথা,
একরত্তি সেই শিশুর এ প্রতাপ!
পিতামহীর মাতৃহিয়া মেনকা মা'র ব্যথা দিয়া,
সে করেছে লাল-টুকটুক্ গোলাপ!

কাড়্‌ল সে ওই মালার থলি, ছিঁড়ে ফেল্লে নামাবলি,
দেবতার ভোগ দুষ্টু ছোঁড়া খায়,
শঙ্খ-ঘণ্টা শুনে' এসে আরতি লয় হেসে হেসে,
টাটের ঠাকুর ভুলে' ভজ্‌ছ তা'য় !
পাঁচটি প্রাণে পাঁচটী বাতি জ্বালিয়ে আছ দিবারাতি,
কাকে বর্‌তে বরণ কর্‌ছ কারে ?
আমরা মূঢ়, ভাবি আন্‌, স্নেহের নাম যে ভগবান
শিশু হ'য়ে ফেরে দ্বারে দ্বারে !

কাব্যের প্রাণ

সাংসার ছেড়ে পালিয়ে এসে কবি
লোকালয়ের প্রান্তে বাঁধল বাসা,
সেথায় অষ্টপ্রহর কোলাহল,
ভাব্‌লে সেথায় স্তব্ধতা কি খাসা!

কোয়াশা থেকে আবছায়া ভাব নেব,
কুঞ্জ ছেঁকে নব-রসের-সুধা,
ঝর্‌ণার সুরে বাঁধ্‌ব ভাষার তার,
মিটিয়ে দেবো ভবের কাব্য-ক্ষুধা।

চাঁদ থেকে উপমার-ফাঁদ বুনে
গড়ে তুল্‌ব ঘন স্বপন-জাল,
মেঘের স্তবক ভেঙ্গে রূপক নিয়ে
কল্প-ডিঙ্গায় উড়িয়ে দেবো পাল!

ডায়মণ্ডকাটা পাষাণের এক সা'র,
নির্ঝর নেমে চলে গেছে বেঁকে,
সেথায় কবি গাঁথছে বসে শ্লোক,
মাল-মশ্‌লা নিচ্ছে স্বভাব থেকে।

গ্রামে তাহার মহামারী তখন,
ভিটের পরে ভিটে হচ্ছে উজাড়,
কবি গড়্‌ছে মিলের পরে মিল,
আদর্শ তার—বন, ঝর্‌ণা, পাহাড় !

পাড়ায় পাড়ায় উঠ্‌ছে হাহাকার,
চিতার ধূমে ছেয়ে গেছে গগন,
কবি আপন ধ্যানের কোণে পড়ি
প্রকৃতিরে কচ্ছে অধ্যয়ন।

ছন্দের পরে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
গড়ে' তুল্‌লে ভাষার তাজমহল,
কই মহিমা ? প্রতিমা আর সাজ !
কোথায় এতে প্রাণের কোলাহল ?

কাঁদে কবি, হা পাষাণী বাণী,
দূরে তোমার নূপুর শোনা যায়,
আঁখির আলো ঝিলিক্ মেরে সরে,
আঁচলের বায় লাগে এসে গায়।

আগুন জ্বেলে শোণিত সম প্রিয়
রচনা সব কর্‌লে ভস্মসার,
ভাব্‌লে কবি, উঁচু পাহাড় হ'তে
নামাবে তার ব্যর্থ জীবনভার !

তখন চাঁদ ছিঁড়্‌ছে মেঘের জাল,
পথে যেতে শিউরে উঠ্‌লো কবি,
পড়ে' আছে জ্যোৎস্না আলো করে'
চাঁদের বাড়া রূপের একটি ছবি।

মুমূর্ষু সেই বালিকারে দেখে'
ভাব্‌লে আহা, কার এ ননীর পুতুল ?
কোলে তুলে' ব'য়ে আন্‌লে ঘরে
যেন একরাশ কাঁচা বেলফুল !

আহার-নিদ্রা ভুলে' গিয়ে তারে
বাঁচিয়ে তুললে অনেক সেবা করে',
দেখ্‌ছে কবি জীবন-বীণে হঠাৎ
উঠ্‌ছে একটা নূতন সুর ভরে'।

এবার গানে নড়্‌ছে প্রাণের সাড়া,
হৃদ্‌পিণ্ডের উঠ্‌ছে ধুক্ ধুক্,
শোণিত নাচে শিরা-উপশিরায়,
একার গানে দশের জুড়ায় বুক !

পড়্‌ছে তাতে বিশ্ব-মনের ছাপ,
রূপের কঙ্কাল রসে টস্ টস্,
ধ্যানের ধোঁয়ায় মূর্ত্তি ফুটে' উঠে,
বিপুলতায় বিচিত্রতায় সরস !

বুঝ্‌লে কবি, মানবতা বিনা
রসের সৃষ্টি চোখ ভুলান’ আখর,
হৃদয়-রক্তের রং ফলে না যাতে,
সে সব ছবি তুলির ঝাপ্‌সা আঁচড়।

ডাক্তার

যক্ষ্মানিবাস বানিয়েছিলাম গিয়ে
ধন্বন্তরী হিমালয়ের কোলে,
জীবাণুরা পান না যেথায় রক্ষা,
রোগ যেথা দৃশ্য দেখে ভোলে!

ঔষধ-পাতির ধারতেম না ক ধার
ফার্ম্মাকোপিয়াই যাচ্ছি ভুলে,
পকেট-কেসে মর্চে ধর্তে চায়,
দেখা হয় না একটীবারও খুলে।

মৃত্যু বড় দেখ্তে হয় নি বটে,
মনটা তবু বিলিষ্টারের মত,
আসে রোগী প্রায়ই ফেরে সেরে,
মুস্কিল-আসান পাযাণের প্রেম ও তো!

সহরেরই একচেটে এ রোগ,
নারীর প্রতিই এঁর বেশী দরদ,
বাইরের আলো দেখ্তে যাদের বারণ,
মর্লে যাঁরা, ঘরে আসে নগদ।

লক্ষপতি বাবা ছিলেন যক্ষ,
ক্রোরপতি হবে না তার ছেলে ?
ব্যবসার বুদ্ধি ছেলেবেলা হ'তে,
সে উচ্চাশা বাড়িয়ে তুল্লেম পেলে।

আমার কিন্তু রোগীর দলই বেশী,
একদিন একটী রোগিণীরে ল'য়ে
এলেন একটি আধ-বয়সী বাবু,
তখন সন্ধ্যা যাচ্ছে সবে ব'য়ে।

বল্লেন বাবু—ইনি আমার স্ত্রী,
রেখে যাব আপনার এ আশ্রমে,
আমার বড়াই কর্লেন শতমুখে,
যোগ্য যার নই আমি কোন ক্রমে।

বদান্যতা নয় ত, এ যে ব্যবসা,
আরাম বেচি পেয়ে পণের-কড়ি,
'ব্রিফের' বাজার কেউ বলে না মাগ্‌গি !
চোরের মাল কি মোদের পাচন-বড়ি ?

রোগিণীরে গছিয়ে আমার হাতে,
মাসের টাকা আগাম দিলেন গুণে',
বল্লেন—মাস মাস চুকিয়ে দেবো বিল,
ঘাড় নাড়্লেম কাজের কথা শুনে'।

দু'মাস যেতে থাম্‌ল রক্ত পড়া,
বিলের টাকাও থেমে গেল হঠাৎ,
টাকার বেলায় গা-ঢাকা দেন সাধু,
মোদের বদ্‌নাম—ছুরী-ধরা ডাকাত!

ভদ্রলোকের কলমে যা ওঠে,
লিখে ফেল্‌লাম, মেজাজ বেজায় গরম!
চোর-জোচ্চোরের যত জ্ঞাতি-ভাষা
কোটিং দিয়ে কর্‌লেম মিছে নরম!

রোগিণীরে দেখ্‌তে গিয়ে সেদিন
খোলা-চিঠি গেলাম ভুলে রাখি,
পরদিন দেখি, রোগীর বিছ্‌না-কাপড়
তাজা রক্তে সদ্য মাখামাখি!

চিঠিখানি চোখের জলে ভিজা,
কথা বল্‌লে প্রেতের মত ভাষায়,
শুন্‌লেম—'গরীব কেরাণী মোর স্বামী,
বড়মানুষী রোগে পেলে আমায়!'

সেই দিনই ফুরিয়ে গেল সব,
আমার ব্যবসাও সে দিন হ'তে শেষ,
আজ সাধি রোগীর ঘরে গিয়ে
আয় তাপী, জুড়াব তোর ক্লেশ।

ক্রোরপতি হই নি, উল্‌টে আরও
ডানের শূন্য ছাড়্‌ছে ক্রমে মোরে,
রোগী-ভগবানের সেবা দিয়ে
বুকের শূন্য উঠ্‌ছে কিন্তু ভরে'!

আমরা কি কম

আমরা কি কম ? আমরা একটি
বহুদিনের মহাজাতি,
আমরাই প্রথম এনেছিলাম
সারা বিশ্বে আলোক-ভাতি।

আমরাই প্রথম দ্বিপদ-পশুর
খুলে ফেলি চোখের ঠুলি,
আমরাই প্রথম সত্য-মণি
আঁধার-খনি হ'তে তুলি।

মোদের ওঙ্কার দিয়ে হুঙ্কার
প্রথম দেখায় সাধন-পথ,
বাঁধলে প্রথম ভক্তি-সূত্রে
মহামায়ার মুক্তি-রথ।

আমরাই প্রথম শিখিয়েছিলেম
কর্ম্মের নামই ধর্ম্ম-ধন,
আমরাই দেখ্‌লাম জড়ে জীবন,
জীবের মাঝে জনার্দ্দন !

বিজ্ঞান-রসায়নের চাবি
 খুলে’ দেখাই মায়াগার,
গ্রহ-তারার রঙ্গশালা
 আমাদেরই আবিষ্কার !

আমরাই ধরে’ নাড়ীর কম্প
 পেয়েছিলাম ব্যাধির নিদান,
যোগাসনে ব’সে আমরা
 দিয়েছিলাম ভাষার প্রাণ।

আজও গিয়ে দূর বিদেশে
 দেখাই দেহের মনের শক্তি,
মুগ্ধ জগৎ হঠাৎ জেগে
 ঢেলে দেয় তার স্তুতি-ভক্তি।

ছিলাম বড়, হব বড়,
 মাঝে যদিই থাকি পড়ে’,
উঠ্‌ব যখন, সাথে সাথে
 ভর্ দুনিয়া তুল্‌ব গড়ে’।

নবজীবন

পাষাণ, তোমার পানে চেয়ে চেয়ে
উঠ্‌ব আমরা নব জীবন পেয়ে।
ভাগ্য-স্রোতের ঘূর্ণি টানে ছুটব না আর ধ্বংস পানে,
বেছে লব আপন বলে আপন অধিকার,
আমরা যদি বাঁচি, তবে বাঁচ্‌বে এ সংসার!

ছড়িয়ে যাব ঘরে ঘরে ঘরে,
সব চিন্তায়, সকল অবসরে,
নারীর প্রেমে নরের তেজে, উঠ্‌ব প্রাণে প্রাণে বেজে,
গড়্‌ব আমরা নূতন সমাজ মানুষের ধাতু দিয়া,
আমরা যদি উঠি, তবে উঠ্‌ব বিশ্ব নিয়া!

তোমার মত নীচে শিকড় মেলে
উঠ্‌ব পাষাণ, বাধার স্তর ঠেলে।
টান্‌ব রস পাতাল থেকে, আন্‌ব আলো আকাশ ছেঁকে,
সারা বিশ্বে লুটিয়ে দেবো মোদের জয়-ফল,
আমরা যদি টিঁকি, তবে টিঁক্‌বে ভূমণ্ডল!

দেবতা গিয়ে করুন্ স্বর্গে বাস,
দানবের দল পাতাল করুক্ গ্রাস,
আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ হইনা ছবি, স্বপ্নের ফানুষ,
স্খলন-পতন গলিয়ে ঢাল্‌বো দয়া-ক্ষমার ছাঁচে,
আমরা যদি বাঁচি, তবে জগৎ-সমাজ বাঁচে !

প্রতি পলে প্রতিশ্বাসে মিশি
বিশ্ব-মনে ফির্‌ব দিবানিশি,
গুণীর গুণে, জ্ঞানীর জ্ঞানে, সাধুর সেবায়, দানীর দানে,
আন্‌ব শক্তি, আন্‌ব ভক্তি—আবার একটা জোয়ার,
আমরা যদি পড়ি, তবে বিশ্ব চূরমার !

শোন পাষাণ, মনের কথা কই,
প্রাণের বোঝা আশার নেশায় বই !
হঠাৎ কখন ঘুর্‌বে চাকা, পাব আমরা নূতন পাখা,
ধর্‌ব আকাশ, ধূলায় পড়ে' লুঠ্‌তে নাহি চাই,
আমরা আছি পড়ে', তাই বিশ্ব হচ্ছে ছাই !

পাষাণ, কবে পূর্‌বে বল সাধ !
অভিশাপ কি হবে আশীর্ব্বাদ ?
শিখিয়ে দাও সে নূতন মত, চিনিয়ে দাও সে সাধন-পথ,
আপন-পণে জীবন-রণে আনি সিদ্ধি জিনে,
পৃথিবীর যে রিদ্ধি নাই মোদের বৃদ্ধি বিনে !

বাঙ্গালীর মা

হিমাদ্রি তোমার শিরে তুষারের শ্বেত ছত্র ধরে,
মেঘের ঝালর তায় ঢেউ খেলি দিক্ শোভা করে।
গর্জ্জে নিম্নে গর্ গর্ লক্ষ ফণা অজগর—
বঙ্গসিন্ধু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়,
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ, মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায়।

তব মুক্ত-বেণী সম শোভা পায় সুনীল অটবী,
কাঞ্চী সম কটি বেড়ি ধ্বনিতেছে নাচিয়া জাহ্নবী।
হিরণ-হরিতে গড়া সরিতে সরিতে ভরা,
আনন্দ-ভুবন তব আমোদিত কল কল গীতে,
স্বর্গ নামে তব দ্বারে তোমার ও ধূলায় লুটিতে।

চরে তব শ্যাম গোঠে বেণু-রবে ধবলী শ্যামলী,
কুঞ্জ দেয় ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে পরাণ অঞ্জলি।
রবি দেয় নিত্য প্রাতে কিরণ-কমল হাতে,
জ্যোৎস্না নামে মৃদুপদে ঝাঁপি ল'য়ে লক্ষ্মীর মতন,
রঞ্জিতে অলক্তরাগে তোমার ও রাতুল চরণ।

তোমার গহন মাঝে প্রতিদিন নূতন পরব,
মেলি সকরুণ আঁখি দেখিতেছ বোবার উৎসব।
ময়ূর পেখম ধরে, খঞ্জন নাচিয়া চরে,
করভের সনে খেলে শিশু সাজি করিণী রঙ্গিনী,
শার্দ্দুলে লেহন করে প্রেমভরে প্রিয়া ভ্রূভঙ্গিনী।

ব্রহ্মপুত্র দামোদর বৈতালিক দুটি জল-সখা,
নাচে পদ্মা ঝঞ্ঝা সনে শিরে ল'য়ে অশনি-করকা।
'অজয়' 'ভৈরব' ঘুরি' বাজায় বিজয়-তুরী,
তব মেঘ-ধারাযন্ত্রে ঝর্ ঝর্ ঝরিছে অমিয়,
ক্ষুধিতে জোগায় অন্ন, পিপাসিতে শীতল পানীয়।

নিখিল-সাগর-অঙ্কে তুমি যেন কমলে কামিনী,
বসে' আছ পদ্মাসনে মহাধ্যানে দিবস যামিনী!
ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই করী শান্তি-ঘট শূন্যে ধরি'
ঢালিতেছে তব শিরে দেবতার পাদোদক-সুধা,
নিজে রহি অনশনে হরিতেছ জগতের ক্ষুধা!

কিরণের ছড়া ঊষা দিয়ে যায় তব আঙ্গিনায়,
সন্ধ্যা ধূপ-দীপ জ্বালি করে আসি আরতি তোমায়,
মন্দিরে মন্দিরে শাঁখ 'মা' বলিয়া দেয় ডাক,
তুমি যেন অমরার পুঞ্জীভূত দুর্ব্বা আর ধান,
তোমারে আশীষি পুন নমেন আপনি ভগবান।

বাহবা বাঙ্গালী

অধোমুখে, কালী-ধূলো মাখা,
আঁধার ভালে পদচিহ্ন আঁকা,
খুঁজে একটা বিরাট রসাতল
পড়েছিল হতভাগার দল,
কোন্ মা দিলি ঝেড়ে গায়ের ধূলি,
কখন্ নিলি খুলে' চোখের ঠুলি ?
যেমনি পড়্ল ডাক—বাংলায় স্বেচ্ছা-সেবক চাই,
কার আগে কে আস্‌বে ছুটে, নড়ে উঠ্‌ল সারা দেশটাই !

সাবাস্ বাংলা, বাহবা তোর ছেলে,
মানুষ কর্‌লি বাঙ্গালারে পেলে,
মায়ের মতন লাগিয়ে কখন্ তাড়া,
বিশ্বরঙ্গে কর্‌লি তাদের খাড়া !
মা জননী, তোমার দুটী স্তনে
ডেকেছিল সুধার বাণ কি ক্ষণে ?
যেমনি পড়্‌ল ডাক— বাংলায় স্বেচ্ছা-সেবক চাই,
কার আগে ছুটেকেবো অস্, নড়ে' উঠ্‌ল সারা দেশটাই !

তোমার ছেলের নিতে করতালি
শত্রু-মিত্র দিত তোমায় গালি,
বঙ্গবীরের নাকটি কর্‌তে বোঁচা,
বাক্যবীরের কলম দিত খোঁচা!
সে টিট্‌কারী ব্যাজস্তুতির প্রায়
পড়্‌ছে এসে আজ বাঙ্গালীর পায়!
যেমনি পড়্‌ল ডাক—বাংলায় স্বেচ্ছা-সেবক চাই,
কার আগে কে আস্‌বে ছুটে,নড়ে' উঠ্‌ল সারা দেশটাই!

মায়ের আশীর্ব্বাদে উচ্চশির,
তুচ্ছ করে আরাম গৃহটীর,
কে নাচা'ল শোণিত শবের শিরায়,
কে জ্বালাল আগুন আঁখির ধারায়?
নব জীবন পেয়ে যত মরা
মরণ লাগি' লাগায় আজি ত্বরা!
যেমনি পড়্‌ল ডাক—বাংলায় স্বেচ্ছা-সেবক চাই,
কার আগে কে আস্‌বে ছুটে,নড়ে' উঠ্‌ল সারা দেশটাই!

অন্যায়ের উদ্ধত শির তরে,
বাঙ্গালী তাই ন্যায়ের অস্ত্র ধরে,
ভীরুতা-ঋণ রণস্থলে গিয়ে
শোধ করবে বুকের রক্ত দিয়ে,

হোক্ জার্ম্মাণ হোক্ না যমরাজ,
বাঙ্গালী-বীর বুঝিয়ে দেবে আজ!
যেমনি পড়্‌ল ডাক—বাংলায় স্বেচ্ছা-সেবক চাই,
কার আগে কে আস্‌বে ছুটে,নড়ে' উঠ্‌ল সারা দেশটাই!

ও বাঙ্গালী, আমি তোদের ভাই,
বাংলা আমার জনম-মরণ ঠাঁই,
হয় যদি মোর এই দণ্ডে মরণ,
নিয়ে যাব জাতির কীর্ত্তি-স্মরণ,
তোদের পায়ের ধূলো অঙ্গে মেখে
সুখে মর্‌ব তোদের বাঁচ্‌তে দেখে!
যেমনি পড়্‌ল ডাক—বাংলায় স্বেচ্ছা-সেবক চাই,
কার আগে কে আস্‌বে ছুটে, ন'ড়ে উঠ্‌ল সারা দেশটাই!

সাবাস্ বাঙ্গালিনী !

ধন্য, ধন্য বাঙ্গালিনী, তোমায়,
প্রাণের ধনকে রণে দিচ্ছ বিদায় !
বলছ শুধু প্রিয়জনে,— রাখ্‌বে মান পরাণ-পণে,
দেশের মুখ ফিরো উজল করে' !—
বাঙ্গালিনী কর্ত্তব্যে আজ বেঁধেছে তার প্রাণ,
বাঙ্গালী আজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ আন্‌তে যাবে মান !

হাজার হোক্ নারীর ত প্রাণ—কাঁদে,
পাথর দিয়ে কাতর মন বাঁধে !
বলে,—দেশের আশীর্ব্বাদ, কোটী প্রাণের একটী সাধ—
জয়-গর্ব্ব নিয়ে এস ফিরে,
বল্‌তে বল্‌তে আঁখি ভাসে নীরে !
বাঙ্গালিনী কর্ত্তব্যে আজ বেঁধেছে তার প্রাণ,
বাঙ্গালী আজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ যাবে আন্‌তে মান !

নারীর বুক ত,—কত সয় ? যায় ফেটে !
বুক বেঁধে দিচ্ছে পাঁজর কেটে !
বলে,—ঘরে ফির্‌বে যখন, পারি যেন কর্‌তে বরণ,

দেখো দেখো, শত্রু নাহি হাসে !—
বল্‌তে যেন কল্‌জে উপ্‌ড়ে আসে !
বাঙ্গালিনী কর্ত্তব্যে আজ বেঁধেছে তার প্রাণ,
বাঙ্গালী আজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ আন্‌তে যাবে মান !

নারীর প্রাণ ত —এ যে বজ্রাঘাত !
মনের লড়াই রক্ত-মাংসের সাথ,
বলে,—ভগবানের নামে শপথ কর,—বলেই' থামে,
পলায়নের চেয়ে শ্রেয় মরণ !—
বল্‌তে বল্‌তে হারিয়ে যাচ্ছে বচন !
বাঙ্গালিনী কর্ত্তব্যে আজ বেঁধেছে তার প্রাণ,
বাঙ্গালী আজ যাবে দিতে প্রাণ, বাঙ্গালী আজ আন্‌তে যাবে মান।

কালাপল্টন

(বর্ত্তমান যুনানী মহাসমরে ভারতসেনা যে
বিক্রম দেখাইতেছে, তদবলম্বনে রচিত

(১)

প্রলয়-ধূম কচ্ছে ধরা গ্রাস,
শান্তি-আকাশ ছাড়্ছে হাহা শ্বাস,
খাণ্ডা হাতে নাচ্ছে সর্ব্বনাশ !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(২)

দূরে দুষমন ঘুরায় মরণ-কল,
ভারত-সেনা নাহি জানে ছল,
ভাব্ছে—বীর কে ?   এরা খুনীর দল !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৩)

শত্রুর 'শেলে' পাষাণ দুর্গ ধ্বসে,
গর্ত্ত হ'য়ে মাটীর পাহাড় বসে,
আশে পাশে হাত পা মুণ্ডু খসে !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে ।

(৪)

ওপর থেকে আস্‌ছে চোরা-শর,
ভারতবাসীর শ্মশান খেলা-ঘর,
দুঃখ,—কেন ওদের প্রাণের ডর !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে ।

(৫)

'বোঁ বোঁ করে' কালের চাকা ঘোরে,
এক এক চোটে হাজার জোয়ান ওড়ে,
খালি জায়গা তখনই যায় ভরে' !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে ।

(৬)

পূবের ফৌজ হাস্‌ছে মনে মনে,—
লড়াই হচ্ছে চোর-ডাকাতের সনে,
বীর যে হয়, দাঁড়ায় সমুখ-রণে!—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৭)

হাতের সঙ্গীন্ খুঁচিয়ে মার্‌ছে জান্,
কামান শুনে' ডাক্‌ছে তাদের প্রাণ,
মুক্ত-কৃপাণ রক্ত-লেলিহান!—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৮)

না না, ওদের থাক্‌লে বুকের পাটা!
কর্‌ত, কিম্বা হ'ত কচুকাটা,
কোথায় শত্রু? এ যে মরা ঘাটা!—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
ভারত-সেনা মরণ নাহি ডরে।

(৯)

ও কি ! ওদিক্ শত্রু দিল দহি' !
—বর্ষাধারী প্রাচীর অশ্বারোহী
ঘূর্ণিবায়ুর মত গেল বহি !—
তোপের মুখে কালাপল্টন লড়ে,
শত্রু মেরে হাস্তে হাস্তে মরে।

(১০)

শত্রুদল হ'ল ছারখার,
পালায় তারা তুলে' হাহাকার,
তাড়িয়ে তাদের কোথায় কর্লে পার !—
বাহবা, বা ! কালাপল্টন লড়ে,
শত্রু মেরে হাস্তে হাস্তে মরে।

(১১)

বারুদমাখা রক্তরাঙ্গা পাগল,
অবশিষ্ট যমদূতের দল,
ফির্ল যখন, উঠ্ল কোলাহল !—
বাহবা, বা ! কালাপল্টন লড়ে,
শত্রু মেরে হাস্তে হাস্তে মরে।

(১২)

ইতিহাসের একটি নূতন পাতে,
মরণ লিখ্‌ল, ‘অমর’ আপন হাতে,
জাতির মুখ উজল হ’ল তাতে !—
বাহবা, বা ! কালাপল্টন লড়ে,
শত্রু মেরে হাস্‌তে হাস্‌তে মরে !

সাহসী হাবিলদার

অরাতি শোণিত মাখি'
জ্ঞানসিংহের গর্ব্বিত শির
জাগাল জগতে ডাকি।
একা অসি করে ব্যূহ ভেদ করে,
প্রাণের মায়া না রাখি,
শত জার্মান মুক্ত-কৃপাণ,
আসিল ঘুরায়ে আঁখি।
রাজপুত বীর কাটে অরি শির
রক্তে রাঙ্গা সে খাকী,
'ভারতের জয়, ভারতের জয়!'
গরজিছে থাকি থাকি।

সাহসী হাবিল্‌দার!
উঠে লাফ দিয়া, হাঁটু গাড়ি পুন
ঘুরাইছে তরবার!
অঙ্গে দরধারা শোণিত-ফোয়ারা,
ভ্রূক্ষেপ নাহি তার!

অসি পড়ে খসি, বৈরির আ··
কেড়ে করে মহামার।
পলে পলে এসে মৃত্যু ধরে কেশে
ছাড়ে পুন মেনে হার,
'ভারতের জয় ভারতের জয়!'
ছাড়িতেছে হুঙ্কার।

ভাবে অরি সবিস্ময়,
শক্তির দানব খাকী-পরা সব,
কালা ত সামান্য নয়!
ক্ষণতরে তারা যেন আত্মহারা,
দাঁড়াইল তন্ময়,
জ্ঞানসিং হাসে— এরা ইতিহাসে
বীর বলে' পূজা লয়!
শুধু ছল-কল এদের সম্বল!
নহে এরা কোথা রয়?—
অস্ত্রঘাত বুকে— গর্জ্জে হাসিমুখে,
'জয়, ভারতের জয়!'

রণ-নীতি পরিহরি
ঘিরিয়া একারে সহস্রে প্রহারে
ভীম প্রহরণ ধরি,

রণস্থলময় রক্ত-গঙ্গা বয়,
যুঝে বীর শবে চড়ি,
অসি ভেঙ্গে পড়ে খালি হাতে লড়ে,
গেল শেষে ভূমে পড়ি।
প্রতি ক্ষত থেকে উঠে ঘন ডেকে
মর্ম্ম বিদার করি,
'ভারতের জয়, ভারতের জয়!'
রটিল ভুবন ভরি!

গুর্খার সঙ্গীন্

সারি দিয়া, উচ্চ করি শির,
খর্ব্বাকৃতি শ্যামবরণ বীর,
গোল টুপী, খাঁকী-পোষাকপরা,
দাঁড়িয়ে গেছে যেন জ্যান্ত-মরা,
হাতের বন্দুক কর্‌ছে জ্বল্ জ্বল্,
খাপের ভেতর ক্ষুক্‌রি টল্ মল্,
'চালাও সঙ্গীন্' যেম্‌নি হুকুম,—সঙ্গীন্ সব তুলি'
উঠ্‌ল যেন ভস্ম থেকে আগুন, ছুট্‌ল যেন বারুদ হ'তে গুলি!

ভাব্‌ছে এদের—আফ্রিদীরা যত
দৈত্যের কাছে বালখিল্যের মত,
এরা সইবে মোদের রণ-রঙ্গ ?
স্থরু থেকেই দেবে রণে ভঙ্গ !
এ কি ? এ যে এক এক যমদূত,
কি ক্ষিপ্রতা, কি বীর্য্য অদ্ভুত !
'চালাও সঙ্গীন্' যেম্‌নি হুকুম,—সঙ্গীন সব তুলি'
উঠ্‌ল যেন ভস্ম থেকে আগুন, ছুট্‌ল যেন বারুদ হ'তে গুলি!

সাবাস্ সাবাস্ ! কিবা সঙ্গীন্ চলে,
পদভরে গিরি ঘন টলে,
মুষলধারে হচ্ছে গুলিবৃষ্টি,
সঙ্গী-দল মরছে, নাহি দৃষ্টি !
তাদের শবের সিঁড়ী বেয়ে বেয়ে
পাহাড় ভেঙ্গে উঠ্ছে সোজা ধেয়ে,
'চালাও সঙ্গীন্' যেম্নি হুকুম,—সঙ্গীন্ সব তুলি'
উঠল যেন ভস্ম থেকে আগুন, ছুট্ল যেন বারুদ হ'তে গুলি !

চলে সঙ্গীন্ আগে ডানে বাঁয়ে,
তিন চার বিঁধে এক এক ঘায়ে,
রক্ত-উৎস ক্ষত-মুখে উঠে,
সারাপথে রক্ত-গঙ্গা ছুটে,
নিজের লহু পিয়ে নিজে মাতাল,
ধায় শুনে' রণবাদ্যের তাল,
'চালাও সঙ্গীন্' যেম্নি হুকুম,—সঙ্গীন্ সব তুলি'
উঠ্ল যেন ভস্ম থেকে আগুন, ছুট্ল যেন বারুদ হ'তে গুলি !

সাম্নের রাস্তা কর্তে কর্তে সাফ
পাহাড়ে' পথ উঠ্ছে দিয়ে লাফ,
কাস্তের আগে ধানগাছের মত,
কুক্রির মুখে পড়্ছে শত্রু কত,

সাবাস্ নেপাল! বাহবা তোর ছেলে!
পালায় শত্রু হাতিয়ার সব ফেলে!
'চালাও সঙ্গীন্' যেম্নি হুকুম,—সঙ্গীন্ সব তুলি'
উঠ্‌ল যেন ভস্ম থেকে আগুন, ছুট্‌ল যেন বারুদ হ'তে গুলি!

চারিদিকে চিরনিদ্রাঘোরে
শত্রু-মিত্র জড়াজড়ি করে',
কালো পাষাণ আজ যে লালে লাল,
রণবাদ্যে ঘোষে প্রলয়-তাল,
শত্রু-দুর্গ করে' অধিকার,
ছাড়্‌ল গুর্‌খা বিজয় হুহুঙ্কার!
থাপে থাপে সঙ্গীন্‌গুলি পড়্‌লো একত্তর,
থেমে গেল যেন একটা ঝড়, শান্ত হল যেন একটা সাগর!

আফ্রিদির শৈল-দুর্গ চূড়ে
বৃটনের জয়-পতাকা উড়ে,
ধন্য গুর্‌খা! বুকের রক্তে লিখে
রট্‌ল যশ আজ্‌কে দিকে দিকে,
মিতভাষা স্মিত বদন যত,
বিনয়ভরে হচ্ছে অবনত।
বাজ্‌ছে তুরী গভীর রবে পাষাণ বিদার করে',
সাবাস্ গুর্‌খা! মুখে মুখে ফেরে, গুর্‌খার জয় শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোরে!

ভাইফোঁটার গান

ও নেপালী, বাঙ্গালী তোর ভাই,
তোদের না হয় হিমালয়ে বাস,
আমরা না হয় সমতলে পড়ে'
দারুণ গ্রীষ্মে করি হাঁস-ফাঁস।
তোরা না হয় আব্‌হাওয়ার গুণে
বীরের জাতি বলে' পা'স্‌ মান,
আমরা না হয় জল-বায়ুর দোষে
কলম পিষে হচ্ছি হয়রাণ!
আমাদের এই সমতলে মিশ্‌ল তোদের গিরিমালা,
আমরাও যেমন কালো রে ভাই, তোরাও তেম্‌নি কালা!

তোরা না হয় বনমৃগের মত
মনের সুখে বেড়াস্‌ লাফে লাফে,
চলে কিনা চলে মোদের চরণ,
বুক ফুলিয়ে চল্‌তে হৃদয় কাঁপে!
তোরা না হয় সোজা কথার মানুষ,
বেশী কি? এ সবলেরই ধরণ!

আমরা না হয় খেলি লুকোচুরি
'চাচা, আপন বাঁচা' মোদের বচন !
আমাদের এই সমতলে মিশ্‌ল তোদের গিরিমালা,
আমরাও যেমন কালো রে ভাই, তোরাও তেমনি কালা!

তোদের ভরা-গালে স্বাস্থ্যের লাল,
মোদের গণ্ড না হয় পাণ্ডু, ভাঙ্গা,
মোদের না হয় কুব্জ দেহভার,
তোরা না হয় মেয়ে পুরুষ চাঙ্গা !
নেপালিনী না হয় কাজের সাথী,
বাঙ্গালিনী না হয় সাজের পুতুল,
নেপালিনী হ'লই বা গাছ-গোলাপ,
বাঙ্গালিনী না হয় ঝাক্‌ড়ার ফুল !
আমাদের এই সমতলে মিশ্‌ল তোদের গিরিমালা,
আমরাও যেমন কালো রে ভাই, তোরাও তেমনি কালা!

তোদের না হয়, নিজস্ব বেশ আছে,
আমরা না হয় পরিই ময়ূর-পাখা,
তোদের আঁধার না হয় আলো খচা,
মোদের আলো না হয় কালীমাখা !
ভাইফোঁটা আজ হিমালয়ের কোলে,
ও নেপালী, বাঙ্গালীরে ডাক্‌,

স্নেহের ডাকে পড়ুক বিশ্বে সাড়া,
ভাই, তুই আজ ভাইকে বুকে রাখ্‌!
আমাদের এই সমতলে মিশল তোদের গিরিমালা,
আমরাও যেমন কালো রে ভাই, তোরাও তেমনি কালা!

জাগ্রত পাষাণ

বল দেখি, হে পাষাণ, ধরা-গর্ভ করি বিদারণ,
কবে বিকাশিলে তুমি মহাকায় রূপটী আপন ?
তদবধি একমনে যোগাসনে আছ কি নিশ্চল,
উঠেছে বল্মীকসম লোমকূপে তরুগুল্ম দল ?
সহিছে তুষার পাত অবিরত তোমার মস্তক,
তৈল বিনা রুক্ষ জটা পক্ক আজ, তপশুষ্ক ত্বক !
অঙ্কিত সহস্র বলী, ললাটে খোদিত চিন্তারেখা,
তবু ধ্যান ভাঙ্গে নাই সমাধিতে সমাহিত একা !
কে তুমি গো শৈল আত্মা ? ওগো মৌনী তাপস পাষাণ
তুমি কি ভারত স্তম্ভ ? না না, তুমি জগৎ-নিদান !

মূঢ় তোমা ভাবে জড়, বলে তুমি পুঞ্জীভূত শিলা,
জড় হতে এল জীব, প্রকৃতির বিবর্ত্তন-লীলা !
পুন আত্ম-বলি দিয়ে দেয় জীব জড়ের জীবন,
এইরূপে ঋণশোধ, প্রকৃতির হরণ-পূরণ !
কিছু নয় ব্যর্থ বিশ্বে, শ্মশানের অণু-পরমাণু,
নবসৃষ্টি তরে গড়ে পলে পলে কীটাণু জীবাণু !

কেবল আত্মাই নয় এ জগতে অমর অক্ষয়,
পঞ্চভূত রেণু তার নাহি দেয় হইতে বিলয় !
হতেছে ঢালাই নিত্য প্রকৃতির গড়া-ভাঙ্গা ঘরে,
একই ধাতু নানা ছাঁচে, নামান্তর শুধু রূপান্তরে !

পলে পলে জড়' করি' কত জড়-জীবের কঙ্কাল
গড়ে' কি তুলিল তোমা তিলে তিলে বিশ্বকর্ম্মা কাল ?
কত নরমুণ্ডমালা কত নারী-হৃদপিণ্ড দিয়া
কত সুখ কত দুঃখ মিলি তোমা তুলিল গড়িয়া !
তাই হিম শিলা মাঝে তক্ তক্ সদ্য রক্তময়
হইতেছে আলোড়িত প্রেমতপ্ত কোমল হৃদয় !
প্রত্যেক প্রস্তর তব পলে পলে ক'য়ে উঠে কথা,
পর্‌তে পর্‌তে তব জীবনের আনন্দ-বারতা !
প্রলয়ে প্রকৃতি রাখে কারণের বীজ ও গুহায়
তোমার জীবনীকোষে সৃজনের ধারা ব'য়ে যায় !

তুমি যদি জড়, গিরি, তবে তুমি সে জড়ভরত,
ষট্‌চক্র ভুমে পড়ি', ধায় শূন্যে তব যাত্রারথ।
বাহিরে মৃতের ঠাট, অন্তরে প্রাণের কোলাহল,
আসে গ্লানি-অভিশাপ, ফিরে যায় হইয়া মঙ্গল !
বাঁধিল কালের উই তোমা পরে জঞ্জালের ঢিপি,
সে জঞ্জাল সোণা আজ—ভারতের কীর্ত্তিস্মৃতিলিপি !

প্রত্যেক পাষাণে তব জড়াইয়া প্রাণের রসান
দানবে মানব করে, মানবেরে ঋষিত্ব প্রদান !
কে তুমি হে শৈল-আত্মা, হয়ে আছ পাষাণের স্তূপ ?
আত্মারে বলিছ ডাকি,'—থাম' থাম', চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌ !

খোদার মিনার

পাহাড়, তুমি খোদার গড়া মিনার,
তোমার গম্বুজ বইছে মাথায় আশমানের এক কিনার!
যায় কুয়াশার আড়াল থেকে রবি-শশী প্রহর হেঁকে,
হুকুম পেলে বেরিয়ে এসে করে কভু সেলাম,
আলোর চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলে তোমার হেরাম!

বরফ-পানি তোমার মাথায় ধারা দিয়ে গোসল করায়,
হাজার নিঝর হামাম তোমার রাখ্‌ছে গুল্‌জার,
বাজায় কভু জলতরঙ্গ, কভু সুরবাহার!

তোমার জুম্মা-ঘরে গিয়ে উষা আসে নেমাজ দিয়ে,
ঝিল্লি-মোল্লা সাঁজের কোরাণ পাইন-মসজিদে পড়ে,
রং-মহলে মেঘের বহর হুবীর স্বপন গড়ে!

দোয়েল শ্যামা সরস ভাষায় তোমার দর্‌গায় সিন্নি চড়ায়,
পালা করে' চেরাগ জ্বালে নিশা দিবা এসে,
মাথা পেতে দোয়া নেয় মশ্‌গুল হ'য়ে শেষে!

ডায়মণ্ডকাটা তাজটী মাথায়, শৈবাল-মখমল জোব্বা গা'য়
তাতে রেশমী পশমীফুল প্যানজী মিগ্নোনেটের,
বাস্প-নফর খাটায় তোমার মশারীটী নেটের!

চাঁদ্‌নী এসে ফোয়ারা খোলে, হাওয়া কুঞ্জ-দোলায় দোলে,
তারা-জরীর নীল চাঁদোয়া আশ্‌মান টাঙ্গায় রাতে,
দুনিয়া ঘাসের নরম গাল্‌চে বিছায় আঙ্গিনাতে।

পাষাণ-পীর

পাহাড় ত নও, তুমি আমার পীর,
তুমি আমার সব মুস্কিলের আসান,
'হত্যা' দিয়ে দরজায় এ ফকির,
মুষ্টি ভিখ্—তাও আশ্‌মান সমান !

বাদ্‌শা, তোমার তক্তের এম্‌নি ধার,
বুড়া এসে জোয়ান ব'নে যায়,
হাট বাট হাসিতে গুল্‌জার,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ফূর্ত্তির ঢেউ গড়ায় !

ও ঠাণ্ডাইতে কোন্ আল্লাইর আগ্
শিরায় শিরায় গরম লহু ছোটে,
গরু-ঘোড়ার চোখে খুসি ফোটে
খেল্‌ছে দিল্ সারা বেলাই ফাগ্ !

জড়িয়ে জড়িয়ে তাইত থাক্‌তে চাই,
গড়িয়ে গড়িয়ে কেন নেমে যাই !

দুনিয়ার রোসনাই

ও সফেদ্, তোর সাফাই পানে চেয়ে
ঠাউরেছি এই দুনিয়া পয়দা যাঁর,
তাঁরই সাফাইর একটু ছিটা পেয়ে
তোর সফেদ্ রোশ্নাই দুনিয়ার!

ও বাদ্শা, তোর দরিয়ানুর আজ,
আশ্মানের গায় খুল্লে যে আড়ং,
বাদ্শার বাদ্শার তাজের একটু রেওয়াজ
দিলে তাতে ও আশ্মানী ঢং!

তাই ত তোমার আদত্—পরকে তোলা,
আমার আয়েব্ আপন মাঝে বাস,
তাই ত আমার দিলের গলে ফাঁস,
তোমার কাছে ভরদুনিয়া খোলা।

তাই ত নীচে নাম্তে আমার আসান্—
তোমার আয়েস উঁচায় উঠা, পাষাণ!

হিমালয়ে প্রভাত

মরি কি রূপ হয়েছে আজ কনকচাঁপা উষার,
পাহাড়েব থাক্ বেয়ে বেয়ে ছেয়ে গেছে তুষার।
কাঞ্চন শৃঙ্গ সোণা মোড়া,   সপ্ত আকাশ যেন জোড়া,
তিন ভুবনের শোভা জমে, ওই খানে কি হচ্ছে লুঠ?
বিশ্বের মাথার মণি কি ও? না ও বিশ্বনাথের মুকুট!

যত শুভ্র চিন্তারাশি জমাট হ'য়ে বাঁধ্‌ল স্তূপ,
যত ভালো যত কালো ধর্‌ল কি ও আলোর রূপ?
ধুয়ে যাচ্ছে মনের কাদা,   শাদায় নেয়ে জীবন শাদা,
চরণ-তলে পড়ে' ঊর্দ্ধে চেয়ে দেখ্‌ছি বিরাট-মুর্ত্তি,
ধীরে ধীরে ধ্যানের তীরে নিখিল-জগত পাচ্ছে স্ফূর্ত্তি!

কোন্ পাহাড়ের গুহার আড়ে লুকিয়ে আছে শিশু-রবি,
রবি কে চায়? দেখ্‌ছি আমি ছবির মত একটি ছবি!
ছবি উঠ্‌ছে সজীব হ'য়ে,   কোথায় যাচ্ছে আমায় ল'য়ে?
বল্‌ছে,—কবি, দেখছিস্ ও যে মহাশিল্পীর চিত্রপট,
ওঙ্কারের ও সূতিকাগার, ঝঙ্কারের ও পুণ্য-মঠ!

মানুষ ছিল দ্বিপদ-পশু, দেবতা ছিলেন ঘটে পটে,
এখানেই ত রূপের সাথে অরূপ মিশ'ল অকপটে!
লোমশ-খোলস্ গেল্ খুলে, দাঁড়াল' নর মাথা তুলে',
অজ্ঞান তার স্কন্ধ ছেড়ে আঁধার রাজ্যে কর্‌ল প্রয়াণ,
এই পাহাড়ে মানব পেল মানবতার চক্ষু দান!

হিমালয়ের হোলী

খুসীর আবির মেখে মেখে সারাটা দিন হ'ল সাজা,
সাঁঝের বেলা দেখ্‌লাম তোমায় যেন মেটে-হোলির রাজা !
মাথায় ভাঙ্গা রাঙ্গা-টোপর, খসছে কুহেলিকার কাপড়,
পায়ে মাটী, গায়ে ছাই, মনটাই শুধু কাঁচা তাজা,
মুখে গড়ায় বরফ-লালা ! নিখুঁত মেটে হোলির রাজা !

দেখায় তোমায় আঙ্গুল দিয়ে 'পাইন'-পাড়ার পড়্‌শীদল,
ছোট বড় সবাই তারা তোমায় পেয়েছে কি পাগল ?
তোমার আশে পাশে ঘুরি' মেঘরা খেল্‌ছে লুকোচুরি,
ওরা পাড়ার দুষ্টু ছেলে মেটে হোলীর দলবল,
তুয়ো দিয়ে পালিয়ে যায় ছিটিয়ে তোমার গায়ে জল !

ঝরণারা সব নেচে নেচে দিচ্ছে হেসে করতালি,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ সর্ সর্ সর্ লালের তফিল হচ্ছে খালি ।
জল ভরা মেঘ ঝাঁঝরি নিয়ে চারা গাছের যোগান দিয়ে
বাগে বাগে ছুট্‌ছে যেন প্রেমের বেগার দেওয়া মালী,
ভোম্‌রা সেজে কর্‌ছে ওরাই তোমার সাথে চাতুরালী !

বোবা-রাজ্যের মূক পাখী সব ধর্‌লে হঠাৎ হোলির বোল,
ধ্যানের আসন ভেঙ্গে পবন বাধিয়ে দিলে হট্ট গোল।
আজ পাহাড়ে' পশমী-ফুল সমতলের বাসে আকুল,
গুহায় গুহায় শৃঙ্গে শৃঙ্গে বাজে মৃদঙ্গ্‌ গাজে খোল,
ঝিল্লী-ঝাঁজ তুল্‌ছে আজ তালে তালে মিঠে বোল!

অনুরাগের ফাগ খেলে' শেষ রবি গেল কোথায় ভাগি'
তারার ঝাঁক কি উঠে এল সারারাতের বাসর লাগি?
এদিক খালি-আসর পেয়ে চাঁদটী এল রংয়ে নেয়ে,
কর্‌বে সে ভোর কোজাগর হোরি-খেলায় নিশি জাগি!
লালের সাগর নিয়ে এল সারা রাতের বাসর লাগি।

চরণ হতে নূপুর খুলে গ্রহ উপগ্রহের সারি,
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে খেল্‌ছে খুসীর পিচ্‌কারী!
আড়াল থেকে উঠ্‌ছে হাসি, পদধ্বনি আস্‌ছে ভাসি',
গাছ পাথর জীবের ভাষা নিচ্ছে বুক হ'তে কাড়ি,
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে খেল্‌ছে খুসীর পিচ্‌কারী।

আকাশ, বাতাস, মেঘ, ঝরণা, দোলের বাজনা বাজা,
তারায় তারায় ঝুলনা বাঁধ্‌, আভ্‌ দিয়ে আজ কুঞ্জ সাজা!
পাষাণ গলে' জল হ'য়ে লালে লাল যাচ্ছে ব'য়ে,
কোথায় শীত? মধুমাস, এ হিমের পুরী করছে তাজা!
সারা ভুবন ফাগের রাজ্য, পাষাণ মেটে হোলির রাজা!

হিমালয়ে বৃন্দাবন

এস কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে সাজি প্রিয়ে ব্রজবাসী,
ও নয় শৈলমালা, ও যে চিকণকালা বাজায় বাঁশী !
শিষ দেয় প্রাণ শ্যামার মতন নাচে আবার হ'য়ে খঞ্জন,
ঘর-গেরস্তি ভাসিয়ে দিয়ে এস আঁখির নীরে ভাসি,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে চিকণকালা বাজায় শোন মোহন বাঁশী !

ত্যাথ দাঁড়িয়ে নধর শ্যাম কিবা ঠাম ত্রিভঙ্গবাঁকা,
রঙ্গিন বরফ নয় ত, ও যে শোভে শিরে শিখীপাখা।
কটিতটে রৌদ্র-গড়া কিবা চারু পীতধড়া,
ফুলের সারি চক্রাকারে বনমালার মত রাজে,
নিঝর ত নয়, কালার পায়ে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে।

মেঘ নয়—ও চরে' বেড়ায় সেই ধবলী শ্যামলী পাল,
চাঁদ ত নয়—মধুর তিলক শোভা করে বঁধুর ভাল !
বাষ্প নয়—ও ধেনুর ক্ষুরে সোণা গোঠের রেণু উড়ে,
ওই শোন ওই বেণু বাজে প্রেম পাঠাচ্ছে নিমন্ত্রণ,
কে বলে এ হিমালয় ?—এ যে সাধের বৃন্দাবন।

বরফ গলে' নাম্‌ছে ?—না, না, কালিন্দী বয় হয়ে শাদা
মান করেছে মানময়ী কালরূপ হের্‌বে না রাধা !

তোমরা বল্‌ছো জ্যোৎস্না-ঢেউ, জানো না ঠিক কথা কেউ,
কালো হ'ল আলো—ছুঁয়ে কাঁচা-সোণা রাধার চরণ,
সাধে গৈরিক পরে' সাজ্‌ল প্রেমের যোগী কালোবরণ!

তুমি বল্‌ছ 'পাইনের' সারি আমি দেখ্‌ছি তাল-তমাল,
তুমি বল্‌ছ দারুণ শীত, আমার এ বসন্ত কাল!
জলপ্রপাত, শিলা, কানন— শ্যামকুণ্ড, নিধুবন,
তুমি বল্‌ছ ঝিল্লী ডাকে, আমি শুন্‌ছি কুহরণ,
কে বলে এ হিমালয়?—এ যে সাধের বৃন্দাবন।

মুষলধারে জল?—ভয় কি? ধরবে বাঁকা গোবর্দ্ধন,
পাহাড় ধ্বস্‌বে? কে না জানে শ্যামের প্রেম বিঘ্নহরণ?
করুক্ আকাশ শিলাবৃষ্টি কেটে যাবে সকল রিষ্টি,
কাল প্রভাতে হবে সুদিন পরীর মুখে হাসি যেমন,
কে বলে এ হিমালয়?—এ যে সাধের বৃন্দাবন।

মান-অভিমান ভুলে প্রিয়ে, এস আমরা শ্যামে ভজি,
মথুরার ভয় কার প্রাণে নাই, চল ব্রজের প্রেমে মজি।
জানি বটে পাষাণ কালা, থাকৃতে বৃন্দাবনের পালা,
এস কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে পরি' কালো রূপের ফাঁসী,
কেঁদে কেঁদে ডাকছে শোন, শৃঙ্গে শৃঙ্গে পাগল বাঁশী।

———

হিমালয়ে মধুরাত্রি

জ্বলে' উঠ্‌ল হঠাৎ শিলার মালা,
হিম বুকে পাঁজার আগুন জ্বালা !
শত শত চাঁদের কোণা   ফলায় কাঁচা তরল সোণা,
তারার ফিন্‌কি পলে পলে জ্বলে নভোময়,
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় !

আগুণ ধরে' উঠ্‌ল পাইনের ঝাঁকে,
ছড়িয়ে গেল মেঘের থাকে থাকে,
পাহাড়ে' পোশ-পাখীর দল   ঘুর্‌ছে আঁখি ছল ছল্‌,
বোবাধনদের বুক ফেটে মানব ভাষা বেরয়,
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় !

বান ডেকেছে চাঁদের মায়া দেশে,
সোণার ছবি আস্‌ছে ভেসে ভেসে,
গা ঢেলেছে জ্যোৎস্নার সাথে   রঙ্গিন বরফ হাজার খাতে,
দাঁড়িয়ে কালের কষ্টিপাথর সে সোণা-ঢেউ লয়,
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় !

অকালে আজ অতিথ্ ঋতুরাজ,
বাঘের গাল হরিণ চাটে আজ,
শ্বেত ভালুকে কালো ভোমরায় মধু লুটে' আপোসে খায়,
শিখীর গলা জড়িয়ে ফণী প্রেমের কথা কয়,
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় !

ওকি ! কথন্ তুষারের ওই স্তূপে
আগুন ধরে' উঠ্‌ল চুপে চুপে ?
সে রূপে যে খুনী গলে মুনীর মন যে ওতে টলে,
সারা জগত প্রেমের স্বপন, জীবন জ্যোৎস্নাময়,
হিমালয়ে মধুরাত্রি শোভারাত্রি উদয় !

'উদয়াস্ত, না দুটী কবিতা ?'

(দ্বিতীয়বারের সিঙ্গল-স্মৃতি)

আহা মরি পূবের দিকে রূপের কি এক ভাতি,
বিদায় নিতে গিয়ে যেন থম্‌কে দাঁড়ায় রাতি!
আকাশ, না এ মায়ার আবাস, লালের একটা স্বপন !
আবেগে কি করবে সৃষ্টি সোণার একটি তপন ?
রোজই রবি মরে বুঝি গড়িয়ে পাষাণ তটে,
আবার নূতন জনম লভে শোভার আকাশ-পটে !

রক্ত পীত ধূম্র পাটল রঙ্গের কারু-লীলা,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে রেখায় রেখায় ফুট্‌ছে চারু-শিলা !
কে আসে ওই, কে আসে ? থাম্ বুকের ধুক্ ধুক্,
গুলিয়ে দিস্ নে চোখের দৃষ্টি, ওরে চোখের সুখ !
এস এস, তুমি এস, আলোর দেশ বাসী,
তোমার তরে জনম জনম আছি উপবাসী !

সারা বিশ্বের হৃদ্‌পিণ্ড কি আধারের বুক চিরে
জগৎ মাঝে উদয় হচ্ছে কিরণ-কিরীট শিরে ?
সমতলের সাগর হ'তে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ওঠে,
বিশ্বকোষের জীবাম্বুদল কমল সম ফোটে !
ওই এল, ওই উঠে এল বিশ্বনাথের রথে
তরুণ অরুণ-সারথী আজ নিখিল-রাজপথে !

গৌরীশঙ্কর দেখা দিচ্ছে,—ও কি ধরার ত্রিদিব ?
শৃঙ্গ ত নয়, শিলার মঠে তুষার গড়্‌লে শিব !
কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে যেন শোণিততপ্ত স্নায়ু,
লাফে লাফে বাড়্‌ছে সাথে প্রাণের পরমায়ু !
ধন্য আমি, আছি বেঁচে এমন সুপ্রভাতে,
ধন্য আমি, মরি যদি এই আলোকের সাথে !

(২)

কোথায় ? ওগো, কোথায় যাও ভেঙ্গে জমাট হাট
এরই মধ্যে তুল্‌ছ কেন আলোর দোকান পাট
কোন্ প্রাতে কে গড়িয়ে দিল তোমায় জ্যোতির গোলক
কোথা হতে কোথায় যাচ্ছ, কালের ক্রীড়নক ?
তুমি বুঝি পথশ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত এক পথিক
ছায়াপথে মায়ারথে খুঁজে মর্‌ছ দিক্ ?
কার ইঙ্গিতে বিদায়-সঙ্গীত উঠ্‌ছে ঝিল্লী-বীণায়,
বনানীর নীলপ্রান্তে সে গান ঘুমের মত শুনায় !
হিমানীর বুকচেরা মাণিক—অপ্রস্তুত ওই চাঁদ
বুন্‌ছে কুহকপুরী হ'তে সবে স্বপন-ফাঁদ !
ভাঙ্গা তোমার রথের চাকা, রাঙ্গা তুমি লাজে,
স্তব্ধতা আজ গান বেঁধেছে তোমার বিদায়-সাঁজে !
মুখে ও কি যাদুমন্ত্র, না ও বিদায়-আশীষ ?
যাচ্ছে সুধায় প্রাণের ক্ষুধা, হর্‌ছে বিশ্ব-বিষ !

শৃঙ্গে শৃঙ্গে আলো গড়্‌ছে লাল পাথরের মঠ,
তুলির আঁচড় পড়ে না আর, আর্দ্র চিত্রপট !
কবির শুধু আস্‌ছে মনে, এমন মোহন সাঁঝে
শয়ন পাতা যায় না কি ওই চির তুষার মাঝে ?
দিবার শবটী বুকে ক'রে জ্বল্‌ল তোমার চিতা,
ভাব্‌ছি এ কি উদয়াস্ত, না দুটী কবিতা ?

বিদায়ের অশ্রু

বিদায়ের গান লও পাষাণ, পায়,
চরণ-রেণু-গৈরিক মাটী মাখি সারা গায়।

আজ যে হিয়া উদাসিনী তোমার প্রেমে বিবাসিনী,
বিদায় নিতে গিয়ে তার কল্‌জে ফেটে যায়,
প্রেমের ঠাকুর, 'আসি' বল্‌তে পরাণ নাহি চায়!

তোমায় আমায় এ দিন কয়ে অনেক কথা গেছে হয়ে,
সে সব এঁকে যাচ্ছি ল'য়ে মানস-শতদলে,
পাথর-পূজা ছড়িয়ে দেবো মোদের সমতলে।

থাকে যদি ভাগ্যে লেখা, আবার দোঁহার হবে দেখা!
তোমায় ছাড়্‌লে মরি আমি, তোমায় পেলে বাঁচি,
তোমার তপে গাঁথা আমার জপের মালাগাছি!

তোমার কাছে আস্‌বার কালে নাচ্‌ল পরাণ মোহন তালে,
যাচ্ছে সে তাল ধোঁয়া হ'য়ে তোমার বাষ্পে মিশে,
তুমি আমার জীবনকাঠি তুল্‌ব তাহা কিসে?

ওই শোন, ওই বাজে হোরা, বিদায় দাও গো মনোচোরা;
তোমার কণ্ঠ হ'তে খসে' গা ঢেলেছি নীচে,
তোমার ভুবন—রূপের হাট ফেলে যাচ্ছি পিছে!

চোখে ঝাপসা, কাণে তালা, সারা গায়ে গরল-জ্বালা,
যত নাম্‌ছি, সাথে সাথে খাদে হৃদয় নামে,
দেয় কি না দেয় সাড়া নাড়ী, হৃদ্‌পিণ্ড কি থামে ?

দাও গো তোমার দাওয়াই দাও, সেই মিঠে ঠাণ্ডি পিয়াও,
তুমি আমার জীবনদাতা, প্রভু, সখা, পালক,
আমি রোগী, তুমি আমার দয়াল চিকিৎসক !

তোমার বেড়ী এম্‌নি, পাষাণ, ছাড়্‌তে প্রাণে লাগ্‌ছে টান,
যাই, আবার ফিরে চাই, আঁখির জলে ভাসি,
বড় ভালবাসি তোমায়, বড়ই ভালবাসি !

তোমার কোলে পিঠে চড়ে' মানুষ হ'য়ে উঠ্‌লাম গড়ে',
কি না তুমি আমার ? তুমি প্রভু, সখা, পালক,
আমি রোগী, তুমি আমার দয়াল চিকিৎসক !

পাথার

পাথার

(১)

পাথার, আমি ছুটে এলাম আবার
অনেক বাধা-বিঘ্ন হ'য়ে পার!
বালক যেমন স্নেহের টানে ছুটে আসে গৃহের পানে,
যত ঘামে, নাহি থামে, ফূর্ত্তি বাড়ে তার,
ছাতা চাদর গেছে উড়ে, আস্‌ছে ধেয়ে রোদে পুড়ে,
শিষ দেয়, আর ছোটে খেয়ে আছাড়,
আমিও তেম্‌নি ছুটে এলাম, পাথার!

অনেক কাল পর দেখ্‌তে এলাম তোমায়!
কেমন আছ, জান্‌তে এলাম, দিতে এলাম প্রাণের প্রণাম,
মনের হাতে পা নেবো আজ মাথায়।
যে চোখ দিয়ে দেখেছিলাম, হিয়ায় যে রূপ এঁকেছিলাম
যে মন নিয়ে ঠেকেছিলাম কাঁচা প্রেমের দায়,
তেমনি তাজা আছ কি না, দেখ্‌তে এলাম তোমায়।

শুন্‌তে এলাম তোমার মুখের বাণী!
যে স্বর শুনে মজেছিলাম, তোমায় আমি ভজেছিলাম,
যে সুর-সুধা ঢেলেছিলাম তাপিত বুকে আনি

জানে না তা আর ত কেউ, এলাম নিতে তারই ঢেউ
প্রাণের বাণে বিঁধ্‌তে এলাম গানের মরম খানি
শুন্‌তে এলাম পুরাণ মুখে এবার নূতন বাণী।

সাত রাজার ধন লুট্‌তে এলাম এবার তোমার ঘরে!
সেবার ছিল অন্ধের একা সাগর-জলে সাঁতার শেখা,
ভ্রূণ যেমন গোত্তা মেরে মার জঠরে নড়ে,
মন-বুলবুল পাখা মেলে আজ তেলাকুচ-শাখা ফেলে
উড়াল দিতে চায় বেচারা ঈথরের শেষ স্তরে,
সাত রাজার ধন লুট্‌তে এলাম এবার তোমার ঘরে!

(২)

পাথার গো, আমার পাথার !
এস এস, খুলেছি দুয়ার।
আমি যে বিরাট ক্ষুধা, তুমি ত অপার সুধা,
এস দোঁহে পাতাই সংসার।
নেশা হ'য়ে এস চক্ষে, তৃষা হয়ে এস বক্ষে,
এস হ'য়ে শোণিত শিরার,
এস মনে, এস প্রাণে, এস স্পর্শে, এস ঘ্রাণে,
এস এস, আনন্দ অপার !

পাথার গো, আমার পাথার !
আজ মোরে লহ উপহার।
হের, নিশি দ্বিপ্রহরা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
নিদ্রা নাই নয়নে আমার,
তারা-বালিকারা ব্যোমে দোলাইছে শিশু-সোমে
টানি রশি কিরণ-দোলার।
বক্ষে হিয়া গর গর, চক্ষে ধারা দর দর,
শুনিতেছি তোমার মল্লার !

পাথার গো, আমার পাথার !
এ জীবনে জীবনী সঞ্চার !
তুমি জননীর স্তন, পিয়ে তোমা অনুক্ষণ
বাড়িয়াছে শৈশব আমার,

তোমার অধর দিয়া প্রিয়া-প্রেম বাহিরিয়া
যৌবন জীয়াল বার বার,
আমি মরু আঁধিয়ারা, তুমি শ্রাবণের ধারা,
নাম' চল্, অঝোরে আবার।

পাথার গো, আমার পাথার!
জন্ম-উৎস তুমিই আমার।
এনু ক্ষেত্র-জন্ম ল'য়ে তুমি এলে চাষী হ'য়ে
মনে পড়ে ধূ ধূ স্মৃতি তার,
আর্দ্র মোরে শ্রম-জলে, কষিয়া স্নেহের হলে
ফলাইতে ফসল সোণার,
আমি শব্দ, তুমি ছন্দ, আমি পুষ্প, তুমি গন্ধ,
আমি যন্ত্র, তুমি সে ঝঙ্কার।

পাথার গো, আমার পাথার
যোগাসন ভাঙ্গ' একবার।
মানবভাষায় মোরে ডাক' এসে নাম ধরে',
কেহ তাহা শুনিবে না আর,
হের, নিশীথের বুকে জগত ঘুমায় সুখে,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ এবে দ্বার,
কথা কই কাণে কাণে, মিশে যাই প্রাণে প্রাণে,
এস দোঁহে হই একাকার!

(৩)

দেবতার আশা নিয়া, দানবের ভাষা দিয়া
গড়িয়া উঠেছ তুমি, ওহে জলরাশি !
আধা তব স্বর্গ দেখে, আধা রসাতলে ঠেকে'
গোলাপের কুঞ্জে এ কি শিমূলের হাসি ?
শিশুকণ্ঠসুধা নিয়া নারীমুখমধু দিয়া
কখন উঠিলে গড়ি শিহরি শিহরি,
আধা তব হাস্যে গড়া, আধা তব অশ্রুভরা,
রাঙ্গা মেয়ে ছোট এ কি নীলাম্বরী পরি ?
জ্যোৎস্নার চন্দন নিয়া, রক্তের আগুন দিয়া
গড়িয়া উঠেছ তুমি, ওহে পারাবার !
আধা তব রঙ্গে ভরা, আধা তব ব্যঙ্গে গড়া,
আলোর পরতে বুঝি ঘোরে অন্ধকার !
ঊষার ইঙ্গিত নিয়া, সন্ধ্যার সঙ্গীত দিয়া
ছন্দে তালে তালে তুমি উঠিয়াছ ভরি,
আধা তব সাধনার, আধা তব বাসনার,
উলঙ্গ বালক যেন নাচে তাজ পরি !
কবির উচ্ছ্বাস নিয়া, ভক্তের বিশ্বাস দিয়া
ফুটিয়া উঠিলে যেন ত্রিদিব-বারতা !
আধা তব সত্যে রচা, আধা তব স্বপ্নে খচা
দেবতা তোমাতে, কিম্বা তুমিই দেবতা !

(৪)

তুমি কি সে গোরার সাগর?—
ভক্তির অটুট বন্যা, প্রেমাশ্রুর অনন্ত নির্ঝর!
তাই ত তোমার কালো আজ রূপে রূপে আলো,
চুরি করিয়াছ তুমি জগতের মণি!
সে চাঁদ করিয়া কোলে আপনি দেবতা ভোলে,
তাই তব অন্ধকার আলোকের খনি!

তুমি কি গো গোরার পাথার?
সৈন্ধবী রোচনা ঢালা আঙ্গিনায় হতেছে শিঙ্গার!
বাজে জলে ঝাঁঝ, খোল, উঠে কীর্ত্তনের রোল,
কলসে কলসে ঢালে প্রেম না ফুরায়,
ডুবু-ডুবু, গর-গর, হিয়া রসে জর-জর,
রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠে তোমার কায়ায়।

তুমি কি সে গোরার সমাধি?
গড়াইছ মহাকাল, হিম, ভীম, অনন্ত, অনাদি!
তরঙ্গে তরঙ্গে তব উঠিয়াছে বিশ্ব নব,
গড়ায়ে পড়েছে পুন তোমার গহ্বরে,
কত গ্রহ, কত ব্যোম, কত সূর্য্য, কত সোম
জাগে, পুন ঘুম যায় তোমার জঠরে!

তুমি কি গো গোরার সে শ্যাম?
গোপিনীর হিয়া দিয়া গড়া ওই তনুয়া সুঠাম!
যশোদার স্নেহ নিয়া, শ্রীদামের মোহ দিয়া
শ্যামরূপ রচিল কে রসের সাগর!
কেঁদে ক্ষ্যাপা তব তলে ঝাঁপ দিল কুতূহলে—
কোথা গো চিকণকালা ত্রিভঙ্গ নাগর!

তুমি কি গো গোরার সে চিতা?—
ভারতের মহাগীতা, জগতের জীবন্ত কবিতা!
ভক্তে কোল দিলে বলে', জল, পাদোদক হ'লে,
বাণিজ্যের বর্ম্মে হল পার-সেতু পাত!
পাতালে বলীর ঘরে বন্দী যথা চিরতরে—
তোমার পুরীর দ্বারে বাঁধা জগন্নাথ।

(৫)

পুরী, তুই শুধু পুরী, না লীলার পুরী ?
ও ধূলার তীর্থ-ঘ্রাণে মুক্তি-রথ ভক্তি টানে,
কার নাভিমূল-ঝরা তুই রে কস্তুরী !
'সিদ্ধবকুলের' তলে আজও গোরা আঁখিজলে,
শূন্য মঠে শঙ্করের বাজে জয়তুরী !

পুরী, তুই নিসর্গের যেন স্বর্গপুরী !
দেব-পদরজবিন্দু, পা তোর ধোয়ায় সিন্ধু—
নেচে তুড়ি দেয়—নাচে ধরণী-ময়ূরী !
সবুজে কাঁচায়ে প্রাণ নীলে কর মুক্তিস্নান,
তাপসী সেজেছে যেন ষোড়শী মাধুরী !

পুরী, তুই কুহুভরা কুহকের পুরী !
আধা স্থূল ধূলে রচা আধা তোর জ্যোৎস্না-খচা,
নারিকেল সূত্রে যেন শ্রীরথের ডুরি !
আধা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে', আধা পুষ্পকেতে চড়ে',
যেন ছিন্নপক্ষ পরী, অভিশপ্ত হুরী !

পুরী, তুই শুধু পুরী, না পাথারপুরী ?
তরঙ্গ গরজি আসে, সুভদ্রা লুকায় ত্রাসে—
দুই ভাই মাঝে সেই বহিন আহুরী,

বামে বীর্য্য—পীতাম্বর, ডানে কৃষি—হলধর,
ধরা-ভদ্রা কাঁদে,—গ্রাসে অসূয়া-অসুরী!

পুরী, তুই চিরস্থির বসন্তের পুরী!
রৌদ্রে নাই খর-জ্বালা, বাতাসে চন্দন ঢালা,
তোর চাঁদ ঠিক যেন মিছ্‌রীর ছুরী,
'তা' দেয় কে নভ-তলে, ফোটে তারা পলে পলে,
চাঁদমুখে ফোটে যথা হাসির বিজুরী!

পুরী, তুই ভারতের যেন মধুপুরী!
পড়ে তব তরু-পাতা, শুনি বৃন্দাবন-গাথা,
ডাকে হেথা ব্রজ-পিক, গোকুল-দাদুরী,
আসে ভেসে গয়া-কাশী, তীর্থভাব রাশি রাশি
দূর্ দূর্ চক্রবাল হ'তে ঊর্ম্মিচক্রে ঘুরি।

পুরী, তুই জগতের যেন রসপুরী!
আনন্দবাজারময় সুধার জোয়ার বয়,
যত ওড়ে, তত ভরে মায়ার অঙ্গুরী,
মহাপ্রসাদের হাঁড়ী, নানা জাতে কাড়াকাড়ি,
ভেদ-শীত ভাগায়েছে প্রেমের শীতুরী।

পুরী, তুই বুঝি পূর্ব্বগৌরবের পুরী !
তোমার মন্দির-গায় কত পুঁথি পড়া যায়,
তোমাতে দাঁড়ায়ে আছে শিল্পীর চাতুরী,
সুর-স্বপ্ন ধরে' ধরে' মানুষ রচিল তোরে,
তুই যেন অমরার বেমালুম চুরি !

(৬)

স্নানযাত্রা ! স্নানযাত্রা !—শুধু চারিপাশে
কল্লোলিত হিল্লোলিত নরমুণ্ডমালা,
সাগরতরঙ্গ বুঝি পুরী আজ গ্রাসে !
প্রাণে প্রাণে আনন্দের গোরোচনা ঢালা !
স্নান-বেদী আলো করি বসিয়া ঠাকুর,
গলিতাঙ্গ কুষ্ঠরোগী পড়ে' আছে পথে,
ভন্ ভন্ উড়ে মাছি,—যায় সবে দূর,
কে ও নারী, বেছে নিল তারে ভিড় হ'তে ?
একান্তে রোগীর জ্বালা জুড়ায়ে সেবায়,
ক্ষম সবে !—কহিল সে যুড়ি দুই হাত,
কাছে পাণ্ডা গর্জ্জে,—মাগো, স্নান যে ফুরায়,
নারী কহে,—এই মোর 'টুণ্ডা' জগন্নাথ !
গদ গদ যাত্রিণীর নেত্রে অশ্রু-বান,
দীনবন্ধু করিলেন তাহে প্রাতঃস্নান !

(৭)

কোন্ রথ টান হয় শূন্যে ঠেকে চূড়া ?
সোজা রথ, উল্টো রথ, আছে পুষ্পরথ,
চারি চক্রে চারি যুগ গড়ে, হয় গুঁড়া,
এ রথের ডুরি ধরে' ঘুরিছে জগৎ।

কভু পুষ্পকের মত নাড়ি বায়ুস্তর,
পুষ্পপাখা-ঘায়ে জ্বালি নিদ্রিত বিজলী,
চক্রে চক্রে মেঘ ভাঙ্গি, আলোড়ি ঈথর
এ রথ উড়িছে নিত্য অম্বর উজলি।

আবার গুটায়ে পাখা নামে রথবর
অপ্সরার লাজাঞ্জলি' পুষ্পবৃষ্টি হ'তে,
না মজিয়া গন্ধর্ব্বের স্তুতি-সুধাস্রোতে
আসে নরনারী তরে কাতর ঘর্ঘর !

টান, টান রথ, হের, সারথী পলায়,
আজ বুক পেতে দাও রথচক্র-পায় !

(৮)

এ রথ থামিবে ধরি কোন্ পথরেখা,
কোন্ মহাসাগরের পরপারে শেষে ?
মানব হইবে ধন্য পেয়ে পদলেখা,
যাবে সেই চিহ্ন ধরে' আলোকের দেশে।

ভগ্ন-রথচক্র তার গ্রাসিয়াছে ধরা,
এ সাহসে বিশ্ব-যান এল সে টানিতে,
তার গতি হয় যদি বিশ্বের গতিতে!
দয়া করে' রথ, তারে তুলে লও ত্বরা।

স্থান পাবে ধরা-শিশু যবে এই রথে,
উদিবে সেদিন নভে নবীন তপন,
গ্রহেরা ক্ষণেক রবে স্থির ঘূর্ণিপথে,
করিবে কৃতার্থ বায়ু জয় উচ্চারণ।

রথলীলা সম্বরিয়া স্নেহে জগন্নাথ
হেরিবেন জগতের সেই সুপ্রভাত।

(৯)

পুরীর মন্দিরে পশি দেখিনু আরতি,
দাঁড়াইয়া গেছে যাত্রী কাতারে কাতারে,
মন্দিরে পশেছে বিশ্ব গলদশ্রুধারে
ইন্দ্রিয়-পাণ্ডব রথে দেখিতে সারথী।

এই চাঁদমুখ কবে করিল বিকল
পাদপদ্মলোভী সেই নদে'র বাতুলে,
ধন্য হ'য়ে গেল তীর্থ ভক্তপদধূলে,
প্রেমাশ্রু ভাসায়ে নিল সমস্ত উৎকল!

এই চাঁদমুখ তরে তুমি পারাবার,
রক্ষিতেছ পুরদ্বার সাজিয়া প্রহরী,
দরশন লাগি চাও ভাঙ্গিতে দুয়ার,
না পারি লুটায়ে কাঁদ' দিবা-বিভাবরী!

দেখিতেছি গদগদ, পশিতেছে চুপে
শ্রীক্ষেত্র মন্দির মূর্ত্তি এক বিশ্বরূপে।

(১০)

মোর চারি বৎসরের দুধের বালক
তিলেক না রহে স্থির, সেও আছে চুপ,
ঘামে নেয়ে আছে চেয়ে স্থির অপলক,
শিশুচক্ষে ভাতিছে কি আজ বিশ্বরূপ ?

পঞ্চদীপ ঘুরাইছে পূজারী তখন,
'জয় জগবন্ধু' রব উঠে ঘুরে-ফিরে,
শ্রীমন্দির দেখাইছে—যেন আঁখিনীরে
কোটিভক্ত-হিয়া-গড়া তীর্থের স্বপন !

বাহিরে আসিছে ছেয়ে সন্ধ্যার নিশুতি,
সিন্ধুস্নাত আর্দ্র বায়ু ফিরে ধীর পায়,
মন্দির মাথায় দেবে গোধূলি-বিভূতি,
প্রণাম করিল খোকা সহসা কাহায় !

এই প্রণামের লাগি তুলি দুই হাত
অপেক্ষিয়া ছিলা বুঝি আজি জগন্নাথ !

(১১)

দেখিনু সাগর-মঠে অদ্ভুত সন্ন্যাসী,
নাই গুরুগিরি, নহে চেলার ভিখারী,
ছাই মাখা দেহে কিন্তু অন্তরে বিলাসী—
নহে সে গৈরিকাবৃত সাধু ভেকধারী!

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আসি সিন্ধুতীরে
ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া করেন আরতি,
হাসে লবণাম্বুরাশি, ভাসে আঁখিনীরে,
কি যেন কহেন তারে, গদ্গদ ভারতী!

একদিন সুধালেম,—এ পূজা কেমন?
দেব নাই, দেবী নাই, নাই দেবালয়,
অথচ আরতি!—এ কি পিশাচ-সাধন?
উত্তরিল উদাসীন,—প্রকৃতি নিলয়

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়! অসীমে ডুবিয়া
পাই যে সে অনন্তেরে অন্তর ভরিয়া!

(১২)

সখী সঙ্গে সিন্ধু-স্নানে নারী এক আসে,
রবি ঘুমভাঙ্গা-চোখে দেখে সেই স্নান,
বায়ু তারে পরশিয়া ভিজায় পরাণ,
রোমাঞ্চিত সিন্ধু থাকে চেয়ে তারই আশে!

ভক্তিভরে ঢেউ নিয়ে যায় গৃহপানে,
অনাথ-আতুর পথে মা বলে' দাঁড়ায়,
পূর্ণ-থলি নিমেষেই শূন্য হ'য়ে যায়,
নিত্য তার কাণ্ড দেখি ছল ছল প্রাণে!

বরনারী সিন্ধু নেয়ে ধীরে ঘরে ফিরে,
পদতলে তপ্ত বালু জুড়াইয়া যায়,
একদিন সখী কহে,—নারায়ণ-পায়
আজ দাও পূজা, ওগো চল না মন্দিরে!

নারী কহে,—চিত্ত ছেড়ে বৃথা তীর্থ খুঁজা,
নরে পূজা দিলে পান নারায়ণ পূজা।

(১৩)

খোকা কোথা ? খোকা কোথা ?—বলি' রোষভরে
প্রিয়া মোর খাতা ধরে' মারিলেন টান,
কহিলেন—এ জগতে আছ, না অজ্ঞান ?
আজই খাতাখানি নিয়ে ফেলিব সাগরে !

রাতদিন এক ভাব, সর্ব্বনেশে ঝোঁক,
ছেলে যাক্, মেয়ে যাক্, মরুক্ বনিতা,
বেঁচে থাক্ নূনে পোড়া সৈন্ধবী কবিতা,
শুনে' ছুটিলাম যেন ভারী রোখা লোক !

দেখিলাম, খোকা বসি সাগর-সৈকতে,
যেই নামে, ঢেউ তোলে তাড়া দিয়া পারে,
মোরে দেখি অপ্রস্তুত, ভরা জেভ্ হ'তে
কুড়ানো-রতন—বালু দিল সে আমারে !

উপরে হাসিতেছিল নিথর আকাশ,
নিম্নে ফেনাইতেছিল সিন্ধুর উচ্ছ্বাস।

(১৪)

দেখি আমি সূর্য্য সনে এসে বেলাভূমে
সিন্ধু, তুমি আধ ঘুমে পড়' ঝুমে' ঝুমে',
কিরণবালকগুলি করতালি দিয়া
তরঙ্গদুলালগণে তোলে জাগাইয়া,
লেগে যায় মাতামাতি, কৌতুক-কল্লোল,
কলহাসি জলময়, আনন্দ-হিল্লোল!
রবি যবে উঠে আসে মাথার উপর,
আগুন উড়ায় বায়ু খুঁড়ি' বালুস্তর,
আমিও নিঃশ্বাস ফেলি' ঘরে ফিরে যাই,
চলিতে চলিতে পিছে ফিরে ফিরে চাই!
বার বার ঘড়ি খুলি চাই বেলা পানে,
বার বার দীর্ঘশ্বাস পড়ে তব গানে।
আমি সৃষ্টিকাল হ'তে অনন্তবিহারী,
ইষ্টক খাঁচার আমি কোন্ ধার ধারি?
আইঢাই প্রাণ, বেলা কতক্ষণে পড়ে,
আমার মাথায় যেন কি টনক নড়ে!
বসি গিয়া চুপিচাপি আর্দ্র উপকূলে
চেতনারে ভাসাইয়া বেদনারে ভুলে'।
ঢেউ-খেলা সিঁড়ী বেয়ে বেলা থেমে থেমে
পাতালের শেষ ধাপে যায় শেষে নেমে,

তারার প্রকাণ্ড ঝাঁক কাল পেয়ে উঠে,
সুখ-স্মৃতি সম শুধু ফুটে, নাহি টুটে,
আসে চাঁদ—অমরার রজতের থালি !
'অন্ন দাও !' 'অন্ন দাও !'—কাঁদে যেন খালি !
সিন্ধুনন্দিনীর চোখ করে ছল্ ছল্,
রূপা হয় সোণা লেগে চরণকমল !
অমনি হাসিয়া উঠে পাথার-সংসার,
আমি দেখে' ঘরে যাই চোখে অশ্রুধার।
আধ ঘুমে শিহরিয়া শুনি সিন্ধুরব,
আধ স্বপ্নজাগরণে রচি সিন্ধুস্তব !
এই মত সারাবেলা রহি' তব তীরে
মন এলাইয়া দিই তোমার গভীরে !
দেখি নিত্য কূলে এক উলঙ্গ বালক,
কাদামাখা কৃষ্ণকায় করে চক্ চক্,
তোমার স্বজন বুঝি এই নীলমণি,
নিছনি লইয়া মরি, কার এ বাছনি !
কুড়ায় আপন মনে ঝিনুক শামুক,
বেচে তাহা, ফাউ দেয় মিঠে হাসিটুক্ !
একদিন নিয়ে তার একটি ঝিনুক
দিনু দুটি মুদ্রা ! এ কি, হ'ল অতটুক
কেন শিশুমুখশশী ? হাসি-পাখীটিরে
আমি ব্যাধ, বিঁধিলাম্ শব্দভেদী তীরে !

টাকা দুটো ছুড়ে' ফেলে' সহসা বালক
পলাইল, যেন ভীত কুরঙ্গশাবক !
তদবধি আসে নি সে আর মোর কাছে,
স্মৃতি আজও অশ্রু হ'য়ে ফেরে তার পাছে !

(১৫)

সিন্ধুতীরে নারী একটি আলুথালু বেশে,
চোখের ধারায় তপ্ত বালি নিত্য ভিজায় এসে।
এক সাঁঝে তার বুকের পাঁজর খস্‌লো অতল মাঝে,
তীরে কপাল কুটে' তারে ভিখ্‌ মাগে রোজ সাঁঝে,
বিলাপ-ধ্বনি পাথারের বুক ব্যথার ভারে নাচায়—
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়।

হাহা শুনে' হঠাৎ যেন দমে হাওয়ার বেগ,
সাগরস্নানে নাম্‌তে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় মেঘ,
গাঙ্গচীলের ঝাঁক সে খেদ শুনে' নীরবে দেয় সাড়া,
পালক ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে থেমে কাণটা করে খাড়া,
ফুলে' ফুলে' কাঁদে সাগর শুনে' হায়-হায়—
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়!

কাছে গিয়ে বল্‌লাম,—ওগো, কাঁদ কিসের লাগি?
ক্ষণেক অবাক্ উন্মাদিনী, বল্‌লে শেষে জাগি',—
ওই কালোতে লুকিয়ে আছে আমার কালমাণিক,
পয়সাওয়ালা ডাকু তোমরা, আমরা দুখী জালিক!
মানুষের দরদ জানি, বাপু, সর', পড়ি পায়!
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায়!

সোণা কত খেল্ দেখা'ত সাঁতার দিতে দিতে,
ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাজি আস্‌ত জিতে ।
বেদের কাছে থাকে যেমন দন্তভাঙ্গা সাপ,
নরম হ'য়ে সইত সিন্ধু যাদুর বীরদাপ,
মানুষ শুধু খুনী খল, মুখোস্ পরে' বেড়ায় ।
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায় !

'পম্‌ফ্রেট'-খোর একটা বাবু ঘুর্‌তো সখের নেশায়,
'আনী'র লোভ দেখিয়ে জলে লেলিয়ে দিল বাছায়,
যতই দূরে যাচ্ছে যাদু, ততই বলে—আরও !
বাবুর মাথায় খুন চড়েছে, জেদ বেড়েছে তারও !
মানুষ বিছার অধম জাত, জ্ঞাতির কল্‌জে খায় ।
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায় !

সন্ধ্যা হ'য়ে আসে, ফির্‌ছি শুন্‌তে শুন্‌তে হাহা,
ভাব্‌ছি মায়ের বুকের চিতা কোথায় নিভ্‌বে আহা,
কোন্ অস্তশিখরতটে ঠেক্‌বে শোকের ঢেউ'
না, তারও পর চল্‌বে তাহা, জান্‌বে না তা কেউ ?
চাঁদের আলোয় কাতরধ্বনি ঘুর্‌তে লাগ্‌ল হাওয়ায়,—
ফিরে দে ঢেউ, বাছায় আমার, ফিরে দে রে বাছায় !

(১৬)

সাগর-বাদ্‌সা বসে নিত্য দিয়া বার
ঢেউয়ের পেখমধরা ময়ূর-মস্‌নদে,
আশ্‌মান দাঁড়ায়ে সাজি' আশ্‌মানী গরদে
ধরিছে জরীর ছাতা মাথায় তাহার !

কখনও সে নীল সুর্ম্মা তাহারে পরায়,
আড়ানী ঢুলায় বায়ু জোরে বারমাস,
মেঘেরা আতরদান গুলাবের 'পাশ'
ছিটায়ে ছিটায়ে তারে গোসল করায়।

সিরাজী পিয়ায় তারে চাঁদনী-বেগম,
বোম্‌সেতারার বাজী তারারা দেখায়,
কলিজার লহু ডারি রোষের ফেনায়
জলহাতী দেখাইছে লড়াই হর্‌দম্।

কুমীর-হাঙ্গর-তিমি—আমীর-ওম্‌রা সাজে,
নিত্য ভোজ, খোস্‌রোজ রংমহাল মাঝে।

(১৭)

ভর্ দুনিয়ার চোখে ফের ধূলি ডারি'
ভাগিয়া পড়েছি ছেড়ে বদ্‌হাওয়ার বস্তি,
সয়তানের ভালবাসা—দুনিয়ার দোস্তি,
বেমালুম মোলায়েম, ভেতরে কাটারী !

বেজায় মেহেরবানী নসিব-মিয়ার—
ছুঁলে, কালো হ'য়ে যায় আদত জড়োয়া,
সোণা হয় কাণাকড়ি,—সাবাস্ ব্যাপার !
যে ফতুর, সে ফতুর ! কিসের পরোয়া ?

কলিজার কোহিনুর লুটে কলিজায়,
বেইমান্ চোখ ঠেরে বিবেকেরে ঘুষ !
সিন্ধুগন্ধ শুঁকে' তবু হতেছে না হুঁস ?
ধুলা ঝেড়ে দে ভাসান, ঢেউ বয়ে যায় !

দিল্ খোস্‌বোঁর মত চলেছে উড়িয়া,
আশ্‌মান পেয়েছে আজ দিলালী চিড়িয়া !

(১৮)

তোর নোনাপানি, মোর গুলাব সরবত,
ঢেউ নিই—খাই যেন আঙ্গুর বেদানা,
তোর কড়ি, কলিজার হীরা-জহরত,
আয় ঢেউ, নেচে নেচে আয় রে দেওয়ানা !

ঠেলা খেয়ে নতজানু, স্মরি যে নামাজ,
জলগন্ধে, দিলে ঢোকে খোস্‌বো বেলার,
সোঁ সোঁ গানে, বাজে কাণে সেতার এস্‌রাজ,
গড়িয়ে গড়িয়ে আয় লোটন আমার !

তোর ফেনা, উট-দুধে গরম হালুয়া,
তোর বায়ু, যেন মোর আয়ু জীবনের,
তোর-নোল, মিঠা পানে চুয়ামাখা গুয়া,
তোর ঘুম, লাল চুমা রাঙ্গা অধরের !

মেঘভাঙ্গা রাঙ্গা করে ছানিয়া মরম,
আয় শিখী, ঝুটি তুলে' ধরিয়া পেখম !

(১৯)

তোরে দেখি' এলাহিরে হতেছে ইয়াদ্,
যতই নাচিছে দিল্ তরঙ্গ-তুফানে,
তত যেন বাড়িতেছে জিন্দেগী-মেয়াদ,
পানি, তোর ঢেউ চড়ে' উঠেছি আশ্মানে।

তুই কাশী, তুই মক্কা, সে জেরুজেলম,
তুমিই নামাজ পূজা উপাসনা সার,
কোরাণ-বাইবেল-বেদ তিনের মরম,
জুদা-জেদ্ তোর জলে গলি একাকার।

ও ঈশাই, আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান !—
রুথ্ শুধ্ দস্তরের কাওয়াজ আওয়াজ,
সাফ্ দিল্ আজ ভেঙ্গে গড়েছে সমাজ,
কলিজা ভরিয়া ডাক—এলাহি রমজান !

দুনিয়া বেহেস্ত এই নয়া খোস্রোজে,
বিশ্ব বসে' গেছে আজ এক পংক্তিভোজে।

(২০)

শিশুহাস্য-চুম্বকের ঘোচে আকর্ষণ,
নারীরূপ-কাটারীর ধার হয় ক্ষয়,
নিয়ত সৌভাগ্য-ভোগে বুড়া হয় মন,
অবিশ্রান্ত আলো দেখে' চোখে পীড়া হয় !

ময়রা সন্দেশে ডুবে' মিষ্টি দেখে' ডরে,
মালী নিত্য কত ফুল দেয় জলাঞ্জলি,
পুরোহিত ফোঁটা কাটি, পরি' নামাবলি
নিত্য চণ্ডী পড়ে বটে, প্রাণে নাহি ধরে।

একটানা একঘেয়ে, সিন্ধু, তব রূপে
কি মোহিনী আছে বন্ধু, কিছু নাহি বুঝি,
কে মায়াবী জাগে ওই আঁধারের স্তূপে,
অটুট অক্ষয় রাখে সৌন্দর্য্যের পুঁজি।

নয়ন মুদিলে, দেহে লক্ষ আঁখি ফোটে,
শ্রবণ ঢাকিলে, প্রাণ গান হ'য়ে ওঠে !

(২১)

তুমি মোর কামধেনু, বাঞ্ছাকল্পতরু !
যখনই দোহন করি, মাতৃস্তন পাই,
নির্ম্মাল্য হইয়া ঝর', নীচে ঘরে যাই,
জুড়াইয়া যায় এই জ্বালাভরা মরু !

স্কন্ধে চেপে আছ যেন আনন্দের ভূত !
ছট্‌ফট্ করি আমি কি যেন তাড়নে,
হৃদ্‌পিণ্ড উপাড়ি না রচি যতক্ষণে,
উত্তপ্ত শোণিত দিয়া সঙ্গীত অদ্ভুত !

রাতদিন ঘুরাইছ আকাশ পাতাল !
ফুরাতে, ভরিছ ঝাঁপি রতনে রতনে,
কোথা হ'তে আসে ভাব ভাষা অযতনে
বুঝিতে না পারি আমি বিলোল হেঁতাল !

কখন তোমার এক তরঙ্গ-তুফানে
কেটে ছুরে' যাব আমি বুঝি দীপ্ত গানে !

(২২

মনে হয়, সিন্ধু, তুমি নীলের লেখন !
নিশা দিল চন্দ্রবিন্দু, তীর দিল দাঁড়ি,
ভানু দিল বর্ণমালা, বিসর্গ পবন,
বন দিল মকরন্দ মরম উপাড়ি।

নভ দিল তারাহারে শ্লোকের গাঁথুনী,
গিরি হীরকের কাজ ছত্রে ছত্রে করি'
দিল ঝরণায় ঢালি আনন্দ-লহরী,
মরু হাহা রস, মেঘ ছন্দের মাতুনী !

চক্রবাক্ যোড়া দিল চঞ্চু-চুমা-ধ্বনি,
যোগী দিল তপ আর কবি দিল গান,
রোগীপাশে জাগরিতা সেবাসুধা-খনি,
শিশু ঢেলে দিল তার উলঙ্গ পরাণ !

জড় ও জীবের রক্তে তব
কাল-তালপত্রে তুমি প্রাণ-স্মৃতিরেখা।

(২৩)

ফেনার মলাট, সিন্ধু, ও সুধা-প্রহরী,
যতনে ঢাকিছে তব মসী-মুক্তা সব,
তোমারে পড়িতে গিয়া গেছে ভয়ে সরি
কত জাতি, কত দেশ, বিবর্ত্ত, বিপ্লব!

অধ্যায়ে অধ্যায়ে খোলে অজস্র ভুবন,
শব্দে শব্দে কত কাব্য, সঙ্গীত অক্ষরে,
উচ্ছ্বাস তরঙ্গ দেখি' কাল-শিশু ডরে,
কালি মাথাইতে এসে করে পলায়ন।

অনুপ্রাস উৎপ্রেক্ষায় অর্থে অলঙ্কারে
গড়াইছে সপ্তস্বর্গ সপ্তসুরে বাঁধা,
দুই পংক্তি মাঝে কত বাণী আধা আধা,
কি বালাই, উলটিতে পাতা আরও বাড়ে!

জ্ঞানের ধর্ম্মের কত উত্থান পতন,
এই গ্রন্থে লিখে গেছে আত্ম-নিবেদন।

(২৪)

কখন রবি ব'স্‌ল পাটে,
নাই কেউ আর শূন্য ঘাটে,
বসে' আছি এক
দেখ্‌ছি চেয়ে অবাক হ'য়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছ ব'য়ে,
আঁক্‌ছি জলে রেখা!

তোমার গভীর বিদার ক'রে'
তরঙ্গ সব যেমন জোরে
উঠে, আবার লুটে,
তেমনি প্রাণে কত কথা,
কত কালের হরষ-ব্যথা
ফুটে আর টুটে।

তুমি যেমন উঠ্‌ছ পড়ে',
ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠ্‌ছ গড়ে',
কে পারে তা আর ?
কত রাজা, রাজ্য এল,
তোমার গর্ভে গড়িয়ে গেল,
কোথায় চিহ্ন তার !

কই বায়রণ, স্থইনবরণ,
নবীন, দ্বিজেন কোথায় এখন,
লিখ্‌ল তোমার কথা!
নেমকহারাম, তোমার লাগি
গাঁথ্‌ছি মালা নিশি জাগি,
আমিও 'সাকিন তথা'।

থাক্‌ গে তত্ত্ব, জ্যোৎস্নায় ভরে'
অকূল উঠ্‌ছে আকুল করে',
—বাঁধি ভাষার ডোরে,
জলের মাঝে ওই যে আগুন,
আজকে তারে করি রে 'গুণ'
আঁখির অঝোর লোরে!

পিছে ফেলে' মুখর সহর
দাঁড়িয়ে গেছে ঝাউয়ের বহর,
দেখ্‌ছে জলে নাট,
দেখ্‌ছে শ্রীমন্দিরের চূড়া
এই গড়ে, এই হয় গুঁড়া
তোমার যত ঠাট্!

বাতাস এসে মার্‌ছে ঠেলা,
তীরে নীরে কর্‌ছে খেলা,
কাঁপ্‌ছে বালির বাঁধ,

কিরণ-কিরীট জ্বলে মাথে,
ঢেউগুলি সব রঙ্গে মাতে,
হাস্‌ছে, ভাস্‌ছে চাঁদ!

শোন্ মন, ওই হাহার ফাঁকে
ওপার এপারেরে ডাকে,
মিলন-সেতু পাথার!
জলের আগুন সুধামাথা,
আয় পতঙ্গ পুড়িয়ে পাখা,
ওড়া নয়, আজ সাঁতার!

(২৫)

কেন সিন্ধু ডাক' বার বার ?
কুল রাখা হ'ল মোর ভার !
বড়ই মধুর হ'য়ে আজ যাইতেছ ব'য়ে,
দেখে আঁখি ঝরে গো আমার,
হেরি তটে দাঁড়াইয়া, গাঙ্ চীল উড়াইয়া
জেলেডিঙ্গী যায় চিরে' ধার,
এর মাঝে হাসি হাসি বাড়ায়ে বাহুর ফাঁসি
কেন মোরে চাও বার বার !
অকূল আমারে ডাকে, কুল মোরে ধরে' রাখে,
কার ডাক মানি পারাবার ?
আকাশ যেমন আছে তীর ও নীরের কাছে,
একা রাখে মন দু'জনার,
আমি তা কি পারি, সিন্ধু, আমি স্বজনের বিন্দু,
শোষে মোরে কালের ফুৎকার !
তুমি এলে ভাগি ডরি', দেখে' তুমি যাও সরি',
অভিমানে কর হাহাকার,
আবার দ্বিগুণ বেগে দেখাও যে ভয় রেগে,
কাঁপি আমি শুনিয়া হুঙ্কার।
কখনও আছাড়ি কাঁদ, চরণে ধরিয়া সাধ',
দেখে' বুক বিদরে আমার !

কেন তটে খোঁড়' মাথা, ঘুরায়ে তরঙ্গ-জাঁতা
পিষিতেছ মর্ম্ম আপনার ?
বুকে এ কিসের জ্বালা, কি লাগিয়া অঙ্গ কালা,
শান্তি নাই এক লহমার !
মথনের সে গরল আজও তোর অন্তস্থল
করিছে কি দগ্ধ অনিবার ?
পোড়া-রোদে খেয়ে বালি আমিও হতেছি কালি,
বুকে মোর চাপিছে পাহাড় !
ঝাঁপিয়া গরলে তোর জুড়াবে কি জ্বালা মোর,
না, শুধুই হব ছার্‌খার্‌ ?
তোমার পিরীতি জানি, যাদু করি' লও টানি'
কত মুগ্ধে অঠাঁই মাঝার,
জল পিয়াইয়া তারে ঠাণ্ডা কর একেবারে,
ফিরে দাও খোল্‌টি এপার !
অমন কাতরে গেয়ে, অমন আবেগে ধেয়ে
তবে বঁধু, ভুলায়ো না আর !
যদি না শুনিবে মানা. কর কালা, কর কাণা,
ডুবে যাক্‌ মোর পারাপার,
তখন পাগলপ্রায়, ঝাঁপায়ে পড়িব পায়,
জুড়াইব শীতলে তোমার !

(২৬)

চম চম্ ছম্ ছম্ শিরায় যেন তপ্ত শোণিত,
সর্ব্ব শেষের থির বায়ুথর বইছে একটা আলোর তাড়িত !
সারা ভুবন স্বপন হ'য়ে ঘুমের দেশে যাচ্ছে উড়ে',
এমন সময় হাহা উঠ্‌ল হঠাৎ কখন পাতাল ফুঁড়ে' !
সাগর-বক্ষ ফেটে বেরয় হৃৎপিণ্ড তার ওই রে ওই !
ও কি হাসির শিশু, মা-ওর জগৎ-মা আনন্দময়ী ?
এস আলো, মরি মরি, আমি এ কি দেখ্‌ছি মূর্ত্তি !
না, এ প্রাণের ব্যাকুল নৃত্য, তর্ তর্ তর্ তরল

সারাদিন পর ও কে আবার যাচ্ছে কোথা, লাজে রাঙ্গা ?
চল্‌তে চল্‌তে পড়্‌ছে টলে', যেন আজ তার কল্‌জে ভাঙ্গা ?
গড়িয়ে গড়িয়ে নীলের ঢেউ গুটাচ্ছে সেই কিরণ-জাল,
জড়িয়ে জড়িয়ে পাতে পাতে হারিয়ে যাচ্ছে লালে-লাল !
আঁধার তখন নাড়্‌ছে ঝাড়্‌ছে নীরবে তার অলস পাখা,
কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গড়িয়ে প'ল ভাঙ্গা রাঙ্গা আলোর চাকা !

(২৭)

শীতল পাটির মত আজ্‌কে শুয়ে আছ সাগর,
ঊর্দ্ধে যেমন নিথর ঈথরস্তর !
তটে মাথা ঠুকে' ঠুকে', গড়াও না আর ধুকে' ধুকে'
ঢেউ সব লেগে বুকে বুকে ঘুমে সকাতর,
সে সব চপল চাঁদের কোণা নিথর যেন তরল সোণা,
হচ্ছে না আজ তুলো-ধোনা মাতামাতি খেলায় !
জ্যোৎস্নার মায়া সুড়ঙ্গ্‌ দিয়ে যাদুর হাত গায় বুলিয়ে
ওদের যেন কর্‌ছে পার ঘুম-বুড়ী তার ভেলায়।
হাওয়া আজ্‌কে গেছে থেমে, আকাশ যেন গেছে নেমে,
আস্‌ছে পুড়ে' রবিতাপে কর্‌তে সাগরস্নান,
ঈথর-পুরীর ফটিক-হ্রদ ফুটায় শশি-কোকনদ,
তোমার মথন-করা নিধি তোমায় কর্‌বে দান !
এই যে হাত-পা ছেড়ে চুপ, এটা তোমার ছদ্মরূপ,
লুকিয়ে হাঁ-নথ দেখ্‌ছো শিকার কেবলি আড়-চোখে,
কখন কেশর উঠ্‌বে ফুলে' ছুট্‌বে তীরে থাবা খুলে',
সিংহশিশু ছোবল্‌ শিখে মা'র দিক্‌ আগে রোখে !
তিলকের লেপ ঘায়ের ওপর— এ বৈরাগী দুনিয়া ভর্‌,
বুজ্‌রুগীরই জায়গা এটা, ধরা প'লেই চোর !
হচ্ছে ঢালাই মানব-ছাঁচে কত দানব, কে তা বাছে ?
মুখোস্‌ টান্‌লে, অতি সাধুও করেন রাগে সোর।

পলে প্রলয় জান, করাল, কর না—সে ধরার কপাল,
ওগো মাকাল, জানি, সে নয় তোমার প্রেমের ফল,
দিনটি পেলেই হবে তেড়া, ভেঙ্গে ফেল্‌বে বালির বেড়া
ঢুকিয়ে সৃষ্টি উদর-গর্ত্তে হাস্‌বে ভাস্‌বে, জল!
তবু আজ্‌কে দেখে' ও রূপ— যোগে মগন বারির স্তূপ,
মনে হচ্ছে, জলস্তম্ভে সে অনন্ত-শয়ন!
এরই যেন কোন্ গভীরে শ্রী-অঙ্গটি ঢেলে নীরে
আছেন গভীর সমাধিতে লুপ্ত নারায়ণ।
ফেনার ফণা ছত্র ধরে' রয়েছে তাঁর শিরোপরে,
লক্ষ্মী পদসেবায় রত, বিশ্ব কর্‌ছে স্তব,
ঢেউ কর্‌ছে জয়োচ্চারণ, উঠ্‌ছে তাতে স্বস্তিবচন—
এই ত শেষের শীতল শয়ন, জন্মে কি ভয়, মানব!

(২৮)

দরিয়া, ও পাঁচপীর যাহার গোলাম,
কোথা সে দরবেশ জপে তপস্বী বসিয়া,
উঠে তাতে দুনিয়ার তরক্কি রসিয়া,
সেথা কি পৌছাতে পারো আমার সেলাম ?

আমি এক নেশাখোর, হারিয়া জুয়ায়,
রুখ্ চুল, আঁখ লাল, রাতভর্ জেগে,
তাড়া খেয়ে আড্ডা থেকে আসিয়াছি ভেগে,
ডুব দিতে পেলে মোর কলিজা জুড়ায় !

ঝুপ্ ঝুপ্ সেই ডুব, ডুয়ারী, কোথা রে,
যায় যাহে নীল সুর্ম্মা—আঁখির দেয়াল,
চাঁদির চাকায় ঘোরা দাগার খেয়াল,
দ্বীপ সম মাথা তুলে' দাঁড়াব পাথারে!

ঝুপ্ ঝুপ্ সেই ডুবে বাজী হবে শেষ,
খেলিব আখের জুয়া, জুয়ারী দরবেশ !

(২৯)

আমি ভিস্তী, ভরে' ভরে' চামের
আনি তোরে, তাজা ঢেউ, ভিজে না ত বালি,
কেঁদে কেঁদে দুই হাতে ঢালি ছাতি খালি,
হাসে মাঝ-দরিয়ায় জলের কুহক !

তল হ'তে টগ্ বগ্ উঠিছে ফোয়ারা,
সে পানি ছোঁয়ালে ঠোঁটে, জ্বলে মুখ, বুক,
খাঁ খাঁ করে হাহা ভরা জলের সাহারা,
হা নসীব, কাছে সুধা, দিলভরা ভুখ্ ।

বেহেস্ত, না জাহান্নাম, এই কালাপানি,
দুনিয়া ঘেরিয়া, এ কি দুষ্‌মনী, না দোয়া ?
আজ্‌কে পাতাই দোস্তি দুই বেজাহানি,
নীল আর নীল্ খাক্ মহানীলে খোয়া !

অকূলে কনার নীল আবের সফেদ,
দিল্, তুই কূলে পড়ে' রহিবি কয়েদ ?

(৩০)

কালাপানি, দুনিয়ার তুই কি নসীব ?
তোর তলে ডুবে আছে ইরাণ-তুরাণ,
বাদ্‌শা, উজীর কত নাজির, নকীব,
কত হাজি, কত গাজি, গুণী ও নাদান্‌।

সাকী-আঁখি চুমি' চুমি' পেয়ালা ভরিয়া
টপ্পায় ওমারখাইয়ম্‌ নাচায় দরিয়া,
খেয়ালে আলাপে সাদী বসন্তবাহার,
ধ্রুপদে হাফেজ শোধে বেহেস্তের ধার।

ফেনায়ে ফেনায়ে উঠে কত রুবায়েত্‌,
ভর্‌ দিল মস্‌গুল্‌ আশ্‌মানে ঘোরে,
গুলেস্তাঁর এক একটি হীরার বয়েত্‌—
ঢেউ'পরে ঢেউ উঠে' বৃথা ডাকে মোরে!

কলিজা-কাঁওলা!—দেখি দুনিয়া জরদ,
দরদী, জাগাও দিলে নীলের দরদ!

(৩১)

জুড়াতে আসিনু দেখে' শীতল সরাই !
'ইস্তক লাগাত' খুঁজে পাই না কোথায়,
ঘুরি মুসাফের ক'টি গোলোকধাঁধায়,
খোস্, না, এ আপ্‌শোষ ভাবিতে ডরাই !

আমরা নাদান্ ক'টি বনি আরও বোকা,
না দেখেও, না দেখায়ে নাই ত রেহাই,
কাণে তালা, আঁখে ছানি, দিল্‌ভরা ধোঁকা,
এ উহারে ঠেলি তবু, বলি—দেখ্ ভাই !

আ পানি পিয়ারী, ভাগি করে' তোরে তোবা,
এলাহি-হাওয়ায় ছাতি উঠে পুন ফুলে',
কালজা চু'ফাঁক হ'য়ে উঠে দুলে' দুলে',
আঁখ চিরে' লহু চোষে দাগাবাজ শোভা !

চেপেছে খুনের নেশা, এ কি প্রেম-দায়,
ছাড় দেব-সয়তান, জান্ বাহিরায় !

(৩২)

এ কোথায় আসিলাম, প্রাণ কাণ খাড়া,
জড়াজড়ি গড়াগড়ি শোণিতে শিরায়,
ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি শরীরে আত্মায়,
লাফায় হাঁফায় বুক পেয়ে তীব্র সাড়া !

গেঁদ-খেলা চলেছে কি নীরে আর তীরে ?
একজন মারে দাণ্ডা ফেনাইয়া কোপে,
অন্যে প্রাণপণে সেই ক্রীড়া-বজ্র লোফে,
হার-জিত নাই, বাজী লাগে ফিরে ফিরে !

একজন হাসি হাসি করে চাঁদমারি,
অন্যে হইয়াছে তার নিশানার চাঁদ,
একের পরাণ ওষ্ঠে, ফূর্ত্তি কেড়ে তারি
অন্যে আটখানা হ'য়ে করিছে আহ্লাদ !

একজন সখ করে, অন্যে দেয় দাম,
দু'রঙ্গী দুনিয়া, তোরে হাজার সেলাম !

(৩৩)

শিখিয়া নিয়েছি আমি অনন্তে সাঁতার !
শেষ গিয়ে হারায়েছে যেখানে অশেষে,
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু মেরু হ'য়ে পার,
আজ আমি চলিয়াছি সেই দেশে ভেসে।

চেয়ে ঊর্দ্ধে চন্দ্র-তারা দেখিছে সাঁতার,
ভাসায়ে নিতেছে মোরে তরঙ্গ তুফান,
অনাদি সঙ্গীতধারা কাণ করে পান,
জাগিছে অনন্তলোক নয়নে আমার !

যেথা ধূ ধূ জলরাশি নীলাম্বরে চড়ে,
ঠিকরিয়া পড়ে আলো সামালিতে বেগ,
স্বচ্ছ চক্রবালে যেথা পিছলিছে মেঘ,
ধ্বনি স্তব্ধতায় ঠেকে' মূরছিয়া পড়ে,

সেখানে মিলিবে কূল, আছে কি রে আশা ?
না, কেবলই ভাসা স্রোতে, ভাসা আর ভাসা !

(৩৪)

আজিকার সিন্ধু যেন যুদ্ধশ্রান্ত শূর!
নও-রতনের দেশে দেউলে ফতুর!
পাষাণ-নগরী যেন রসানের পুর!
না, এ ঝঞ্ঝা-শেষে বায়ু বহে ঝুর ঝুর?
এ কি আধ বাধ-বাধ, লাজুক নূপুর?
জল কি রে মুড়ায়েছে চাঁচর চিকুর?
দরাজ গলায় সুর বেদনা-বিধুর!
কেশরী কেশর ছাড়ি, বুঝি তন্দ্রাতুর!
যেন চুর্ চুর্ কারও আনন্দ প্রচুর!
জেলেডিঙ্গী চলে' গেছে আজ বহুদূর,
মনে হয়, তিমি-শিশু নাচায় নেজুড়!
ফেনা হ'তে হেনা-গন্ধ উঠে ভুর্ ভুর্,
ওড়ো মন, অলি হ'য়ে সাগর-মধুর!

(৩৫)

অনন্ত কুড়াতে এসে অনন্তের কূলে
আপনি ভাসিয়া গেছি তরঙ্গ-তুফানে,
ধীরে ধীরে ফুটে' উঠে পরাণের মূলে
অপরূপ রূপরাশি অজানিত ধ্যানে !

দেহ লুকাইছে লাজে আত্মার শরীরে
তোমার গহন মাঝে যে ওষধি জ্বলে,
মন পোড়ায়েছি আজ সে বাড়বানলে !
চেতনা গভীর হ'তে ডোবে সুগভীরে ।

উথলিয়া উছলিয়া পড়িছে ভাঙ্গিয়া,
জীবনের লম্ফ-ঝম্ফ যত অহঙ্কার,
ছন্দে ছন্দে রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, উঠিছে বাজিয়া
জীবন-মুরলী মাঝে মরণ-ঝঙ্কার !

হেঁটে হেঁটে ঘেঁটে ঘেঁটে তপ্ত বালুচর,
অকস্মাৎ পাইনু কি অমিয়-সায়র ?

(৩৬)

সাগর আজ তোর একি মূর্ত্তি বল্!
এত ফূর্ত্তি কেন রে মোর চপল ?
দিচ্ছিস্ রংয়ে যোড়া-তালি, সফেদ, সবুজ, বেগ্নী, কালি,
সং সাজার এ কি বাতিক বল্!
সারাটা দিন বহুরূপী, রং বদ্লালি চুপি চুপি,
এখন দেখ্ছি—নীল অচপল,
নাই হাওয়াতে ঝড়ের বেগ, পিছ্লে পিছ্লে পড়ে মেঘ,
ফটিক-আকাশ হাসে খল্ খল্!
তবে কেন ধুকে' ধুকে' ফেনা ভেঙ্গে আসে রুখে'
ফণা-ধরা অজগরের দল ?
ফোঁস-ফোঁসানির নাই সে বিষ, বন্দর দেখে' দেয় এ শিস্
ঢেউ-জাহাজ সব, খুসিতে তরল!
আস্ছে তোমার গভীর থেকে কামানের রব ডেকে ডেকে,
গুলিয়ে দিচ্ছে প্রহর-দণ্ড-পল।
আজ বরুণের বারুদখানা, উড়িয়ে দিচ্ছে কোন্ দেওয়ানা,
কোন্ আগুনে ধরে' উঠ্ল জল ?
আজ কি চোরা পাহাড়-চূড়া ঢেউ-পাহাড়ে হচ্ছে গুঁড়া ?
দয়াল, তোমার ভয়াল-রূপ কি ছল ?
আবার যেম্নি লাগে তীরে ধুল্পড়াটি পড়ে শিরে,
ফণা ভেঙ্গে ঢলে' পড়ে জল !

উঠ্‌ছে ছুট্‌ছে হুহু করে'   হাজার হাজার ফোয়ারা জোরে,
কিসের ঘটায় পাতাল টল্‌মল্ ?
আজ কি আবার এল ঘুরে'   জন্মদিন তোর পাথার-পুরে ?
পরাণ-নবীন, তাই কি কোলাহল ?
ওই যে রাঙ্গা মেয়ে যায়,   পুতুল-ছেলে কোলে ঘুমায়,
বাজে পায়ে ঘুঙ্গুরগাঁথা-মল,
ডাকাত যেমন পড়্‌লি এসে,   বুকের ধন তার কাড়্‌লি হেসে,
চুবিয়ে চুবিয়ে কোথায় কর্‌লি তল !
কেঁদে মেয়ে পালিয়ে যায়,   মল সে খেদের গীতটী গায়,
শাদা প্রাণে ঢাল্‌লি কেন গরল ?
ভাঙ্গ্‌ছিস্ শিশুর বালু-কুঠি,   তবু তারা আসে ছুটি',
ঢেউগুলো তোর ছেলেধরার দল !
হাস্‌ছে,—ঠোঁটে ঝর্‌ছে মধু,   দাঁড়িয়ে ও কে পল্লীবধূ,
ভাব্‌ছে, পা তার ভিজিয়ে কর্‌বি শীতল,
ঢেউ আসে, যায়, চরণ ধরে,   শুধুই একটু রঙ্গ করে,
ছোঁয় কি না ছোঁয় রূপের শতদল !
কখন হঠাৎ হো হো হেসে   সারা গা তার ভিজিয়ে শেষে,
অবাক করে' পালিয়ে গেলি, খল !
কিল দেখিয়ে মিঠে মুঠায়,   ভিজে চুল পায়ে লুটায়,
ভরা-সন্ধ্যায় কোথায় ও যায় বল্ ?
লড়াইর ঝোঁকে ক্ষুদে জেলে   যাচ্ছে তোমার পাহাড় ঠেলে
কর্‌তে কর্‌তে তোমার ভঙ্গী নকল,

তোমার আদুল কালো গায় মিশিয়ে নগ্ন কৃষ্ণ কায়
কোথায় ভেসে চল্‌ল ও পাগল !
ফির্‌বে না কি ও আর কূলে, ভেসে যাবে ঠায় অকূলে,
তুমি যেমন ভাস্‌ছ অবিরল ?

(৩৭)

জোয়ার ভাঁটায় রাগ-রঙ্গ যার সমান,
নাইক যাহার উজান- ভাঁটির টান,
তারও প্রাণে চন্দ্রোদয়, কলহাস্য জলময়,
আকাশ-ধাওয়া জলতরঙ্গের তান ?
দুধ-মথন সে গোকুলে, সুধা-মথন এ অকূলে,
ঘুর্‌ছে চাকা রাত্রি-দিনমান,
মেঘে যেন আলোর ঝলক, উঠ্‌ছে নীলে ফেনার বলক,
নীলমণি ওই কাঁদে—ননী আন্‌!
কোন্ যশোদা তোমার ঘরে ফেটে পড়ে স্নেহের ভরে,
বলে,—কেলে-সোণা, তোরে প্রণাম !
সারা বিশ্ব হ'ল উজাড়, আপনারে কর্‌লেম সাবাড়,
ঘুচ্‌লো না তোর ননী-চোরা নাম।
এনে পুন ক্ষীর-ননী বলে, খা রে নীলমণি,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরে দুনয়ন,
বাদ্‌লা-আকাশ আঁধার-ছাওয়া দেখে', মাতে মাত্‌লা হাওয়া
ভেঙ্গে দেয় তোর সাধের বৃন্দাবন !
ঢাকের বাদ্য বাজে জোরে, ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ চড়ক ঘোরে,
'হর হর বল্' উঠে অনুক্ষণ,
আছ্‌ড়ে' আছ্‌ড়ে' রুক্ষ জটা খাট্‌না খাটে পাগলা ক'টা,
জল যেন চড়কপূজার গাঁজন,

হঠাৎ এসে আরেক ঠেলা ভেঙ্গে দিল চড়ক-মেলা,
আবার ঢেউ নেতিয়ে পড়্‌ল কখন!
পড়ে' দীর্ঘ বালির স্তূপ অসাড় হ'য়ে দেখ্‌ছে রূপ,
উঠ্‌লাম দেখে যেন একটা স্বপন!

(৩৮)

সাগর, ঢাকিলে কোথা কমলে কামিনী?—
দুই ধারে দুই করী হেম ঘট শুণ্ডে ধরি'
ঢালে শিরে বারিরাশি দিবস-যামিনী!
কে রাহু গ্রাসিল চাঁদে, কত না শ্রীমন্ত কাঁদে,
যুগ যুগ ভেসে গেল, গলিল না জল,
শোভি নীল লীলাগার ফুটিল না কভু আর
জগত-মন্থন-করা লক্ষ্মীর কমল,
পাথর-পাথার কেটে উঠিল না পদ্ম ফেটে
দেবীর আসন আর সোণার প্রতিমা,
সপ্তডিঙ্গা মধুকর, বুকে তার কি পাথর,
তুলিতে নারিল তারে কালের মহিমা!
তবু তুমি, ওগো জল, সাধনার নীলোৎপল,
কার পদ-মকরন্দ করিয়াছ চুরি?
কত সৃষ্টি, মন্বন্তর তোমাতে বাঁধিল ঘর,
বুক বিদারিয়া দিল তোমারে মাধুরী!
তরঙ্গে তরঙ্গ চড়ে, যাদু ভেঙ্গে স্বপ্ন গড়ে,
অতলে লুকায়ে কার মায়া-রসায়ন!

পাথারে চলেছে ভাসি বিচিত্র চিত্রের রাশি,
চিত্ত-চিত্রশালা তরে করেছি চয়ন!

শুনি, সে খুল্লনা কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
সলিল রেখেছে এঁকে সেই কণ্ঠ-ছবি !
কোটাল মশানে হাঁকে, ওই যে শ্রীমন্ত ডাকে,
অতীতের কাব্য আজ শুনিতেছে কবি !
গায়ে লাগে বার বার পদ্মহস্ত অভয়ার,
স্বেদবারি ঝরে অঙ্গে, রোমাঞ্চিত কায়,
ভক্ত-কোলে দয়াময়ী— ধর ধর, ডোবে ওই,
কমলে কামিনী ও যে সলিলে লুকায় !

(৩৯)

ইরাণ-তুরাণ কবির স্বপন আজি !
উঠেছিল যেন রঙ্গিন ফানুস্,
কিম্বা একটা রংবারুদের জৌলুস্,
কালের নীরে খানিক চর্‌কি বাজি !

কোথায় গেল বোখারা-বোগ্‌দাদ ?
তক্ত-তাউস পুড়্‌লো লেগে আগ্,
বসোরায় কি গুলের খালি আবাদ ?
সে যে ছিল গোলাপ-গালের বাগ ।

গুলজার্ হ'য়ে থাক্‌ত নাচের আসর,
এস্‌রাজ খেল্‌ত নারী-পরীর হাতে,
ভুর্ ভুর্ করে' উড়্‌ত হেনার আতর,
উপ্‌ছে পড়্‌ত দিলের পাতে পাতে !

বুত্ গিয়া সে রোশ্‌নি-রঙ্গ্, সব গিয়া রে খোয়া,
তুফানে এক বাঁচ্‌লি তুই, ও আস্‌মানী দোয়া !

(৪০)

তুই কি দাওদ্ মোর মালেকের হাতে ?
তোর মাঝে পাই আমি পারের নিশানা,
না পাই খুঁজিয়া যত আরাম-আস্তানা,
তত ছুটি জান্‌মারা তরঙ্গের সাথে !
গুম্ গুম্ শুনি ডাক জলে পাতি কাণ,
ছোড়ে জেহাদের তোপ আখেরের আগ্,
রোজার পিয়াসে ছাতি ফাটায়ে আশ্‌মান
ইমানের মত জ্বালে খোদার চেরাগ্ !
আজি আসিয়াছি ভুলে' ধান্ধা ও ফিকির,
দেখে' শিখিতেছি ওই লড়াই-কায়দা,
আয়েব, ফেরেব্-ফন্দি—ধূলার নকীর
ডুবে গেছে ভালা-বুরা লোকসান-ফায়দা !
নাম লিখায়েছি তোর গোলামীর খতে,
নে মোরে সেলামী আজ, কেল্লা হোক্ ফতে !

(৪১)

মস্‌গুল হ'য়ে আছি তোমার গানে,
দুনিয়া ভুল্‌লাম সাধে কি খোস্‌-দিলে !
গুলের খোস্‌বোঁ শিমুলে কি মিলে ?
ভর্‌ কলিজা তর্‌ ও সুধা পানে !

ভুখ্‌-পিয়াস কিছুরই নাই ধান্ধা,
বখ্‌রার লাগি থোড়াই না বখেরা,
ঘড়ি ঘড়ি ডাক', হাজিরবান্দা
সাড়া দেয়,—আছি ও জান্‌ মেরা !

আছি ও জান্‌মারা খেলোয়ার
দিলের পরোস্তীর আশায় খালি !
তুফানে ঠিক উড়্‌ছে যেমন বালি,
গোলোকধাঁধাঁয় ঘুর্‌ছে মাতোয়ার।

বাল-বাচ্ছা জিন্দেগী-গুজরান্‌
তুমি যে মোর, পাষাণ মেহেরবান্‌ !

(৪২)

পড়ে' আছি বালু 'পরে বেদম, বেহোস্,
জখম হতেছে জান্ হেরি' ও মূরত্,
পীরিতি-কাটারী যেন, কি খুবসুরত
দিলের তুফান !—এ কি খোস্, না, আপ্‌শোষ ?

তুমি যেন চেতাইছ, ক্ষেপাইছ মোরে,
ভুলাইছ, খেলাইছ, ঘুরাইছ রঙ্গে,
আমারে ভাসাতে চাও তরঙ্গে তরঙ্গে,
নিজে পড়িবে না বাঁধা আমার নোঙ্গরে !

পেয়ারের ও আরজ—সঙ্গীন সফিনা,
শের দেয় মুখে মুখ যেন ঢাকি' থাবা,
ছোট বসে' ভাবিও না, তোমারে বুঝি না,
যে পুরার টুক্‌রা আমি, সে তোমারও বাবা !

লাখ আঁখে করে রোজ সে সমঝদার
তোর প্রতি ঢেউটির আদম-সুমার !

(৪৩)

তুমি সিন্ধু, প্রকৃতির মহারঙ্গালয়,
মহানট করে নাট দিবসে নিশিতে,
চরাচর থরথর রঙ্গনৃত্যগীতে,
মিলনান্ত বিয়োগান্ত কত অভিনয়!

ভেদিবারে গিয়ে বৃথা কৃষ্ণ আস্তরণ
নভ লক্ষ আঁখি তার তোমা পানে মেলি,
ধরণীরে বার বার চেতাইছে ঠেলি,
সাধিছে খুলিতে তব ফেন-আবরণ।

প্রাণপণে বসুন্ধরা জড়ায়ে জড়ায়ে
টানে মসী-যবনিকা ধরি' তার রশি,
হাতে হ'তে মায়া-ডুরি যায় খসি খসি,
রহস্য আবার যায় রহস্যে গড়ায়ে!

বাহিরে আলোর ঠাট্, ভিতরে আঁধার,
জল, না এ ছল-কেলি তোমার, পাথার?

(৪৪)

কালবৃদ্ধ, বক্ষে তব শিশুর হৃদয়,
জগতের শিশু-হিয়া তব সূতে বাঁধা,
তোমার ফেনার সাথে উচ্ছ্বসিত হয়,
তাদের খেলার বাঁশী তোর সুরে সাধা !

তরঙ্গের তোপ শুনি' করতালি দেয়,
বালুর প্রাসাদ গড়ি' দেয় জলাঞ্জলি,
পোড়া-রোদে তপ্ত-তটে নেচে যায় চলি',
মায়ের বকুনিগুলি ঘাড় পেতে নেয়।

চলিতে টলিয়া পড়ে, আধ কথা কয়—
সে'ও ছোটে রঙ্গ দেখি' তরঙ্গের প্রায়,
কাঁচা মন ভিজাইয়া তাজা ঢেউ লয়,
তোমার হাহার সাথে হোহো সে মিশায়।

পাগলে মাতালে মিশে মগ্ন, একাকার,
ভাঙ্গে, লোটে, ফেলে-ছোড়ে সুধার ভাণ্ডার !

(৪৫)

টগ্‌বগ্‌ ফোটে সিন্ধু অনন্ত-কটাহে,
এই জল ছিল ভরি ব্রহ্ম-কমণ্ডুল,
এতে যেন ফুটিতেছে বিশ্বের তণ্ডুল
ছুটে' আসে নরনারী ভবক্ষুধাদাহে !

চাহে না অরণিকাষ্ঠ, লাগে না ইন্ধন,
রবিশশীগ্রহতারা চড়েছে কড়ায়,
পঞ্চভূত আপনারে সম্ভার চড়ায়,
বিনা জ্বালে মায়া-চুল্লী করিছে রন্ধন !

সুধা-বিষ শুভাশুভ আনন্দ-বিষাদ
একসাথে চুরিতেছে, হইতেছে পাক,
'অভুক্ত কে আছ, এস !'—স্নেহে উঠে ডাক,
পাচক বাঁটিছে নিত্য এ মহাপ্রসাদ !

দুর্ব্বাসা-পারণ হেথা চলিছে অবাধে,
বিশ্বজন-ক্ষুধা তৃপ্ত কণিকা-প্রসাদে !

(৪৬)

আজ আমি খুলে' গেছি পরতে পরতে,
আজ আমি টুটিয়াছি বন্ধে অনুবন্ধে,
আজ আমি গলে' গেছি গীতে আর ছন্দে,
আজ আমি ডুবিয়াছি স্বর্গের মরতে !

আজ আমি ভখিয়াছি সুধার গরল,
রেণু রেণু করি' যেন জীবন-পরাগে
পিষিয়া ফেলেছে মোরে আনন্দের 'খল' !
আজ আমি জ্বলে' গেছি অতিশয় রাগে !

ছন্দে বাঁধিবারে গিয়ে আজ তোরে সিন্ধু,
হ'য়ে গেছি খান্ খান্ মরমে মরমে,
আজ আমি ঝরিতেছি বিন্দু বিন্দু বিন্দু,
পলে পলে মরিতেছি সভয়ে সরমে।

জীবনে জীবনী-ছুরী তবু কে শানায়,
সিন্ধু সনে বিন্দু ভরে কানায় কানায় !

(৪৭)

পাথার, আমার সুখের সংসার !
আমরা একটি সুখী পরিবার !
পত্নী লক্ষ্মী, মা তাপসী, মেয়ে আঁধার ঘরের শশী,
ছেলে দুটি দুষ্টু, কিন্তু মিষ্টি,
যখন তারা আকুল প্রাণে গলা মিশায় তোমার গানে,
আমার কাণে হয় যে পুষ্পবৃষ্টি,
তখন মনে হয় না ত আর, দুনিয়াদারী ভূতের বেগার,
জীবনপদ্মে কীটের অত্যাচার !
পাথার, আমার সুখের সংসার !

মিত্র পাওয়া জানি শক্ত, আমার ভাগ্যে অনুরক্ত,
বন্ধু মিল্‌ল এ দুর্ভিক্ষের দিনে !
প্রাণ-সেতারে অবহেলে মন মেজ্‌রাফ্‌টি খাসা খেলে,
আমার রগ্‌টা বেশ নিল সে চিনে !
খাচ্ছি বটে পরিপাটি ভাগ্যের বাঁকা বাঁশের লাঠি,
শোধ হয় না এত করে'ও ধার,
তবু আমার সুখের সংসার !

এসেও আস্‌তে চায় না ঘুড়ে', পয়সা আস্‌ছে, যাচ্ছে উড়ে,
ধনস্থানে বিরাজ কচ্ছেন শনি !

আলাদিনের দিয়া লাগি মরি না তাই রাত্রি জাগি
তোমার কুলেই খুঁজি পরশমণি।
ব্যবসাদার নামেই মাত্র, আমি তোমার টোলের ছাত্র,
শূন্য নিয়েই বেশী কারবার!
তবু আমার সুখের সংসার!

নাই গো আমার জুয়ার ঝোঁক, রাতারাতি ফাঁপ্‌বার রোখ্‌,
তোমার মতই আঁধারে ঢিল ছুড়ি,
নই কখনও নেশাখোর, মাত্‌লামোটি আছে ঘোর—
আশ্‌মানের মেঘ নাচাই দিয়ে তুড়ি,
মাপ্‌তে যাই বাতিকগ্রস্ত, অনন্তটার দীর্ঘ-প্রস্থ,
আকাশ পাতাল হাতড়ান' হয় সার!
তবু আমার সুখের সংসার!

পড়্‌ল ত দান অনেক বারো সেপাঞ্জা আর পোয়াবারো,
হাভাতে রোগ তোমার—চিন্‌লে আমায়,
আমরা এক আজগুবী জুড়ি— আমি দিচ্ছি হামাগুড়ি,
পৃথিবীটা ঘোরে তোমার মুঠায়,
ভাগ্যের আমি ফস্‌কা-গেরো, পিছ্‌লে যাই, যতই ঘেরো
সুখ-সোয়াস্তি দিয়ে চারিধার।
তবু আমার সুখের সংসার!

নাই কভু মোর মাথার গোল, এক পাগলে কর্‌ল পাগল,
সে যে তুই, ওরে ডাকাত, খুনী !
প্রাণটা আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঁশীর মত ফুঁকে ছন্দে
পাওনা চাস্‌ কড়ায়-গণ্ডায় গুণি' !
বুজ্‌বে একদিন বাঁশীর বিঁধ, ভাবের ঘরে কাটা সিঁদ
মুখটি খুলে' বল্‌বে ব্যথা আমার !
তবু আমার সুখের সংসার !

(৪৮)

চারিদিকে জল, শুধু জল!
ছুটিয়াছে অজস্র পাগল।
হট্টগোল, তোলপাড়, অট্টহাসি, হাহাকার,
ঘূর্ণি-নৃত্য বাজায়ে বগল!
আকাশে উচ্ছ্বাস উঠে, বাতাসে উল্লাস ছুটে,
উন্মাদনা গলিয়া তরল,
এক পারে অভ্যুদয়, অন্য পারে অস্তালয়,
ভাঙ্গা-গড়া যেন অবিরল,
এ নহে নদীর গান— টপ্পা খেয়ালের তান,
এ ধ্রুপদে বিশ্ব টল্‌মল্‌!
পাথার, পাথর নও, নাড়া দিয়ে কথা কও,
উৎপাটিয়া গড়' মর্ম্মস্থল!
হেরি' তব জলস্তম্ভ বুঝি তব নাড়ী-কম্প,
অনন্তের শুনি কোলাহল!
নর্ম্মদা-কাবেরী-সিন্ধু তোমারই বাষ্পের বিন্দু
নাড়ী-রক্ত করেছিলে জল!
কত নদী আজ মরা, কত নদে প'ল চরা,
তব বক্ষে মরণ নিশ্চল!
যাহা কিছু ছিল আগে, যা আছে পশ্চাদ্‌ভাগে,
তুমি তার ঘুরাইছ কল,

ভাগ কারও নাহি নাও, সকলের ভাগ পাও,
জলাঞ্জলি সকল সম্বল !
জল, কি বামন ছিলে ? শেষে নিজ মূর্ত্তি নিলে,
ছিলে ছল, হইলে মঙ্গল !
এক পায়ে রসাতল, অন্য পায়ে নভস্তল,
আর এক পা চাপে ভূমণ্ডল !
স্বরগের লীলা রসে মর্ত্ত্যের পাঁজর খসে,
হাস' দেখে, পাষাণ-কোমল !
তুমি জনমের হেতু, তুমি মরণের সেতু,
বীজ নাশ', দাও পুন ফল !
সেই তুমি মেঘে ডাক', চাতকীর প্রাণ রাখ',
আবার কাঁদাও করি' ছল !
তুমি নারী-স্তনে বহ, সংসার জীয়াও, দহ,
সুখাশ্রু, শোকাশ্রু তুমি, খল !
এক কৃষ্ণ বস্ত্র হরে, শত কৃষ্ণ রক্ষা করে,
সে কি আর অন্য কেউ বল্ ?
ধরি' কালিন্দীর দেহ কভু মোহ, কভু স্নেহ,
ভোগালে, তরালে গোপীদল !
তুমি ব্রহ্মা-কমণ্ডুলে নীলকণ্ঠ-
কভু সুধা, কখনও গরল !

(৪৯)

জংলী আমার, পোষ মান্‌বি তুই কবে ?
পাথার, তুই কাতর হবি কবে ?
হও বা না হও নিজে ঠাণ্ডা, রেহাই দাও না আমার প্রাণটা,
একটুখানি তাকিয়ে দেখি আমায়,
একটুখানি ভুলে' থাকি তোমায় !

চোখের একটু দে ভাই আরাম, কাণের একটু দে না বিরাম,
অন্ধ হ'লাম, বধির হ'লাম, তবু কি মাফ্‌ নাই ?
দম্‌টা আমার হচ্ছে ফাঁপর, খস্‌ছে আমার বুকের পাঁজর,
কি প্রেম, বা ! সাগর, তোরে বলিহারি যাই !
কূপের মণ্ডুক বাঁধা-জলে বেড়ায় নেচে কুতূহলে,
হঠাৎ তার সাম্‌নে, এ কি, এ যে অকূল পাথার !
পার্‌ব ত ভাই ? বদ্ধধাতে কুলোবে ত সাঁতার ?

কাহার পানে দাও লেলিয়ে, কোথায় যেতে দাও ক্ষেপিয়ে,
বল বল, কোন্‌ জায়গায় ঠিক আমার স্থান,
বল কোথায় অস্ত আমার, কোথায় অভ্যুত্থান ?
টৌন্‌ তলিয়ে নিচ্ছে শিকার, টোপ্‌ গিলেছে, কথা কি আর ?
শিকারী ত দেবেই তাহার মরম ধরে' টান !
খেলিয়ে খেলিয়ে মার্‌বেই ত তার জান্‌ !

মনটা হাঁফায় তোমার দাপে, বুকটা লাফায় তোমার লাফে,
আত্মারাম যে একেবারে হ'ল খাঁচাছাড়া !
জিঞ্জির-বেড়ী গেছে ভুলে', মিছে ডাকা পিঁজ্‌রা খুলে',
পাখী নীলে ডুব মেরেছে, শিসে কে দেয় সাড়া ?
তবে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ চলুক্‌ ডুব, ছাড়্‌ব, বেদম হ'লে খুব,
শব্দ ঘুচুক, স্পর্শ মরুক্‌, পাত্র খান্‌ খান্‌ !
ঢুক্‌ ঢুক্‌ ঢুক্‌ চলুক্‌ মাত্র পান !
আড়াই দিনের বাদ্‌সাহী হোক্‌, এ যে লাখ্‌ লাখ্‌ যুগের কুহক
ঢুক্‌ ঢুক্‌ ঢুক্‌ চলুক্‌ মাত্র পান।
গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ দিবারাত্র গান।
হোক্‌ নিমেষের এ লেন্‌-দেন্‌, হই না আমি আবুহোসেন,
হারুণ-উল্‌-রসিদের রাজ্য করেছি ত দখল,
আমি একটি উপন্যাস, হাজার রাতের ইতিহাস,
মরু-দেশের জমাট-স্বপন হ'য়ে গেছি জল !
খসে খস্নুক্‌ আমার পাখা, পোড়ে পুড়ুক্‌ তরুশাখা,
একটি উড়াল দিয়েছি ত সব সীমানার শেষে,
তোমার ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে যে অপারে মেশে

(৫০)

ঢেউ নিতে রোজ কাঁদে আমার প্রাণ,
তাই ত, সাগর, আসি তোমার স্থান!
আজ এই পাত্‌লা মাত্‌লা হাওয়ায়, মন ওঠে না কাকের নাওয়ায়,
করাও আমায় অবগাহন-স্নান,
ছন্দে ছন্দে ভরি' ঝারি তালে তালে ঢাল বারি,
জুড়িয়ে যাক্ আমার পাঁচপরাণ,
বুকে আমার বড়ই জ্বালা, মর্ম্মে আমার গরল ঢালা,
ঠাণ্ডি সরবত করাও আমায় পান,
কল্‌জে যক্ষ্মা-রোগীর প্রায়, ভেতর থেকে শুকিয়ে যায়,
হৃদয়-জ্বালার দাওয়াই কর দান!
কূলে এখন নাই ত কেউ, কথা ক', ও সোণার ঢেউ,
জুড়িয়ে যাক্ প্রাণের লক্ষ কাণ!
জেলের ডিঙ্গী বাজী ধরে' গাঙ্‌চিলের ঝাঁক অবাক করে'
চিরে যায় না তোর মর্ম্মস্থান?
তেম্‌নি পাঁজর-পিঁজ্‌রা থেকে, নে গভীরে আমায় ডেকে,
মাখিয়ে দে তোর নোনা-জলের রসান,
যেথায় ফেনার আওতা কেটে উঠ্‌ছে ঢেউ ফটিক ফেটে,
সেই জলে মোর জুড়িয়ে যাবে প্রাণ!
তোমার স্নেহের পরশ লেগে, হরষ উড়্‌ছে মেঘে মেঘে,
তোমার চুমায় ডাকছে চোখে বান,

রোমাঞ্চিত সকল তনু, বাসনা আজ ইন্দ্রধনু,
জীবন যেন লাখ্ বসন্তের গান!
দাঁড়া দাঁড়া, শীতল বঁধু, পান করি তোর সকল মধু,
আপনারে করি শতখান!
হ'য়ে যাক্ আজ শেষের মুক্তিস্নান!

(৫১)

সাগর, তোরই নাই রে তামাদী !
বিশ্বজনের এ ভোগোত্তর দখলে কেউ হয় না বাদী !
কালের নজীর সবার 'পরে তামাদী আইন জারী করে,
তোর কাছে বেশ মাথা নোয়ায়, যেন অপরাধী !
সাগর, তোরই নাই রে তামাদী !

চিরদিনের এ দান যার দলিলে ছাপ-মোহর তার,
যুগ-যুগান্তর ঘুর্‌ছে তাহা নানা অধিকারে,
আবার পাবে, তেম্‌নি পাবে খাসদখলে তারে।
নদী শুকায় নিদাঘ-তাপে, ফুল ঝরে' যায় কাঁটার পাপে,
চাঁদের আছে হ্রাস বৃদ্ধি, মাসিক একটি মরণ,
মেঘ, রাহু রবির দর্প করে এসে হরণ !
নিশা ভাগে চকোর-পাথে দিবা মরে চকার ডাকে,
এমনি করে' রাখে তারা শোভার সবুজ বাঁধি' !
সাগর, তোরই নাই রে তামাদী !

চেহারাখানা রেখেছ বেশ, সবার চেয়ে বেশী বয়েস,
কালের যেন কচি খোকা দিচ্ছ হামাগুড়ি !

জরা-মরণ তোমার দ্বারে বন্দী আছে কারাগারে,
তোমার স্থতায় ঘোরে-ফিরে যেন খেলার ঘুড়ি!
তোর গভীরে বারমাস যৌবন করে রূপের চাষ,
পেয়েছিস্ তুই চিরফসল সনদ আবাদী!
সাগর, তোরই নাই রে তামাদী!

(৫২)

দরিয়া, তুই কি দেওয়ানা দরবেশ ?
হাঁক্‌ছিস্ যদি—মুস্কিল-আসান, তোর জলে আজ দেবো ভাসান
হাফেজখানা পড়্‌তে পড়্‌তে বেশ !
বয়েত্‌গুলো ঢেউয়ের সাথে হাত মিলিয়ে চাঁদনী-রাতে
বলে' দেবে যেথায় আছে শেষ !
আথেজ-দোস্তি চুকিয়ে লেঠা যাব আমি বাদ্‌শার বেটা,
ঢেউ-খেলান' স্রোতে দিয়ে ঠেশ্ !
নোনা-জলের পিয়াস আমার, মিঠি-সরবত রোচে না আর,
এ কি নয়া আশ্‌মানী আবেশ ?
রংয়ের মাতাব্ নিব্‌ল আবে, খোদার মাতাব্ জ্বল্‌ রে আভে,
দেখা আমায় কোথা হুরীর দেশ !
আশ্‌মান্, জেগে সরারাতি জ্বালা বোমসেতারার বাতি
চাঁদনী-পরী, এলা রে তোর কেশ !
আধ-আধ নীলা-নেশা তর্ দিলের সে ভর্-দিলেশা,
ঢেউয়ে তোফা ঘুম-পাড়ান' আয়েস !
ওই যে রে নিঁদ ঢুক্‌ছে আঁখে, মুস্কিল-আসান—ও কে হাঁকে ?
ডাকে এবার ওপারের দর্‌বেশ !

(৫৩)

হয় ত তুমি কোন কালে মরু ছিলে, পাথার!
আরব হ'য়ে তোমার ঘরে এলাম কতবার!
ও তরঙ্গ তুরগ হ'য়ে নিত আমায় পিঠে ব'য়ে,
কত বিপদ হয়েছি পার, এখন সে সব স্বপন!
উট-দুধের হালুয়া-খাওয়া, গজল-গাওয়া জীবন!

মরু-বালির মত দেখায় ধূ ধূ বারির স্তূপ,
ঢেউয়ের যত ফোঁস-ফোঁসানি, বালি-ঝড়ের রূপ!
জল-হাতীদের পিঠে চড়ে' জাহাজ যখন ওঠে পড়ে,
মনে হয়, ঠিক উটে চেপে' বালু-পাথার পাড়ি.
বন্দর যেন মুসাফেরদের তাঁবুর বাসাবাড়ী!

উটের পিঠে উঠে' হয় ত মরু হ'য়ে পার
হারুণ-উল্-রসিদের রাজ্যে কর্‌তে যেতাম ব্যাপার!
কত আলাদিনের প্রদীপ, কুহকভরা সে কালো দ্বীপ,
সারাটি দেশ যেন একটা ভোজের মায়াপুরী,
শিশুরা সব পরীর বাচ্ছা, নারীগুলি হুরী!

আমিনার সে সাধা-বীণা আশ্‌মান টেনে নামায়,
জোবেদীর সেই কালো কুকুর আজও কল্‌জে কাঁপায়,
মনে পড়ে, কুব্জ-দর্‌জি, আবুর সে দিলালী-মর্‌জি,
বুড়ো শয়তান সিন্ধবাদের স্কন্ধ নাহি ছাড়ে,
হাজার রাতের হাজার ফানুস্ জ্বলে স্মৃতির ঝাড়ে!

ঝল্‌সে যেত আঁখি দেখে' হীরা-মোতির চটক,
জম্‌জমা সেই বোগ্‌দাদী হাট, বেহেস্ত্‌ যেন আটক!
সবার চেয়ে সাচ্চা জহর গরীবের সেই বাদ্‌শা নফর,
ছদ্মবেশী মুসাফের, যার নামে সুপ্রভাত,
ফেরে প্রজার ঘরে ঘরে—দুখীর দুখের সাথ!

গড়্‌ছ জল, ঢেউ-খেলান' বোগ্‌দাদী সে গম্বুজ,
বসোরার সে গোলাপকুঞ্জ দেখ্‌ছি তেম্‌নি সবুজ!
কত মিনার ঢেউয়ের কোলে, মেরাপে নীল ঝালর ঝোলে,
বোখারার সব ফোয়ারা দিয়ে তরল ফূর্তি ছোটে,
নৌবত্‌-গুল্‌জার সিংদরজা আশ্‌মান ধর্‌তে ওঠে।

কালাপানি, তলিয়ে গিয়ে অঠাঁই মাঝে তোমার,
ধূ ধূ ধূ ধূ মনে পড়্‌ছে সকল কথা আমার,
ভাস্‌ছে চোখে পরীর স্থান, আস্‌ছে কাণে হুরীর গান,
চোখে অশ্রু-ইন্দ্রধনু, জগৎ ঠেক্‌ছে ছায়া,
তুমি যেন আরব-স্বপন, বোগ্‌দাদী এক মায়া!

(৫৪)

আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটি শামুক!
এক ঢেউতে যেতাম তীরে, আর ঢেউতে অগাধ-নীরে,
যুড়্‌ত রক্ত-রাঙ্গা ভাঙ্গা বুক!
চিন্‌তাম তোমার সব তরঙ্গ, কোন্‌টা ব্যঙ্গ, কোন্‌টা রঙ্গ,
ভুলিয়ে দিতে যত ভুল-চুক,
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটি-শামুক!

জান্‌তাম তোমার জাতি কুল, আশা-তৃষার গভীর মূল,
বুঝ্‌তাম তোমার অপার সুখ দুখ!
মাটীতে রোজ স্বর্গ গড়ে' মেঘে মেঘে শূন্যে চড়ে'
বাজ্‌তাম আমি পেয়ে তোমার ফুঁক,
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটি শামুক!

যদি কোন যাদু-বলে তোমার শীতল অতল-তলে
বাঁধ্‌তে পার্‌তাম আমার ডেরাটুক্,
দেখ্‌তাম, ঢেউয়ের শেষ-স্তরে, মোতির মহল আলো করে,
কক্ষে কক্ষে কত না কৌতুক,
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটি শামুক!

রাজার মেয়ে গাঁথ্‌ছে মালা, গালের তিলে পাতাল আলা,
চুনীর খাঁচায় দুল্‌ছে শ্যামা-শুক,

পড়্‌ছে ফেটে রূপের ভরে, হাসে—দেখ্‌তাম মুক্তা ঝরে,
ঠোঁট দুখানি খুসিতে টুক্ টুক্,
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটী শামুক !

প্রবাল-গাছে বন্যা ডাকে, ফুট্‌ছে মাণিক ঝাঁকে ঝাঁকে,
কল্প-শাখে ফল্‌ছে সাধ-সুখ,
জ্বালাভরা হীরার চুমায় পান্নার অলি কলি ফুটায়,
দেখতাম্—ঘুমায়, মধুমুখে মুখ,
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটী শামুক !

স্ফটিক পাত্রে জ্বলে বাতি, শ্রান্ত বালা মালা গাঁথি'
আঙ্গুর-সরবত খায় ঢুক্ ঢুক্,
শুন্‌তাম, বসে' পদতলে ধাত্রী পরং-কথা বলে,
ভোর জানায়ে শুক হ'ত মূক,
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটি শামুক !

কন্যা উঠে' পাখীটিরে সুধা'ত কি আঁখিনীরে
শুন্‌তাম তাহার বুকের ধুক্ ধুক্ !
কখন দীর্ঘশ্বাসে তার ফুলে' উঠ্‌ত প্রাণটা আমার
মিট্‌ত আমার কড়ি-জন্মের ভুখ্,
আমি যদি হতাম, সিন্ধু, তোমার একটি শামুক !

(৫৫)

সাগর রে, তুই কোন্ রাজ্যের জীব,
আছে কি তার ঠিকানা কি নাম ?
মায়ের জঠর দিল কি তোর জীবন,
তোরও কি ভাই, মরণ পরিণাম ?
ঢেউয়ের বহর আশে পাশে ডিম্ব যেন জঠর-বাসে,
তোমার স্নেহের 'তা' পেয়ে কি ফুটবে হ'য়ে ছানা ?
সিন্ধুশিশুর হাত-পা হয়, না, গজিয়ে ওঠে ডানা ?

নিরীহ ব্যোমচারীর মত ছিল কি তোর পাখা-পালক ?
না, তুই কোন স্তন্যপায়ী হিংস্র জীবের বংশ-আলোক ?
দেহের যত কারিকুরী প্রকৃতি-মা'র বাহাদুরী,
বিবর্ত্তনে ঘুরিয়ে কর্‌ল রূপের পূর্ণ-বিকাশ,
আজও যে ঢং বদ্‌লাস্, বাড়্‌তে আরও বুঝি আশ ?

দেহ তোমার আত্মায় ঢাল্‌ল করে সবটা মূলধন ?
অসীমের বাণিজ্যে হ'লে বিরাট মহাজন !
পোতের মত ভেসে ভেসে ঢেউগুলি সব দেশে দেশে
ভাব-পশরা সাজিয়ে যাচ্ছে হৃদয়-ভরা প্রেমে,
তোমার ঘরে সওদা কর্‌তে স্বর্গ আস্‌ছে নেমে !

ও জাহাজী-সওদাগর, আয় না রে ভাই, আমার তীরে,
বিনি মূলে নে না কিনে আজ এ আদার ব্যাপারীরে!
ঘুচিয়ে দিয়ে বেচা-কেনা, চুকিয়ে নিয়ে লেনা-দেনা
আশা আমার দুল্‌ছে যেন ন্যাঙ্গা-তরোয়ার!
তোমার অংশ পেলে, খুলি নূতন কারবার!

(৫৬)

জালিক তোমারে নিয়ে পেতেছে সংসার,
যৌথ-পরিবার সম অটুট বন্ধন,
রাখাল যেমন জানে গোধন আপন,
নাড়ী-নক্ষত্রটি তব জানা আছে তার !

তার ক্ষুদ্র শিশুটিও তোমারে চরায়,
ভেঙ্গায় তোমার স্বর কত রঙ্গভরে,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কাঁকড়া সে ধরে,
তোমার ভ্রুকুটি-ভঙ্গী হাসিয়া উড়ায় !

রাতদিন পড়ে জাল, ডিঙ্গী হয় বাছ,
ডিঙ্গী ঘ্রাণে চেনে জল, বাদল, বাতাস,
বিপাকে প্রভুরে রাখে যতক্ষণ শ্বাস,
না মানি' করকা-বজ্র জেলে ধরে মাছ।

ডিঙ্গীখানি ঘর-বাড়ী গেরস্তি-সংসার,
আরবের কাছে যথা পোষা-উট তার !

(৫৭)

রোমাঞ্চ ও গানে, তবু প্রাণ কাঁপে কেন ?
এ নহে নবনী-হস্তে শরীর মালিশ,
এ গলা দরাজ, সাফ, জয়-লাভ যেন,
নহে চাপা, নাকী সুরে ন্যাকামী পালিশ!

ও লাবণ্যে আঁখি ভরে, তবু ডরে মন,
জলন্ত শলাকা কে ও নয়নে বিঁধায়!
জীবন-সমস্যা তা'তে জল হ'য়ে যায়,
অন্ধ হ'য়ে মর্ম্মে ফোটে সহস্র লোচন!

জগৎ ঘুমায় কোলে, জেগে তুমি একা,
ও তরঙ্গভঙ্গে বাঁধা বিশ্বের বিস্মৃতি,
বালিতে পদাঙ্ক যথা ধরিছে বিকৃতি,
তব জল মুছিতেছে কাল-পদ-রেখা।

অবিশ্রাম উৎসাহের জীবন্ত মূরতি,
ঘুরিতেছে চক্রে চক্রে, তুমি কি নিয়তি ?

(৫৮)

শিখেছি ও হাহা শুনে হাসি ও ক্রন্দন,
বুঝেছি, মানবজন্ম যুগ্ম-ধাতু-গড়া,
হাসি শুধু হাসি নয়, সে যে অশ্রু-ভরা,
এক সূত্রে গাঁথা যথা জীবন-মরণ!

সুখ দিয়া দুখ মোড়া, দুখ দিয়া সুখ,
অতিবুদ্ধি মূর্খ বলে,—আকাশ-পাতাল,
সেও যদি দেখে তোমা, বুঝে সে বাচাল,
আকাশে পাতালে নাই বেড়া অতটুক!

প্রাণ ভরে' হাসে নি যে কাঁদে নি জীবনে,
হোক্ সে দেবতা, তারে করি না বিশ্বাস,
বরঞ্চ মিতালি ভাল চতুষ্পদ সনে,
শিখিয়া নিয়েছি ইহা আসি' তব পাশ।

তুমি চিত্তপ্রদর্শনী, চিত্রের দর্শন,
তুমি চিত্রদর্শী, চিত্ত তোমার নয়ন!

(৫৯)

শক্তির দানব, নাহি জান আপনায়,
অসহায়, ভাসে তব বিশ্ব বিন্দু'পর
ভাসমান জনপদ—দীর্ঘ নৌবহর,
শিশুর কাগজ-গড়া ক্রীড়া-তরী প্রায় !

সাজিয়া কটক তব দিতেছে হুঙ্কার,
থরথর চরাচর নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে,
দেখিতেছে অপব্যয় রাজ-অধিকার,
ওই বেগ, ও আবেগ ফুটিয়াই টুটে !

স্বর্গ আছে, শিরে থাক্, ফিরে এস ভাই,
ধাও বীর, মানবের দ্বারে দ্বারে যাও,
মুক্তি-ফৌজ নিয়ে তব সান্ত্বনা বিলাও,
ভীত ধরা কর্ণে জপ',—কারও মৃত্যু নাই !

টঙ্কারি' ওঙ্কার-ধনু ধাও ধাও, রথী,
কি ভয়, নিদান-রণে অভয়া সারথী !

(৬০)

নিশি দ্বিপ্রহর, সুপ্ত কায়ার জগৎ,
ছায়ার জগত জাগে তোমার নিনাদে,
বাজে জলতরঙ্গের ঐকতান গৎ,
সপ্ত স্বর্গ শুনে' শুনে' সারেগাম সাধে !

তরঙ্গে বেহাগ উঠে, বক্ষে বাজে যৎ,
সংসার-সীমার প্রান্তে রয়েছে যে বাণী,
তারই সনে মর্ম্মে মর্ম্মে হতেছে মেলানি,
ত্রিভুবন আজ এক আনন্দ-সঙ্গত !

বিজ্ঞান বিশ্বাস বুঝি পাতাবে মিতালি,
শক্তি শান্তি দুই বোন্ যাবে এক রথে,
একজন পূরাইবে অপরের খালি,
অন্ধ খঞ্জ যুক্তি করি' বাহিরিবে পথে !

তোমার ও শ্বেত-শ্যামে দেখিয়া মিলন
কবি পড়ে জগতের ললাট-লিখন !

(৬১)

সাগর-যাত্রী নদী এসে তড়িৎ সম হঠাৎ মেশে
ও অপারে যেই,
তাহার প্রতি লহরটি হয় মুখর বুঝি,—তোমারে কয়
মানব-ভাষায় এই,—
সাগর, আমায় ধর, ধর, পিতা, আমায় কোলে কর,
ঘরে এল মেয়ে,
বাজুক্ তোমার শুভ শাঁখ, দাও আমারে স্নেহে ডাক,
এস কাছে ধেয়ে।
দেশে দেশে ফিরে' ফিরে' হরিৎ আন্‌লাম তীরে তীরে,
হরষ মাঠে মাঠে,
চিরে আপন মর্ম্মস্থল ক্ষেত্র কর্‌লাম সতেজ, সবল,
ঘুরে ঘাটে ঘাটে।
কত ভণ্ড মুখোস্ পরে' দিব্যি ভালমানুষ, ঘোরে
স্বার্থের ভরা-মেলায়,
পায়ে পেতে দিয়ে প্রাণ আন্‌লাম তাদের মুক্তিস্নান
রক্তারক্তি-খেলায়!
দেখ্‌লাম, লৌহ-হিয়ার দলে সোণার মানুষ, দেবতা টলে
যার সাধনে ভুলি',
আস্‌ত ঘাটে নিতে বারি দেবীর বাড়া কত নারী,
নিতাম পদধূলি!

মূর্চ্ছাহত রবি-করে,   সেব্‌লাম তাদের অকাতরে,
এবে আঁখি ঢোলে,
মাটির বেগার খেটে খেটে   তৃষায় যাচ্ছে ছাতি ফেটে
শীতল, নাও কোলে!
শুশ্রূষা মোর চায় না ছুটি,   শুধু সে আজ পড়ছে লুটি',
অঙ্গ শ্রমে অবশ,
তোমার প্রাণের তাড়িত পেয়ে   আবার যাব কাজে ধেয়ে,
কর আমায় পরশ!

(৬২)

সিন্ধুরাজ, তব মুকুর-প্রাসাদ পলে পলে চুর্‌মার্‌ !
ঈর্ষায় কি শ্বাস', নাশিবারে আস' ধূলার এ লীলাগার ?
ঢেউ-শিল্পী তব ভাঙ্গা যত গড়ে,
ঘোর ঘোষে শুধু ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে,
'ক্ষত যুড়ে দাও ! ক্ষত যুড়ে দাও !' দিবস নিশারে ডাকে !
নিশি যায় ক'য়ে দিবসের কাণে 'আমায় কে বল রাখে !'

বিস্বাদ, কটু, ফেনিল, আবিল, ওগো লবণের স্তূপ,
কুট্‌ কুট্‌ করে প্রেমের মতন পরশিলে তব রূপ !
জলের বোঝাই ব'য়ে মর, সিন্ধু,
ভোগে নাহি লাগে একটি বিন্দু,
কার অভিশাপে যাচিয়া বেড়াও ক্রেতাহীন এ বেসাতি ?
জলের জগত আছ পায়ে পড়ে', ধরার ফাটিছে ছাতি !

না, না, সিন্ধু, তুমি যুগ-যুগান্তের হৃদ্‌পিণ্ড দ্রবীভূত,
তুমি দর-দর স্নেহ-প্রেমধারা নিখিলনয়নচ্যুত !
জনমে জনমে জ্বলে' ওই লোণা
এবে হ'য়ে গেছে দ্রব খাঁটি-সোণা,
আজও কূলে কূলে অশ্রু খুঁজিয়া বক্ষে ধরিয়া আন',
ঘুরে' ঘুরে' আস', কাঁদ' আর হাস', মরম ধরিয়া টান' !

(৬৩)

দরদী, তোর দরদ্ দেখে' মরি!
দূরে গিয়ে ছিলাম বসে' প্রাণ হ'তে মন গেল খসে'
ফুল হ'তে তার পরিমলটি যেমন যায় ঝরি'!
ও তরল, তোর কঠিন ফাঁসে কল্‌জে আমার বেরিয়ে আসে,
বুকের পাঁজর যাচ্ছে খসে', কি প্রেম, আ মরি!
ও নূন ছিটে পোড়া-ঘায়ে কাঁটা দিয়ে তুল্‌ছে গায়ে,
দুটো চোখে জল শুকিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে ভরি'!
দরদী, তোর দরদ দেখে' মরি!

কমঠ যেমন লুকিয়ে থাকে, আপনারে গুটিয়ে রাখে,
ছিলাম তেম্‌নি আপন মাঝে জীবন হ'তে সরি',
কখন ডাকে দিলাম সাড়া, টেনে আমায় কর্‌লি খাড়া,
দেখ্‌লাম নিজকে নূতন চোখে নীলের কাজল পরি'!
তোর প্রেমের আজ বেগার খেটে পলে পলে পড়্‌ছি ফেটে,
ঢের হয়েছে, পারি না আর, ছাড়্‌ না, পায়ে পড়ি!
দরদী, তোর দরদ দেখে মরি!

মেঘের মত গুরু গুরু তোর বুকের ও দুরু দুরু,
শুনে' প্রাণটা ফুলে' ফুলে' নাচ্‌ছে পেখম ধরি'!

রূপ দেখিয়ে মার্‌বি না কি ? ক্ষেপিয়ে দিলে ক্ষ্যাপার আঁখি !
অমন করে' ঢেউ তুলিস্‌ না মরম জখম করি' !
রূপ, না ও পরশমণি ? স্বর, না ও সুরের খনি ?
কূল ছেড়ে যে অকূলে আজ ভেসে গেল তরী !
দরদী, তোর দরদ দেখে' মরি !

(৬৪)

গানের গুরু, শিখাও আমায় গান,
যে গান আছে পাতাল-তলে শয়ান !
সেই সুরের দীপক নিয়ে যাব আঁধার পাড়ি দিয়ে,
কর্‌ব আমি ভেসে ভেসে গানের দেশে প্রয়াণ।

ওই যে ধরা ফুট্‌ল হ'য়ে ফুল !
কিরণ-অলি ঝাঁকে ঝাঁকে বস্‌ল লাগি' পাথে পাথে,
যেন মাতাল লাথে লাথে কর্‌ছে হুলুস্থুল !
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধ্রুপদ ছোটে, প্রাণটা তারা-গ্রামে ওঠে,
আকাশ-ধাওয়া খুসির ঝোঁকে বক্‌ছে মেলা ভুল !

পাখোয়াজের হঠাৎ দফা রফা !
খেয়ালী, তোর খেয়াল-সুরে গেল সঙ্গত ভেঙ্গে-চুরে,
চৌতালের তাল সাথে ভাঙ্‌ল তাণ্ডবের রণ-পা !
আবার শুনি, রঙ্গভরে গলা বেজায় মিহি করে'
ভাঁজ্‌ছিস্‌ হাল্‌কা সুর, যেন নিধুর মধুর টপ্‌পা !

কে চায় ও সব,—শিখাও আমায় সে গান
যে গান আছে পাতাল-তলে শয়ান !

(৬৫)

নাচ্ নাচ্, চিড়িয়া আমার,
করতালি দিব বার বার!
প্রাণ আজ গান হ'য়ে তোর পানে যায় ব'য়ে,
দোল্ দোল্, পাগল আমার!
গগনে বাদল সাজে, পবনে মাদল বাজে,
অশনি মল্লার ওই গায়,
দু'হাতে আনন্দে থালি, তোমারে ছিটাব বালি,
হো হো হেসে ক্ষ্যাপাব তোমায়!
নাচিছে বিজলী-বালা কালো জল করি' আলা,
কি মিতালি সলিলে অনলে!
সলিলে হুঙ্কার ছুটে, অনিলে ওঙ্কার উঠে,
দেবের আসন বুঝি টলে!
অম্বরে প্রলয়-ছটা, তরঙ্গে শ্মশান-ঘটা,
হইতেছে কালের শিঙ্গার!
ঢাকিল বরষি' শর জল-স্থল-নীলাম্বর
আজ যেন শেষের আঁধার!
নাচ্ নাচ্, চিড়িয়া আমার!

(৬৬)

সিন্ধু, ধরা অঘোরে ঘুমায়,
ডাক' তারে চুমায় চুমায়,
চড়ি' সুপ্ত মা'র বুকে চুমা দিয়া চোখে মুখে
ডাকে যথা বালক সেয়ানা!
ডাকিতে কে করে তোরে মানা?
না দহিলে তপানলে দেবতাও নাহি গলে,
না কর্ষিলে হলে, মাটি নাহি দেয় ক্ষুদ,
এমন যে মাতৃ-বুক, অমিয়-উৎসের মুখ,
পীড়া নাহি পেলে সেও নাহি ছাড়ে দুধ!
শিশু যথা পেলে ক্ষুধা জননীর বক্ষ-সুধা
নিঙ্গাড়িয়া নিঙ্গাড়িয়া বলে কাড়ি' লয়,
ধরণীর স্তন দুটি তাই কি ভরিয়া মুঠি
ঘন ঘন চাপিতেছে আনন্দে নির্দ্দয়!
যদি সোহাগের হাত করে বুকে বজ্রাঘাত,
নবনী-পরশ সম লাগে হৃদি-পাতে,
একটি ফুলের ঘায় ভালবাসা মূর্চ্ছা যায়,
কাঁটা-কীট থাকে যদি লুকায়ে পশ্চাতে!
প্রণয়ের অত্যাচার সহ্য যায় বার বার,
বিরাগের সুবিচার কঠিন, প্রখর!

মা তবু দুরন্ত ছেলে কোল থেকে নাহি ফেলে,
হাসিমুখে সহে তার আঁচড়-কামড় !
তুমি মাতি ক্রীড়া-মদে পড়' বেগে ধরা-পদে,
রক্ত ঝরে তোমার ও সোহাগ-লেহনে,
সে তব পরশ-রসে শিহরি' উঠিয়া বসে,
শুভ্র ধারা ক্ষরে তার গদগদ স্তনে ।
কিন্তু জেন', রে পাগল, মাকে জাগাবার কল,
চুমায় চুমায় তারে ইসারায় ডাকা,
সে চুমার কুহরণ থামাবে বিশ্বের রণ,
ঘুরাইবে রক্তমাখা নিয়তির চাকা !
প্রেম-শিশু কোলে নিয়া শান্তি-শঙ্খ বাজাইয়া
করুণা উড়াবে তার মিলন-কেতন !
মানবে দেবতা উঠি' সে দিন কহিবে ফুটি,—
আর স্বর্গ কোথা ?— স্বর্গ মানবের মন !

(৬৭)

পড়িতে আসি নি তব তরঙ্গের পুঁথি,
খুলিতে আসি নি তব যাত্নর মহল,
ঢালি' শুধু হৃদয়ের গাঢ় অনুভূতি
পরা'ব তোমার পায়ে প্রেমের শিকল।

ভাণ্ডার তোমার আজ ছেড়ে দিলে লুটে,
উড়িব ঘুরিব শুধু আনন্দ-পাথায়,
মোর হিয়া-নীপ-তরু শাখায় শাখায়
কুসুম-রোমাঞ্চ হ'য়ে পলে পলে ফুটে !

ভাব স্তব্ধ, ভাষা জব্দ, গেছে ভেঙ্গে-চুরে,
মূর্চ্ছনা আসিয়া কণ্ঠে পড়িছে মূর্চ্ছিয়া,
গেছে ছন্দ, গেছে তাল ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে',
ছিঁড়িছে সুরের তার চড়াইতে গিয়া !

আজ মনে হয়, যেন নিখিল-ভুবন,
মৎস্য-রমণীর আধ সলিল-স্বপন !

(৬৮)

জীবজন্ম-ছবি যায় তব জলে চেনা !
কভু রুক্ষ জটা মাথে, কখনও কিরীট,
জীবন-সমরে রক্ত হ'য়ে গেছে ফেনা,
হাসি-কান্না—অদৃষ্টের এপিঠ ওপিঠ।

পরাণের প্রেম—তোরে কভু মনে হয়,
পুন দেখি, ঊর্ম্মি 'পরে ঊর্ম্মি চড়ে রোষে,
ভ্রাতার নাড়ীর রস ভ্রাতা যেন শোষে !
এই ত সংসার, তার জয় পরাজয় !

নিত্য ডিঙ্গা নিয়ে যাই কুড়াতে মাণিক,
নিয়ে আসি ছোট নায়ে যতটুকু ধরে,
আজ বন্দী করিয়াছি পরাণ-নাবিক
ভাবের জাহাজখানি ভাষার নোঙ্গরে।

গণ্ডুষে শুষিল তোরে যোগীর প্রধান,
একটী চুমুকে কবি করে তোরে পান !!

(৬৯)

দিবা তখন নিশার দ্বারে ভোর জানাচ্ছে ডাকি,
সলিল-স্বপন ভেঙ্গে তপন মেল্‌ছে অলস আঁখি!
বালির উপর মাথা থুয়ে জেলের ডিঙ্গি আছে শুয়ে
গাঙ্‌চিলের ঝাঁক আলো দেখে' চম্‌কে চম্‌কে উঠে,
চক্ষু বুজে' খাবার খুঁজে শিথিল চঞ্চুপুটে!

টান্‌তে টান্‌তে মায়ের স্তন শিশু যেমন ঘুমায়,
খেল্‌তে খেল্‌তে ঢলে' পড়্‌লে পারের একটি চুমায়!
ছবি যেমন পটে আঁকা— ঢেউ তোমার সব গুটিয়ে পাখা
আলু-থালু ঘুমিয়ে আছে পরী-শিশুর মতন,
অমরপুরী হতে হুরী দিয়ে যাচ্ছে স্বপন।

শিউরে ওঠে, কাঁপে না আজ আঁধার পাথার-পুরী,
নারীর বুকে প্রথম যেমন প্রেমের লুকোচুরি!
ফুট্‌তে ফুট্‌তে বাইরে এসে লাজে ঠেকে' মিলায় শেষে,
খুল্‌তে বুকে কাঁটা দেয়, যেন ফুলের ছুরি,
গানের শেষে তানটি যেমন খুঁচিয়ে বেড়ায় ঘুরি!

আলোর আধার চেয়ে আছে কালো পাথার পানে,
আলোর মধু গলেছে আজ কালো ভোম্‌রার গানে!
ঢেউয়ের কাণে কি কয় বাতাস? ভাষা, না সে দীর্ঘশ্বাস?
শাদা মেঘ, না বকের ঝাঁক শূন্যে উড়ে' যায়!
কিরণ-কমল হাতে, উষা আসে পায় পায়।

সলিল-আত্মা, কত ঘুমাও, আঁখি মেল' এবার,
দুলে' ওঠ, ফুলে' ওঠ, কূলে ওঠ, পাথার!
ওঠ অঙ্গ দিয়া নাড়া, সপ্ত স্বর্গে পড়ুক্ সাড়া,
সাজ' বীর, জল-ডঙ্কা বাজাও বার বার!
ঘিরে ফেল আভের দুর্গ, ভাঙ্গ স্বর্গদ্বার!

নিয়ে চল সাজিয়ে তোমার মুক্তি অভিযান,
ত্রিদিব-আসন উঠুক্ টলে', গলুক্ দেবের প্রাণ!
দুর্ব্বল ওরা, দুলাল ধরার, নয় কি জ্ঞাতি-স্বজন তোমার?
ভাগ্য তাদের কেশে ধরে' দিচ্ছে মরণ টান,
পতিত ভা'য়ের তরে, ও বীর, স্বর্গ জিতে আন!

(৭০)

চল্ রে মন বানপ্রস্থে যাই !
সবুজে হই কাঁচা বটে, নীলে তাজা হতে চাই !
হোক্ আজগুবি বানপ্রস্থ, না-ই বা থাক্ এর দীর্ঘপ্রস্থ,
জলের আগুন মনকে গলায়, বনের আগুন করে ছাই !
কূলে থেকে কে ওই ডাকে, মিঠে লাগে লাগুক্ তাকে,
সিন্ধুগন্ধ উড়্ছে হাওয়ায়, কূলের মায়ায় কার্য্য নাই,
সাগর, আমায় পথ দেখাবি ভাই ?

ওই ত্থাখ, রবি গেছে ভাঁটায় পড়ে' !
আঁধার চালায় জুলুম-হুকুম জোরে !
সন্ধ্যা তবু ধীরে চলে, তারাহার দোলে গলে,
রাঙ্গা-ছবি বেড়ায় জলে নেচে,
তাই নিয়ে হয় কাড়াকাড়ি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে মারামারি,
ছায়া-ধরাধরি খেলা এ যে !
রূপের মধু লুটলি অনেক, চল্ অরূপের মধু খাই !
সাগর, আমায় পথ দেখাবি ভাই ?

ঝন্ঝনিয়ে পড়্ল কপাট দূরে,
শেষ হ'ল কাজ বিশ্ব-কর্ম্মপুরে !
ভাঙ্গা চাঁদের রাঙ্গা কর চিরতে এসে আঁধার-স্তর
আঘাত তারে করে কি না করে !

দিনান্তের হাত ও কে ছাড়ায়, বিদায় নিয়ে আবার দাঁড়ায়,
হাসে মোতি, কান্নায় পান্না ঝরে !
চল্ রে মন, পাশ কাটিয়ে হাসি-কান্নার পারে যাই !
সাগর, আমায় পথ দেখাবি ভাই ?

—

থিতিয়ে নিথিয়ে গেছে আবিল জল,
গুলিয়ে ঘুলিয়ে কখন সাজ্‌বে খল !
প্রাণের ছবি দেখ্‌ছি নীরে, চিন্‌ছি রূপের ফটিকটিরে,
মনে হচ্ছে, আমি ওর এক লহর !
কোন্ উপাদান আগে ছিলাম, কিসের ছাঁচে ঢালাই হ'লাম ?
মনে পড়্‌ছে, কে আমি, কৈ ঘর !
রাশ-পরানো ঢেউ-ঘোড়ায়, মন, চল্ এ বেলা পালাই !
সাগর, আমায় পথ দেখাবি ভাই ?

(৭১)

বেলা তখন ডুবু-ডুবু, হাওয়া তখন নিবু-নিবু,
সারা ভুবন ছেয়ে গেছে কি যেন এক ঘুমে,
অলি তখন সব শেষবার কলির মুখ চুমে!
তীরে না রে নীরে?—শুনি ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমুর,
বেজে উঠ্‌ল নূপুর, ও কার বেজে উঠ্‌ল নূপুর!

মেঘের সিঁড়ী ভেঙ্গে ভেঙ্গে রবি নাম্‌ছে ছুটে,
তাহার সাঁকো বেয়ে বেয়ে চাঁদটি আস্‌ছে উঠে,
স্বপ্নের মত আধ-আধ, লাজের মত বাধ-বাধ,
আশে না রে ত্রাসে? শুনি ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমুর্,
বেজে উঠল নূপুর, ও কার বেজে উঠ্‌ল নূপুর!

গাংচীলের ঝাঁক শেষ-উড়ালটি দিয়ে কর্‌ছে বিরাম,
ঢেউগুলি শেষ-দোলা খেয়ে কর্‌ছে শুয়ে আরাম!
মধ্যপথে হারিয়ে ধারা পল-বিপল দিশাহারা,
দুখে না রে সুখে?—শুনি ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমুর্,
বেজে উঠ্‌ল নূপুর, ও কার বেজে উঠ্‌ল নূপুর!

প্রহরগুলি চালিয়ে গেছে কখন সূর্য্য-ঘড়ি?
আলোর সারেঙ্গ-তারে সন্ধ্যা চালায় আঁধার ছড়ি!
বালি বারি মিশে শুধু মরুর মত কর্‌ছে ধূধূ,
জেগে না রে ঘুমে?—শুনি ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমুর্,
বেজে উঠল নূপুর, ও কার বেজে উঠ্‌ল নূপুর!

ওপার থেকে ডিঙ্গা বেয়ে এস পরাণ-বঁধু,
লুটে' নিয়ে যাও আমার প্রাণের যত মধু!
বুকের সাথে লাগিয়ে বুক শোন, শোনাও ধুক্ ধুক্,
কাণে না রে প্রাণে?—শুনি ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমুর্,
বেজে উঠ্‌ল নূপুর, ও কার বেজে উঠ্‌ল নূপুর

(৭২)

ধীরে, সিন্ধু, ধীরে গড়াও,
আজ তুমি ধীরে গান গাও !
ফুলের মুচ্‌কি হাসি, জ্যোৎস্নার অফুট বাঁশী,
—সেই আধ যাদু আন নীরে,
সাগর, মিনতি করি, ধীরে—অতি ধীরে ।
দিবা-পাখী আসে ক্লান্ত-পাখে,
জুড়াইতে তব ঢেউ-শাখে !
নাও তারে কাছে ডাকি', দাও তারে পাখে ঢাকি',
খেলা দাও নিয়ে নীর-নীড়ে,
সাগর, মিনতি করি, ধীরে—অতি ধীরে ।
গগন চলেছে ভেসে জলে,
স্ফটিক যেতেছে ফেটে গলে' !
আসে ধরা শ্রান্তি নিয়া, রাখ ঘুম পাড়াইয়া,
যাও তারে চুমা দিয়া ফিরে,
সাগর, মিনতি করি, ধীরে—অতি ধীরে ।
হের ওই পায় পায় পায়,
জ্যোৎস্না নামে তোমার গুহায় !
আজি কি মধুর রাতি, পঞ্চ প্রাণে পঞ্চ বাতি,
ডেকে লও মোর আরতিরে,
সাগর, মিনতি করি, ধীরে—অতি ধীরে ।

আমি স্তব্ধ বসে' নগ্নকায়ে,
চোখ কাণ যেতেছে জুড়া'য়ে !
স্বপ্নমগ্ন বালুস্তর, সুপ্তিমগ্ন চরাচর
পশ' মোর মর্ম্মতল চিরে,
সাগর, মিনতি করি, ধীরে—অতি ধীরে

(৭৩)

পুচ্ছ তুলে' বড়বা সব ছুটছে হ্রেষা রবে
ছিঁড়ে বল্‌গা-ফাঁসি,
লাফে লাফে ডিঙ্গিয়ে বেড়া আস্‌ছে কূল ভাঙ্গ্‌তে খুরে,
মুখে ফেনার রাশি!
না, আবার হয় সিন্ধু মথন?—ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা
উঠ্‌ছে পাথার কেটে,
সুধাভাণ্ড সাথে উঠ্‌বে নবীন চন্দ্র, নূতন লক্ষ্মী
কোন্‌ তরঙ্গ ফেটে!
বৃদ্ধ চাঁদটি গড়িয়ে পড়্‌বে তোমার গভীর গহ্বর-তলে
চিরদিনের মত,
তারার ভাতি নিভে যাবে, রূপবতী নারীর যেন
যৌবন মর্ম্মাহত!
গাঁথা হবে নূতন তারায় তখন নূতন নিশির তরে
আর এক মণিমালা,
নূতন চাঁদের মায়া-ফাঁদে হাস্‌বে নওরতনের সভা,
স্বর্গ-রঙ্গশালা!
উঠ্‌বে না কি তুমি সিন্ধু, হারানিধি গোরাচাঁদে
হঠাৎ কোলে করে'?
তোমার মতই আকাশ-ধরা প্রেমতরঙ্গ বইয়েছিল,
গেছে সে ঢেউ মরে'!

ভাব-সাগরে পড়্‌ল চড়া, বিশ্বাসের বুক শুকিয়ে আজ
অস্থিচর্ম্মসার,
আন্‌বে না কেউ রসিক নাগর, কাদাভরা শুক্‌নো ভাঁটায়
নয়া-জলের জোয়ার ?
মিছে সাধা, মিছে কাঁদা, রাজা তুমি আজ্‌কে কাঙ্গাল,
নাই ত, কিছু নাই,
জ্যোৎস্না মায়ার সুড়ঙ্গ্‌ কেটে ঢুক্‌ল তোমার সজাগ ঘরে,
লুঠ হল যে ভাই !

(৭৪)

মধু রাতে এ কি রূপ ধর্‌লে পারাবার ?
আবার দেখি, আবার দেখি, আবার দেখি, পাথার !
সুড়ঙ্গ-তলের শিস্‌মহলে রংমশালের সারি জ্বলে,
উঠ্‌ছে গীত—গড়ে উঠ্‌ছে পাগল মনোরথ,
যেন তোমার জলতরঙ্গের আমি একটি গৎ !

পাতালে আজ মহামহোৎসব,
হাঙ্গর-তিমি কর্‌ছে কলরব !
পাখাওয়ালা মাছের ঝাঁক হাউইর মত দেখিয়ে জাঁক
উড়ে' উড়ে' পড়ে ঘুরে', পাথারে দেয় সাঁতার,
উভচর আজ দু'জনের মন রাখ্‌ছে বারবার !

কক্ষে কক্ষে মণিপ্রদীপ জ্বালা,
ধারাযন্ত্রে গন্ধবারি ঢালা,
নাগবালা আর মৎস্যনারী আলো হাতে দিচ্ছে সারি,
জলচর সব ফিরে না ত আর শিকারের খোঁজে,
চাঁদের সুধায় বসে' গেছে সবাই প্রীতি-ভোজে !

আজ তোমার নওরতনের দেশে
চাঁদ ঢুকেছে যাদুকরের বেশে !
চাঁদ ভেঙ্গে যে কুটি কুটি চাঁদে চাঁদে লুটোপুটি,
মুগ্ধ নিখিল এল নেমে নিশির তীর্থস্নানে,
সাগর ধায় আজ জ্যোৎস্না হ'য়ে মহাসাগর পানে।

(৭৫)

হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর !
চাঁদ বেঁধেছে সাগর-জলে ঘর ।
কালো জল আজ আলো হ'য়ে ঢেউ তুলে' যায় কোথা ব'য়ে,
কাহার কাছে যাচ্ছে ল'য়ে কিসের সুখবর ?
কতই রূপ কত ভাগে, কত যে দ্বীপ বুকে জাগে,
কত না পোত ভাসে, লাগে, ডোবে ছিঁড়ে' নোঙ্গর,
হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর !

কত দেশের পদধূলি, কত জাতির কোলাকুলি,
যাচ্ছে কোলাহল তুলি' ধর্‌তে নীলাম্বর,
ঢেউগুলি আজ টলে' টলে' এ ওর গায়ে পড়ে ঢলে',
পড়্‌ছে জল গলে' গলে' আজের সুধাকর ;
চাঁদ বেঁধেছে সাগরজলে ঘর ।

এপার ওপার মিটিয়ে দ্বন্দ্ব চাঁদ করেছে সেতুবন্ধ,
কোথা পড়ে' আছিস্ অন্ধ, চড়্‌গে সেতু'পর !
মাথার উপর পাথার যুড়ি' শাদা মেঘ সব যাচ্ছে উড়ি',
স্বপন বুনে চাঁদের বুড়ী, বিবশ চরাচর,
হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর !

তারায় তারায় কি গান বয় ?— চাঁদের নব যৌবন হয়,
রূপের পদ্ম হ'য়ে বেরোয় ফেটে নভ-সর !
না, আজই চাঁদ হল সৃষ্টি ? বাতাস কর্‌ছে পুষ্পবৃষ্টি,
প্রেমের চুমার চেয়েও মিষ্টি আজ্‌কে চাঁদের কর,
হাসে রে ওই পূর্ণিমার সাগর !

এ কি জগৎ-ভোলা তৃষা, হারিয়েছিলাম সকল দিশা,
কখন পালিয়ে গেছে নিশা চিরে জলের স্তর,
সারা রাতের বাসর যাপি' সাথে ল'য়ে রূপের ঝাঁপি
ওই যে রে চাঁদ পড়ে ঝাঁপি' কাঁপি' থর থর !
চাঁদ বাঁধ্‌ল সাগর-তলে ঘর।

(৭৬)

সাগর, আবার কবে আস্‌বে জোয়ার ?
এক জোয়ারে এপার এলাম, আর জোয়ারে যাব ওপার !
এই যে লাগাবাঁধা ভাঁটা, কাঁকর-কাঁটার পথে হাঁটা,
চুকিয়ে দাও এ কাদা ঘাঁটা, জোয়ার আন' আবার,
এই যে গোলকধাঁধায় ঘোরা, মাটীর যত ভাঙ্গা-চোরা,
এ সব ছোট ওঠা-পড়ায় মন ওঠে না আমার !
সাগর, আবার কবে আস্‌বে জোয়ার ?

কখন চাঁদটা বাড়ায় তোমায়, পাথার ?
বল, আমায় বল একবার !
জানি, তোমার নাই সীমানা, জানি, তোমার নাই মোহানা,
আমার মত নদী-নালা অনেক আছে তোমার,
একটি দাবী তোমার ওপর— আমি ত নই তোমার পর,
জন্ম জন্ম শুধ্‌ছি তোমার ধার !
সাগর, এবার আস্‌বে না কি জোয়ার ?

অনেককাল ছাড়াছাড়ি তোমার সাথে আমার,
চিন্‌তে এখন পার কি হে আর ?

জল-জোনাকি হ'য়ে আমি ঘর করেছি তোমার, স্বামী,
ঝিনুক, শামুক, শৈবাল কতবার,
শেষ-জ্যোৎস্নাটির ধরে' হাতে ধায় প্রাণ তাই তোমার খাতে
উদয় যেথা জেগে—সেই অস্তশিখর পার,
এক জোয়ারে এপার এলাম, আর জোয়ারে যাব ওপার!

(৭৭)

ও ঢেউ, আমায় তরাও, আমায় তরাও,
নোঙ্গর-তোলা পোতে তোমার চড়াও, ওগো চড়াও!
আমার ফুটো ডিঙ্গীখানায় জল ভরেছে কানায় কানায়,
ঘাটে এসে ডুবে গেল এত সাধের ভরা,
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা!

দিবারে কে বেচে এল হঠাৎ নিশার হাটে,
চাঁদের বুড়ী চর্‌কা হাতে আলোর সূতা কাটে।
ও পারের ওই দেব-ঘরে প্রদীপ জ্বলে থরে থরে,
কাঁসর-ঝাঁঝর উঠ্‌ল বেজে ধূপের গন্ধ ভরা,
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা!

কোন পূজারী নাচে সেথা ধুপ্‌তি নিয়ে হাতে,
নূপুর বাজে রুণু রুণু তালে তালে সাথে!
পাঁচপরাণ পাঁচ-প্রদীপ জ্বালি' সঙ্গে নিয়ে এল থালি,
ওপার থেকে বাজায় কে শাঁখ ডাকটি পাগল-করা,
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা!

ঘণ্টা বাজে, ডেকে ওঠে ওপার-ধাওয়া বান,
নাবিক, তোমার পারের ভেলায় একটু দাও না স্থান।
বাদ্‌লা রাতে ভাস্‌বে ভেলা, মাত্‌লা হাওয়া মার্‌বে ঠেলা,
এ জোয়ার যায় ওপার পানে জীয়িয়ে নিয়ে মরা,
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা!

দেখ্‌বে পথে কত দ্বীপ যাদুর মত জাগে,
ধরাও যদি জাহাজ সেথা, আমার দিব্বি লাগে!
সহর-বন্দর পিছু করে'   যেও খাড়া পাড়ি ধরে',
উঠ্‌ল ওপার-ধাওয়া জোয়ার সকল দুঃখ-হরা,
পার কর গো দয়াল, আমায় পার কর গো ত্বরা!

(৭৮)

ওপারের ঢেউ এ পারের গায় আশীষের হাত বুলায়,
এ পারের ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে ওপারের পা ধোয়ায়।
কে জানে কোন্ প্রাণের টানে, কি কথা হয় কাণে কাণে,
তরঙ্গের সে তাড়িৎ-জ্বালা কিসের বার্ত্তা বয়!
স্বর্গে মর্ত্ত্যে এই প্রথায় কি মনের কথা হয়?

জড়ের ভাষা বুঝ্তাম যদি, জান্তাম নিজের কথা,
জড়ের শিরায় রক্ত নাচে, বুঝ্তাম তাহার ব্যথা!
জীবের শুধু মিছে বড়াই, যেমন চড়াই, তেম্নি উৎরাই,
পাঁচ-মিশালো ফুলে সে যে বাঁধা একটী তোড়া,
পাঁচটি ধাতু দিয়ে যেন একটি রতন মোড়া!

জীবন-পাঁপড়ি পড়ে খসে', খোস্‌বো যায় উড়ে,
বোঁটা শুধু কাঁদে পড়ে' কালের আস্তাকুঁড়ে!
সে কাঠামোও হয় শেষে ছাই, জড় ও জীবের এক গতি ভাই,
দুইয়ের মাঝে রশি টেনে মিছে টানা দাগ,
পাঁচভূতে নেয় দু'দলকেই সমান করে' ভাগ!

পাথার, তুমি জীব না হ'য়ে হ'লেই না হয় জড়,
তোমার পায়ে হাজার বার করি আমি গড়!
সাপের মত খোলস্ আমার বদ্‌লাতে হয় কত না বার,
আমার আছে আধি-ব্যাধি, জন্ম আর মরা,
তোমার ত নাই উদয়-বিলয়, শুক্লকেশ জরা!

শেষে একদিন সে কোন্ এক মহাঝঞ্ঝার পরে
তোমায় আমায় দেখা হবে কালের যাদুঘরে !
আমার কঙ্কাল ঠেকে' পায়ে কাঁটা দেবে তোমার গায়ে,
গত-কাল সব উঠ্‌বে ভেসে সে দিনের মাঝখানে !
তোমায় আমায় চির-মিলন ঝড়ের অবসানে !

(৭৯)

ধেই ধেই আজ নাচে সে সাগর,
নাচে যেন ক্ষ্যাপা দিগম্বর !
নাচে সাথে শ্মশান-সেনা, বেরিয়ে গেছে মুখে ফেনা,
মত্ত বৃষভ গর্জ্জে গর্ গর্,
নাচে রে ওই ক্ষ্যাপা দিগম্বর !

নাচ্‌ছে সাথে রবি-সোম, নাচে মরুত, নাচে ব্যোম,
যুগ যায় ? না, আসে যুগান্তর ?
ফেনার ফণী—জড়িয়ে জটা কণ্ঠে নীলের গরল-ছটা
ভালে ধক্ ধক্ শিশু শশধর,
নাচে রে ওই ক্ষ্যাপা দিগম্বর !

এ তাণ্ডবের মহা নাটে ভেঙ্গে এল রতন-হাটে
সওদা করতে বিশ্ব চরাচর !
ঈশান-কোণে জ্বল্‌ছে নিশান, ঈশান আবার বাজায় বিষাণ,
সৃষ্টি-শিশু কাঁপ্‌ছে থর থর,
ধেই ধেই আজ নাচে রে সাগর !

মহা ঊর্দ্ধে বাহু তোলা, যোগানন্দে মগন ভোলা,
রূপে ফুটে' উঠ্‌ছে হরি-হর !
আসে কালের সিদ্ধি খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে কোথায় ধেয়ে,
পড়্‌তে কাহার পাদপদ্ম 'পর ?
ধেই ধেই আজ নাচে রে সাগর!

(৮০)

ঝিলিক্ দিয়ে মেঘ উঠ্‌ল সেজে,
মেরু হ'তে ঝড় আস্‌ল তেজে !
বালিরাশি উড়্‌ছে তীরে, বারিরাশি সুগভীরে,
কিরণ-যন্ত্রে তার খসিয়ে যন্ত্রী গেছে ভেগে,
পাখীর পাখা গুটায় যেমন বাদল-গন্ধ লেগে !

আকাশ খালিই মাখ্‌ছে তোমার কালি,
বিজ্‌লী দিচ্ছে আলোর করতালি !
শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ শ্বাসে কা'র নিব্‌ছে বাতি বার বার,
জলের তাড়িৎ লড়াইর ঝোঁকে যত উঠ্‌ছে মেতে,
নভের আগুন দিচ্ছে সাড়া মেঘে আড়ি পেতে !

চুপটি মেরে ভালমানুষ আকাশ
নিজের অধিকারে করে বাস,
ঢুকে' তাহার বারুদখানায়, আগুন দিয়ে কে আজ পালায় !
ছুট্‌ছে পাছে পাগ্‌লা বাতাস মেঘের কটক কেটে,
গুম্ গুম্ গুম্ কামান !—গেল আকাশ পাতাল ফেটে !

(৮১)

ওপরের ঢল্ গলেছে আজ নীচের জল ছুঁয়ে,
রভসে তার অবশ দেহ পড়্ছে নুয়ে নুয়ে!
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরে ধারা, প্রহর-পল গুলিয়ে সারা,
মেঘের লেপটা মুড়ি দিয়ে আলো আছে শুয়ে,
ওপরের ঢল্ গলেছে আজ নীচের জল ছুঁয়ে!

গারোদ ভেঙ্গে পাগ্লা বাতাস ছুটে' আস্ছে পাতাল,
বাজ্ছে ঢোল, হাসির রোল, দোল খেল্ছে মাতাল!
হচ্ছে ঢেউয়ের ঝুলন-খেলা, তুফান মারে দোলায় ঠেলা,
খুসির আবির মেখে মেখে তিনটি ভুবন লাল,
বাজ্ছে ঢোল, হাসির রোল, দোল খেল্ছে মাতাল!

হুহু করে' ফাগের মত উড়্ছে ঘুর্ছে বালি,
সর্-সর্ সর্ চল্ছে রং, পিচ্কারী হয় খালি!
মেঘের আগুন গুলে' জলে হোরি খেল্ছে লাখ্ পাগলে,
বুকের রক্ত ঢেলে ঢেলে রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে কালি,
সর্ সর্ সর্ চল্ছে রং পিচ্কারী হয় খালি!

যেথায় মরণ লাজে মরে নবজীবন পাশে,
সেথান থেকে ঢল্ নেমেছে পাথার, কি তোর বাসে?
ঢেউয়ের চাকায় ঘুরে' ঘুরে' যাব দূরে—অনেক দূরে,
উঠ্ব বা এক কুহুর দেশে নূতন মধুমাসে—
যেথান থেকে ঢল্ নেমেছে তোমার জলবাসে!

(৮২)

নিদ্রায় চমকি উঠি !—না জানি কখন
ছেড়ে যেতে হয় তোর সোণার বাতাস,
একটি নিশ্বাসে চায় মর্ম্মের হুতাশ
মর্ম্মে টেনে নিতে সেই মৃতসঞ্জীবন !
পরাণের কক্ষে কক্ষে আঁটিয়া কুলুপ—
মনে হয়ে, বাঁধি এরে থরে থরে থরে,
প্রতি-পল পরিচিত সে স্নিগ্ধ অরূপ
নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিই দূর দেশান্তরে ;
যতদূর লাগে—যায় সুশীতল করি,
লাফে লাফে বেড়ে চলে জীবনের আয়ু,
শ্লথ শিরা-উপশিরা, ছিন্নভিন্ন স্নায়ু
আনন্দে বাজিয়া উঠে শিহরি শিহরি !
প্রতি স্পর্শে জুড়াইছে আত্মার বেদনা,
শব্দে ঘ্রাণে প্রাণে প্রাণে আনন্দ-চেতনা !

(৮৩)

বল কি, অ্যাঁ! এরই মাঝে বিদায়ের ঘড়ি বাজে ?
হাত ধরে' টানে অবসান!
টিট্‌কারী দিয়ে কয়,— স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়,
অসীমেরও আছে পরিমাণ!
সকলেরই আছে মাত্রা, আজ ফিরে-রথযাত্রা
ছক-কাটা দাগা-পথ দিয়া,
কি ফেলিয়া কি চেয়েছি, কি খুঁজিতে কি পেয়েছি,
দেখা ত তা হ'ল না বুঝিয়া!
সুধাপান সুরু মাত্র, কে কাড়িল পূরা-পাত্র,
কে ভাঙ্গিল সাধের পেয়ালা ?
তোমারে ধরিতে এসে চলে' গেছি স্রোতে ভেসে,
ভাসে যথা স্রোতের শেয়ালা!
আজ স্মৃতি-সিঁড়ী বেয়ে তব গীতি উঠে ছেয়ে,
মধু, মধু, শুধু তাহা মধু!
এ মধু সে মধু নয়, প্রাণে প্রাণে সূর্য্যোদয়,
জীবনের সুপ্রভাত, বঁধু!

অন্তরের অন্তস্থল প্লাবিয়াছে তীর্থজল,
স্নানে পানে ঘ্রাণে স্বর্গ জাগে,
যেন তার আগমনে ব্রহ্মাণ্ড ফুটিল মনে,
সহসা সে অবসর মাগে,

কদম্ব-তমাল-তাল, ধবলী-শ্যামলী-পাল
ফলেছিল এ অতল-তলে,
ফেনের প্রচ্ছদপট খুলে' তাজা বংশীবট
দেখালে সে নন্দে'র পাগলে !
হেরি' জলে বিশ্বনৃত্য ভরিল ভক্তের চিত্ত,
টানিল সে ঝুলনের রশি,
আপনারে মজাইয়া, ব্রজগোপী সাজাইয়া
পড়ে' গেল পাদপদ্মে খসি' !
আজ পড়ে' বালি মাঝে সে কাহিনী প্রাণে বাজে,
চোখে মোর থামিছে না ধারা,
উঠে মনে স্মৃতি চিরে'— ডেরা বাঁধি তব তীরে
হয়েছিনু ঢেউ মাঝে হারা !
বর্ষায় গুটায়ে পাখে পাখী পাতা-ঢাকা শাখে
ঝিমে যথা উড়াল ভুলিয়া,
তেমনই ছিলাম মরে', উঠাইলে তাজা করে',
দিলে মোরে আকাশে তুলিয়া।
মনে পড়ে, আঁখি মেলি' প্রভাতের জলকেলি,
দ্বিপ্রহরে ঢেউ-দোলে দোলা,
অপরাহ্নে বালি মেখে তোমার বাগান থেকে
ঝিনুক-শামুক-ফুল তোলা !
ফণী-মণী যেন কাড়ি'— জ্যোতি-কীট এনে বাড়ী
রাঙ্গাতেম অন্ধকার ঘর,

সে জল-জোনাকি ধরে' 'উড়ে'-মেয়ে টিপ্ পরে'
সন্ধ্যারে করিত মনোহর !
'পম্‌ফ্রেট' ধরে জেলে, দেখিতাম, তীরে ছেলে
বালু খুঁড়ে' কাঁকড়া কুড়ায়,
শেষ গর্জ্জে রুক্ষ বাণী, হেরি তার হাতছানি,
আসি সিন্ধু, বিদায়, বিদায় !
যেথা যাব, পাছে থেকে আর্দ্র বায়ু যাবে ডেকে
অঙ্গে মাখি' সলিল-সৌরভ,
জল-স্বপনের ঘোর লেগে রবে চক্ষে মোর,
কাণে জেগে রবে শোঁ শোঁ রব !

যখনই মোদের নভে ঘোর ঘনঘটা হবে,
বজ্র তার ঘোষিবে বিক্রম,
প্রাণ ডাকে ঝুকারিবে, কালো দেখে শিহরিবে,
মত্ত নৃত্যে ধরিবে পেখম !



গৈরিক

গৈরিক

হিমালয়ে সাত বৎসর পর।

(১)

নীলে ধবলের চূড়া!—মৃত্যুত্থিত জীবনের মত
দৃশ্য এক দেখিলাম, সসম্ভ্রমে হইনু প্রণত;
দ্রব হ'য়ে গেল চিত্ত, দেখিলাম একি নেত্র-আগে,
বিস্ময়?—আনন্দ?—স্বপ্ন?—চিন্তা ঊর্দ্ধে—মহা ঊর্দ্ধে লাগে।
সৃজন-প্রত্যুষে কি এ বিরাটের বিরাট কল্পনা,
আপনি দেখিয়া মুগ্ধ আপনার অপূর্ব্ব রচনা
বুঝি সে কবির কবি!—করেছিলা পার্থ ছিন্ন মায়া
হেরিয়া যে রূপোচ্ছ্বাস, তাহার কি সম্বৃত এ ছায়া?
কেমনে বাখানি আমি, রূপ, না এ আঁখির গৌরব?
প্রাণে প্রাণে এ কি নৃত্য, অঙ্গে অঙ্গে এ কি কলরব!

(২)

প্রলয়ের তম নাশি' নিরাকার রচিলা আকার,
মহাসূর্য্য রচি' শেষে করিলেন বৃদ্ধি খণ্ড তার;
সেই জ্যোতি-পিণ্ড হ'তে হিমাদ্রি কি খসিল তখন
রবি-কক্ষচ্যুত পৃথ্বী জন্মক্ষণে করিতে ধারণ?

এ কি নিসর্গের পিতা, যাহা হ'তে প্রথম প্রকাশ
জড় জগতের—হ'ল কঙ্কালের লাবণ্য বিকাশ ?
তার পরে এল বুঝি ধরণীর জীবজন্তু-মেলা,
সুখ-দুঃখ, আশা-ভয়, জীবজন্মে যত লীলা-খেলা!
জন্ম-মরণের মাঝে দাঁড়াইয়া অমর পাষাণ
মহা-মিলনের লাগি' রচিছে কি পারের সোপান ?

(৩)

হিমের এ দেবভুমে উঠিল প্রথম সামরব,
গীতার অগীত গাথা কল্পনায় পাইল মানব,
এই ত শিবের গৃহ, মঙ্গলের আদি নিকেতন,
কাম ভস্ম এইখানে—প্রকৃতির প্রবৃত্তি-শাসন।
মানবের উগ্র তপ শিক্ষা এই তুহিনের ঘরে,
প্রকৃতি প্রহরী সম আছে জাগি' যুগ-যুগান্তরে
ধ্যান নাহি ভাঙ্গে যাহে, দূর করি বিঘ্ন আধি-ব্যাধি
কত মুক্তি পিপাসুরে মিলাইছে দুর্লভ সমাধি!
আজও অভেদের মন্ত্র এ আশ্রমে করে উচ্চারণ
প্রতি বৃক্ষ, প্রতি লতা, গুরু বেড়ি' যেন শিষ্যগণ!

(৪)

হিমের আলয়ে কবে এল তীব্র হৃদয়-বিকার,
প্রকৃতির মাতৃলীলা,—আনন্দের আকুল ঝঙ্কার

স্নেহে সিক্ত 'আগমনী' বাহিরিল ফাটিয়া পাষাণ !
দুগ্ধ ক্ষরে স্তনে স্তনে, পিপাসিত দুহিতার প্রাণ
যুগে যুগে উঠে নাচি'। পুন দেখি কাহার কুহকে
পাষাণের বুক ফাটি' রক্ত উঠে ঝলকে ঝলকে !
ছিঁড়েছে স্নেহের মর্ম্ম ; বিজয়ার সকরুণ মায়া
কখন মিলন মাঝে ফেলেছিল বিরহের ছায়া ?
শুকায় নি, শুকায় নি অশ্রুর সে অবিরল ধারা,
আজও ঘরে ঘরে মাতা হারাইছে নয়নের তারা !

(৫)

কোথা গেল সেই যুগ, সে যুগের আকাঙ্ক্ষা, সাধনা ?
দেবাদ্রি, আশ্রমে তব বিলাসের এ কি আরাধনা !
বাষ্পোদ্গারী মায়া-যান কবে বক্ষ করিয়া বিদার
ভেঙ্গে দিল শান্তি-স্বপ্ন, সমাধির স্তব্ধতা তোমার !
বিহারের লীলাভূমি, ছিলে তুমি তপস্যার স্থান ;
বিলাসী সেজেছ আজ, সে কালের সন্ন্যাসী পাষাণ !
তোমার শারদ জ্যোৎস্না, হের, তারে করি বিমলিন
বিজলী হরিছে তম, স্বভাব সভ্যতা-ধূমে লীন !
চূর্ণ প্রব্রজ্যার গুহা, মহাত্মারা কোথা অন্তর্হিত,
ঘোরে রাজনীতি-চক্র তপোবন করি মুখরিত।

(৬)

তবু বড় ভালবাসি তোমারে হে সুন্দর পাষাণ,
তুমি কর দেহ-মনে স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্য বিধান,
তোমার শীতল-বাসে জুড়ায়েছি কতই না জ্বালা,
ভুলি' গৃহ-পরিবার দেখেছি ও শোভা-চিত্রশালা
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিচরিয়া বাধমুক্ত কুরঙ্গের প্রায় !
ছেড়ে গেছি তোমা যবে, প্রাণ নাহি লয়েছে বিদায়।
তাই দেহ বন্দী যবে বঙ্গের শ্যামল সমতলে,
প্রাণে ও বন্ধুর রূপ দিবাস্বপ্নে পশিত বিরলে !
মেটে নি অনেক আশা, জীবনে পূরে নি বহু সাধ—
কি হয়েছে,তব কাছে পেয়েছি ত জীবনের স্বাদ।

(৭)

আরও ভাল লাগে তোমা, যবে চেয়ে হিমানীর পানে
ওই মত তুঙ্গ, শুভ্র পূর্ব্বকীর্ত্তি জেগে ওঠে প্রাণে ;
কে বলে তাদের ক্ষুদ্র ছিল দীপ্ত যাদের অতীত ?
তুমি সাক্ষী হে অচল, আছে সবে পাষাণে অঙ্কিত ;
দুরাশে তোমারে সাধি, জড়ের জড়তা যদি টুটে,
পতিতের কাতর আহ্বানে শিলা যদি ভাষা হ'য়ে উঠে !
আঁখিরে ডুবায়ে ঊর্দ্ধে নীলের নিবিড়তম স্তরে
আসিলাম বুঝি কোন রহস্যের অসীম সাগরে !
ভুলিলাম রাজা-রাজ্য—ঐশ্বর্য্যের সগর্ব্ব ঝঞ্জনা,
মনে হ'ল, ভোজবাজী ; খ্যাতি-বৃদ্ধি, শুধু বিড়ম্বনা !

(৮)

মনে পড়ে পূর্ব্বকথা ?—আজ হ'তে সপ্ত বর্ষ আগে
এসেছিল পান্থ কেহ ভগ্ন-প্রাণে, নৈরাশ্যে বিরাগে
তব সৌন্দর্য্যের দ্বারে ; পায় নি কি সুধা এক কণা ?
করেছে সে খেলা শুধু ল'য়ে তার রঙ্গিন কল্পনা !
এ বার ত সংসারের ছাই-মাটী, সুখ-দুঃখ-বোঝা,
পথের সে গুরুভার নীচে ফেলি' উঠেছে সে সোজা
উধাও শিখরে তব ; বুকে তার বালকের প্রাণ,
আজ খোল আবরণ ; দেখা দাও, উলঙ্গ পাষাণ !
শুনাও অব্যক্ত বাণী, হোক্ হিয়া দেবের মন্দির,
কল্পনা স্তম্ভিত হবে, কবিত্ব লুটাবে পদে শির।

(৯)

গৈরিক ঐশ্বর্য্যে আজ দেখা দিলে নিসর্গ-সম্রাট্,
ভাল করে' দেখিলাম তোমার ও শৈল-রাজ্যপাট,
কিবা শৃঙ্গে শৃঙ্গে রচি' মালাকারে অপূর্ব্ব মেখলা
বেড়িয়াছে অনন্তেরে ! ধরিয়াছি নিভৃতে একেলা
তব বৃক্ষে, তব লতা দুই হাতে বক্ষে আঁকড়িয়া
ভুঞ্জিয়াছি প্রাণ-মাঝে প্রাণস্পর্শ। চুম্বিয়া চুম্বিয়া
তব ফুল্ল ফুলদল চাপিয়াছি এ বুকের কাছে,
বুঝিয়াছি, হিম বক্ষে চেতনার তপ্ত রক্ত নাচে !
ও হেমাঙ্গে, ও হিমাঙ্কে বিছাবে কি মোর শয্যাখানি
যেথা শ্রান্ত মেঘদল জুড়াইছে স্নেহকোল জানি' !

(১০)

মহাশূন্যে উঠিয়াছ অভ্রস্তর করিয়া বিদার
তুষারকিরীটী বীর, বল, সেথা আলো, না আঁধার?
দেখায় কি সেথা হ'তে লোকাতীত কল্পনার ঠাঁই?
শোন কি ত্রিদিব-বাদ্য? না, কোথাও—নাই, কিছু নাই!
জানালে ইঙ্গিতে মৌনি,—আছে, আছে অগতির গতি,
তাণ্ডবের মধ্য দিয়া শৃঙ্খলার শুভ পরিণতি।
তা' না হইলে রেণু রেণু হ'য়ে যেত সে প্রলয়-রাতে
রবি-শশী-গ্রহ-তারা পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে।
বুঝিনু, শোভাদ্রি, তুমি জীবনের বিজয়-বাজনা,
মরণত্রাসিত বিশ্বে অমৃতের অভয়-ঘোষণা।

(১১)

শিরে তুষারের জটা, পক্ককেশ রাজর্ষির মত
মহাযোগে সমাসীন, বল যোগী, কত যুগ গত?
পেলে দীর্ঘ তপস্যায় কত বর কত আশীর্ব্বাদ,
তবু তপ ছাড় নাই! আত্মালগ্ন দেবের প্রসাদ—
যেন সতীদেহ স্কন্ধে চলিয়াছ পাগল মহেশ
আপনার ভাবে ভোর, নাই শ্রান্তি, নাই কোন শেষ।
যুগ যুগ ধরি' তুমি লুটিতেছ স্বর্গের ভাণ্ডার,
সহস্র ধারায় তাহা করে জড়ে জীবনী সঞ্চার;
তব রস সঞ্চারিত ধরণীর ধূলি স্তরে স্তরে,
তাই তা'র মাতৃস্তনে সুধাধারা স্নেহসম ক্ষরে!

(১২)

কাঞ্চনের তুঙ্গ শৃঙ্গ ধূম্র শৈলে ভাত অকস্মাৎ,
এ কি স্বর্গখণ্ড, না এ সুকৃতির আলোক-সম্পাত ?
ঊর্দ্ধে যে তরল নীল তরঙ্গিছে হারাইয়া দিক,
খেয়া দেয় সে পাথারে বুঝি কোন পারের নাবিক !
তব অভ্রভেদী শিরে ঠেকেছিল কবে তরী সাথে
রাঙ্গা পা দুখানি তা'র, সোণা হ'য়ে গেছ শিলা, তা'তে !
হেম, না ও প্রেম-ছবি ? আনন্দের সুপ্ত পারাবার
কল্লোলিয়া উঠে বক্ষে, নরে হয় দেবত্ব সঞ্চার ।
শোভা, না এ মরীচিকা ? লুকাইল পলকে কোথায়,
কাঁদে বক্ষে রূপ-তৃষা,—ভাল করে' দেখিনু না হায় !

(১৩)

সে দিন গগনে ঘটা, মেঘরাজ্যে মেঘ, সুধু মেঘ,
কভু ছায়ারন্ধ্র-পথে কিরণের ক্ষীণ ধারা এক
ঢলিয়া পড়িছে হাসি উপত্যকা-নিহিত প্রান্তরে ;
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল-বন্যা ; ঠিকরিছে ম্লান রবি-করে
নীহারের তাজগুলি বিচিত্রিত শষ্পদল-মাথে ;
এই ডোবে, এই ফোটে লঘু স্বচ্ছ অভ্রের পশ্চাতে
'পাইনের' ঘন সারি, নেসপাতি পেয়ারার গাছ !
অধিত্যকা যেন ছবি, অভ্র বুঝি আবরণ-কাচ ?
দেখিতেছি, ভুঞ্জিতেছি বহুরূপী প্রকৃতির রূপ,
সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত, চক্ষে ধারা, বক্ষে হিয়া চুপ ।

(১৪)

তুঙ্গ সিংহাচল-চূড়ে * উঠিলাম ব্যাকুল অন্তরে
গৌরী-শঙ্করের + লোভে ! উঠিয়াছে ধরিতে অম্বরে
ধূ ধূ রজতের শৃঙ্গ, পূর্ণযোগে প্রকৃতি মগনা,
নিবাত নিষ্কম্প নভ, সমাহিত উদ্‌ভ্রান্ত চেতনা,
ঊর্দ্ধ হ'তে এ কি হর্ষ, এ কি স্পর্শ বক্ষে এসে লাগে,
বিশ্বের কি নব মূর্ত্তি, প্রাণে এ কি নব স্ফূর্ত্তি জাগে !
রজতকিরীটী এই হিমাদ্রির কন্দরে নিভৃতে
রজতগিরির মত যোগীন্দ্র কি বসি' সমাধিতে ?
ত্রস্ত, স্তব্ধ, মুগ্ধ গৌরী পূজে পদ প্রেমার্দ্র, তন্ময়,
তপোভঙ্গ-ভয়ভীত চরাচর গণিছে প্রলয় !

(১৫)

দেখিনু পুলকাঞ্চিত, বহু নিম্নে উপত্যকা হ'তে
উঠিল পার্ব্বত্য রবি, এল যেন কিরণের স্রোতে
মহা জাগরণবার্ত্তা ; কোটী নিখিলের অভ্যুদয় !

* লোকে বলে 'সিঞ্চল'। সিংহের নখ-দন্ত কেশর কালের পাথরে চাপা পড়ে নাই, কে বলিতে পারে ? ইহার উপরেই 'টাইগার-হিল'; এই শিখর হইতে 'গৌরী-শঙ্কর' দেখা যায়। সিংহের আসনে বাঘকে বসাইয়া নূতন পুরাতনের মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা দেখে নাই ত ?

+ চলিত নাম 'মাউণ্ট এভারেষ্ট।' (সভ্যতাকে ধন্যবাদ !)

এ আলো কি স্বর্গ সনে করা'ল ধরার পরিচয়,
সৃষ্টির এ প্রথম সৃজন ? এ আলোক পানে পুলকিত,
মানবের রসনায় দেব-ভাষা হ'ল তরঙ্গিত,
বেদমন্ত্র উচ্চারণে ? ক্রমে শেষে পাষাণের পটে
দেখিনু অস্তের ছবি,—যেন শান্ত বিরতির তটে
আসক্তি ডুবিয়া গেল ; আলো ধরি ছায়ার গলায়
গিরিবর্ত্ম বাহি' ধীরে নেমে গেল বিরাম-গুহায় !

(১৬)

কি স্বপ্নে যেতেছে খসে' মাস হ'তে দিনের লহর,
গেছে চিত্ত-বলা ছেড়ে কোথা সরে' কর্ম্মের সাগর !
দেখি ক্রমে প্রসারিত, প্রতিদিন অগ্রসর কাছে
বরফের ধবলিমা ; দেখিতেছি নিত্য আগে পাছে
সহস্র বিদায়-যাত্রা ; হেমন্তের সীমান্তে এখন,
তীক্ষ্ণ হিম-বায়ু রটে শীতের আসন্ন-আগমন।
ছেড়ে দাও, হে প্রকৃতি, লোকালয়ে ফিরিব এ বেলা,
স্বার্থ যেথা পরমার্থ, রূপ-চর্য্যা—তুচ্ছ ছেলেখেলা ;
পুন দেখি, চেতনারে ডুবাইয়া স্বপ্নাহত প্রাণ
অনন্তের অন্ধকারে করিয়াছে একান্তে প্রয়াণ !

নতুন মানুষ।*

কে বলে তুই নতুন মানুষ ?
তুই যে সোণা, আমার ভোরের পাখী !
ঘুমের ঘোরে সোণার স্বপন সম,
নুতন প্রভাত আন্‌লি প্রাণে ডাকি।
ঘুমিয়ে ছিল আমার পদ্মবনে
মুকুলগুলি অলস অবশ প্রাণে,
কখন তারা উঠ্‌লো বিকশিয়া
তোর সে আধ গুঞ্জরণ-গানে !
আমার আকাশ ছিল আঁধার হ'য়ে
বুকে নিয়ে উদাস সৃষ্টিছাড়া,
কোথা হ'তে আশার কুহক ল'য়ে
কখন রে তুই দিলি আলোর সাড়া ?
অনেক দিন—শুকনো দুটি আঁখি,
প্রাণটা ধূ ধূ মরুভূমির সমান ;
কোথা থেকে নতুন ভাবের রসিক
প্রেম-সাগরে তুল্‌লি রসের তুফান !

---

* আমার কনিষ্ঠ পুত্র।

পড়্‌ছে মনে অনেক কালের কথা,
কবিতার প্রথম সে উচ্ছ্বাস,
আর কিছুর বা ধারি নাই রে ধার,
কাব্য লেখা চল্‌ছে বারো মাস!
উৎস উঠ্‌তো তখন হৃদয় ফেটে,
জোয়ার আস্‌তো পরাণখানি ভরে',
নিজের লেখা আঁখির জল দিয়ে
পড়া হ'ত কি নেশারই ঘোরে!
এখন শুধু মনে পড়ে এই—
কবি কে এক ছিল আমার মত,
কি যেন সে লিখ্‌তো খেয়াল-বশে,
হায় যেন তার সে মহিমা গত!
কাব্য দিয়ে কাড়্‌তো ভালবাসা!—
—বল্‌তো যারা—লোকটা লেখে ভালো,
তারাই আবার বল্‌ছে,—আহা, কবি,
নিবিয়ে এলে কোথায় তোমার আলো?
কোথায় তুমি, ওগো আমার শিখা!
ছেড়ে গেছ কিসের অপরাধে?
আঁধার প্রাণে আবার ওঠ জ্বলি',
ডুবাবে আর কতই অবসাদে!
ভাঁটায় পড়ে'—বেঁচে আছি মরে',
চারিদিকে শুনছি জলের ডাক;

কোথায় তুমি জোয়ার! এস জোয়ার,
এস প্রাণে বাজিয়ে তোমার শাঁখ।
ভাসিয়ে নাও আবিল আকুল স্রোতে
নাই ক যাহার আদি কিম্বা মূল,
নূতন জলে দেবো জীবন ঢেলে,
যাব ভেসে, নাই বা পেলেম কূল!
আকাশ ছেয়ে তেম্‌নি মেঘের শোভা,
বাতাস আছে তেম্‌নি গন্ধ ভরা,
গোলাপ-বাগে জমাট গীতের আসর,
স্থির-যৌবনা আজও বসুন্ধরা!
বুকের মাঝে নেচে উঠে শোণিত,
রোমাঞ্চিত সারা পরাণখানি,
বোবা যেমন রূপের স্বপন দেখে,
—বুক ফাটে তার প্রকাশ নাহি জানি'।
মনের মাঝে ওঠে হাহাকার—
হে প্রকৃতি, কবি তোমার নাই,
কাব্য-কুঞ্জে আগুন দিয়ে কবে,
মাখ্‌ছে প্রাণ সেই শ্মশানের ছাই!

এমন সময় ঘুম-ভাঙ্গানো সুরে
কে তুই এসে বল্লি,—কবি, জাগো!
বাণীর চরণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে
বল্‌ছে কে রে; দেবীর প্রসাদ মাগো?

পড়্‌লো মনে,—হায় রে সাধের বীণা !
অযতনে ধূলায় তোমার স্থান !
অভিশপ্ত কবির হাতে পড়ে’
বীণা রে, তোর এতই অপমান !
আকাশ পানে রেখে দুটি নয়ন,
মেঘ-সাগরে চিত্ত করে’ হারা
অবিশ্রান্ত বারিধারার সাথে
মিশাতেছি মুগ্ধ আঁখির ধারা।
আবার আমায় পেলাম কি রে ফিরে,—
সাত-রাজার ধন, গেছিল যা খোয়া ?
নয়ন-জলে হয়েছে কি আজ
মানসী, তোর চরণ দুটি ধোয়া ?
কি বল্‌তে ছাই বল্‌ছি কি যে আমি,
চাঁদ, এও কি নয় তোরই স্তব ?
আজ যে আমার বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে
বেজে উঠ্‌ছে নানান্তর রব !
তোর কীর্ত্তি তবু কর্‌তে হবে জাহির,—
জোর হুকুম তোর !—খাচ্ছি যবে নুন,
তুমি বসে’ শুন্‌বে গদিয়ান,
আমিই কষে’ গাইব তোমার গুণ !
‘হাঁটি হাঁটি’ সুরে সারা বাড়ী
আদুল গায়ে ঘুরিস্‌ যখন, যাদু,

দেখায়,—ছোট্ট নাগা সন্নেসীটি,
কাজগুলো তোর নয় যদিচ সাধু!
'আনো' ! 'আনো' !—সারাদিন এই বুলি—
নন্দের লোভী দুলাল নোয়াঁন্ ঘাড় !
—ঠাকু'মার ত নাই কিছুতে ত্রাণ,
খাবারের তাঁর ঝুলি শুদ্ধ সাবাড় !
হামা দিয়ে মিছরীর শিশি ভাঙ্গা !
— মা তোর দেখে' বকে—মিষ্টি-খোর !
আমি বলি,— অয়ি চোর-মাতা,
ব্যাটা তোমার বিশ্বমধু-চোর !
ছোট ঠোঁঠের ছোট্ট চুমা নিয়ে
তোর মা'র সনে মোর কাড়াকাড়ির পালা !
খোকন, তোর চুমো যেন কোন্ স্বরগের তাড়িৎ।
বড়ই স্নিগ্ধ মিষ্ট তাহার জ্বালা !
নূতন দাঁতের শোভা বিকাশিয়া
কপট কোপে ভয় দেখাস্ তুই যবে,
ভাবি, আহা, র‍্যাফেল্ হ'তাম যদি ?
ছবির মত ছবি আঁকৃতাম তবে !
কবির মত, ছবির মত ঠিক—
ঢুল্ ঢুল্ তোর ডাগর ডাগর চোখ,
ও কি সুধাসিন্ধু-মথন-করা
আদি কবির আদিম দুটি শ্লোক ?

আসিস্ যখন কালী-ধূলোয় সেজে,—
সারা গায়ে রূপের পদ্ম ফোটে!
ওপরকার সে আভে ঢাকা মায়া
হঠাৎ যেন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে!
তোর হাসির গাঙে যখন ডাকে বান,
দু'চোখ ভরে' ভুঞ্জি রে সে হাসি,
——জগৎ যেন সুখের একটী 'ফটো',
প্রাণটা যেন শুধুই জ্যোৎস্নারাশি!
ঠোঁট ফুলিয়ে কি যেন কি খেদে
গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদিস্, বাছা, যবে,
স্বর্গ যেন আঁখি দিয়ে গলে'
মোদের গৃহে আসে কলরবে!
স্ফূর্ত্তি নাহি ধরে ও বুকটুকে—
নাচিস্ ফুলিয়ে মোমের মত গাল,
মনে হয়, কোন্ স্বপনপুরের নূপুর
ছন্দে ছন্দে রাখে তাহার তাল!
আবার দেখি, মুখটী করে' ভার
জুড়ে' দিলি মনের সাথে খেলা,
আছিস্ যেন ভোলা-মহেশ্বর,
ভাব-সাগরে ভাসিয়ে সাধের ভেলা!
ওপারের সব তাজা স্মৃতির ঢেউ
আঘাত তখন করে বুঝি প্রাণে!

মনটা কি তোর বড়ই ওঠে কেঁদে,
উধাও হয় কি পুরাণ প্রেমের টানে ?
—কিম্বা, তরুণ কবি আবেগ ল'য়ে
নেশায় যথা মাতাল হ'য়ে ফিরে,
আপনি গড়ে, আপনি আবার ভাঙ্গে,
হয় না গড়া সাধের মানসীরে !
কি তোর ভাব, তার সে প্রকাশ-ভাষা ?
না জানি সে কেমন অপরূপ !
ধ্যানের সীমান্তে কি তাদের বাসা,
মানব-চিন্তা রহে যেথায় চুপ ?
তোরই পায়ের চিহ্নটুকু ধরে'
ছেড়ে দেব সোজা আপনারে,
অলিখিত অমর ছন্দে তোর
গাঁথ্‌বি না মোর ধূলির কল্পনারে ?
তুই কি আমার সোণার কাঠি, যাদু,
জাগিয়ে দিলি প্রাণে রূপের ছবি ?
বিশ্ব-প্লাবন প্রেমের অন্বেষণে
কল্পনারে ছুটিয়ে দিল কবি !
তুই যেন এক অনাঘ্রাত সৌরভ,
জড়িয়ে আছিস্‌ বুকের মাঝখানে !
না, তুই একটী সকরুণ গীতি,
সুধা ঢালিস্‌ প্রাণের কাণে কাণে ?

তুই যে কাঙ্গাল কবির পরশ-মণি !
নৈলে, ছাই কি সোণা হ'ত বল্ ?
———মানস যে আজ ভক্তের দেবালয়,
হঠাৎ প্রাণটা পুণ্যে টলমল !
কনকচাঁপা হাত বুলিয়ে, প্রিয়,
ঘুম্, ঘুম্—তুই বল্ তো কাণে আবার,
শান্তি-মন্ত্রে চিন্তা স্তব্ধ হ'য়ে
লুটিয়ে পড়ুক্ চরণ-প্রান্তে তাঁর !
তার পরে, আয় ধন, আমার মাণিক,
বুকে আয় রে, নতুন মানুষ মোর !
নূতন প্রেমের তুই যে নূতন প্রেমিক,
তুই যে আমার সদ্য-চিত্তচোর !

থামো, থামো,—ভেবে দেখি,—
ছিলি না কি তুই কাছে কাছে ?
জন্মে জন্মে আশা তৃষা ল'য়ে
ফিরি নি কি তোরই পাছে পাছে ?
কোথা ছিলি, নিরদয়,
এতদিন পাই নি যে দেখা ?
অজানিত বিরহের চিতা
দগ্ধ মোরে করিয়াছে একা !

রবি-শশী-তারা-হারা,
রুদ্র, স্তব্ধ, গভীর, গম্ভীর,
সৃষ্টিগড়া, সৃষ্টিহরা,
অনাদি, অনন্ত কাল-নীর!—
বারি-কোলে ছিলি কি রে
আপনারে হারাইয়া, মূঢ়?
বুঝিবারে চেয়েছিলি
অতলের কাহিনী নিগূঢ়!
কবে কোন্ ঊর্ম্মি সনে
মেতেছিলি বিহ্বল ক্রীড়ায়,
ভাসায়ে আনিল তোরে
দেবতার নির্ম্মাল্যের প্রায়!
অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে
এলি কি আলোর আশীর্ব্বাদ?
কণ্ঠে আধ আলোকের কথা,
অঙ্গে অঙ্গে জ্যোতির আহ্লাদ!
স্বর্গের অতিথি দ্বারে?—
এস পান্থ, আমাদের গৃহে,
চুমা উঠে ওষ্ঠ ছাপি
যেন কত জনমের স্নেহে!
এলে কি অমৃত হ'তে উঠে
সদ্যসিন্ধুস্নাত সুধা-কণা,

রোগে শোকে জর্জ্জর সংসার,
দিতে তার জুড়ায়ে বেদনা ?
কি বার্ত্তা এনেছ বহি' ?
বল বল, ওহে আগন্তুক !
ভাষাহীন হাস্যে লাস্যে
বুঝাও সে রহস্য-কৌতুক !
তরুণ স্বর্গের স্মৃতি
বিস্মৃতিতে না হ'তে বিলীন,
এই ত সময়, সৌম্য,
ঘোষ' মর্ত্ত্যে সান্ত্বনা নবীন !
অত হাসি কেন, বন্ধু ?
জয়যুক্ত বুঝি অভিযান !
হে অজয়, সে পাথারে
মিলিল কি পারের সন্ধান ?
জরা নাই, ধ্বংস নাই,
আছে কি এ হেন কোন দেশ,
প্রাণীর বিরামালয় ?
জন্ম তবে কে বলে রে ক্লেশ !
শুভ যদি পরিণাম,
দয়াসিক্ত ন্যায়ের বিধান ;
হে সংসার, দাও বিষ,
সুধা বলে' করিব তা পান !

কি দুঃখ পতনে তবে,
থাকে যদি উত্থান আবার ?
আত্মার শোধনাগারে
ভ্রান্তি নিবে সত্যের আকার !
মৃত্যু কি অমর করে
মোদের এ ভালবাসা-স্নেহ ?
বিরহ কি দেয় চিনাইয়া
কোথা চির-মিলনের গৃহ !
হয় কি কর্ম্মের শেষ,
জন্মের কি আছে রে মরণ ?
নির্ব্বাণ কি চিরনিদ্রা ?
না, দুঃস্মৃতিহীন জাগরণ ?
ইচ্ছা কি শক্তিরে ল'য়ে বুকে
করে ক্রূর অদৃষ্টে বিজয় ?
মনোবল—রবিরশ্মি-ঘাতে
ভাগ্যাকাশে হয় চন্দ্রোদয় ?
——বলে' যাও, নবযাত্রী,
আধ আধ সঙ্গীতের প্রায়,
রহস্যের আধ-বার্ত্তা
আধ-সুরে যদি বুঝা যায় !
বুঝি, আর না-ই বুঝি,
শুনে' যাই নিরক্ষর ভাষা,

চেয়ে চেয়ে হাসি দেখে'
　　অশ্রুনীরে মিটুক্ পিপাসা !
মাথার উপর দিয়া
　　ভাসিতেছে মেঘের বহর,
নব বরষার সনে
　　মিশিতেছে প্রাণের লহর !
ক্রমে, ধীরে শান্ত হবে
　　কল্পনার উদ্ভ্রান্ত বেদনা ;
দেখিব, নিকটে তুই ; স্বপ্ন নো'স্—
　　আনন্দ-চেতনা !

ভূস্বর্গে কয়েকটী দিন।*

ভেবেছিলাম, বল্‌ব না সে কথা
ফলেছিল রূপের যে স্বপন!
ভেবেছিলাম, প্রাণের জিনিসটুকু,
প্রাণের মাঝেই রাখ্‌ব চির গোপন।
ভাব্‌তাম, সুখ থাক্‌বে স্মৃতি হ'য়ে,
নিজের লাভ খতিয়ে দেখ্‌ব নিজে,
বল্‌তে গেলে কণ্ঠ হবে রোধ,
চোখটা সুধু উঠ্‌বে ভিজে ভিজে!
দেখেছিলাম ছবির মত দেশ,
কবি-জন্ম করেছিলাম সফল,
এ জীবনে বহু ঝুটা ঘেঁটে,
পেয়েছিলাম একটী মাণিক আসল।
ধরার মাঝে ভারত যেমন সেরা,
ভারত মাঝে এ দেশটীও তাই,
কবি কিম্বা শিল্পীর কল্পনায়,
এমন ছবি নাই রে বুঝি নাই!

* কাশ্মীরের ভূস্বর্গ আখ্যা অতিবাদ নহে।

যুগে যুগে এই স্বরগে এসে,
অনেক ভাবুক হ'য়ে গেছে কবি,
অনেক রসিক ভাব-প্রেরণা পেয়ে,
শিল্পী হ'য়ে আঁকৃল অমর ছবি।
প্রকৃতি এই রূপরাশির লাগি',
কঠোর তপ করেছিল কার,
স্বর্গ যেন টাঙ্গিয়ে দিয়ে গেছে,
ধরার গায়ে ছোট্ট ফটো তার।
ওপরের সেই প্রীতি-উপহার,
পুণ্য সম জ্বল্‌ছে ধরার ধূলে,
দেশ-বিদেশের কত সাধক এসে,
ছবির ছবি নিয়ে যাচ্ছে তুলে।
নাম শুনে যার পাগল করে প্রাণ,
চোখের দেখা দেখ্‌তে হবে তায়,
দিলাম একদিন নিজকে পথে ছেড়ে,
কল্পনার সে রূপরাশির পায়।
মা, স্ত্রী, (সোণার অজয় নাই তখনও!)
আর দুটী স্নেহের পুতুল সাথে।
—স্বর্গে যদি প্রিয়জন না থাকে,
তেমন স্বর্গ থাকুক্ আমার সাথে!
এ দিকে খাড়া উঁচু পাহাড়,
অন্যদিকে গভীরতম খাত,

তারই মাঝে অফুরন্ত পথ,
চল্‌ছি, নাই কিছুই দৃক্‌পাত!
হনুর বংশ পাথর দিচ্ছে ডালি,
নীচের দিকে চল্‌ছে সাথে পাতাল,
কখন্ মৃত্যু সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়,
বলে, নেশা ভাঙ্‌ রে এবার, মাতাল!
কিসের লোভে ছুট্‌ছি আকুল হ'য়ে
নিজের কাছেই যায় না তাহা বলা!
এমন শীতেও শিশু দু'টীর আহা,
বারে বারে শুকিয়ে উঠ্‌ছে গলা।
মেয়েটী ত পড়্‌ল একদিন ঢলে',
বড়ই কাতর হ'য়ে পথের শ্রমে,
সে রাত্রিতে ওদের আহারটুকও,
জুট্‌ল না আর ভাগ্যে কোনক্রমে!
যতই তারা চাপ্‌তো কিছু নয়,—
যতই তারা সইতো হাসিমুখে,
ততই নিজকে ভাব্‌তাম অপরাধী,
কেমন করে' উঠ্‌তো যেন বুকে!
মনে হ'ত, কেউ কি এমন আসে,
প্রাণের ধন সব পথে দিতে ডালি,
হৃদয়ের খাত্ ভর্‌তে গিয়ে এবার,
দীর্ণ বুক বা হয় রে শেষটা খালি!

তখন মনে হয় নি, কেউ যে আছে,
আঙুলি সে চল্‌ছে সাথে সাথে,
আজকে বড়ই পড়্‌ছে যেন মনে,
বিপদভঞ্জন অনাথের সেই নাথে।
দ্বিধা বল্‌তো,—চা'স্‌ যা, তা কি পাবি,
ভুল যে হঠাৎ ভাঙ্‌বে ক্ষ্যাপা ওরে,
আকাশকুসুম তুল্‌তে কোথা যাবি,
কোন্‌ আলেয়ার আলোর পাছ ধরে'।
আবার ভাবৃতাম দেখে ঊর্দ্ধ নীলে
ঢেউ-খেলানো গিরির দীর্ঘমালা,
নীচে ধূ ধূ শ্যামল উপত্যকা,—
কাছেই বা সে শোভার চিত্রশালা!
দেখা দিল বিতস্তার ক্ষীণ রেখা,
ক্রমে রেখা বেণীর মত দেখায়,
পাষাণের বুক চিরে সুনীল ধারা,
কল্লোলিয়া কোথায় ব'য়ে যায়?
'বার্চ্চ' সারির মাঝে যেথা শোভে
ধব্‌ধবে এক ধরার ছায়াপথ,
চলে' গেছে ধু ধু ভূ-স্বরগে,
প্রবেশিল সেথায় মোদের রথ।
এলাম, এলাম, আর ত দেরি নাই!
ধুক্‌ ধুক্‌ ধুক্‌ শুন্‌ছি বুকের কাছে,

পথ যে আর ফুরা'তে না চায়,
স্বর্গের সিঁড়ি কতই যেন আছে !
হঠাৎ কোথায় যাত্রা হ'ল শেষ,
চিন্‌তে সে ঠাঁই রইল না আর বাকী,
প্রথম দেখায় নিজকে দিলাম ডালি,
জুড়িয়ে গেল প্রাণের লক্ষ আঁখি।
চারিদিকে নীল পাহাড়ের ঢেউ,
কুমুদ-কহ্লার-ছাওয়া হ্রদের বেণী,
পারে তাহার শালীধানের ক্ষেত,
বাদাম, পেস্তা, আখ্‌রোট গাছের শ্রেণী।
নেমে আস্‌ছে পাহাড়ের বুক ভেঙ্গে,
সোঁ সোঁ শব্দে স্বচ্ছ জলের প্রপাত,
পাহাড়ের ঠিক পাছেই থম্‌কে মেঘ,
মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ছে সে উৎপাত!
ফলে' আছে গুচ্ছে গুচ্ছে আঙ্গুর,
ডালিম-বাগে জোয়ার লেগেই আছে,
পিচের শাখায় নূতন কুঁড়ির শোভা,
রাঙ্গা রাঙ্গা আপেল ঝোলে গাছে।
পেয়ারা পিয়ার পাশাপাশি পেকে,
উড়াচ্ছে কি মিঠে একটী সৌরভ,
ন্যাশপাতি, সেউ ঝাঁকে ঝাঁকে ফলে'
ছড়াচ্ছে কি মেওয়া-বাগের গৌরব!

এলাচ-মুকুল আধ-আধ ফোটা,
মধুর গন্ধে কুঞ্জ আমোদ করে,
কিস্‌মিস্‌গুলি পাতার আড়াল থেকে
বঙ্গবাসী পথিকের মন হরে।
সবুজ ঘাসে ছাওয়া অধিত্যকা,
থাকে থাকে ঢেউ খেলিয়ে তার
ডেলিয়া ও ভায়লেটের সারি,
ফাঁকে ফাঁকে ক্রোটন ঝাড়ের বাহার।
ফুলকুলের রাজা ম্যাগ্‌নোলিয়া
ফুটে আছে খোস্‌বো খুলে বাগে,
ফুলের শোভা, না সেই গাছের শোভা,
কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা দেখি আগে!
দু'দিক দিয়ে লতা-গুল্মের বেড়া,
চলে' গেছে মাঝে সরু বীথি,
শ্যামলার শ্যাম যুগল বেণীর মাঝে
শোভা পাচ্ছে শুভ্র একটা সিঁথি!
দুর্ল্লভ সুখের মত ক্বচিৎ কোথা
চোখে পড়ে পল্লী-পথে যেতে
পাকা সোণার কেশর-শোভা বুকে,
জাফ্‌রাণ-কলি ফুটছে ক্ষেতে ক্ষেতে!
লাদাক হ'তে চামর-পুচ্ছ ঘোড়ায়
কস্তুরীভার আসে যেমন নেমে,

চিত্রল হ'তে দুধের মত ধারা
তেম্‌নি নেমে গেছে হেথায় থেমে ।
এখানে সেই হিমালয়ের পালা
চামর-পুচ্ছ চমরী গাই বেড়ায়,
সেই তিব্বতী অজরাজের কুল
উঁচু শৃঙ্গ লাফে লাফে ডেঙ্গায় ।
বিখ্যাত সেই 'চেনার' তরুর কোটর
কুটীর বলে' হয় যেন ভ্রম,
প্রকৃতির সে ধর্ম্মশালায় এসে
কত শ্রান্ত পান্থ হরে শ্রম ।
'চেনার' পাতার মাঝে বিদ্যমান
মহা শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কারিকরি,
আমরা ওস্তাদ্‌ ছবির ছবি গড়ে',
তারই বড়াই বাইরে জাহির করি !
গোলাপকুঞ্জে ঢেউ খেলিয়ে যায়
ফুল-জনমের যেন রাঙ্গা হাসি,
পাহাড়ের কোল থেকে নামে হ্রদে
শাদা মেঘ, না কলহংস রাশি !
পরীর মত নারীর মুখ-ছবি,
আপেলের ন্যায় লাল টুক্‌টুকে গাল,
জাফ্‌রাণ তুল্‌তে যখন ক্ষেতে আসে,
লালের সাথে মিশিয়ে যায় লাল ।

কাঠের মস্ত হামালদিস্তায় ফেলে'
ধান ভানে গুন্‌গুনিয়ে গায়,
বুকের কাছে 'কাঙ্‌রী' নিয়ে ঘোরে,
কাজের সাথে মিঠে আগুন পোহায়।
ফুলের মতন তাজা জীবনগুলি
বিকাশ পাচ্ছে মুক্ত আলোক পানে,
নাই ত তাদের পর্দ্দায় ঘেরা খাঁচা,
হাওয়ার মত স্ফূর্ত্তি সতেজ প্রাণে।
কাশ্মিরীণীর কালো আঁখির মত
বিতস্তার জল নেবার ছলে আসি'
কাশ্মীর-কুঞ্জের শ্রেষ্ঠ কুসুম যত
সাফ করে' যায় কৃষ্ণ কেশের রাশি!
স্বাস্থ্যদীপ্ত লাবণ্যে ঝল্‌মল্‌,
রক্ত যেন ফেটে পড়ে গায়,
যৌবন যেন করে কোলাহল
অঙ্গে অঙ্গে অটল মহিমায়!
লাল টুকটুকে শিশুরা গাছ বেয়ে
আখ্‌রোট্‌ ভেঙ্গে খায় শিস্‌ দিয়ে,
হৈ হৈ করে' জনার ক্ষেতে পড়ে'
কট্‌কটিয়ে ভুট্টা চিবায় গিয়ে।
কুঁদে কাটা মর্ম্মর মূর্ত্তি যেন,
কাশ্মীরী দ্বিজ, রংয়ে ফোটে গোলাপ,

জাফ্‌রাণের লাল তিলক জ্বলে ভালে,
আর্য্যরূপের নিখুঁত ফটোগ্রাফ!
কোথা এতই রকম শিল্পকলা
এমন সূক্ষ্ম, এমন মনোহর,
গড়্‌ছে বুঝি প্রকৃতি নিজ হাতে
কারুকাজের চারু কারিকর।
পশমী শালে 'চেনার' পাতার ছবি,
আখ্‌রোট্‌ কাঠের চেয়ার টেবিল গায়
ড্র্যাগনগুলি খোদা দেখ্‌লে, আজও
মনটা যেন খারাপ হ'য়ে যায়!
বিতস্তার ধীর স্রোতে মোদের তরী
কভু চলে, কভু ঘাটে লাগে,
শোভার মেলায় সুখের বিচরণ,
কোন্‌টা রেখে, কোন্‌টা ধরি আগে!
এলাম যে সেই মানস-সরোবরে,
কোথায় গেল কবিতার সেই কাল?
ফিরিয়ে দাও সে সাধের স্বর্ণ-যুগ,
যাও সভ্যতা, নিয়ে তোমার মাকাল!
এই গন্ধর্ব্ব সরোবর? কই সেই
কলহাস্য জল-কেলির সনে,
জীবন-যুদ্ধে হেরে রাজ্যপাট
বেণু-বীণা কখন গেল বনে?

আবার নৌকা চল্‌ল রে কোন্ পথে,
কোথায় এলাম ? এ কি মায়া-স্থান ?
একটী বিস্ময় না যেতেই দেখি,
আর এক বিস্ময় আকুল করে প্রাণ !
খট্‌খটে দিন রৌদ্রে ঝল্‌মল্,
রং বেরংয়ের বরফের তাজ শিরে,
'স্বর্ণমার্গ' উঠ্‌ল অভ্র হ'তে,
শিলার অঙ্গে ইন্দ্রধনু কি রে ?
'অমরনাথ' অপূর্ব্ব ঠাঁই, সেথা,
তুষার নাকি শিবের মূর্ত্তি গড়ে !
এ জীবনে হবে কি আর দেখা ?
কখন যেন যবনিকা পড়ে !
উঠ্‌লাম গিয়ে উঁচু পাহাড় ভেঙ্গে
বিশ্বজয়ী শঙ্করের সেই মঠে,
ধর্ম্মযুগের দীপ্ত জয়-ধ্বজা
দেখ্‌লাম সেদিন আঁকা পাষাণ-পটে।
হরিপর্ব্বত ওই যে !—পাণ্ডবের
এই পথেই ত যাত্রা অসীমে,
এই তীর্থেই পাঞ্চালীর শেষ গতি
পথের ক্লেশ আর দুর্ব্বিসহ হিমে।
অনেক প্রলয় গেছে উপর দিয়ে,
অতীত যেন পেতে পাষাণ বুক

রক্ষা করে' আস্‌ছে প্রাণপণে
মহাযাত্রার চরণ-চিহ্নটুক।
কুরু-পাণ্ডব স্বপ্ন সম আজ,
রাজা, রাজ্য কারু রক্ষা নাই!
কোথা দিয়ে উঠ্‌ল কবে জ্বলে'
ভারত-নভে মোগল বাদ্‌শাই।
স্বর্গ ভেবে দীন-দুনিয়ার মালেক
গড়্‌ল হেথায় সাধের গ্রীষ্মাবাস,
হয় ত মুগ্ধ পে'ল এ দেশটীতে
নূরজাহানের মুখপদ্মের আভাস।
সিরাজীর সেই লালে-লাল চোখে
ক্ষেতে জাফ্‌রাণ দেখ্‌ল সৌখীন যখন,
ভাব্‌ল, ওর ঐ একটী কেশর তরে
দিতে পারি ভারত-সিংহাসন!
রং মহলে কতই কারিকরি
ফলিয়েছিল স্থপতীবিত্থার,
শিস্‌ মহলে, গুলাব্‌ ফোয়ারায়
খুল্‌ত নিত্য রূপরাশির বাহার!
'নিসাত-বাগ্‌' পরীস্থানের মত
গড়িয়েছিল পরাণ ঢেলে হায়,
তরল-সুখের উৎস ছুট্‌ত সেথা
সকাল সাঁঝে হাজার ফোয়ারায়।

কালো কালো পাথরের থাম দিয়ে
　　মর্ম্মর-বেদী গড়্‌ল কি শোভন,
প্রিয়ার সাথে দ্রাক্ষাসুধা পিয়ে
　　বসে' বসে' দেখ্‌ত রঙ্গিন স্বপন।
মোগল-পাঠান কোথায় গেল মুছে'
　　মহাকালের সতরঞ্চ খেলায়,
কবে হ'ল বেচা-কেনার শেষ
　　কল্লোলিত ঐশ্বর্য্যের সেই মেলায়!
'পরীভবন' দাঁড়িয়ে সুধু আজ
　　মোগল-বিভব করায় ধূ ধূ স্মরণ,
'সলিমার-বাগে' হাজার ফোয়ারায়
　　উঠে বৃথা স্মৃতির নিবেদন।
কখন ভেঙ্গে গেল রূপের হাট,
　　শূন্য কক্ষ স্বপ্নঘেরা বুঝি,
পান্থ আজও কিসের ইন্দ্রজালে
　　মৃত-স্তূপে কাদের বেড়ায় খুঁজি!
রং মহালের পাষাণ প্রাচীর ভেদি'
　　উঠ্‌ছে করুণ কাদের সে বিলাপ?
জড়িয়ে আছে প্রতি অণুটীতে
　　রূপের যেন বিদায়-অভিশাপ!
আজ ত ঝুটা চাঁদির মুকুট পরে'
　　উৎসকুলের রাজ 'চস্‌মাশাহী'

বক্ষ চিরে তোলে স্ফটিক-ধারা,
রটায় বৃথা সাধের বাদশাহী !
পান করেছি 'চস্‌মাশাহীর' ধারা,
পাইনি কোথাও জলের এমন স্বাদ,
রোগের বুঝি সঞ্জীবনীসুধা,
স্নেহের যেন তরল আশীর্ব্বাদ !
গন্ধর্ব্বলোক হ'তে ভিড়্‌ল তরী,
দেখ্‌লাম সে এক পটে আঁকা তীর,
তারই একটা বৃহৎ প্রান্ত জুড়ে'
পড়ে' গেছে মহারাজের শিবির ।
কাশ্মীরাধিপ কই ?—এ কি দেখি
হিন্দুরাজার ধ্বংস-অবশেষ !
হরষ-বিষাদ, সম্ভ্রম-বিস্ময় প্রাণে,
ভেটিলাম সেই স্বাধীন দেশের নরেশ।
শিরে ধবল উষ্ণীষ, শোভে গলে
শুভ্র উত্তরীয়, তিলক ভালে,
দেখ্‌লাম যেন সেকালের এক রাজা,
একাল যেন মিশেছে সে কালে ।
ইনিই রাজা ? এতই শাদা-সিধে,
এমন মধুর, এমন অমায়িক,
ভারতের সেই পুরাণ ছাঁচে ঢালা,
মহামনা, রাজার মতই ঠিক !

মনে আঁকা সেই সহাস্য মুখ,
        আপ্যায়ন আর বিনয় আদর যত,
তাঁহার রাজ্যে রূপ-সাগরে স্নান,
        মর্ম্মে গাঁথা মধুর গানের মত।
দুটী মাসের, সুধুই দুটী মাসের,
        সুখের ক্ষুদ্র শারদ প্রবাস যাপন,
হারুণ-উল্‌-রসীদের যুগে যেন
        দেখেছিলাম বোগ্‌দাদী এক স্বপন!
ভিড়্‌ছে এম্‌নি ঘাটে ঘাটে তরী,
        বরফ পড়া সুরু কেবল তখন,
নীল পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় চূড়ায়
        ধবল শোভার প্রথম সম্ভাষণ।
তুষার-কিরীট গিরির দুটী বেড়া,
        মাঝে গেছে বিতস্তাটী বেঁকে,
তারই উপর ভাস্‌ছি তরী ল'য়ে,
        জাফ্‌রাণের ঘ্রাণ আসে থেকে থেকে।
'ডল'-হ্রদে 'শিকারা'-ডিঙ্গায়
        বাচ লাগিয়ে যেতাম দিনের মত,
পদ্ম-দলে কলহংস কেলি,
        তীরে ফলফুল, ঘাসের শোভা কত!
তালে তালে পড়্‌ত বৈঠাগুলি,
        নায়ে নায়ে উঠ্‌ত সারি গান,

জীবনে কি দু'বার আসে কারও
    সুখের স্রোতে, এমন সাধের ভাসান ?
এত বরণ, এত গড়ন ফুলের,
    সকাল সন্ধ্যায় বিকাশের কি ধূম !
চপল বায়ে উড়িয়ে জাতি-কুল
    দোল খেল্‌ত কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম !
উচ্চ শিলাবেদীর উপর বসে'
    শুন্‌তাম একলা আবেশে থর্‌থর্‌,
মিশ্‌ছে বাঁশের মর্ম্মর-মূর্চ্ছনায়
    ঝর্‌ণার গান—অশ্রু ঝর্‌ঝর্‌ ?
'চেনার'-শ্রেণী আমার মাথায় তখন
    থাক্‌ত তাদের পাতার ছাতা ধরি',
যেন আমার ধ্যানের দ্বারে খাড়া
    তারা ক'টী সজাগ প্রহরী !
পূবে বেগ্‌নী পাহাড়ের বুক চিরে
    উঠ্‌ত ভোরে কাঁচাসোণার রবি,
আবার সাঁঝে গিরিবর্ত্ম বেয়ে
    পড়্‌ত ঢলে' পশ্চিমে সে ছবি !
মনে আছে, সেদিন পৌর্ণমাসী,
    ছাদে গিয়ে বস্‌লাম চুপটী করে',
পূব্‌, পশ্চিম দুই আকাশের গোড়ায়
    ধীরে ধীরে আগুন উঠ্‌ল ধরে' !

উদয়, অস্ত ? না, দু'টী কবিতা ?
স্থখ ? না, এ স্থখের মত ব্যথা ?
বিশ্বারতির এ কি যুগল প্রদীপ ?
আত্মার এ যে অমর অভিজ্ঞতা !
সেদিন জ্যোছ্‌না নাম্‌ছে ঢলে' গলে',
রজত শৃঙ্গের থাকে থাকে থেমে
তুষারধারায় নেয়ে শীতল হ'য়ে
পাহাড় বেয়ে ধেয়ে আস্‌ছে নেমে !
প্রাণের সিন্ধু উঠ্‌ল উথলিয়া,
বক্ষ-প্রাচীর ভেঙ্গে বুঝি যায় !
তার পরে ?—সব চুপ ! —এখান থেকে
স্বর্গ-স্মৃতির কাছে চির-বিদায় !
কখন শুন্‌লাম কর্ম্মভূমির ডাক,
শোভার সভা ভঙ্গ জন্মের মতন,
কিছুই এখন পড়ে না ত মনে,
স্বর্গ হ'তে কবে হ'ল পতন !

ঝড়ের দিনে পদ্মা-বক্ষে

হো হো হেসে এল পাগ্‌লা বাতাস!
আর্দ্র নয় সে ঊর্দ্ধ-ধারায়,
ঊষর ধূসর মরুর প্রায়,
বিরস প্রাণের হাহার ন্যায়,
নিয়ে তীব্র পিয়াস
হো হো হেসে এল পাগ্‌লা বাতাস!

অধীর মেঘের নিবিড় স্তর
শুন্‌ছে যেন ভয়ে নিথর
বধির করে' বিশ্বকুহর
বাজ্‌ছে কালের কাঁস!
অট্ট হাস্‌ছে আঁধার থালি,
পাথার দিচ্ছে করতালি,
এ কি নীরদ-বরণ কালী
সৃষ্টি কর্‌ছে নাশ!
হো হো হেসে এল পাগ্‌লা বাতাস!

নাচ্‌ছে যেন বিভীষিকা,
কাঁদ্‌ছে যেন প্রহেলিকা,
ডাক্‌ছে যেন মরীচিকা
পাকিয়ে মরণ ফাঁস ;
পাতাল ছেড়ে অনন্ত নাগ
দোলা কর্‌লে গাছের আগ্,
উড়িয়ে দিলে বালির ফাগ
ছড়িয়ে বিষের শ্বাস,
হো হো হেসে এল পাগ্‌লা বাতাস !

মতির গতির নাই কোন ঠিক,
যেন কর্ণ বিহীন নাবিক,
অথবা দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক
ঘুর্‌ছে চারি পাশ !
এই সোজা, এই আবার ঘোরে,
প্রবল ধাক্কা আস্‌ছে জোরে,
প্রলয় যেন পরাণ ভরে'
কর্‌ছে লীলার রাস !
হো হো হেসে এল পাগ্‌লা বাতাস ।

প্রকৃতির এই ত্যাজ্য ছেলে,
বিকৃতি নিজ হাতে পেলে,
ধরায় বুঝি দিল ফেলে
দেখ্‌তে জড়ের বিলাস।
হাম্বা কাঁদে—কই গোশালা?
লণ্ডভণ্ড খড়ের পালা,
উড়্‌ছে দুখীর কুঁড়ের চালা,
তরুতলে বাস;
হো হো হেসে ফির্‌ছে পাগ্‌লা বাতাস।

আর্ত্ত পাখীর কাতর ভাষা
উঠ্‌ছে ঘিরে ভগ্ন বাসা,
শাবকগুলির ভাগ্যে খাসা
নিরেট উপবাস!
খুনীর মত খুনের নেশায়,
মেতেছে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলায়,
জল-স্থল-ব্যোম মথে' বেড়ায়
খেয়ালের এই দাস!
হো হো হেসে নাচ্‌ছে পাগ্‌লা বাতাস!

কর্ম্মনাশা বায়ুর হাঁক
বাড়ায় কীর্ত্তিনাশার ডাক,
ঊর্দ্ধে লাফায় ঢেউয়ের ঝাঁক,
ভাঙ্গ্‌তে নীলের নিবাস!
পাক পড়েছে অধীর নীরে,
কুমারের চাক তরী ফিরে,
সমাধি তার দিতে কি রে
টান্‌ছে জলোচ্ছ্বাস?
হো হো হেসে ঘুর্‌ছে পাগ্‌লা বাতাস।

ছুট্‌ছে কত তরীর হাল,
ভাস্‌ছে কারও ছাদের চাল,
উড়িয়ে নিল উড়ান' পাল,
ভাঙ্গ্‌লো পালের বাঁশ,
রক্ত-তৃষায় পদ্মা মাতাল,
তরী নিয়ে চল্‌ল পাতাল,
বাজ্‌ছে রণবাদ্যের তাল,
নাই ক অবকাশ,
হো হো হেসে নাচ্‌ছে পাগ্‌লা বাতাস!

শ্মশান-বহ্নি জ্বলে জ্বলে,
যাত্রীর আর্ত্ত কোলাহলে
পাষাণ বুঝি যায় রে গলে'
জলই সুধু উদাস!
ভূমিকম্পে যেমন করে'
প্রবল ধাক্কা আসে জোরে,
তেম্‌নি ধারা কাঁপে ও রে,
ধরণীর ক্ষীণ আশ!
হো হো হেসে নাচ্‌ছে পাগ্‌লা বাতাস

নাই রে নাই বিশ্বে প্রভু!
থাক্‌লে চুপ সে থাক্‌ত কভু!
যাত্রী, ডাক কারে তবু
হরণ কর্ত্তে ত্রাস?
— উপর হ'তে হ'ল হঠাৎ
ডাকের সাথে ধারার পাত,
ভেঙ্গে দিল সব উৎপাত,
ধরার হা হুতাশ!
সুধীর হ'য়ে গেল অধীর বাতাস।

ঈশ্বরহীন আত্মা যেমন
পেয়ে প্রজ্ঞা-রবির কিরণ,
জলে' ওঠে করি' ছেদন
তমের নাগপাশ!
অসীমের পথ হেঁটে হেঁটে
তিমিরের স্তূপ ঘেঁটে ঘেঁটে
তেমনি নীলের বক্ষ ফেটে
পূর্ণচন্দ্র-হাস।
সুধীর হ'য়ে গেল অধীর বাতাস।

জ্যোছনার গাঙ্গে ডাক্‌লো বান,
ভেসে এল বাঁশীর তান,
কোথা হ'তে গেল রে প্রাণ
শোভা-রাজ্যের সুবাস!
তবু প্রাণে বিষম ধন্ধ,
আলো-ছায়ায় যেন দ্বন্দ্ব,
ঘোচে না কিছুতে সন্দ,
যায় না অবিশ্বাস!
মধুর হ'য়ে বইতে লাগ্‌ল বাতাস।

হয় ত জীবের এই নিয়তি,
প্রলয় তাহার অধিপতি,
নাই আত্মার পরিণতি,
অনন্তে বিকাশ।
আলো দিয়ে তারা তারায়
—তাড়িত-ভাষায় খবর চালায়!
তেম্‌নি আলাপ আত্মায় আত্মায়
বৃথা বারোমাস!
চিন্তা-স্রোতে ঢেউ তুল্‌ছিল বাতাস!

বল্‌ মা, তবে দাঁড়াই কোথা?
প্রাণে দিয়ে প্রাণের ব্যথা
না বুঝে তুই যথা তথা
এম্‌নি যদি কাঁদাস্‌।
যে মা প্রাণের শান্তি নাশি'
হাসিস্‌ অবহেলার হাসি,
সেই মা কখন আবার আসি
আঁখির ধারা মুছাস্‌,
প্রাণের কথা শুন্‌তেছিল বাতাস।

এই দেখি তোর মাতৃবেশ,
এই দেখাস্ বিমাতার দ্বেষ,
মায়ার তোর, মা, পাই না শেষ,
এই কাঁদাস্, এই হাসাস্ !
যখন দিয়ে সাগর পাড়ি,
প্রবাস ছেড়ে যাব বাড়ী,
সেদিন বুঝি যাবে ছাড়ি
ভাগ্যের উপহাস !
চিন্তা-স্রোতে ঢেউ তুল্‌ছিল বাতাস।

নিবি বা তুই কোলে তুলে,
জটিল যা সব, দিবি খুলে,
দেখ্‌বো মা, তোর পদমূলে
কোটি বিশ্ব প্রকাশ !
নখর-পদ্মে বিকশিত
রবি-শশী অগণিত,
কোটী গ্রহ আবর্ত্তিত
কত মহাকাশ !
চিন্তা-স্রোতে ঢেউ তুল্‌ছিল বাতাস !

দেখ্‌বো ঘুরে ছায়ার লোকে,
নূতন দৃশ্য নূতন চোখে,
গভীর সুখে, অধীর শোকে,
পাব শুভ আভাষ !
যেথায় তর্‌ছে ধরার ধূলি,
অণুর পরমাণুগুলি,
সে অভয়-ক্রোড় দিবে খুলি'
স্নেহের চিরাশ্বাস !
চিন্তাস্রোতে ঢেউ তুল্‌ছিল বাতাস।

যা খুসী মা, শেষে দিও,
মুক্তি আমার হরে' নিও,
জন্ম-ঘোরে ঘুরাইও,
হব না নিরাশ।
হেরে জিত্‌তে জীবন-রণে,
খাঁটি থাকৃতে প্রলোভনে,
যদি দাও সব জন্মক্ষণে
ভক্ত প্রাণের বিশ্বাস !
চিন্তা-স্রোতে ঢেউ তুল্‌ছিল বাতাস !

পূর্ব্ব-জন্ম না দিক্ দেখা,
অজ্ঞাতে সে কর্ম্ম-লেখা
আঁক্‌বে ভালে ভাগ্য-রেখা।
ধর্‌তে গতির 'রাশ'।
ডাকটি পড়্‌লে যাব চলে'
এ কোল থেকে মা'র ও কোলে,
মৃত্যুরে অমৃত বলে'
বর্‌বো তারই গ্রাস!
শুন্‌তেছিল প্রাণের কথা বাতাস!

সেদিন ঝড়ের অবসানে,
উঠ্‌বে পূর্ণচন্দ্র প্রাণে,
হবে মৃত্যুর বিজয়-গানে,
জীবনের শেষ নিকাশ!
শেষ, না অশেষ!—হব যে পার
কত জন্ম-মৃত্যুর দ্বার,
কত পড়া, উঠা আবার,
তার পরে ত খালাস!
প্রাণের কথা সবই শুন্‌লো বাতাস।

মেঘ-রাজ্যের সংবাদ।

সাত হাজার ফিট উঁচায় চড়ে' ঘাড়টা কল্লেম খাড়া,
নীচের দিকে হেলায় চেয়ে গোঁফে দিলেম চাড়া!
ঠেক্‌ল নীচটা যতই নীচু, যতই না কি দূর,
মনে হ'তে লাগ্‌ল নিজকে ততই বাহাদুর!
বন্ধুর পথে শেষে যখন ছুটিয়ে দিলাম ঘোড়া,
মনে হ'ল, সংসারটার পরোয়া রাখি থোড়া,
'দুদিনের বৈরাগী যেন পেরসাদ বলেন ভাত্‌কে
নূতন পৈতাওয়ালা যেন ভেঙ্গান নিজের জাত্‌কে!'
এম্‌নি যা হয় ব'লো; কিম্বা হাস্‌তে হয় হেস,
তার আগে ভাই, একবার তুমি এই পাহাড়ে এস।
বুঝ্‌লে, এটি শিশুর স্বর্গ, রোগীর সদ্য আরাম,
যুবার যেন কল্প-কুঞ্জ, বৃদ্ধের সান্ধ্য বিরাম!
কথা শুনে হাস্‌ছ? বল্‌ছ,—সেই ত দার্জ্জিলিং,
নূতন রূপ ত বেরোয় নি তার গজায় নি ত শিং!—
আমিও ঠিক তোমার মতই গেলাম এবার হেসে,
খেলা কর্‌তে গিয়েছিলাম, কেঁদে এলাম শেষে!
পথের শোভাও কি এক চোখে দেখ্‌লাম যেন এবার,
পুরাণ ছবি নূতন হ'য়ে দেখা দিল আবার।

উঠ্‌ছে ও কি বোঝাই ট্রেণ, ঘুরে-ফিরে ধেয়ে,
না, বাসুকির বংশধর চড়্‌ছে পাহাড় বেয়ে ?
পুরাণ বন্ধু পাগ্‌লা-ঝোরার সঙ্গে পথে দেখা,
হো হো হাস্তে বিজন স্থানটী মাত কচ্ছিলেন একা ;
ছেলে পিঠে নেপালিনী নামে যেমন সোজা,
ইনিও পড়েন পাহাড় থেকে নিয়ে জলের বোঝা।
আবার বল্‌ছি, সাত হাজার ফিট উঁচু পাহাড় চড়ে',
মনটা গেল চুরি, গেলাম বড়র প্রেমে পড়ে'।
উঁচু দিকে চেয়ে চেয়ে নজরটাও ঠিক কেমন
উঁচু হচ্ছে ! নিজকে যেন ঠেক্‌ছে নূতন-নূতন !
মেঘের রাজ্যে কল্পনাও ঠিক ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া,
রাশটা সুধু ছাড়, বস্, লাগ্‌বে না আর কোড়া !
হঠাৎ দেখ্‌বে, সোণার ভাব সব ছাড়া-মেঘের প্রায়,
আভের রাজ্যে হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে-উড়ে বেড়ায়।
বল্‌বো আর কি, প্রথম দিনেই মায়া-রাজ্যে ঢুকি'
আমার দুটী খোকা আর একটী মাত্র খুকী
কি এক রকম হ'য়ে গেল ; ভাবে, আর কি থাকে,
বুঝি তাদের প্রাণটা কি এক নূতনতর ঠ্যাকে।
নীল পাহাড়ের ফ্রেমে আঁটা, আভের কাঁচে ঢাকা,—
ভাবে, দেশটা ছবি একটী—সোণার পটে আঁকা !
একরত্তি সেই বীরবর, যিনি সবার ছোট,
সুধু দুটি বসন্তের সে চারা ফোট'-ফোট'

মায়ার রাজ্যে পা দিয়েই তার আর এক রকম মূর্ত্তি,
কচি বুকে ধরে না তার যেন তরল স্ফূর্ত্তি !
ঠেলা-গাড়ী নিজেই ঠেলে' পাহাড়ে' পথ ভাঙ্গে,
যেন খুসীর বান ডেকেছে তার সে কচি-গাঙ্গে !
ফুটফুটে মুখ—লাল ! তবু বল্‌বে না সে,—'থাক্‌' !
একরত্তিটীর বিক্রম দেখে' সবার লাগে তাক্‌ ।
বড় খোকাও কম নয়, সে ঘোড়ায় চাপে যখন,
দিদির দিকে গর্ব্বে চেয়ে, মুচ্‌কে হাসে তখন ।
ভাবটা,—দিদি, দেখ আমি কেমন মস্ত সোয়ার,
তোমার মত মানুষ ঘোড়ার থোড়াই ধারি ধার !
দিদি বলেন,—রেখে দাও না, ঘোড়া, না ও 'টয়',
বড় বড় ঘোড়া চড়্‌তেও আমার নাই হে ভয় ।
নেচে নেচে ওঠা নামা, সে 'ডাণ্ডি' ত মা'র !
'রিক্‌স' ঠা'কুমার, তা হোক্‌ !—ঘোড়াই প্রিয় আমার ।
বোন-ভাইদের একটী জায়গায় ভারি কিন্তু মিল,—
পাহাড়ের রূপ দেখ্‌তে সবার দিলে মিলে দিল্‌ ।
পাহাড়ের পায় লুটিয়ে পড়ে মেঘ শাদা শাদা,
পাহাড় উঁচায়, মেঘ নীচে, মেঘগুলো কি গাধা !
শুনে' ভাব্‌ছো,—লোকটা খালি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে,
সত্যি বল্‌বো, ছোট্টটুকু, যে টলে' টলে' চলে,
সেও যখন আকাশ-সরে কিরণ-কমল ফোটে,
নীল-শিখরের শাদা মেঘ মাথায় করে' ওঠে

কাঞ্চনের এক শৃঙ্গ ! আর, তাহারই ওপর,
শুভ্র মেঘের থাকটি গিয়ে ধরে নীলাম্বর,
অম্‌নি সোণামুখে ফোটে কত ছড়া, গান,
শিশুর কাছেই আগে পৌঁছে প্রকৃতির আহ্বান !
নিসর্গের যে নিখুঁত ফটো—স্বচ্ছ বুকেই ওঠে,
বৃহৎ যা, তা কচি প্রাণেই স্পষ্ট হ'য়ে ফোটে।
আমরা দেখি সৌন্দর্য্যেরে বিচারকের চোখে,
ভবের হাটে সওদা কর্ত্তে বিজ্ঞেরা যাই ঠকে' !
মেকি নিয়ে মাতি, সার হয় খুঁটি-নাটী ঘাটাই,
আলোচনার চোটে শেষে কলম গলা ফাটাই !
শিশুর সঙ্গে শিশু হ'য়ে কাট্‌ত আমার বেলা,
তারা তিনটী, আমি একটি, চার পাগলের মেলা !
এর মধ্যে কত কাণ্ড, নালিশ, কয়েদ্‌, বিচার,
এই সাজ্‌ছি অপরাধী, এই সালিশ আবার !—
ও আমারে চিম্‌টি কাট্‌লে, সে ডাক্‌লে গাধা !
ও আমারে কালো বল্লে, নিজে ভারি শাদা !—
একরত্তিটি জাঁদ্‌রেল, অতর ধারে না সে ধার,
তার কাছে সব 'কোর্ট মার্শাল,' এক কথাতে বিচার !
ক্ষমা কর, পাঠক, কথা বেড়েই স্থধু যায়,
পিতা আমি, পিতা যারা, বুঝ্‌বে তারা আমায় !
সাতটি নয়, পাঁচটী নয়, আমার তিনটী ধন,
এদের কথা বল্‌তে বল্‌তে হ'য়ে যাই যে কেমন !

বুঝি, এটা দুর্ব্বলতা ! পরের এত কথা,
শুন্‌তে কার বা দায় পড়েছে, এতই মাথাব্যথা !
তবু এটা অতি সত্য, আমার গোলাপ-গাছে
তিনটী কুঁড়ি আলো করে' শোভা করে' আছে !
এদের নিয়ে গর্ব্বভরে কাটে আমার দিন,
সাতটী নয়, পাঁচটী নয়, সুধই তারা তিন !
এদের সাথে বিভোল হ'য়ে খেল্‌ছি সারা বেলা
প্রকৃতির এই লীলা কুঞ্জে, সাধের হোরি-খেলা !
পাহাড় থাকে অবাক্ হ'য়ে মোদের পানে চেয়ে,
মেঘেরা সব কাছে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরে বেড়ায় নেপালীদের গান,
ব'য়ে আনে অনেক কালের অনেক অভিজ্ঞান।
ভুটিয়াদের নাচের চোটে পাহাড়টী গুল্‌জার
হিমালয়ের ছেলে-মেয়ের স্নেহের অত্যাচার !
বড় খোকা 'ফিলজফার' চুপটি করে' আছে,
হঠাৎ বলে' উঠ্‌ল—দিদি, ওই যে মেঘের পাছে
আকাশ গিয়ে যেখানটীতে হ'য়ে গেছে শেষ,
হয় ত সেটা এর চেয়েও ঢের ভাল দেশ !
দিদি একটু বৈজ্ঞানিক, বলে,—বাবা, খোকা
শুন্‌লে, বল্‌ছে কি ? ও ত আস্ত একটী বোকা :
আরে গাধা, এও জান না, আকাশ যে নয় কিছু,
নাই যাহা, কি আর থাক্‌বে সেই শূন্যের পিছু।

ছোট্টটুকু চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—'খোকা বোকা' বলে',
'ফিলজফি' ভেসে গেল হাসির মহা রোলে।

নভের মাঠে মেঘ-দৌড়! ছুট্‌ছে সেদিন মেঘ,
উপর নীচ মুছে ফেলে' কর্‌লে যেন এক।
লুকিয়ে ফেল্লে, বেমালুম ঘর-বাড়ী গাছ-পালা,
ঢাক্‌ল উঁচু পাহাড়ের সেই ঢেউ-খেলান' মালা।
অভ্রের আঁধার মনে হ'ল, যেন একটি সাগর,
নাই গর্জ্জন, নাই নর্ত্তন, পাটীর মত নিথর।
ক্ষুদ্র গৃহকোণটী যেন ছোট একটী তরী,
আমরা চারজন চড়নদার যাচ্ছি পাড়ি ধরি'।
নাই রে নাই, কূল ত নাই; নিরুদ্দেশে কোথায়
স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছি ভাসানের এক নেশায়!
অকরত্তির হাতে যেন আছে তরীর হাল,
কারণ, তারই বেশী জানা ওপারের সব চাল,
উঁচায় আঁধার, নীচে পাথার, হয় ত ভেসে ভেসে
হঠাৎ গিয়ে উঠ্‌ব আমরা মেঘমালার দেশে।
সাথে সাথে মনে এল, মেঘমালার গান,—
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, তিন কন্যে খান।
কবে হ'ল কেন হ'ল, মেঘমালার দেশ?—
ছেলেবেলার এ জিজ্ঞাসার হয় নি আজও শেষ।

কেমন সে দেশ ?—নাই কি সেথা রাত্রি আর দিন ?
চাঁদ নাই, পূর্ণিমা নাই, আকাশ উদাসীন ?
আর মানুষ কি পাষাণ হ'য়ে আছে অভিশাপে ?
তাদের শ্বাস কি উঠ্‌ছে জ্বলে' নীরব পরিতাপে ?
আভের বালিশ শিথান দিয়ে, শুয়ে প্রবাল-খাটে
কি স্বপনে তিন কন্যার প্রহরগুলি কাটে ?
কখন দেয় সুধার ছড়া আঙ্গিনার চা'র ধারে,
পান্নার প্রদীপ জ্বালে কখন মোতির দীপাধারে ?
দুধের সরোবরে এসে কখন নেয়ে যায়,
মণি-বেদীর উপর বসে' কেশের রাশি শুকায় ?
মুক্তার রেণু দিয়ে কখন রুচির অঙ্গ মাজে,
হীরার মুকুর কাছে রেখে কেমন বেশে সাজে ?
ইন্দ্রধনু রঙ্গের ঝিক্‌মিক্ হাওয়ার শাড়ী পরে'
মেঘের রথে চড়ে' তারা সপ্ত আকাশ ঘোরে !
বিদ্যুতের চক্‌মকি ঠুকে' জ্বালায় তারার বাতি,
কি রূপকথা ক'য়ে তারা কাটায় দীর্ঘ রাতি ?
কখন্ তাদের রাত পোহায়, পাখী করে গান,
কেমন করে' সূর্য্য ডোবে, বেলার অবসান ?
কিম্বা মেঘমালার দেশে নাই সন্ধ্যা প্রভাত,
আকাশজোড়া আঁধার সুধু ফেরে সাথে সাথ !
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই কি কোন সুর,
স্বপ্নে ছাওয়া, মায়ায় নাওয়া নিস্তব্ধতার পুর ?

না, সে ঝঞ্ঝা-বজ্র আর করকার ঘোর গহ্বর,
কালোবরণ প্রলয় আছে বেঁধে সেথায় ঘর ?
ঠিক আলেয়ার আলোর মত বিদ্যুৎ-বাতি তার,
অন্ধকারে মাথায় যেন আরও অন্ধকার !
জোয়ার যখন নেবে মোদের তিন কন্যের দেশে,
ধরার মানুষ দেখে তারা মিলিয়ে যাবে হেসে !
বাবুইয়ের ঝাঁক্ উড়ে গেল হি হি করে' তখন,
দু' ভাগ করে' দিয়ে গেল আমার জমাট স্বপন !
অনেক দিনে পাখী দেখে, খোকা বল্লে,—'খাসা',
আমি বল্লাম,—'ওদের চেয়েও খাসা ওদের বাসা !'
খুকী বল্লে,—'ওদের বাসা দেখ্‌বো গিয়ে কাল',
ছোট্টটুক্ 'পাখী' নেব,' ধর্‌লে এই তাল !
কোথায় গেল তিন কন্যে, মেঘমালার গান,
এ যে আমায় পেয়ে বস্‌ল ধরার তিনটী প্রাণ !
পাহাড়ের সা'র উঠ্‌ল ভেসে ; আলো করি' আকাশ
জ্বল্‌লো রবি ;—স্বপ্ন ভেঙ্গে সত্য যেন প্রকাশ !
সূর্য্য দেখে' পড়ে' গেল ভারি কোলাহল,
রোদে বুঝি শিশু-প্রাণের ফোটে শতদল !
সারাটা দিন বাইরে বাইরে হৈ হৈ আর খেলা,
পদ্মের মত প্রাণগুলি তাই লুটায় সন্ধ্যেবেলা।
বাড়ীর গাছে ফুটে থাকে রং বেরংয়ের ফুল,
পাড়া নিয়ে তিন ভাই বোন্ বাধায় হুলুস্থুল।

পাহাড়ে' ফুল কাণে পরে, গোঁফে পকেট টুকে,
গর্ব্বের হাসি খেলিয়ে যায় তাদের চোখে মুখে !
ফুলের মত প্রাণের কাছে ফুলেরই ত আদর,
লক্ষ টাকার হীরার নাই সেথায় কোনই কদর !
ফুলের পুতুল ছোট্টটুক ! সে ফুল দিয়ে যায় আমায়,
স্বর্গের নির্ম্মাল্যটী যেন পড়ে আমার মাথায় !
এম্‌নি স্বপ্নে কাট্‌ছে দিন হিমালয়ের কোলে,
প্রকৃতি-মা'র শিষ্য হ'য়ে বিশ্ব কে না ভোলে ?
হিমালয়ের সাজান' বাগ, মানুষ বলে আমার,
ঘুর্‌লাম একদিন অনেকক্ষণ ছায়ায় মায়ায় তার।
এমন রূপের পাতা-বাহার, রুচির ফুলদল,
হিম দেশের এতই রকম লতা পাতা ফল !
'পাইন' একটী দেখ্‌লাম,—যেন হাজার-ডেলে ঝাড়,
আলো করে' দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার পাহাড়।
কত জীবের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌লাম কত সাজে,
হিমালয়ের বার্ত্তা যেন পেলাম তাদের মাঝে।
প্রতিদিনই কাঞ্চনশৃঙ্গ উঠ্‌ত প্রভাতটীতে,
যেন তিনটী কচি ভক্তের ভোরের প্রণাম নিতে !
কখনও বা বরফ দেখ্‌তে আস্‌তো ভোরে উঠি'
রবি শশী একই সাথে,—আলোর যমজ দুটী !
ধবল-শোভা অচল হ'য়ে থাকৃত সারাবেলা,
দেখ্‌তো যেন তিনটী প্রাণের সারা দিনের খেলা।

সোণা রবির সোণার করে সাঁঝে করে' স্নান
জানিয়ে যেত তিনটী প্রাণে বেলার অবসান।
মেঘ-সমুদ্রে হীরার পাহাড় লুকিয়ে যেত হঠাৎ,
তিনটী কোমল প্রাণে দিয়ে যেন একটী আঘাত!
দেখে' দেখে' জাগ্‌তো বক্ষে উদার বিশ্ব-প্রীতি,
মনে হ'ত, প্রাণটা যেন কবিতা বা গীতি!
শৃঙ্গে শৃঙ্গে উঠ্‌ত বেজে বিশ্ব-বীণার তান,
মেঘে আলোয় আরোহিয়া ঊর্দ্ধে ছুট্‌তো গান!
মেঘ দিয়ে পাহাড় বেয়ে স্বর্গ আস্‌তো নেমে,
উচ্চ-নীচ একাকার পুণ্যে আর প্রেমে!
প্রাণের প্রাণে উঠ্‌তো ফুটে' নিরাকারের রূপ,
পদে পড়ে' কোটী জগৎ সসম্ভ্রমে চুপ!
আঙ্গিনায় শুনে একদিন কলরব ও হাসি
বাহির হ'তেই খোকা ধর্‌লে—'বাবা, দেখই আসি'!'
হাত ধরে' সে টেনে আমায় দেখায় অসীমে
আঙ্গুল দিয়ে কি এক নিধি! পাহাড়ের সেই হিমে
দেখ্‌লাম প্রথম চন্দ্রোদয়! দিদির হাতটী ধরে'
কি স্বপন দেখ্‌ছে খোকা প্রাণের আঁখি ভরে'!
ভোলা ভাব তা'র বাড়্‌ছে!—দেখ্‌লাম, এ কি শুধু চাঁদ?
কোলে মায়ামৃগ, এ যে রূপের একটী ফাঁদ!
দেখ্‌লেই মনে হয়, এরে হিয়ার মাঝে বাঁধি',
নিরজনে পরাণ ভরে' গভীর সুখে কাঁদি!

খুকীও আজ গলে' গেছে খোকার মতই প্রায়,
বিভোল হ'য়ে চেয়ে আছে আকাশের সেই গোড়ায় !
পাহাড়ের সা'র অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে নীচে !
মেঘের বহর নেমে গেছে পাহাড়ের ঠিক পিছে।
ছোট ছোট মঠগুলি কি দেখ্‌ছি গিরি-চূড়ায়,
না, পাইনের সারি মাখ্‌ছে চাঁদের কিরণ গায় ?
খুকী বল্‌লে,—এমন চাঁদটী ওঠে না ত নীচে !
খোকা বল্‌লে,—'এই খাঁটি চাঁদ, আর যা দেখ মিছে !'
হিমের ভয়ে একরত্তিটী দেখ্‌লে না ত চাঁদ,
অমন ভক্ত পেলি নে রে, চাঁদ, তুই আজ কাঁদ !
শার্‌শি দিয়ে জ্যোছনা দেখে আনন্দ কি তার !
বক্‌ছে মেলাই আবোল-তাবোল, ফুরায় কি তা আর ?
বোবা যেমন আবেগভরে বুঝায় মনের কথা,
ভাবে, সবই বল্লেম, ফোটে সুধুই ব্যাকুলতা !
এ আবার কি ?—নীল সাগরে রূপার পাহাড় নাকি ?
দেখে প্রাণ যে জুড়িয়ে গেল, ফেরে না আর আঁখি !
শত্রু হও, মিত্র হও, একবার দেখে যাও,
এমন দিনে ভেদাভেদ সবই ভুলে যাও !
কাঞ্চনশৃঙ্গে আজ যে উদয় মধুর পৌর্ণমাসী,
শুভ্রতায় কি কর্‌ছে স্নান পবিত্রতারাশি ?
শোভায় আভায় কোলাকুলি, পুণ্যে মিশ্‌ছে প্রেম,
তুষার কোলে জ্যোছনা, যেন ক্ষমার বুকে ক্ষেম !

ও কি মৌন স্বর্গ-আহ্বান ধরার প্রান্তে প্রকাশ,
না, ও একটী স্তব্ধ ক্ষান্তি ব্যাপি সুরের আকাশ ?
কাঞ্চনজঙ্ঘা, জ্যোছনা, আকাশ,—মাঝে তিনটী প্রাণ !
এমন সময় হ'ত যদি প্রাণের অবসান !

সিংহলের স্মৃতি

প্রশ্ন খালিই কচ্ছিস্ আমায়, বিভা, *
হঠাৎ ছেড়ে আরাম-খানার আয়েস
গিয়েছিলাম কালাপানির পারে,
দেখ্‌তে কবে রাবণরাজার দেশ ?
সাগরের জল সেদিন পাটীর মত,
ছিল কিনা চুপটী করে পড়ে',
না, জাহাজটা দুলেছিল বেশ
অধীর ঢেউয়ের ঝুলন দোলায় চড়ে' ?
আগে শুধু জল, ধূ ধূ জল,
হঠাৎ জাহাজ ছেড়ে দিল যখন,
কোথায় আমরা, কোথায় রইলি তোরা,—
মনে হ'য়ে মন কচ্ছিল কেমন ?
—প্রশ্নের উপর প্রশ্নের বোঝা চাপে,
একটু আমায় ছাড়্‌তে দে মা, শ্বাস,
এ সংসারে হিসেব নেওয়া সোজা,
দিতে যে যায়, তার ত দফা নিকাশ !

*আমার কন্যা।

পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ 'পেনের' আগায়,
প্রশ্নগুলি খইয়ের মতই ফোটে,
তরুণ মগজ প্রশ্নের ত্রাসেই শুকায়,
স্বাস্থ্য ভাগে সে পরীক্ষার চোটে!
পুরাণ কথা তুল্‌লি, মেয়ে, আজ,
এই প্রথম, অনেক দিনের পর!
সে যে আজ দশ বছরের কথা,
বুঝ্‌লি, বিভা, ঠিক দশটী বছর!

(২)

বল্‌ছিস্‌—রাক্ষস সভ্য হ'ল কবে?
গিলে খেত আস্ত মানুষ যারা,
তাদের নাকি খাদ্য নিরামিষ,
অহিংসার পাণ্ডা নাকি তারা?
রামায়ণের স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
সোণার সাজ তার চুরি ত হয় নাই?
আছে ত সে অমর বিভীষণ,
রাবণ-রাজার মায়ের পেটের ভাই?
আছে কি সেই শিলা সেতুর বাঁধ,
বানর-সেনা হ'ল যাহে পার?
কেমন করে' ঘিরেছিল তারা
সোণার লঙ্কার চারটি সিংহদ্বার?

এখন বুঝি পাথর হ'য়ে আছে
　　শূর্পণখার কুলোর মত কাণ ?
দেখেছ কি রাবণ-রাজার চিতা,
　　জ্বল্‌ছে যাহা সারা দিন-রাত সমান ?
কুম্ভকর্ণের মুণ্ডুটা আজ বুঝি
　　হ'য়ে আছে আস্ত একটা পাহাড় ?
অমর হনুর বড় আদরের
　　অমৃতের গাছ, হয় নি ত সব উজাড় ?
মহীরাবণ লুকিয়ে থাক্‌ত যেথায়,
　　দেখ্‌লে কি সেই পাতাল-তলের পুরী ?
সীতা যেথা কাঁদ্‌তেন একা পড়ে',
　　সে অশোকবন দেখেছ ত ঘুরি' ?
ভূগোল খুল্‌তেও ভুল নাই বাছা, তোর,
　　প্রশ্ন কচ্ছিস্‌ 'গ্লোব' সাম্নে রেখে,
করবি ভূগোল চিরদিনই গোল,
　　ভূগোল শিক্ষা মানসের 'ম্যাপ' দেখে !
মনে আছে, কাল বৈশাখী তখন,
　　ঝড়ের দিনে ঝড়ের মতই মেতে
বেরিয়ে প'লেম বন্দীখানা ভেঙ্গে,
　　নূতন দেশের নূতন হাওয়া পেতে !—
কথা শুনে', হাস্‌ছিস্‌ একটু মিঠে,
　　ভাব্‌ছিস্‌, মা,—তোর বাবা বেজায় বকে !

সত্য বল্‌ছি, বাহির হই নাই পথে
দেশ দেখার ক্ষুদ্র একটা সখে।
সাগর আমায় স্বপ্নে দিল দেখা,
গভীর ঘোষে ডাক্‌লে,—'আয়রে কবি!'
সিংহল স্মরণ কর্‌লে,—দেখ্‌তে তার
সাগরের 'ফ্রেম'-আঁটা মাটীর ছবি!
সোণার শচী * মায়ের পেটেই তখন,
তুই একটী দু'বছরের লোক,
বিদায় যখন চাইলাম ভাঙ্গা গলায়,
দেখ্‌লাম, তোর মা খালিই মুচ্ছেন চোখ!
এ জীবনে অনেক হাসা, কাঁদা
বিদায় নিয়ে গেছে যে তার পর,
সে যে আজ দশটী বছর, বিভা,
ব'য়ে গেছে পুরো দশটী বছর!

(৪)

রেল গাড়ী ঠিক তোরই মত শিশু,
বুকে তাহার আগুন যখন জমে,
মানে না সে কারও দোহাই-ডাক,
ফূর্ত্তিটুক তার ঝাড়ে একটী দমে!
ঢং ঢং ঢং তিনটী ঘণ্টা প'ল,
বিদায় হ'ল গাড়ী কটক হ'তে,

* আমার-জ্যেষ্ঠ পুত্র।

যাত্রার বাঁশী উঠ্‌ল কখন বেজে,
ছুট্‌লাম বেগে মদ্র দেশের পথে।
মুখ বাড়িয়ে ছিলাম বিভোল চেয়ে,
আলোর মালা যেতে লাগ্‌ল সরে';
মনের আঁধার মিশ্‌লো বাইরের সাথে,
উঠ্‌তেছিল বুকটা কেমন করে'!
বাইরের দিকে আবার চাইলাম যখন,
দেখ্‌লাম, আঁধার জমাট গাছে গাছে!
নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়্‌লাম চুপে,
কিছুই যেন নাই রে বুকের কাছে!
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুমের মধ্যে শুধু
মনে হ'তে লাগ্‌ল বার বার,
এ বিদায় হয় যদি চির-বিদায়?
যদিই ফিরে নাহি আসি আর!

হুজুক্! খেয়াল! ঝোঁক!—যা হয় বল্,
ছুট্‌লাম সে দিন কোন্ চুম্বকের টানে,
কেমন করে' বুঝাই আজ তা তোরে,
প্রাণের ভাষা পাই না অভিধানে!

(৫)

পথে যেতে 'চিল্কার' সঙ্গে দেখা,
তখন সূর্য্য হচ্ছে সবে লাল,

নভপদ্মের মৃণালগুলি এসে,
জড়িয়ে ধর্‌ছে জল-পদ্মের নাল!
হ্রদ ?—না, এ দুধ সমুদ্র দেখি,
নীলাকাশ তরল-নীলে শয়ান,
আদি-দেব ক্ষীরোদ-সিন্ধু স্রোতে,
কচ্ছেন যেন অনন্তে প্রয়াণ!
মহাকালের অনুচরের মত,
তীরতরু কি দেখ্‌ছে সলিল স্বপন ?—
কখন লক্ষ্মী উঠ্‌বেন অতল হ'তে
কর্‌বেন যুগের সকল অভাব মোচন!
পাষাণ-কঠিন বক্ষ-প্রাচীর মাঝে
জ্বলে যেমন স্বচ্ছ হৃদয়-মণি,
এও কি তেম্‌নি মাটী-বেড়া ঘেরা
ধরার একটী সুধা-রসের খনি ?
শাদা জলের পানে চেয়ে চেয়ে
প্রাণটা যেন হ'য়ে গেল শাদা!
ধবল-ছবি না যাস্ যদি ছেড়ে,
তবে কি প্রাণ মাখে ধূলা-কাদা ?
অনেককাল পর সেই ধবল-শোভা
আবার আমায় করালি, মা, স্মরণ,
প্রাণের প্রাণে ঢাল্‌লি যেন আজ,
আলোর দেশের অমল একটী কিরণ।

(৬)

নাম্‌লেম আমরা 'মাদুরা'তে এসে,
দেখ্‌লাম, পুরা-শিল্পের কলা-লীলা!
শুনেছিলাম দেবতার বরে নাকি
নারী হ'য়ে উঠেছিল শিলা!
এও যেন কার আশীর্ব্বাদের জোরে
মানুষের হাতে রুক্ষ শিলার স্তূপ,
উঠ্‌ল হঠাৎ মোহন-মূর্ত্তি ধরি',
মন্দির না ত—ভুবনজয়ী রূপ!
ত্রিচিনপল্লী গিয়ে সুখে দুখে
দেখ্‌লাম পুরাকীর্ত্তির ভগ্ন-শেষ,
দেউল মাঝে প্রকাণ্ড এক নগর,
মন্দির না ত, যেন একটী প্রদেশ!
প্রতিভার সব কারিকরি দেখে'
হৃদয় রহে সসম্ভ্রমে চুপ,
শিষ্যের শিষ্য হালের ওস্তাদ্‌জীরা
তুল্‌তে চান ঘসে মেজেই রূপ!
কি হবে আর আগের কথা তুলে,
কি ফল আর ধ্বংসাবশেষ দেখি?
কবিতার কাল গেছে যখন কেটে,
ফাঁকির যুগে ঘাঁটতেই হবে মেকি!

তবু যদি পুরাণ কথা শুনে'
চোখে মা, তোর আসে একটু জল,
তবেই আমার রূপ দেখা সার্থক,
তা হ'লেই মোর কাব্য লেখা সফল!

(৭)

দেখ্‌লাম আর যা পথে পথে যেতে,
স্মৃতিতে তা হারিয়ে আছে এখন ;
আর কি তারা ভাষার পোষাক পরে'
বেরুবে আজ ফুল-বাবুটির মতন ?
সে সব দেখা হয় নি ব্যর্থ তবু,
শিক্ষার মত প্রাণের পাতে পাতে
জড়িয়ে তাহা ; আস্‌ছে রক্ষা করে'
অনেক ঝঞ্ঝায়, অনেক বজ্রপাতে!
লম্বা-চৌড়া কথাগুলো শুনে'
ঠোঁট্‌টা যে তোর হাস্‌ছে চোরের মত,
এই ত ভাব্‌ছিস্‌,—তোরা ছেলেমানুষ,
তোদের কেন বলা অত শত ?
আমরা বড়,—কারণ ক্ষুরধার
বুদ্ধি মোদের মগজে বিরাজ !
ন্যায়ের ফাঁকি গজিয়ে আছে মাথায়,
বিদ্যার আমরা এক একখানি জাহাজ!

ভাসে কিন্তু কোরক-কল্পনায়
অন্তর-বিশ্বের গাঢ় অনুভূতি ;
আমরা তাই দেবদর্শনে গিয়ে
দেখি কেবল মন্দির আর মূরতি !
আমরা মরি জ্ঞানের বোঝা ব'য়ে,
সহজ সত্য সরল প্রাণেই ফোটে,
প্রজাপতি জেঁকেই বসেন ফুলে,
মধু যা, তা কালো ভোম্‌রা লোটে !

(৮)

শেষে—একদিন 'টিউটিকোরিন' ঘাটে
অপরাহ্ণে ট্রেন গিয়ে হাজির
তোপের মত গভীর আওয়াজ শুনে'
গাড়ী হ'তে মুখটা কল্লেম বাহির।
দেখ্‌লাম চেয়ে, খালিই নীলে নীল,
নীলেই যেন নীলের অবশেষ !
ভূমিকম্পে সদ্য পাতাল হ'তে,
উঠ্‌ল এ কোন নীলের মহা দেশ ?
দ্রব-ধাতুর উষ্ণ ঢেউ যত
লাফে লাফে ধর্‌তে যাচ্ছে আকাশ,
প্রলয় যেন শেষের রূপ ধরি'
সৃজনেরে কর্‌ছে পরিহাস !

নিবিড় হ'তে নিবিড়তম হ'য়ে
ছেয়ে আস্‌ছে কালবৈশাখীর আঁধার ;
অধীর বাত্যা পলে পলে প্রবল,
বাড়্‌ছে ক্রমে জলের হাহাকার !
প্রাণের জোয়ার উঠ্‌লো উথলিয়া,
শুন্‌লাম তাহার গভীর গরজন !
তালে তালে স্ফূর্ত্তি উঠ্‌ল নেচে,
মরণ বাঁচন রইল না আর স্মরণ !
লঞ্চে চড়ে' আমরা তিনটী প্রাণী
প্রাণটী স'পে' লোণা-জলের হাতে !
উঠ্‌লাম গিয়ে সিন্ধুগামী পোতে
কালবৈশাখীর ঘোর দুর্য্যোগের সাথে !

(৯)

কালাপানির খবর বল্‌ছি তোকে,—
বাড়ীতে কেউ পাত্‌বে না আর পাত্‌ !
সত্যি কথার এইটে ভারি দোষ,
পেটে ভরে না, যায়ই কেবল জাত !
একে আমি প্রায়শ্চিত্তহীন,
তা'তে আবার পাতি-বিধিহারা,
সিন্ধু বটে দিয়ে গেছি পাড়ি,
গোষ্পদে বা যাই রে শেষে মারা !

জাতের কর্ত্তা, জানি, ভগবান্,
প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ যা' হোক্,
তাঁরই পায়ে করি নিবেদন,
অন্ধকারে হারাই যখন আলোক!
মনে আছে, জাহাজে পা দিয়েই
ধক্ করে' কি লেগেছিল বুকে ;
শুক্‌নো-খাবার গিল্‌তে শিখে' প্রথম,
এম্‌নি লাগে শিশুর বা বুকটুকে !
চেয়ে চেয়ে মায়া-তীরের পানে,
পুণ্য-রেণু দেখ্‌লাম প্রতি ধূলে,
ছাড়াতে চাই যারে,—বুঝ্‌লেম ঠেকে'—
তারেই আরও জড়িয়ে ধরি ভুলে!
মাটী ত নয়, মায়ের পদধূলি
মনের হাতে মাখ্‌তে লাগ্‌লাম মাথায়!
পড়ে' গেল যাত্রার হুড়াহুড়ি,
মাটীর কাছে কেঁদে নিলাম বিদায়!

(১০)

ঊর্দ্ধে নীল, নিম্নে নীল—মাঝে
মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে পায় পায়
হরিত-হিরণ মেশা ধরার ছবি,
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চায়!

ছবি কোথায় ?—এ যে শ্যামের রেখা,
সে রেখাও ধূধূ ক্রমে ধূধূ।
নিমেষ নিয়ে নিমেষ মধ্যে চেয়ে,
দেখ্‌লাম, জলে জলাকার সুধু !
সোঁ সোঁ শব্দে বেড়ে চল্‌ছে ঝড়,
জলের ডাক ক্রমেই ভয়ঙ্কর,
নাচ্‌ছে যেন স্ফীত ফণা তুলে'
চারিধারে লক্ষ অজগর !
আস্‌মান ভেঙ্গে এল একটা ধাক্কা,
পাতাল ফেটে এল একটা ডাক,
জাহাজ এম্‌নি জোরে উঠ্‌ল দুলে'
হয় বুঝি বা এখনি দু'ফাঁক !
নাবিকদলের সংযত-ব্যস্ততা
মাঝে মাঝে পাচ্ছিল বেশ প্রকাশ,
বুঝ্‌লাম, ব্যাপার খুবই গুরুতর,
জীবন-মৃত্যুর মাঝে কচ্ছি বাস !
চট্টলের এক মাঝি বল্‌লে,—বাবু,
এমন দিনে সমুদ্রে যায় কেউ ?
লোকটা অবাক্ !—বল্লাম যখন,—বেশ ত,
শেষ-সমাধি রচ্‌বে না হয় ঢেউ !

(১১)

মাথার ভেতর ঘুর্‌ছে তখন খালি
বোঁ বোঁ করে' কুম্ভকারের চাক,
কাণের দ্বারে বাজ্‌ছে অবিরত
ভোঁ ভোঁ রবে হাজার হাজার শাঁখ !
সঙ্গী দুটী একে একে, ক্রমে,—
লবণ-জলের এম্‌নি আকর্ষণ !—
'গা কেমনে কচ্ছে,' এই না বলে'
পতন এবং অর্দ্ধ-অচেতন !
দশা দেখে' এ সময়ও আমার
হাসি পেতে লাগ্‌ল কিন্তু বেশ,
কারণ, আমি 'সি-সিক্‌নেস্‌-প্রুফ্‌',
আমার ব্যাপার যেন স্পেশাল 'কেস্‌' !
হঠাৎ-রোগী দুটী সঙ্গে নিয়ে
খোলা-হাওয়া খেতে উঠ্‌লাম 'ডেকে',
হাওয়া নয় ত, 'সাইক্লোন্‌' বা 'টাইফুন্‌' !
বায়ুর মেজাজ ক্রমেই যাচ্ছে বেঁকে !
ঢেউ আসে, না, আসে এক এক পাহাড় !
'ডেক্‌' ধুইয়ে নিচ্ছে বার বার,
আছি যেন 'ওয়াটারলু'র মাঠে,
শুন্‌ছি বসে' লড়াইর হুহুঙ্কার !

বিরাট রূপ দেখে' ঢুলছে আঁখি,
বীরের কাছে মাথা হচ্ছে নত,
অবাক্ হ'য়ে, অসাড় হ'য়ে সেথায়
বসে' রইলাম পটের ছবির মত !

(১২)

মনে হ'ল, চোরা-পাহাড় ঠেকে'
এখন যদি তলিয়ে যেত জাহাজ,
'সিন্দবাদের' মত ভেসে ভেসে
উঠ্তাম হয় ত বিজন দ্বীপের মাঝ !
ঈগল পক্ষী পেড়ে গেছে ডিম,
শাদা একটা জালা মনে হ'ত,
পক্ষিণী সেই ডিমে দিতে তা
সোঁ সোঁ শব্দে আস্ত ঝড়ের মত !
তার প্রকাণ্ড ঠ্যাংয়ের সাথে কষে'
বেমালুম বাঁধ্তাম আপনারে,
আমায় নিয়ে ঈগল দিত উড়াল
সাত সমুদ্র তের নদীর পারে !
ক্রমে ক্রমে উঠ্তো পক্ষী রাণী
আমায় নিয়ে আস্মানের শেষসীমায়,
সূর্য্যের রশ্মি বড়ই তপ্ত যেথা,
পৃথিবীটা তিলের মত দেখায় !

ধরার বুকে আঁধার ছায়া ফেলে'
ঈগল নাম্‌তো পাহাড়ের এক চূড়ায়,
বাঁধন খুলে' দেখ্‌তাম নীচে নেমে,
আছি আজব সহর বোথরায় !
এমন সময় আর এক ধাক্কা এসে
ভেঙ্গে দিল বোথরার খোস-স্বপন,
মনে প'ল, সাগর দিচ্ছি পাড়ি
বিশ শতাব্দীর বাঙ্গালী একজন !

(১৩)

অৰ্দ্ধেক রাত ভরা লড়াই করে'
হাওয়ার বেগ এল ক্রমে পড়ে',
চেয়ে দেখি, ফাঁকা আকাশ পেয়ে
পূর্ণিমার চাঁদ বেশে বসেছে চড়ে' !
চারিদিকে অকূল হা হা হাসে,
নভের নীলে মেশা জলের কালো,
কখন্ ঊর্দ্ধে কোন্ গবাক্ষ খুলে'
আশীর্ব্বাদের মত এল আলো !
জলের জগত উঠ্‌লো যেন হেসে,
ঢেউয়ের মাঝে বাজ্‌তে লাগ্‌ল বাঁশী ;
সাগর-বক্ষে এমন মধুর প্রয়াণ,
মনে হ'ল, জন্ম-জন্মই ভাসি !

মাঝে মাঝে 'লাইট্ হাউসের' আলো
দলভ্রষ্ট ধ্রুব-তারার মত
লাল আলো তার দেখিয়ে পথে পথে
জানাচ্ছিল বাধা-বিঘ্ন যত !
একটু আগেই ঝড়ের কাণ্ড দেখে',
সত্যি বল্‌ব, কাঁপ্‌তেছিল বুক,
ঝড়ে মরা—একটা বিভীষিকা !
জ্যোছনা রাতে মরণ—একটি সুখ,
সারাটী রাত দেখ্‌লাম চাঁদ আর সাগর,
সিন্ধু নেয়ে কোল দিচ্ছিল বায়ু,
মনে হ'ল, রাতটা এমন ছোট,
সুখের এতই অল্প পরমায়ু ?

(১৪)

পড়্‌লাম এসে 'কলম্বো' বন্দরে,
একটু আগেই হ'য়ে গেছে ভোর,
সিন্ধু হ'তে সূর্য্য ওঠা দেখে'
জাহাজ ভরে' উঠেছিল সোর !
বাসা নিয়ে, সকাল সকাল সেদিন
কোনমতে সেরে নিলাম আহার,
চলে' গেলাম সোজা সেই রাস্তায়,
বয়ে যাচ্ছে নীচেই সাগর যার ।

গড়িয়ে গড়িয়ে আস্‌ছে মুখর ঢেউ,
যেন ধোনা-কাপাস রাশি রাশি,
বায়ুর সাথে লীলার দোলায় দুলে'
মাতাল ঢেউ সব উঠ্‌ছে অট্ট হাসি'!
গাঙ্গ-চীলের ঝাঁক উড়্‌ছে ঘুরে' ঘুরে',
জেলে-ডিঙ্গি যাচ্ছে ঢেউয়ের ভেতর;
তবু যেন সে সিন্ধু এ নয়,
নিদাঘ-নিশায় দেখ্‌লাম যে সাগর!
সিন্ধুস্নানে নাম্‌ছে কত লোক,
কাঁপ্‌ছে নিশান মাস্তুলে মাস্তুলে,
এ ত নয় সেই জ্যোছ্‌না রাতের সাগর,
যারে দেখে' প্রাণ গেছিল খুলে!
প্রকৃতির এ দুরন্ত দুলালে
বেড়ী দিয়ে পোষ মানা'ল কারা?
খাঁচার বাঘ আর বনের বাঘে যেমন—
এতে ওতে প্রভেদ তেম্‌নি ধারা!

(১৫)

হয় ত তুমি ভুল বুঝ্‌ছ সব শুনে',
ভাব্‌ছ,—দেশটা এমন কি আর তবে!-
দেখ্‌লে বুঝ্‌তে,—এমন কমই মেলে,
দেখার সাধ শোনায় মেটে কবে?

রসনার ত নাই রূপের স্বাদ,
ভাষার ত নাই সহস্র লোচন,
মানস-পদ্মের মধু মনই লুটে,
প্রাণের চোখেই ধরা পড়ে স্বপন !
চারিদিকে তরল নীলের বেড়া,
মাঝে মসৃণ, হরিৎ সমতল,
মাটী ফুঁড়ে' উধাও পিঙ্গ পাহাড়,
নীচে হ্রদ, হ্রদে রক্ত-কমল ।
তীরে তীরে নারিকেলের সারি,
লোহিত, শ্বেত নারকেল আছে ধরে',
কোথাও পাকা আমের পীত-শোভা,
বোলের গন্ধ কোথাও আমোদ করে' !
রাঙ্গা রাঙ্গা কাঁটাল যেন ফলে'—
আনারস সব পেকে গাছে গাছে !
সোণা-রংয়ের বাঁশবনের মাঝ থেকে,
মিঠে মর্ম্মর ভেসে আসে কাছে !
কোথাও পাহাড় কঠিন-নীলের ছবি
তরল-নীলে মুখ বাড়িয়ে ত্থাখে,
সিন্ধুর হো হো গানের ফাঁকে ফাঁকে
প্রপাতের রব লয়ের মত ঠ্যাকে !

(১৬)

'ক্যাণ্ডি' শৈলে উঠ্‌লাম একদিন গিয়ে,
সিংহলের সে স্বর্গ ছিল বুঝি ?
দেবতারা সব বেঁধেছিলেন বাসা
ধরার ঊর্দ্ধে স্বর্গ খুঁজি' খুঁজি' !
এই স্বর্গের লোভে রাবণ রাজা
দেবতাদের জিতে কর্‌লেন দাস !—
কেহ সভায় কর্‌তেন চামর ব্যজন,
কেউ বা রোজ কাট্‌তেন ঘোড়ার ঘাস !
তুই বল্‌ছিস,—গড়া-কথা রেখে'
লঙ্কায় যা' যা' দেখ্‌লে,—বল তাই !—
সত্য বল্‌ছি—যা' চাও, সেথা পাবে,
নাই যা, বুঝি বাঙ্গ্‌লায়ও তা' নাই !
কত দোকান, হোটেল, কতই প্রাসাদ,
প্রশস্ত পথ সাফ,—যেন হাসে !
দশ মিনিট পরে পরেই ট্রেন
ঘোর' তুমি নগর অনায়াসে !
'ইলেক্‌ট্রিক লিফ্‌ট', 'সুইমিং-বাথ', 'ম্যাল',
সন্ধ্যায় 'পার্কে' গড়ের বাদ্য বাজে,
'স্কেটিংরিঙ্ক', 'ক্লাব', 'মিউজিয়ম',
সহর সাজায় বিদ্যুৎ দেয়ালী-সাজে ।

সকাল বিকাল 'বিচে' লোকের ভিড়,
'ইয়াট' নিয়ে কেউ বা বাছ্ খেলায়,
রং-বেরংয়ের কড়ি, ঝিনুক, শামুক
জেলের ছেলে 'ফিরি' করে' বেড়ায় !

(১৭)

চৌদিক্ ঘেরা সাগর-পরিখায়,
মাঝে তার এক ছিল স্বর্ণপুরী !—
আমরা সভ্য !—বলি,—বাল্মীকীর
ও সব রসের কল্পনা-মাধুরী !
পুষ্পক রথে চড়ে' একদিন তারা
মেঘরাজ্যে উড়ে' যেত চলে' ।—
'এয়ারোপ্লেন' আবিষ্কার দেখেও,
'হুট্' করি তা কবির 'ড্রিম' বলে' !
চেয়েছিল গড়্তে স্বর্গের সিঁড়ি ।—
আজ এটা অতি-রঞ্জন ভাষা !
বিজ্ঞান না হয়, দর্শনই নয় হোক্,
এ একটা কি প্রকাণ্ড আশা !
মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ । এতে
হালের বিজ্ঞান বসায় তাহার 'হক্' !
সে অভ্রান্ত সত্যের পিছে ছুটি
আমরা ক'টি ধরার নাবালক !

রাম-রাবণের কথা শুনলে এখন
সিংহলীরা হেসেই হয় সারা,
যেন এমন আজগবি কাহিনী
সাত জন্মেও শোনে নাই আর তারা!
অশোক-কানন কবে হ'ল উজাড়,
সতীর অশ্রু পড়েছিল তায়!
পুষ্পক-রথ বুঝি অভিমানে
হঠাৎ একদিন উড়ে গেল হাওয়ায়!

(১৮)

দেখ্‌লাম বটে, বৌদ্ধ যুগের লীলা
আজও জয়ধ্বজা গর্ব্বে বয়,
অনেক মূর্ত্তি, অনুশাসন মাঝে
পুরাণ-কীর্ত্তি ধীরে কথা কয়!
পঁয়ত্রিশ ফিট্ বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখে'
বুঝ্‌লাম, ব্যর্থ হয় নি মহাপ্রচার,
শুনলাম তা'তে সত্যের জয়ধ্বনি,
নির্ব্বাণ-তত্ত্বের অমর সমাচার!
খুঁজ্‌তে গিয়ে বিজয়ের জয়-স্মৃতি,
পেলাম শূন্য দীর্ঘশ্বাসের আশীষ,
পচা পুরাণ গেছে, দুঃখ কি, মা?
নূতন কেমন রঙ্-চঙে' আর পালিস্!

সোণার লঙ্কা দেখ্‌তে গিয়ে সেদিন,
দেখে এলাম বিশ-শতাব্দীর 'সিলোন্‌' !
কি হয়েছে ?—রাক্ষসগুলোর স্মৃতি
না হয় মরে' ভূত হয়েছে এখন !
সিংহল-বালক আজ ত কালা মুখে
'বার্ডসাই' ফোঁকে, ইংরিজী দেয় ঝেড়ে,
সিংহল-বালা 'রুজ' 'পোমেটম্‌' মেখে'
কালো রংয়ে চেক্‌নাই তোলে বেড়ে !
সিংহলীর বেশ 'নেক্টাই' 'কলার', 'হ্যাট',
সিংহলিনীর 'মাফ্‌লার' 'ক্লোক' আর 'গাউন' !
সোণার লঙ্কা গেছে যে, মা, পুড়ে',
দেখ্‌লাম একটা 'আপ্‌-টু-ডেট্‌' টাউন !

মরুভূমির-স্বপ্ন

(১)

কি স্বপ্নে কাটাও কাল, হে বিরাট বালুকা-ঊষর,
পড়ে' আছ এক প্রান্তে, ধরণীর দুঃস্বপ্ন ধূসর!
বন্ধ্যা বলে' তব ছায়া কেহ বুঝি স্পর্শিতে না চায়,
তোমার নিশ্বাসে যেন উৎসবের উৎসটি শুকায়!
মিছে আসে তব গৃহে নিশি-শেষে মধুর প্রভাত,
রবি-শশী বৃথা নেমে তব দ্বারে করে করাঘাত!
তারা আর জ্যোৎস্না-বৃষ্টি হয় বটে আকাশে তোমার,
যায় যেন কোন মতে শুধি' তারা কর্ত্তব্যের ধার।

(২)

সুন্দর সৃষ্টির বুঝি তুমি এক প্রকাণ্ড বিদ্রূপ,
তব সোহাগের শিশু কুব্জ-পৃষ্ঠ জীব অপরূপ!
সৃজন ও প্রলয়ের বীজ হ'তে তোমার জনম,
জন্মকালে প্রকৃতি কি ক্ষোভে লাজে হইয়া নির্ম্মম
অক্লেশে করিয়া গেল শূন্য প্রান্তে তোমারে বর্জ্জন,
রূপসী শ্রী-অঙ্গ হ'তে ফেলে যথা সজ্জা অশোভন?
তব বক্ষ ভেদি' সেই মাতৃ-ত্যক্ত সন্তানের 'রিষ'!
দিকে দিকে দগ্ধ করি' ছড়াইছে অভিশাপ-বিষ!

(৩)

থৈ থৈ করিতেছে বালুকার তপ্ত-পারাবার,
অন্ধকারে ঘনাইয়া উঠে যেন আরও অন্ধকার!
অদৃষ্টেরে ঘেরে যথা জীবনের শত অভিশাপ,
এক জ্বালা মাঝে আসি' অগ্নি দেয় আর এক সন্তাপ!
ধূসর ঊর্ম্মির বক্ষে স্তব্ধ যত জীবন-কল্লোল,
নাই তরী, নাই তীর—নাই হরিৎ-হিল্লোল!
জীবনের প্রান্ত হ'তে প্রেতাত্মার যেন সম্ভাষণ,
উঠিতেছে 'হা হা' সুধু; কে জানে, তা হাসি, না ক্রন্দন?

(৪)

তোমা ঘিরে সর্ব্বকাল জ্বলিতেছে কালের শ্মশান,
বিধবার বেশে সেথা ফেল' শ্বাস রাত্রি-দিনমান!
জুড়াইতে তীব্র জ্বালা মুছাইতে তপ্ত-অশ্রুধার,
আছে যেন সর্ব্বনাশ, শ্মশানের বান্ধব তোমার!
মানুষের মতই কি প্রকৃতির পশুর অন্তর?
সভ্য-সাজে অভিনয়?—মনে-প্রাণে কুৎসিত, বর্ব্বর!
বীভৎস পাশব-লীলা!—একখানি পটের আড়াল!
জীবন-নেপথ্য হ'তে উঁকি মারে ভোগের কঙ্কাল!

(৫)

রিক্ত, তিক্ত আত্মা সম তুমি বিশ্ব-সুধায় বিমুখ,
পর-সুখে অন্তর্দ্দাহ, পর-দুঃখে জীবনের সুখ!

মৃগতৃষ্ণিকার ফাঁস, সে মনেরই রাক্ষসী রচনা,
শ্রান্ত পান্থ বড় আশে আলিঙ্গন করে সে ছলনা!
দুরন্ত ঠগীর মত, কণ্ঠ তার চাপি' অকস্মাৎ
মুহূর্ত্তে পাঠায়ে দাও পিপাসীরে মৃত্যুর সাক্ষাৎ!
'কই বারি?' 'কই বারি?'—হাহাকার কর যে তৃষ্ণায়,
ও ত প্রেতাত্মার তৃষা, অভিশাপে দহিছে তোমায়!

(৬)

জননী প্রকৃতি আর চাহে না ঘৃণায় তোমা পানে,
স্নেহ-উপচার যত বিলাইছে আদৃত সন্তানে।
পান্থ-পাদপের সুধা বক্ষে যার, সে যদি পাষাণী?
দয়া—ভ্রান্তি! স্নেহ—ব্যঙ্গ! ভিখারিণী তবে রাজরাণী!
মুহূর্ত্তের উন্মাদনা, জানি, ওই ক্রূর হত্যা-নেশা,
সহসা জননী হ'য়ে কাঁদে তব শোণিতের তৃষা!
জানি আমি, এই দণ্ডে শ্মশানের ধূলি-ধূসরিতা,
রাজ্ঞী হ'তে পার তুমি, অকস্মাৎ মহিমা-মণ্ডিতা!

(৭)

সংসারে জীবন-যুদ্ধে সুধাপাত্রে মিশিল গরল,
সত্যে আর সত্য নাই, মঙ্গলে পশিল অমঙ্গল!
উন্নতি, না অধঃপাতে জগতের যাত্রা-রথ ধায়?
মানব কি অগ্রসর, না ক্রমশ হটে পরীক্ষায়?

পতিত কি উচ্চে তবে ? উত্থানে কি আনিছে পতন ?
পুণ্যে পাপ ? পাপে পুণ্য ? মোহ তবে প্রজ্ঞার চেতন ?
—এ উদ্‌ভ্রান্তি শান্তি তরে, লোকালয়-প্রান্তে বাঁধি বাসা,
'টলা'তে কি স্বর্গ, ঊর্দ্ধে উড়ায়েছ অগ্নিময় আশা ?

(৮)

তাই তুমি বিবাসিনী, সন্ন্যাসিনী, গৈরিক-বসনা,
আপনা বঞ্চনা করি' করিতেছ যুগের সাধনা।
প্রকৃতি বাঁটিল সুধা যবে সেই সৃজন-প্রভাতে,
কেহ রূপ, কেহ গন্ধ, কেহ রস চেয়ে নিল সাথে ;
প্রকৃতি সস্নেহে যবে সুধাইল, 'তোমার কি চাই ?'
নীলকণ্ঠ-সম সুধু মাগি' নিলে বিষ আর ছাই !
সংসারে সন্ন্যাসী সাজি' প্রতীক্ষিয়া আছ যুগান্তর,
জীব-রাজ্য যাবৎ না স্বর্গ-রাজ্যে হয় অগ্রসর !

(৯)

আবিষ্কারকারী বিশ্বে উপহার দিতে নব-দেশ
নিপাতের মহাগ্রাসে করে যবে নির্ভয়ে প্রবেশ ;
মজ্জমান পোত হ'তে অসহায়গণে করি' পার
দাঁড়ায়ে বীরের মত মৃত্যু যবে বরে কর্ণধার ;
আসন্ন বিনাশ হ'তে বাহিনীরে করিতে রক্ষণ
সেনানী তোপের মুখে আপনারে উড়ায় যখন !
তা' হ'তেও, মনে হয়, তোমার ও আত্মা বলবান্,
তা' হ'তেও শ্রেষ্ঠ বুঝি তোমার ও আত্মবলিদান !

(১০)

দেখেও দেখি না মোরা ত্যাগের এ মহিমা উজ্জ্বল,
তুচ্ছ করে' যাই সবে ভেবে' তোমা নীরস, নিষ্ফল।
সেদিন চিনিব তোমা, যেদিন আসিবে শুভদিন,
ভেদাভেদ হানাহানি শান্তিমন্ত্রে হইবে বিলীন;
বক্ষে বক্ষে দেবালয়, কণ্ঠে কণ্ঠে বিশ্বাসের গান,
এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান্!
হে ঊষর, সেই দিন হবে তুমি সহসা উর্ব্বর,
পুলকিত বালুস্তর খুলে দিবে আনন্দ নির্ঝর!

(১১)

সেদিন আসিবে বিশ্বে সত্য লাগি সত্যের সাধনা,
কবিতার স্বর্ণযুগ, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ আরাধনা!
ক্ষুদ্র প্রেম বিশ্বপ্রেমে, তুচ্ছ স্বার্থ পরার্থে বিলীন!—
হবে জগতের নীতি, জীবনের গতি গ্লানিহীন।
আত্ম-গৌরবের কাছে সাম্রাজ্যের গর্ব্ব তুচ্ছ হবে,
উচ্চাশা আদর্শ নব সাজাইবে স্বর্গের বৈভবে!
হোক্ লাভে ক্ষতি, নর ন্যায়-বল্গা ধরে' র'বে কষে',
হোক্ জয়ে পরাজয়, সত্য-যোগাসনে র'বে বসে'!

(১২)

সেদিনের কল্পনায় মুগ্ধ কবি হেরে স্বপ্নভরে,
জন্ম-সূত্র যেন তার জড়াইয়া তব বালুস্তরে!

সংসার-আবর্ত্তে পড়ি' মত্ত ঘূর্ণিবায়ু তার প্রাণ !
তোমার ঊষর কোল এক যোগ্য জুড়াবার স্থান !
বক্ষের আগ্নেয়-গিরি নিভিয়াও নিভিতে না চায়,
আগুনেরে ডেকে নাও শোয়াইতে তোমার চিতায় !
পিপাসায় শুষ্ক হিয়া, বেড়ায়েছি সুধা খুঁজি' খুঁজি' ;
তাই মোরে, মরুভূমি, দেখা দিলে স্বপ্নে এসে বুঝি !

আমার বাগান

বানিয়েছিলাম সখের একটি বাগান
অনেক সেবা অনেক পয়সা ঢেলে,
আনিয়েছিলাম অনেক বীজ আর চারা
দেশ-বিদেশের যেথানে যা মেলে।
লাগিয়েছিলাম 'ম্যাগ্‌নোলিয়া'র পাশে
গন্ধরাজ, চাঁপা, শেফালিকা,
থাকৃত ফুটে 'ডেলিয়া' 'ডেজী', আবার
সূর্য্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা।
গোলাপ-সারের ফাঁকে ফাঁকে 'পপি',
বাঁধুলীর ঠিক পাশেই 'ভায়লেট',
আমোদ ক'র্ত্ত কোথাও যূঁই আর বেল,
কোথাও হাস্‌ত 'প্যান্‌জি' 'মিগ্নোনেট'
জীয়িয়েছিলাম মারবেলের হ্রদটিতে
সোণার কমল সাথে 'লিলি'-রাণী,
দিশী-পাতাবাহার মাঝে ক্রোটন
রূপের বাহার খুল্‌ত সব থানি!
তৈরী করে' কাঠের মস্ত ঘর,
'অর্‌কিড্‌'গুলি পুষেছিলাম তায়,

'আইভি'র সঙ্গে মাধবীরে এনে
দিয়েছিলাম বাইয়ে তারই গায়।
কাটিয়েছিলাম লম্বা একটী ঝিল,
সারসগুলো বেড়াতো সে ঝিলে,
শানবাঁধা ঘাট থেকে 'জলি-বোট'
জল খেল্‌তে ডাক্‌তো সন্ধ্যা কালে।
ঝিলের পারে পারে মসৃণ 'লন',
শ্যামল কোমল মখমল যেন পাতা,
উদ্ভিদ-রাজার গ্রীণ রঙের তাঁবু—
ঝোপ,—ধর্‌তো রোদ্-বিষ্টিতে ছাতা!
নকল পাহাড় গড়িয়ে, তার গা'য়
ঘাসের কার্পেট দিয়েছিলাম পেতে,
ফোয়ারা-ঘেরা চৌবাচ্চা, তার জলে
লাল মাছের ঝাঁক ভাস্‌ত খই খেতে।
লাল সুর্‌কির রাস্তার ধারে ধারে
আলোর থাম, বিরামের আসন,
এদিক্ ওদিক্ মার্‌বেল পুতুলগুলি
দাঁড়িয়ে থাক্‌তো মূক শোভার মতন।
লোহার কারুকাজের রেলিং দিয়ে
ঘিরেছিলাম বাগানের চার্‌ধার,
পরীর মূর্ত্তি খোদা চার্‌টে ফটক
চার্‌টী ধারে বসিয়েছিলাম তার।

কেয়ারি করে' সাজিয়েছিলাম বাগান
ভেবে ভেবে, সবই আপন মনে,
খেলা কর্‌তাম প্রভাতে সন্ধ্যায়
আমার যত কুসুম-দুলাল সনে।
অদূরে এক পাহাড় যেত দেখা,
নির্ঝর আস্‌ছে নেমে তার গা বেয়ে,
ফুলের গন্ধ নিয়ে দখিণ হাওয়া
শীতল হ'য়ে বইত ঝরণায় নেয়ে।
দেখ্‌তাম, দেয় দু'বেলা জল গাছে
গুণ্‌গুনিয়ে আপনার মনে গেয়ে
টোপা-গালী, ঝাঁকড়া-চুলী—মালীর
লাল টুকটুকে সাতবছরের মেয়ে!
হাওয়ার মতই হাল্‌কা শরীরটুক্
হাওয়ার সাথে নেচে নেচে বেড়ায়,
জল ঢাল্‌তে—তরল স্ফূর্ত্তি যেন
জলের মতই অবহেলে গড়ায়।
ঝোপ যেন পাতার কুটীর!—তা'তে
বেঞ্চ,—বসে' আরাম করি একা,
লাল-গোলাপের রাঙ্গা-হাসির মত,
সোণা মেয়ের সঙ্গে নিত্য দেখা।
আমার চোখে চোখ্‌টী পড়্‌লেই দৌড়,
লুকিয়ে পড়ে হঠাৎ ঝোপের ভিতর,

আড়াল থেকে উঠ্‌তে থাকে কেবল,
উচ্চ হাসির লম্বা একটী লহর !
আবার যদি থাকি অন্যমনে,
মেয়েটুক্‌ তা ফেলে কেমন বুঝি,
আমার একটী চোরা-চাউনী লাগি
আঁখি দুটী বেড়ায় খুঁজি খুঁজি !
হাত থেকে তার ঝাঁঝরি কেড়ে কভু
এনে দিতাম ঝিল থেকে জল তারে,
আমার জল সে তক্ষণি না ঢেলে'
জল আন্‌তে যেত ঝিলের ধারে।
বাগান হ'তে যখন উঠে গিয়ে
একেবারে শোবার ঘরে ঢুকি,
খোলা-জান্‌লা দিয়ে মাত্‌লা-আঁখি
মাঝে মাঝে মারে এসে উঁকি।
আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি—
দুপুর বেলা খোলা আঙ্গিনায়
কালো কালো কোঁকড়া চুল খুলে'
রাঙ্গা মেয়ে মাঘের রোদ্‌ পোহায়।
পেছন থেকে হঠাৎ ছাপিয়ে চোখ
হাতটুক্‌ তার মুঠার মধ্যে রাখি,
সদ্য-ধরা বুনো পাখীর মত
ছটফট্‌ সে করে থাকি' থাকি'।

সোহাগের খুব ছোট্ট ক'টী কিল
পড়্‌তে থাকে যখন তাহার পিঠে,
কাণ দুটো তার বেজায় হয় লাল,
দুষ্টু ঠোঁট তার হাসে ভারি মিঠে!
বলক এলে ওঠে যেমন দুধ
উথ্‌লে' উথ্‌লে', থাম্‌তে নাহি চায়,
একটু খানি জলের ছিঁটে পেলেই
যেমন আবার জল হ'য়ে যায়—
তেম্‌নি আমার স্নেহের অভিষেকে
উষ্মা তাহার ঠাণ্ডা হ'ত যখন,
ধীরে ধীরে নিরুপায় না হ'য়ে
আমার কাছে ধরা দিত তখন।
তবু খানিক সাধাসাধির পালা,
একটী আধ্‌টি কথাই অনেকক্ষণ,
শেষ ফুট্‌ত কথার উপর কথা,
সন্ধ্যাবেলায় তারা ওঠার মতন।
কচি প্রাণের কাঁচা ইতিহাস,
তাজা ফুলের সুরভি-জীবন!
বাহিরে তার কোনই সত্ত্বা নাই,
অন্তরে তার সোণার সিংহাসন!
কথা কইতে কইতে কখন উঠে'
হো হো হেসে পালিয়ে যেত কোথায়,

কোঁকড়া চুল দুল্‌ছে পিঠের 'পরে,
যেতে যেতে ফিরে ফিরে চায়।
পাহাড় রোজই দাঁড়িয়ে থাকে সোজা,
মেঘেরা ত খালিই শূন্যে ভাসে,
মালীর মেয়ে ঝাঁঝ্‌রি হাতে রোজ
গাছের গোড়ায় জল ঢাল্‌তে আসে
কখনও বা পেয়ারা খেতে খেতে
শিস্‌ দিয়ে দোয়েলেরে ভেঙ্গায়,
কখনও বা গোলাপ ছুঁড়ে মেরে
মস্ত বক্‌সিস্‌ করে যেন আমায়!
চৈত্র-ঝড়ে কুড়িয়ে কচি আম,
মালীর হাতে পাঠিয়ে দিত ডালা,
মেঘ্‌লা দিনে ভিজে' শিল কুড়িয়ে
পাঠাত সে গেঁথে দিব্বি মালা।
হাওয়া খেয়ে ফির্‌ছি একদিন সাঁঝে,
উঠে আছে পাহাড়ে সেই মেয়ে,
কখন থেকে চুপটী করে' এসে
রয়েছে ও কাহার পথ চেয়ে!
হাতটি রেখে গালে একমনে,
শুন্‌ছে বসে' ঝরণার কল্‌ কল্‌,
মনটা তার কোথায় গেছে উড়ে
ফুলটি হ'তে যেন পরিমল!

চম্‌কে উঠ্‌ল আমার গলা শুনে',
নেমে পড়্‌ল আমায় আস্‌তে দেখে',
ঠিক তখনই ময়নার একটি ছানা
গড়িয়ে প'ল উঁচু পাহাড় থেকে।
অম্‌নি তারে কুড়িয়ে নিল বুকে,
ছেলের ব্যথায় মা যেমন হয় পাগল,
তেম্‌নি জড়িয়ে বেদনা তার যেন
জুড়িয়ে দেবে স্নেহের জোরেই কেবল।
সেবার হাত বুলা'ল সারা গায়,
কত যতন, কতই না আদরে,
একটী কণাও পেতাম যদি তার,
পক্ষী-জন্ম নিতাম বা সাধ করে'!
দিতে লাগ্‌ল ঝরণার জল মুখে,
আঁচল দিয়ে কর্‌তে লাগ্‌ল হাওয়া,
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ্‌লো কতমতে,
প্রাণের সাড়া যায় কি কোথাও পাওয়া!
মৃত পাখীর ঠোঁটে অবশেষে
এমন মিঠে দিল একটী চুমা,
স্নেহ যেন হৃদয় ফেটে এসে
ব্যথিতেরে বল্‌লে,—'ঘুমা, ঘুমা!'
সমব্যথার সাথী ধর্ল্লে আমায়,
সেই প্রথম আপন থেকে কথা,—

'পাহাড় গড়িয়ে ম'ল সোণার পাখী !'
—সেই প্রথম কচিবুকে ব্যথা !
পাখীর সঙ্গে সঙ্গেই হ'ল বুঝি
হাসির মরণ একরত্তি সে মেয়ের !
একটা মাস ঠোঁটটী রইল চুপ,
ছিল না যার সবুর একটী পলের !
গেছে তার পর একটী বছর ঘুরে।
—একদিন দেখ্‌তে ঘোড়দৌড়ের খেলা,
কারেও কিছু জান্‌তে নাহি দিয়ে
বেরিয়ে প'লাম ঠায় দুপুর বেলা !
একটা বাজি দেখেই মনটা যেন
বাড়ীর পানে কেন ছুট্‌তে চায়,
চলে' এলাম এম্‌নি একটা টানে,
যেন কি আজ ঘটেছে কোথায়।
বাড়ীতে পা দিতেই বল্লে চাকর,—
'মালীর মেয়ে ঢুক্‌ল শোবার ঘরে,
ছোট জাতের আস্পর্দ্ধা না দেখে'
তাড়িয়ে দিলাম তক্ষণি কাণ ধরে' !
তৈরি খাবার সবই গেল ফেলা !'—
আমি বল্লাম—'বেটা, বেরো আজিই,
কার গায়ে আজ তুলেছিস্‌ তুই হাত,
সে বড়, না জাত বড় রে, পাজি !'

—নিঃশব্দে ত বিদেয় হ'ল চাকর ;
অভিমানী মেয়ের নাই উদ্দেশ,
সারা রাস্তা খুঁজে' খুঁজে', তারে
ঝরণার ধারে ধর্‌লাম গিয়ে শেষ !
অপরাহ্নের মলিন রবিকর,
পড়েছে সেই কচিমুখটুকে,
দেখ্‌লাম যেন নিজের মেয়ের মুখ
মালীর মেয়ের কাতর মলিন মুখে।
অনেক ডাকেও দিল না সে সাড়া,
পাথর ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল জলে কেবল,
সোয়ার যেমন তেজী ঘোড়া রোখে,
তেম্‌নি টেনে রাখ্‌ছে চোখের জল !
যতই সাধ্‌তে লাগ্‌লাম আদর করে',
ততই উথ্‌লে উঠ্‌ছে তাহার খেদ,
পাহাড় ভেঙ্গে উঠ্‌তে লাগ্‌ল মেয়ে,
ভাব্‌লাম, এতে বাড়্‌বে শুধুই জেদ !
বাড়ী ফিরে মালারে সব বলে'
পাঠিয়ে দিলাম বুঝিয়ে আন্‌তে তারে,
সোণা মেয়ের আসার প্রতীক্ষায়
ঘুর্‌তে লাগ্‌লাম বাগানের চার ধারে।
পাতা পড়ে, পায়ের শব্দ ভাবি,
পাখী ডাকে, শুনি তারই গলা,

মা-হারা, হায়, অসহায় শিশু—
ঝাঁঝরি পড়ে' কাঁদ্‌ছে গাছতলা !
ও কি ?—কার ও অট্টহাসি শুনি,
হাসি না ত, এ যে হাহাকার !
সাথে সাথে পরাণ উঠ্‌ল কেঁদে,
দেখ্‌তে লাগ্‌লাম চোখে শুধু আঁধার !
একটু পরেই ক্ষ্যাপার মত এসে
আমার পায়ে লুটিয়ে প'ল মালী,
বল্‌লে,—'বাবু, ফিরিয়ে আন তারে !'
—বলে'ই কাঁদে, পাহাড় দেখায় খালি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌লাম মালীর সাথে,
পায়ের নীচে ঘুর্‌তে ছিল মাটী,
গিয়েছে যা, ফির্‌বে না তা আর,
প্রাণের মধ্যে বুঝ্‌লাম সেটা খাঁটি।
গিয়ে দেখ্‌লাম যাহা, বল্‌তে আজও
হৃদ্‌পিণ্ডটা ফাটে বুঝি আবার,
আছাড় খেয়ে পড়্‌ছি পাষাণ-কোলে,
মালী টেনে নিলে বুকে তার !
ডাক্তার বাবু এলেন আশার মত,
ফির্‌লেন দেখে' মুখটী করে' ভার !—
এই জ্বলে, ফের এই যে নিভে আলো,
দয়াল প্রভু, এ সৃষ্টি কি তোমার ?—

*   *   *   *

মিশ্‌তে লাগ্‌লো মৌনে সে বিজনে
　　দুইটী বক্ষে একটী কন্যা-শোক,
তখন সন্ধ্যা আস্‌ছে পায় পায়
　　ডুবিয়ে দিতে দিনের বিদায়-আলোক।
বল্লেম কেঁদে,—'ওরে হতভাগা,
　　কেমন করে' হ'ল সর্ব্বনাশ !'
মালী বল্লে,—আমায় করো খুন,
　　আমার চাঁদটী আমিই কল্লাম গ্রাস !
ছিল মা মোর উঁচু পাহাড়টীতে,
　　আমার ডাকে দেয় নি আগে সাড়া,
নাম্‌ল, না শেষ দিল নিজকে ছেড়ে,
　　লাগালাম খুব জোরে যখন তাড়া ?
দ্রুত নাম্‌তে, হয় ত পিছ্‌লে গিয়ে,
　　কিম্বা কোন পাথরে পা ঠেকে'
পাহাড় হ'তে গড়িয়ে গেল মেয়ে,
　　হা হা—গড়িয়ে প'ল উঁচু পাহাড় থেকে !
শরীর যেমন তেম্‌নি আছে ঠিক ;
　　রূপের মৃত্যু !—প্রাণ গেছে উড়ে' ;
নেড়ে চেড়ে অনেকক্ষণ দেখে'
　　বুঝ্‌লাম, আমার কপাল গেছে পুড়ে' !

মনে হ'ল, ঠিক এম্‌নি সময়,
ঠিক এইখানে একটা ময়না পাখী
পাহাড় হ'তে গড়িয়ে পড়েছিল,
মেয়ে আমায় দেখিয়েছিল ডাকি' !
সোণার মেয়ে মরা পাখীটিরে
আদর করেছিল যেমন ক'রে',
ক্ষ্যাপার মত মড়া কোলে নিয়ে
সোহাগ করতে লাগ্‌লাম পরাণ ভরে' !
সারা গায়ে তেম্‌নি বুলিয়ে হাত
করতে লাগ্‌লাম কি আগ্রহে বাতাস,
নাকের কাছে নিয়ে বার বার
দেখ্‌তে লাগ্‌লাম বইছে কিনা শ্বাস!
নিশার আঁধার আস্‌ছে ঘোর হ'য়ে,
দুইটি শ্মশান মাঝে একটি মরা,
স্বপ্নে কাট্‌ছে পলের পরে পল ;
মরে' যেন গেছে বসুন্ধরা !
সেই রাতে—সে কাল রাতেই শেষে
দগ্ধ কর্‌লাম স্বর্ণ-প্রতিমারে,
বল্লাম—মালী, এবার তোমার বিদায় !—
হাজারের দুই তোড়া দিলাম তারে।
সে বেচারা কেঁদেই সুধু সারা !
বল্লাম,—'মালী, বাগানের আজ শেষ!'

উচিত মাইনে গছিয়ে কোন মতে
পরদিন তারে পাঠিয়ে দিলাম দেশ।
মালীর দল ঝেড়ে কল্লাম বিদায়,
তুলে' দিলাম পাহারা সাথে সাথে,
সখের বাগান দিলাম সেধে সঁপে
শেয়াল-কুকুর চোর-চোট্টার হাতে!
এক সপ্তাহের মাঝেই বাস তুলে'
চলে' গেলাম সুদূর দেশান্তরে,
সাধের কানন পুড়িয়ে দিয়ে এলাম
সোণার মেয়ের দগ্ধ চিতার 'পরে!
দিন কাট্‌তো একটি স্মৃতি ল'য়ে,
রাত পোহাতো একটী স্বপ্ন দেখে',—
পাহাড় হ'তে গড়িয়ে গেল মেয়ে,
হা হা!—গড়িয়ে প'ল উঁচু পাহাড় থেকে!
বহুদিনে ফির্‌লাম দেখ্‌তে বাগান,
আজকে শ্মশান, ছিল যা কবিতা!
প্রতি অণু-পরমাণুর বুকে
জল্‌ছে যেন সেদিনকার সে চিতা!
সাজানো বাগ উজাড় হ'য়ে সেথা
জমেছে আজ উলুখড়ের মেলা,
ছেলেরা সব পাথর মূর্ত্তি ভেঙ্গে
করেছে আজ খেল্‌বার বুঝি ঢেলা!

লাল রাস্তার চিহ্নও কোথা নাই,
বেঞ্চ, আলো, সবই চুর্মার !
নন্দনকানন আমার তরে যেন
রেখেছে আজ শূন্য আর আঁধার !
ছিল যেথায় লাল মাছের ঝাঁক,
সে জঙ্গলে থাকে এখন সাপ !
পায়ে ?—না প্রাণে ফুট্‌ছে কাঁটা !
সে কি রূপের বিদায়-অভিশাপ ?
রেলিং যেটুক আছে, পড়্‌ছে খসে',
ফোয়ারা ছিল, মনেও হয় না ভ্রমে,
ঘুর্‌তে লাগ্‌লাম ধ্বংসের মাঝ খানে,
রাত্রি গভীর—গভীরতম ক্রমে !
হঠাৎ একটা ঝোপের আঁধার থেকে
উঠ্‌লো যেন কাহার উচ্চ হাসি,
আবার দেখি, ঝিলের ধারে বসে',
কাঁদে এ কে, এলিয়ে কেশের রাশি ?
সকল ধ্বনি ডুবিয়ে দিয়ে শেষে
ফুটছে একটী গভীর হাহাকার,
হা হা ধ্বনি উঠে' মেঘে মেঘে
সুরের লোক হ'য়ে গেল পার !
সেই বিজনে শান্ত প্রকৃতিও
ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো যেন হঠাৎ,

'পাহাড়, ঝরণা, মেঘ, আকাশ, বাতাস
মানব-ভাষা পেল অকস্মাৎ!
শুন্‌তে লাগ্‌লাম সেই শ্মশানে বসে'
তারা যেন বল্‌ছে আমায় ডেকে,—
পাহাড় হ'তে গড়িয়ে গেল মেয়ে,—
হা হা—গড়িয়ে প'ল উঁচু পাহাড় থেকে!

কোথা—কতদূর ?

যুগে যুগে এ জিজ্ঞাসা কোথা—কতদূর ?
প্রশ্ন মিছে কেঁদে মরে উত্তরের পাছে,
ত্রাসিত অনন্ত-যাত্রী !— কি জানি কি আছে
মৃত্যুর নেপথ্যে ! সে কি চণ্ড, না মধুর ?
কি সে মহা পরিণাম ?—বুঝি তারই তরে
রবি-শশী গিরি-সিন্ধু অপূর্ব্ব সৃজন ;
গ্রহকুল ঘুরিতেছে যুগ-যুগান্তরে,
নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি,—সে আদর্শ লাগি
কি সে মহা পরিণাম ?— সে আদর্শ লাগি
কঠোর তপস্যামগ্ন বুঝি যোগীকুল,
বুকে স্বপ্নভার—কবি কত নিশি জাগি,
তুলি ল'য়ে লুব্ধ শিল্পী আগ্রহে আকুল !
দেশ-কালে বদ্ধ কি সে যাত্রার নিয়তি ?
না, সে অসমাপ্ত পটে অবিরাম গতি !

কবির প্রয়াণ-সঙ্গীত।

মরিয়া বেঁচেছি আমি ! নহি ত শয়ান
অনন্ত নিদ্রার ক্রোড়ে, করেছি প্রয়াণ
নূতন জীবনে, প্রিয় ! যেথা জাগরণ
ঘুমায় না কভু। অশ্রু কেন অকারণ ?
জয়ী আমি আজ ! হেরে নব দৃশ্য সব
নব নেত্র ; নব কর্ণ শোনে নব রব !
ছিন্ন-তার বীণা, সাঙ্গ গীতের আলাপ,
ভেঙ্গেছে কল্পনা-খেলা, ঘুচেছে প্রলাপ,
কেন বল, ভাই ? এ যে পোহায়েছে রাতি
আর পারে,—গান গেছে গাহিতে প্রভাতী !
কুহুধ্বনি যায় যথা মধুঋতু-শেষে
গাহিতে বসন্ত, নব বসন্তের দেশে !
অমৃত পোড়াতে গিয়ে শ্রান্ত শুধু চিতা,
মরিয়া অমর হয় কবি ও কবিতা।

তুষার হইতে বিদায়।

আসি তবে, হে হিমাদ্রি, পড়েছে যাত্রার ত্বরা,
দূরে হবে যেতে,
আঁখি ভরে' দেখি রূপ, ধবল আদর্শ তব
মর্ম্মে নিই গেঁথে!
শুনা'লে তোমার বার্ত্তা, বুঝালে তোমার তত্ত্ব,
কাছে কাছে রাখি,
পেল দুটী স্বর্ণ পাখা লভিয়া তোমার স্বর্গ
পিঞ্জরের পাখী!
তব ফুলে নব গন্ধ, তব গীতে নব ছন্দ,
কি কান্তি কান্তারে,
ঘুরিয়া হিমের পুরে তৃষ্ণা মোর গেল দূরে
তোমার তুষারে!
শৃঙ্গে শৃঙ্গে এত মূর্ত্তি, এত লীলা, এত স্ফূর্ত্তি
নিশায় দিবসে,
অবসাদ ফুরাইল, আত্মা মোর জুড়াইল
শীতল পরশে!
তোমার নভের মেঘে আমার কল্পনা লেগে
হ'য়ে গেছে সোণা,
আমারে করিল কবি জ্যোৎস্না-ধৌত তব ছবি,
সোণার প্রেরণা!

প্রকৃতির জল-যন্ত্র করেছে কি শত-রন্ধ্র,
মুরলী তোমার ?
সে ডাকে করিল প্রাণ দিকে দিকে মুক্তি-স্নান
তব-ঝরণায় !
দেখিতে তুষার-দৃশ্য পদপ্রান্তে ভক্ত বিশ্ব
গদ্গদ অন্তরে !
শিখিপুচ্ছ মনোলোভা না, এ বরফের শোভা,
শিখরে শিখরে ?
পাহাড়ের খাত বেয়ে রবি-কর নামে ধেয়ে
বরফ গলায়ে
আনন্দ কি পড়ে ঢলে' ? করুণা কি নামে গলে'
পাষাণ টলায়ে ?
তোমার কৃত্রিম হ্রদ তাও কত মনোমদ,
কাকচক্ষু নীর,
সেই হ্রদে দাঁড় ধরি' বাহিয়াছি ক্রীড়া-তরী,
উল্লাসে অধীর !
কোথা অধিত্যকা-পথে শুয়ে দীর্ঘ শুভ্র মেঘ
পোহাইছে রোদ,
তব বাহুবন্ধে যেন ঝরণার ধবল-ধারা
হয়েছে নিরোধ !
বিচিত্র মখমল-প্রায়, শৈবাল শিলার গা'য়
মসৃণ কোমল,

তোমার নীহারে স্নাত, রৌদ্র-করে প্রতিভাত,
করে ঝল্ মল্,
রবি-চন্দ্র তব দ্বারে সন্ধ্যা-প্রাতে করে কারে
মঙ্গল-আরতি ?
কন্দরে কন্দরে শান্তি, শিখর-কান্তার-কান্তি,—
গম্ভীর বিরতি !
তপোমগ্ন তরু-লতা সমাধির বিজনতা
দিতেছে পাহারা,
পান্থ যদি করে শব্দ, 'চুপ ! চুপ !' বলে' স্তব্ধ
করায় তাহারা !
সে নিভৃতি ভঙ্গ করে', নির্ঝর নামিছে জোরে,
তার দুই ধারে—
আকাশে উঠেছে বন, পাতালে নেমেছে বন,
শৃঙ্গ অন্ধকারে !
কত গাছে অর্দ্ধ-শুষ্ক, কত গাছে মর'-মর'
রংটী পাতার,
হেমন্তের হিমে স্নাত, বসন্ত, হরিত, পীত
পাতার বাহার !
—এ কি কাননের স্তূপ ? না, গিরিকদম্ব-রূপ—
রোমাঞ্চ বনের ?
উদ্ভিদ-স্বপ্নের মত রবারের গাছ কত,
ঐশ্বর্য্য মনের !

নিয়ে বিদারিয়া শিলা ধাইছে পার্ব্বতী নীলা
গভীর গর্জ্জনে,
লয়ে লক্ষ তরু সা'র দু' ধারে গৈরিক পার
মিশেছে গগনে ;
শিখর-কান্তার-ফাঁকে প্রকৃতি গড়েছে 'লন'—
আঙ্গিনা তোমারি !
কোথা শিলা-সিঁড়ি বেয়ে থাকে থাকে নামিয়াছে
চা গাছের সারি।
তব তুঙ্গ-শৃঙ্গ 'পরে সমতল দেখা যায়—
অকুল সাগর !
সৃষ্টির ইঙ্গিত পেয়ে ওই কি কারণ-বারি
স্তম্ভিত, নিথর ?
সৃজন-প্রত্যুষে তাই নভে নভোমণি নাই,
উলঙ্গ গগন,
রবি-সৃষ্টি আশা করে' তোমার নিসর্গ বুঝি
ধ্যানে নিমগন !
সহসা ইঙ্গিতে কার উঠে রবি সিন্ধু সম
সমতল হ'তে,
সাঁঝে তব শৃঙ্গ-পাছে স্বর্ণ-মেঘ যেথা আছে,
নামে সেই পথে।
রঞ্জি' দূর চক্রবাল বহুক্ষণ লালে লাল
খেলে স্বর্গ-হাসি,

সুখ-স্বপ্নে থর থর, দাঁড়াইয়া চরাচর
নমে রূপরাশি !
হেম, না ও হিম-শৃঙ্গ ? না, প্রবাসী দেবতার
রক্ত-বস্ত্রালয় ?
দেবাত্মারে ল'য়ে বক্ষে দেখিছে কি মুগ্ধ চক্ষে
বিশ্বের বিস্ময় ?
এই উদয়াস্ত-তটে বসিয়া কে যেন কহে,—
পথিক, লুটাও !
নয়নের দ্বার খোল', ভোল', এ দুনিয়া ভোল',
যাও, ডুবে যাও !
—এসেছিনু তব ছায়ে ভগ্ন প্রাণে, রুগ্ন কায়ে,
তোমার আহ্বানে,
দিলে স্বাস্থ্য, দিলে সুখ ভরিয়া এ শূন্য বুক,
গাঁথা প্রাণে প্রাণে !
দেহে প্রাণ, গিরিরাজা, যেন ফুল ফল, তাজা
কচি পত্রপুটে,
ধৌত মেঘে হিমানীতে, নব রক্ত ধমনীতে
টগ্‌বগ্‌ ফুটে,
হৃদি-তন্ত্রী বাজাইলে, সাধনারে সাজাইলে
তোমার সঙ্গীতে,
শিরায় তাড়িত ছুটে, হিয়ায় কবিতা ফুটে
তোমার ইঙ্গিতে !

আলোতে রচিয়া ছায়া জীবনে মৃত্যুর মায়া
দেখালে নিভৃতে,
দেবতারে চিনাইলে, আত্মা মোর জীয়াইলে
তোমার অমৃতে !
আছে যে কুহক-পুরী মৃত্যুমন্ত্র দিয়া ঘেরা
জীবনের পারে,
আনন্দে উধাও চিন্তা আসিল আঘাত করি'
তারও বজ্রদ্বারে !
কিছু রাখ নাই ঢাকি, কিছু রাখ নাই বাকি,
দিলে ঢেলে সব,
ক্ষুদ্র এ হৃদয়-পুটে কত আর নিব লুটে
অসীম বৈভব ?
আজ স্বপ্ন টুটে যায়, নৈরাশ্য বিদায় গায়,
ফেটে যায় প্রাণ,
ফিরে' ফিরে' চায় শুধু— তোমার অনন্ত মধু
আঁখি করে পান।
মত্ত কলাপীর মত স্ফূর্ত্তির পেথম ধরে'
এ শৈল-বিহার,
স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন, দীপ্ত জীবনে গর্ব্বের দিন
আসিবে কি আর ?
আর কবে হবে দেখা ? চিত্ত-চিত্রপটে লেখা
ও দিব্য মুরতি!

ভাষা-ভাব ধুলে লুটে ভাল করে' নাহি ফুটে
বিদায়-ভারতী !
প্রাণ হবে কৃষ্ণহারা পার্থের গাণ্ডীব সম
বিহনে তোমার,
ভাব মোরে যাবে ছেড়ে, ভাষারে কে নেবে কেড়ে,
স্বপ্ন চূর্‌মার্‌ !
চোখের এ ছাড়াছাড়ি জানি শুধু বাহিরের,
অন্তরের নয়,
তিলেক রবে না ছাড়া, পূর্ণ করে' রবে তুমি
ভক্তের হৃদয় !
তথাপি তোমার কাছে আমার নিরাশা যাচে
বিদায়-প্রসাদ,
আজ তুমি কর মোরে শেষ দিনে প্রাণ ভরে'
শেষ-আশীর্ব্বাদ !
দেখিনু যা, শুনিনু যা, বুঝি, আর না-ই বুঝি,
মর্ম্মে গাঁথা থাকে,
সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে ফেরে যেন সাথে সাথে
শুভে মতি রাখে !
এই উঁচু দিকে চাওয়া, এই উর্দ্ধ পানে ধাওয়া
আর নাহি ভুলি,
যেন ও ধবল চূড়া ঢেউ খেলাইয়া প্রাণে
দেয় স্বর্গ খুলি' ।

দু'পারে দু'জন মোরা, মাঝে বিরহের সিন্ধু,
স্মৃতি ভাসে তা'তে,
কাঁদিব বসিয়া একা, তুমি ত দিবে না দেখা
সে বিরহ-রাতে!
পূর্ণ সুকৃতির মাত্রা, সমাপ্ত তুষার-যাত্রা,
হিমানি, বিদায়!
মেঘরাজ্য রাখি পিছে নামিয়া যেতেছি নীচে,
স্বর্গভ্রষ্ট-প্রায়!
মাথা নাহি রয় খাড়া, স্ফূর্ত্তি নাহি দেয় সাড়া,
চিন্তা মূর্চ্ছাহত!
রক্তধারা আসে থেমে, হৃদয় যেতেছে নেমে,
নামিতেছি যত!
শোভাদ্রি, যেও না ছেড়ে, আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে
কর' না কাঙ্গাল।
যতই যেতেছ সরে' তোমারে জড়ায়ে ধরে
মোর স্বপ্নজাল!
ক্রমে আধ-আধ দেখা, যেন কুহকের রেখা
ভাল লাগে তাও,
পায় পায় কোথা যাও? বারেক ফিরিয়া চাও,
একটু দাঁড়াও।
প্রাণ নাহি যেতে চায়, তবু যেতে হয়, হায়,
এ বিধান কার?

স্বষ্টিছাড়া বুঝি সেই, বিশ্বে তার কেউ নেই
হাসার, কাঁদার।
গেল হিয়া ফেটে গলে', তোমারে যে অশ্রুজলে
দেখিতে না পাই,
শুভ্র-শোভা, ধীরে ধীরে ডুবে গেলে আঁখি-নীরে?
যাই, তবে যাই!

সমাপ্ত।

গান

স্বরলিপিচিহ্নাদির ব্যাখ্যা

(স্বরগ্রাম ও মাত্রা ইত্যাদি)

সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটী প্রকৃত স্বর।

ঋ গ ধ নি এই চারিটী কোমলভাবে এবং ম এইটী কড়ি বা তীব্রভাবে বিকৃত হয়। কোমলের চিহ্ন (△) এইরূপ; এবং কড়ির চিহ্ন (৮) এইরূপ; ইহারা বিকৃত স্বরের মস্তকে থাকে যেমন——

স্বর-নির্ণয়

ঋ গ ধ নি ম

সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটী স্বরের সমষ্টিকে একটী সপ্তক কহে। সঙ্গীতে সাধারণতঃ উদারা, মুদারা ও তারা এই তিন সপ্তকের স্বর ব্যবহৃত হয়। মুদারার অর্থ মধ্য-সপ্তক। মুদারা অপেক্ষা যাহা মোটা তাহা উদারা-সপ্তকের স্বর, এবং মুদারা অপেক্ষা যাহা চড়া তাহা তারা-সপ্তকের স্বর। স্বরের নীচে এইরূপ .) চিহ্ন থাকিলে উদারা-সপ্তকের স্বর, স্বরের নীচে অথবা উপরে ঐরূপ কোন চিহ্ন না থাকিলে

সপ্তকের পরিচয়

মুদারা-সপ্তকের স্বর, এবং স্বরের উপরে ঐরূপ চিহ্ন থাকিলে তারা-সপ্তকের স্বর বুঝিতে হইবে যথা——

উদারা			মুদারা			তারা		
সা̣	ঋ̣	গ̣	সা	ঋ	গ	সাঁ	ঋঁ	গঁ

মাত্রা নির্দ্ধারণ

স্বরের স্থায়ীত্ব পরিমাণ করিবার জন্য সঙ্গীতের স্বরের উপরে মাত্রা ব্যবহৃত হয়। মাত্রার চিহ্ন (।) এইরূপ; সমান স্বরের ফাঁকে ফাঁকে তালি দিলে অথবা টোকা মারিলে তাহার প্রত্যেক আঘাতে এক একটী মাত্রা নিরূপিত হয়। স্বরের উপরে একটী মাত্রা থাকিলে উহা যতটা সময় স্থায়ী হইবে, দুইটী মাত্রা থাকিলে ঠিক তাহার দ্বিগুণ সময় স্থায়ী হইবে। এইরূপে তিনটী মাত্রাতে ঠিক তিন গুণ সময়, চারিটী মাত্রাতে ঠিক চারি গুণ সময় এবং তদধিক মাত্রাতে ঠিক তদধিক গুণ সময়ের স্থায়ীত্ব বুঝাইবে। যথা——

সা, সা, সা, সা = একমাত্রা, দুইমাত্রা, তিনমাত্রা, চারিমাত্রা সময়বিশিষ্ট স্বর।

সা ঋ = একমাত্রার মধ্যে দুইটী অর্দ্ধমাত্রা সময়বিশিষ্ট স্বর।

সা ঋ গ ম = একমাত্রা সময়ের মধ্যে চারিটী সিকিমাত্রা সময়বিশিষ্ট স্বর।

এইরূপ একমাত্রার মধ্যে তিনটী স্বরও সমভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। যদি এমন দুইটী স্বর প্রকাশ করিতে হয়, যাহাদের প্রথমটীতে একমাত্রা সময়ের বার আনার অধিক অংশ এবং দ্বিতীয়টীতে সিকির কম অংশ, অথবা প্রথমটীতে একমাত্রা সময়ের সিকির কম অংশ এবং দ্বিতীয়টীতে বার আনার অধিক অংশ আছে, তাহা হইলে, উভয়ের মধ্যে, ঐ সিকিমাত্রার কম সময়বিশিষ্ট স্বরটী ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিতে হইবে এবং তাহার নীচে এইরূপ (‿) একটী চিহ্নের দ্বারা পরস্পর সংযোজিত থাকিবে। এইরূপ এক মাত্রার মধ্যে তিনটী স্বরও সমভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই শেষের স্বরে বেশী সময় থাকে। যথা—

নিসা ; পগম

আশ ও গিট্‌কিরির কথা

স্বরগ্রামের নীচে যেখানে গানের পদাংশ না থাকিয়া (০) এইরূপ চিহ্ন থাকে, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের অন্ত্যস্বরটী টানিয়া গাহিতে হয়। যেমন——

ঋগ মপ ধপ মপ মগ এই পদটি
হৃ দে রা ০ ০ ০ ০ ০ জ ০

ঋগ মপ ধপ মপ মগ এই ভাবে গেয়।
হৃ দে রা আ আ আ আ আ জ অ

এখানে "অ" এবং "আ"র উদাহরণ দেওয়া গেল। এইভাবে ই, উ, এ, ও প্রভৃতি স্বরের উচ্চারণ হইবে। ইহাকে আশ কহে। একই স্থানে

এরূপ আশের অধিক সমাবেশ থাকিলে তাহাকে গিট্‌কিরি বলা যায়। এগুলি সঙ্গীতের অলঙ্কারবিশেষ। নূতন শিক্ষার্থীগণের সুবিধার জন্য গ্রন্থস্থ স্বরলিপিতে আশ ও গিট্‌কিরি অধিক ব্যবহৃত হয় নাই। সঙ্গীত-বিদ্‌গণ ইচ্ছামত ঐ সকল অলঙ্কার বিস্তারিতভাবে ব্যবহার করিতে পারেন। উহাতে গীতের মাধুর্য্যই বাড়িবে। কিন্তু আশ ইত্যাদি যতটা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও যদি নূতন শিক্ষার্থীগণের কাহারও নিকট বিশেষ কঠিন বোধ হয়, তবে তাঁহারা এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারণীয় স্বরগুলির মধ্যে কেবল শেষের স্বরটীর উপর ঐ মাত্রাটি ব্যবহার করিয়া স্বরলিপি সংক্ষেপ ও সহজ করিয়া নিতে পারেন। যথা——

পপ পমপ ধপ মপ মগ ঋগম   স্থলে
হৃ দি নী ০ ল   ০ ০   রে ০—০ ০ ০

পপমপ ধপমপ গ ম   এইরূপ।
হৃ দি নী ল   অ ০ ০ ম্ব   রে ০

বলা বাহুল্য, এরূপ সংক্ষেপ করাতে গীতের সৌন্দর্য্যের হানি হয়।

স্বর উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে অথবা পরে মাত্রা পড়িলে তাহাকে আড়মাত্রা কহে। আড়মাত্রার পরবর্ত্তী স্বরে মাত্রা না থাকিলে ঐ স্বর ঐ আড়মাত্রার অর্দ্ধাংশ সময় পাইবে। স্বরের উপরে মাত্রা থাকিলে মাত্রার সহিত একই সময়ে স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে; কিন্তু আড়মাত্রায় তাহা নহে:

আড়মাত্রার বিষয়

আড়মাত্রা স্বরের আগে থাকিলে উহার মাত্রা-আঘাতের পরে, এবং স্বরের পরে থাকিলে উহার মাত্রা-আঘাতের পূর্ব্বে স্বর উচ্চারিত হয়। যথা——

সা ঋগ গ্ম নিঋস

নূতন শিক্ষার্থীগণের মধ্যে কেহ আড়মাত্রার যথাযথ ব্যবহার করিতে কঠিন বোধ করিলে, ঐ আড়মাত্রা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী স্বরে (যাহার উপর কোনও মাত্রা না থাকিবে) ব্যবহার করিতে পারেন।

গীতের পদাক্ষরে হসন্ত চিহ্ন

গানের পদের কোনও অক্ষরে হসন্তচিহ্ন থাকিলে তাহার হ্রস্ব উচ্চারণ যেমন একান্ত আবশ্যক, হসন্তচিহ্ন না থাকিলে ঐরূপ অকারান্ত অক্ষরমাত্রেরই দীর্ঘ উচ্চারণ তেমনই আবশ্যক। ইহার অন্যথায় গীতের লালিত্য নষ্ট হইবে।

(আরম্ভ, পুনরাবৃত্তি এবং শেষ)

যখনই যে স্থান হইতে গানের আরম্ভে ফিরিতে হইবে, সেই স্থানেই আরম্ভসূচক (আ) এই চিহ্ন থাকিবে। গানের যে অংশের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে তাহার শেষে পুনরাবৃত্তিসূচক (পু) এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (পু) চিহ্ন থাকিলে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী (আ), (পু) কি (শে) ইত্যাদি যে কোন চিহ্নের পর হইতেই ঐ (পু) চিহ্নের অন্তর্গত পুনরাবৃত্তিযোগ্য কলির আরম্ভ ধরিয়া লইতে হইবে। শেষসূচক (শে) এই চিহ্ন সাধারণতঃ যেখানে গান শেষ করিতে হয়, এবং যেস্থান ছাড়িয়া গানের অন্য কলি ধরিতে হয়, সেখানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ উদ্দেশে গানের প্রথমাংশেই উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; গানের মাঝামাঝি অথবা শেষভাগে যেখানে (শে) চিহ্ন পড়ে, সেখানে গানের পুনরাবৃত্তির অংশটাই

আরম্ভ হইয়া থাকে। (শে) চিহ্নকে কোন স্থানেই বাধা মনে না করিয়া বরাবর উহাকে অতিক্রম করিয়া গান চালাইয়া যাইতে হইবে। [(পু) (আ)] এই চিহ্ন থাকিলে পুনরাবৃত্তির পর গানের আরম্ভে ফিরিতে হয়; এবং [(পু) (শে)] এই চিহ্ন থাকিলে পুনরাবৃত্তির পর গানের অন্ত্য কলি ধরিতে হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

(বিভিন্ন গ্রামনিরূপণ)

গানবিশেষের সুরের ওজন বুঝিয়া কণ্ঠভেদে পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম (Scale) অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; সেজন্য **সা** গ্রামকে আদর্শ ধরিয়া উহার স্বরগ্রামের নীচে নীচে যথাক্রমে মিল ফেলিয়া অন্যান্য অবলম্বন-যোগ্য গ্রামগুলির স্বরগ্রামের পরিবর্ত্তিত রূপ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।——

সা গ্রাম…	সা	ঋ△	ঋ	গ△	গ	ম	মˈ	প	ধ△	ধ	নি△	নি
ঋ△ গ্রাম…	ঋ△	ঋ	গ△	গ	ম	মˈ	প	ধ△	ধ	নি△	নি	সাঁ
ঋ গ্রাম…	ঋ	গ△	গ	ম	মˈ	প	ধ△	ধ	নি△	নি	সাঁ	ঋ△ঁ
গ△ গ্রাম…	গ△	গ	ম	মˈ	প	ধ△	ধ	নি△	নি	সাঁ	ঋ△ঁ	ঋঁ
গ গ্রাম…	গ	ম	মˈ	প	ধ△	ধ	নি△	নি	সাঁ	ঋ△ঁ	ঋঁ	গ△ঁ
ম গ্রাম…	ম	মˈ	প	ধ△	ধ	নি△	নি	সাঁ	ঋ△ঁ	ঋঁ	গ△ঁ	গঁ
মˈ গ্রাম…	মˈ	প	ধ△	ধ	নি△	নি	সাঁ	ঋ△ঁ	ঋঁ	গ△ঁ	গঁ	মঁ
প গ্রাম…	প	ধ△	ধ	নি△	নি	সাঁ	ঋ△ঁ	ঋঁ	গ△ঁ	গঁ	মঁ	মˈঁ

(তাল)

কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রার সমষ্টিতে একটা সম্পূর্ণ তাল হয়। সুবিধার জন্য, তালভেদে ঐ নির্দ্দিষ্ট মাত্রাগুলিকে স্বরলিপিতে সমান সমান সংখ্যায় বিভক্ত করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিভাগের শেষে একটি করিয়া রেখা এবং সমগ্র তালটির শেষে দুইটি করিয়া রেখা থাকে। সাধারণতঃ তালের উৎপত্তি ও আরম্ভকে সম কহে। এই স্থানে গীতের পদের অক্ষর-উচ্চারণেও তাল আরম্ভের ইঙ্গিতসূচক ঝুঁকি ও জোর পড়ে। সমের চিহ্ন (+) এইরূপ। তালের যে অংশে কোন আঘাত পড়ে না, সেই অঙ্গকে ফাঁক কহে। ঐ স্থানে গীতের পদের অক্ষর-উচ্চারণেও শূন্যতাসূচক নিস্তেজভাব লক্ষিত হয়। ফাঁকের চিহ্ন (০) এইরূপ। সম ভিন্ন তালের আর যে যে স্থানে আঘাত পড়ে, সেই সেই স্থানে (১) এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। স্বরলিপিতে মাত্রার ঠিক উপরে উপরে এই সকল তালাঙ্ক লিখিত হইয়া থাকে।

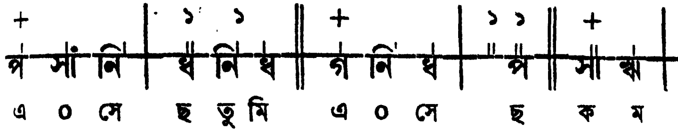
গান

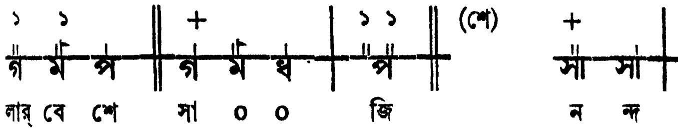
আগমনী

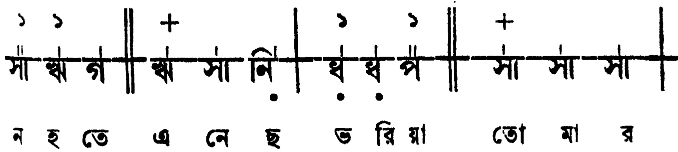
ইমনকল্যাণ—তেওরা।

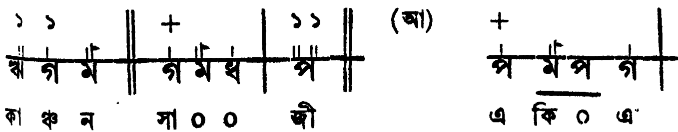
এসেছ, তুমি এসেছ
কমলার বেশে সাজি ;
নন্দন হ'তে এনেছ ভরিয়া
তোমার কাঞ্চন সাজী !
এ কি এ সহসা মুহু মুহু মুহু
গাহে কোয়েলা কুহু কুহু কুহু,
নাচে সরসী,
মুঞ্জরে তরুরাজি।

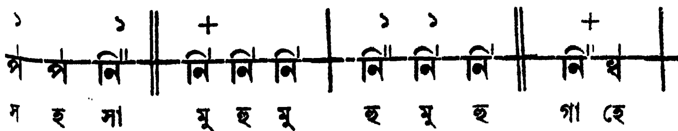
এলোকেশে ভাসে মেঘমালা,
অঞ্চলে হাসে চঞ্চলা,
স্বপনরঞ্জিত স্বরগ-সঙ্গীত
নূপুরে উঠে বাজি বাজি ;
কেন রে নয়ন করে ছলছল,
সারা পরাণ সুখে টলমল,
এ কি উৎসব
মোর কুঞ্জে আজি !

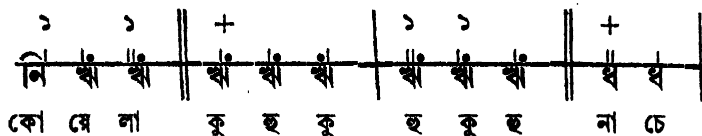

প সাঁ নি | ধ নি ধ || গ নি ধ | প || সা ঋ |
এ ০ সে ছ তু মি এ ০ সে ছ ক ম

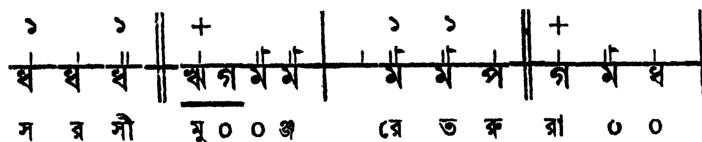

গ ম প || গ ম ধ | প || (শে) সা সা |
লার্ বে শে সা ০ ০ জি ন ন্দ

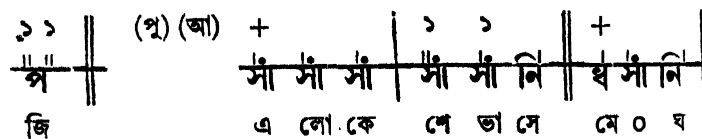

সা ঋ গ || ঋ সা নি | ধ ধ প || সা সা সা |
ন হ তে এ নে ছ ভ রি য়া তো মা র

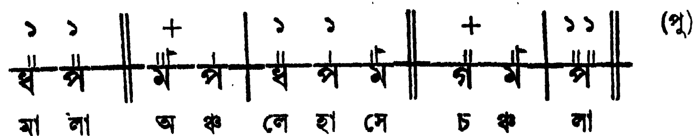

ঋ গ ম || গ ম ধ | প || (আ) প ম প গ |
কা ঞ্চ ন সা ০ ০ জী এ কি ০ এ

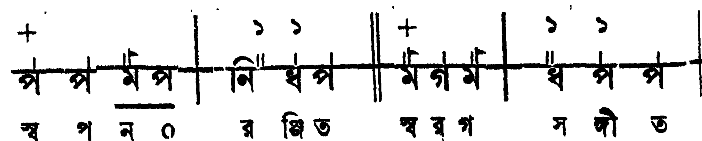

প প নি || নি নি নি | নি নি নি || নি ধ |
স হ সা মু হু মু হু মু হু গা হে


কো য়ে লা কু হু কু হু কু হু না চে


স র সী মু ০ ০ ঞ্জ রে ত রু রা ০ ০


(পু) (আ)
জি এ লো কে শে ভা সে মে ০ ঘ


(পু)
মা লা অ ঞ্চ লে হা সে চ ঞ্চ লা


স্ব প ন ০ র ঞ্জিত স্ব র গ স ঙ্গী ত

\+ | ১ ১ || + | ১ ১ || (পু)

সা সা সা | নি সা ঋ গ || নি সা ঋ | গ ||

নূ পূ রে উ ঠে বা জি বা ০ ০ জি

\+ | ১ ১ || + | ১ ১ ||

প মপ গ | প নি নি || নি নি নি | নি নি নি ||

কে ন ০ রে ন য় ন ক রে ছ ল ছ ল

\+ | ১ ১ || + | ১ ১ ||

নি ধ | নি ধ নি ঋ || ঋ ঋ ঋ | ঋ ঋ ঋ ||

সা রা প রা ণ ০ সু খে ট ল ম ল

\+ | ১ ১ || + | ১ ১ || + |

ধ ধ | ধ নি ধ || ঋগ ম ম | ম মপ || গ ম ধ |

এ কি উৎ স ব মো ০ ০ র কু ঞ্জে ০ আ ০ ০

১ ১ || (পু) (আ)

প ||

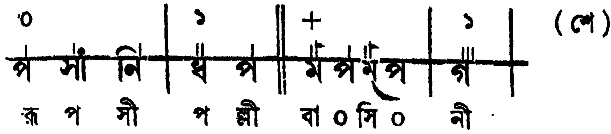
জি

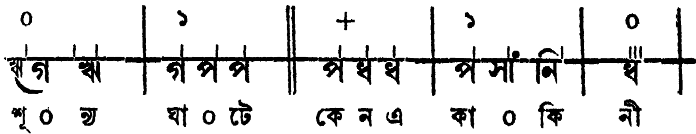
পল্লী-লক্ষ্মী

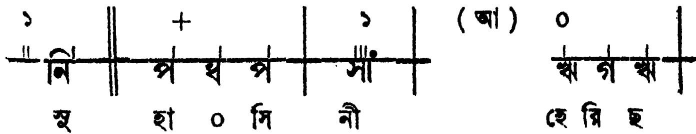
ইমনপুরবী—একতালা।

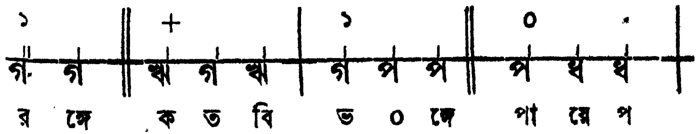
রূপসী পল্লীবাসিনী,
শূন্য ঘাটে কেন একাকিনী, সুহাসিনী!
হেরিছ রঙ্গে, কত বিভঙ্গে
পায়ে পড়ে তরঙ্গিনী।
উড়ে অঞ্চল এলোকেশরাশি
চঞ্চল জল উঠে কল-হাসি',
উলসি বিলসি নাচিছে কলসী
তব সোহাগে সোহাগিনী!
শ্রান্ত ধেনু গেল ঘরে ফিরে,
বেলা গেল ডেকে, চলে পাখী নীড়ে,
তীরে নীরে ধীরে ধীরে
বিছালো শয়ন নিশীথিনী;
বাজিছে শঙ্খ ওই থণে থণে
জ্বলে দীপমালা গগনে ভবনে,
আঁধার আলয়ে যাও দীপ ল'য়ে
নূপুরে বাজায়ে রিনিঝিনি।

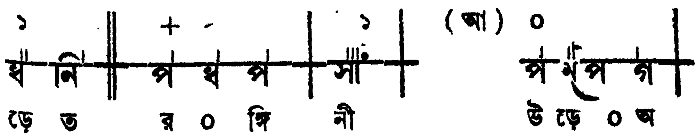


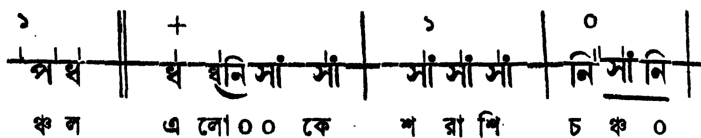

(শে)
রূ প সী প ল্লী বা ০ সি ০ নী

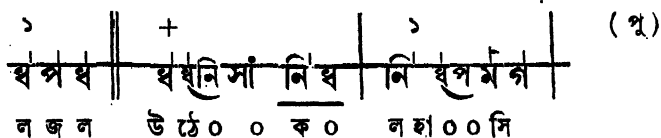

শূ ০ ন্য ঘা ০ টে কে ন এ কা ০ কি নী

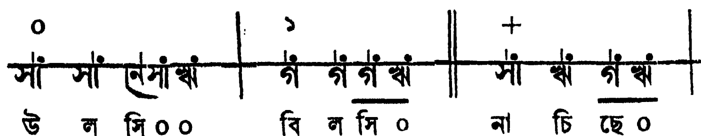

(আ)
সু হা ০ সি নী হে রি ছ

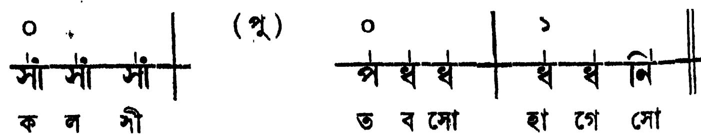

র ঙ্গে ক ত বি ভ ০ ঙ্গে পা য়ে প

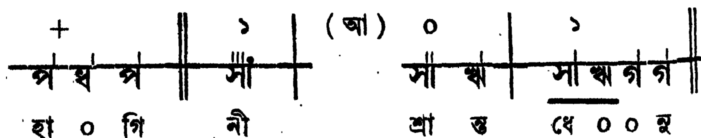

(আ)
ড়ে ত র ০ ঙ্গি নী উ ড়ে ০ অ


১ + ১ ০
প ধ ধ ধনিসাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ নি সাঁ নি
ঞ্চ ল এ লো০০ কে শ রা শি চ ঞ্চ ০


১ + ১ (পু)
ধ প ধ ধ ধনিসাঁ নি ধ নি ধপর্মগ
ল জ ল উ ঠে০ ০ ক ০ ল হা০০সি


০ ১ +
সাঁ সাঁ নসাঁঋঁ গাঁ গাঁ গাঁঋঁ সাঁ ঋঁ গাঁ ঋঁ
উ ল সি০০ বি ল সি ০ না চি ছে ০


০ (পু) ০ ১
সাঁ সাঁ সাঁ প ধ ধ ধ ধ নি
ক ল শী ত ব সো হা গে সো


+ ১ (আ) ০ ১
প ধ প সাঁ সা ঋ সা ঋ গ গ
হা ০ গি নী শ্রা স্ত ধে ০ ০ নু

\+ | ১ | ০ | ১ ||

গ গ গ | গ গ গ | ঋ ঋগর্ম র্ম | র্মর্ম পম ||

গে ল ঘ রে ফি রে বে লা ০ ০ গে ল ডে কে ০

\+ | ১ | (পু) ০ || ১ ||

গ গর্মপপ | প প প | প পর্মগ || গ গঋ ||

চ লে ০ ০ পা খী না ড়ে তী রে ০ ০ নী রে ০

\+ | ১ | ০ | ১ ||

ঋগ ঋ | সা সা | সা ঋসা ঋগ | গ গ গঋ ||

ধী ০ রে ধী রে বি ছা ল ০ ০ শ য় ন ০

\+ | ১ | (শে) ০ | ১ ||

ঋ গ ঋ | প | প র্মপগ | প ধ ||

নি শী থি নী বা জি ০ ছে শ ঙ্খ

\+ | ১ | ০ | ১ ||

ধ ধনিসা র্সা | র্সা র্সা র্সা | নি নি র্সানি | ধ প ধ ||

ও ০ ০ ই খ নে খ নে জ লে দী ০ প মা লা

\+ ॥ ১ | (পূ) ০ |
ধ ধ নি সা নি ধ ॥ নি ধ প র্ম গ | সাঁ সাঁ নে সাঁ ঋঁ |
গ গ ০ ০ নে ০ ভ ব ০ ০ নে আঁ ধা র ০ ০

১ ॥ + | ১ | (পূ)
গঁ গঁ গঁ ঋঁ ॥ সাঁ ঋঁ ঋঁ | সাঁ নি সাঁ সাঁ |
আ ল য়ে ০ যা ও দী প ০ ল য়ে

০ | ১ ॥ + | ১ | (আ)
প ধ ধ | ধ ধ নি ধ ॥ প ধ প | সাঁ |
নূ পু রে বা জা য়ে ০ ঝি নি ঝি নি

বহুরূপা

খাম্বাজ—যৎ।

জাগ মনে মম ক্রন্দন সম,
জনম-মরণ-সঙ্গিনী লো!
পড় খল-হাসি'
মোর কূলে আসি,
ভ্রূভঙ্গিনী তরঙ্গিনী লো!
জটিল গভীর ঘোর
জীবন-গহনে
বাজে বাঁশরী তোমারে চাহিয়া
কেন কেন অকারণে;
কি খেলা খেলাও
আমার সনে,
সুরঙ্গিনী কুরঙ্গিনী লো।

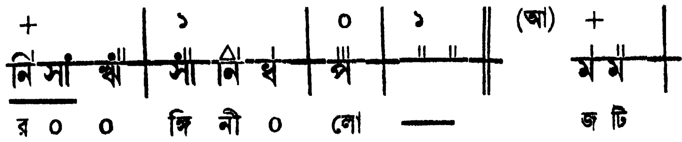
\+ | ১ | ০ | ১ || + | ১ |
সা | নি সা ঋা সা | নি | ধা ধা || ম | পা ধা পা ধা পা |
জা গ ০ ০ ম নে ম ম ক্র ন্দ ০ ন ০ ০

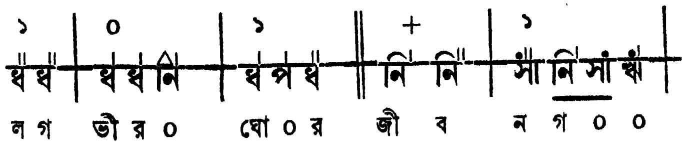
০ | ১ || + | ১ | ০ | ১ || + |
ম | গা || সা | গা গা ম | পা | নি নি || সা |
স ম জী ব ন ০ ম র ণ স

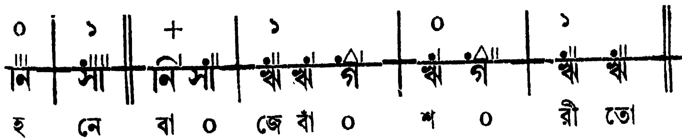
১ | ০ | ১ || (পু) (শে) + |
নি সা ঋা সা নি ধা | পা | — — || সা |
ঙ্গি ০ ০ নী ০ ০ লো —— প

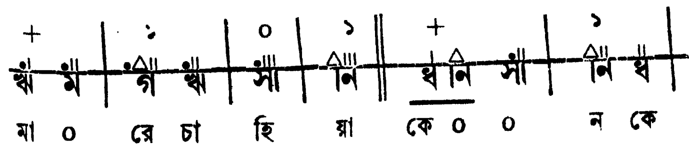
১ | ০ | ১ || + | ১ | ০ |
গা গা | গা ম | গা ঋা গা || পা মা | পা ধা | নি |
ড় থ ল ০ হা ০ সি মো ০ র কূ লে

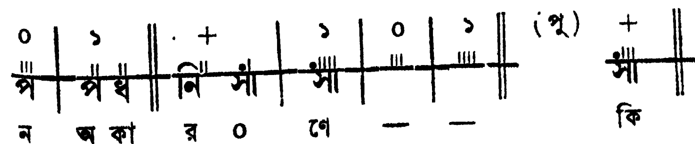
১ || (পু) + | ১ | ০ | ১ |
ধা পা ধা || নি | নি নি | সা | সা |
আ ০ সি ভ্র ভ ঙ্গি নী —— ত

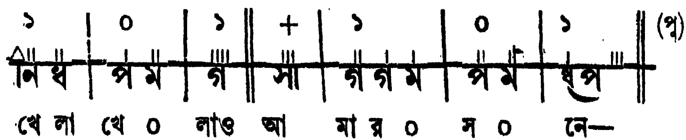

(আ)
র ০ ০ ঙ্গি নী ০ লো —— জ টি

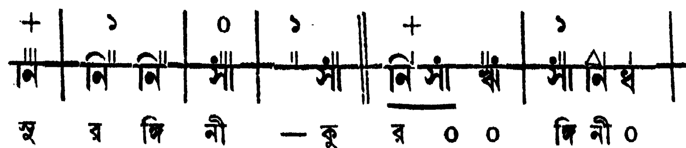

ল গ ভী র ০ ঘো ০ র জী ব ন গ ০ ০

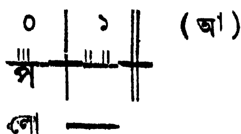

হ নে বা ০ জে বা ০ শ ০ রী তো


মা ০ রে চা হি য়া কে ০ ০ ন কে


(পু)
ন অ কা র ০ ণে — — কি


খেলা খে ০ লাও আ মার ০ স ০ নে—


সুরঙ্গিনী —কুর ০ ০ ঙ্গিনী০

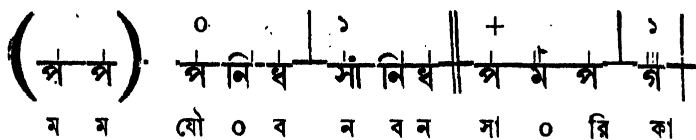

(আ)
লো —

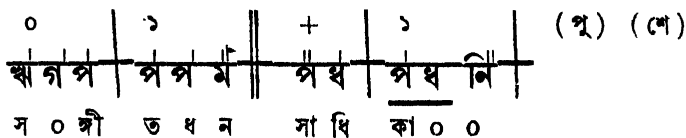
কৌতুকময়ী

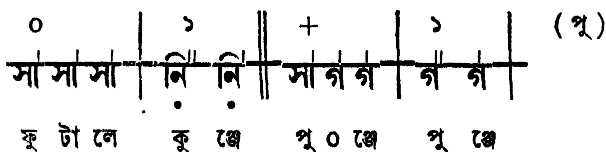
ইমনকল্যাণ—একতালা।

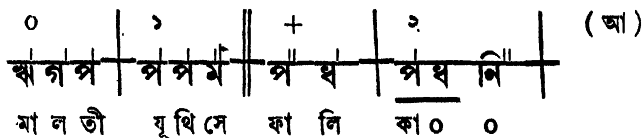
(মম) যৌবন-বন-সারিকা,
সঙ্গীত-ধন-সাধিকা,
ফুটালে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
মালতী যূথি সেফালিকা।
তুমি কি বংশী, আমি কুরঙ্গ,
তুমি কি বহ্নি, আমি পতঙ্গ ?
জ্বলো জ্বলো এ জীবনে,
অয়ি উজ্জ্বল দাহিকা।
কুটীর দ্বারে ভারে ভারে সাজাইছ বসি অর্ঘ্য,
মনোমন্দিরে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিছ স্বর্গ ;
কে তুমি অয়ি কৌতুকময়ী,
কে তুমি আমার গো !
দুলিছে দু'খানি চরণ-ভঙ্গে
আমার জীবন মরণ রঙ্গে ;
কণ্টকে ফুলে গাঁথি
কণ্ঠে পরাও মালিকা।

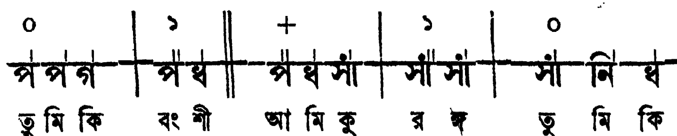


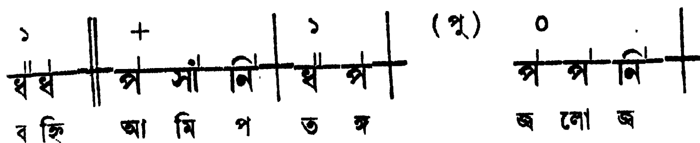

প প
প নি ধ সাঁ নি ধ প র্ম প গ
ম ম যৌ ০ ব ন ব ন সা ০ রি কা

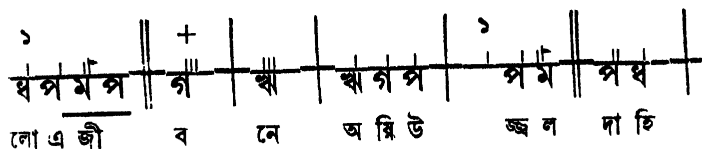

(পু) (শে)
ঋ গ প প প র্ম প ধ প ধ নি
স ০ ঙ্গী ত ধ ন সা ধি কা ০ ০

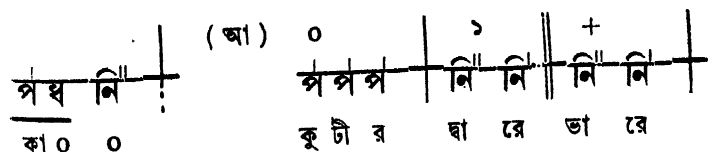

(পু)
সা সা সা নি নি সা গ গ গ গ
ফু টা লে কু ঞ্জে পু ০ ঞ্জে পু ঞ্জে

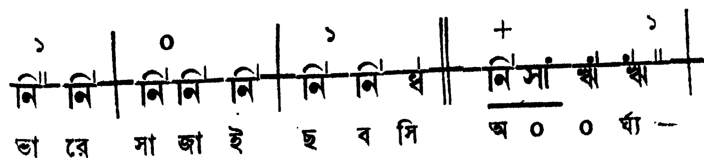

(আ)
ঋ গ প প প র্ম প ধ প ধ নি
মা ল তী যূ থি সে ফা লি কা ০ ০

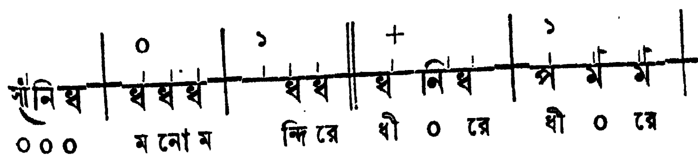

প প গ প ধ প ধ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ নি ধ
তু মি কি বং শী আ মি কু র ঙ্গ তু মি কি


(পু)
ব হ্নি আ মি প ত ঙ্গ জ্ব লো জ্ব


লো এ জী ব নে অ গ্নি উ জ্জ্ব ল দা হি


(আ)
কা ০ ০ কু টী র দ্বা রে ভা রে


ভা রে সা জা ই ছ ব সি অ ০ ০ র্ঘ্য —


০ ০ ০ ম নো ম ন্দি রে ধী ০ রে ধী ০ রে

০ | ১ || + | ১ (পু)
র্মর্মর্ম | র্মর্ম পর্ম || গর্মপপ | —
গ ড়ি য়া তু লি ছ ০ স্ব ০ ০ র্গ — —

০ | ১ || + | ১ | ০ |
পপনি | ধপ || র্মপপ | গঋঋ | সাসাসা |
কে তু মি অ গ্নি কৌ ০ তু ক ম য়ী কে তু মি

১ || + | ১ | (শে) ০ | ১ ||
সানিসাঋ || গ | — | পপগ | পপধ ||
আ মা ০ র গো — — দু লি ছে দু খা নি

+ | ১ | ০ | ১ || + |
পধর্সা | র্সার্সা | র্সানিধ | ধধধ || প র্সা নি |
চ র ণ ভ ঙ্গে আ মা র জী ব ন ম র ণ

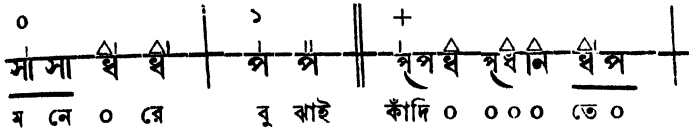
১ | (পু) ০ | ১ || + | ১ |
ধপ | প নি | ধপর্মপ || গ | ঋ |
র ঙ্গে ক ০ ণ্ট কে ফু লে ০ গাঁ থি

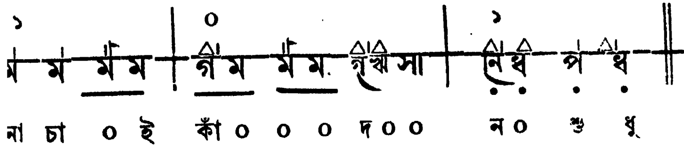
০	১	+	১	(আ)
ঋ গ প	প প ম	প ধ	প ধ নি	
ক ০ ণ্ঠে	প রা ও	মা লি	কা ০ ০	

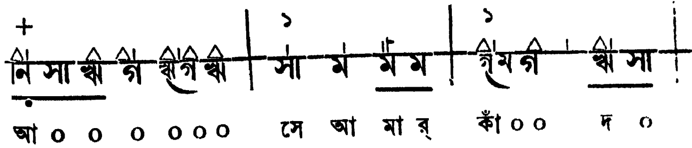
ব্যর্থপ্রবোধ

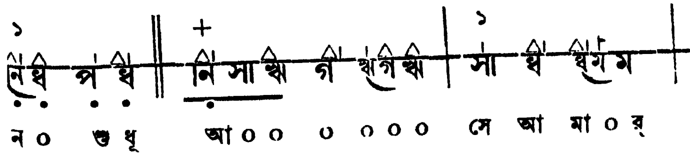
ভৈরবী—একতালা।

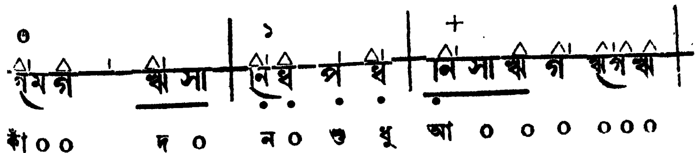
মনেরে বুঝাই, কাঁদিতে না চাই,
কাঁদন শুধু আসে, আমার কাঁদন শুধু আসে!
এল এল মধুযামিনী,
হেসে উঠে যূথি কামিনী,
কুঞ্জকুটীর ভরিল
ঢল ঢল ফুলবাসে;
সাধের মালিকা বুকে করি' করি'
জাগিনু কত রাতি;
সে ত এল না, সে ত এল না,
শূন্য বাসর যাপিনু যার
দরশ-পরশ-আশে।
মৃদু মৃদু বাজে বাঁশরী,
তরু লতা উঠে শিহরি,
অধীর সমীর খণে খণে ওই
খল খল খল হাসে!

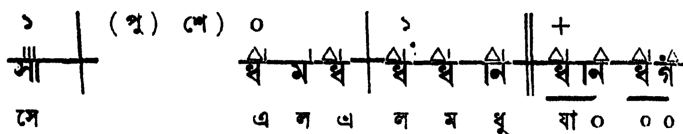

ম নে ০ রে বু ঝাই কাঁদি ০ ০০০ তে ০

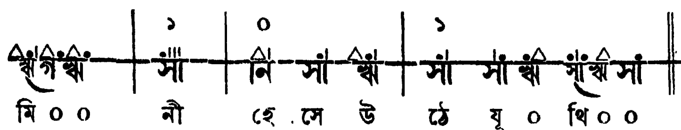

না চা ০ ই কাঁ০ ০ ০ দ০০ ন০ শু ধু

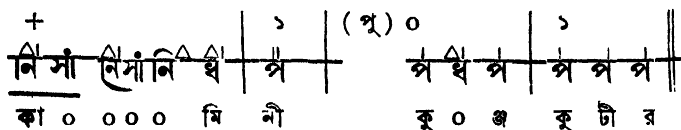

আ০ ০ ০ ০০০ সে আ মা র্ কাঁ০০ দ ০

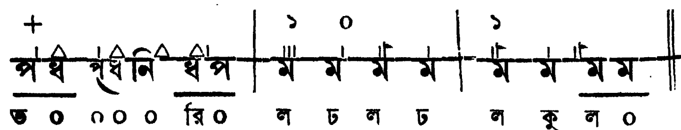

ন ০ শু ধূ আ০০ ০ ০০০ সে আ মা ০ র্

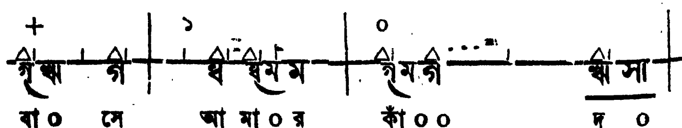

কাঁ০০ দ ০ ন ০ শু ধু আ ০ ০ ০ ০০০

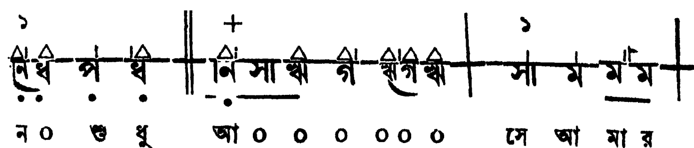

সে এ ল এ ল ম ধু যা ০ ০ ০

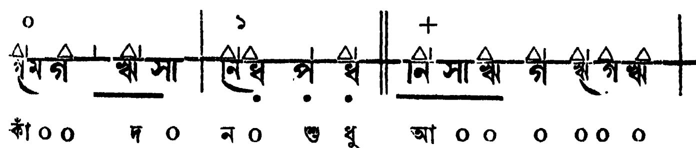

মি ০ ০ নী হে সে উ ঠে যূ ০ থি ০ ০

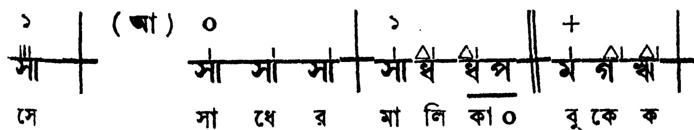

কা ০ ০ ০ ০ মি নী কু ০ ঞ্জ কু টী র

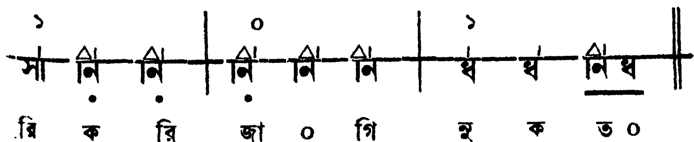

ত ০ ০ ০ ০ রি ০ ল ঢ ল ঢ ল কু ল ০

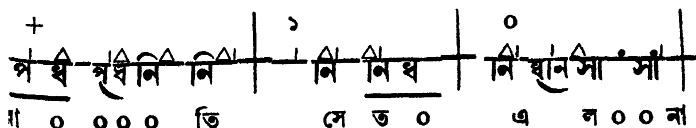

বা ০ সে আ মা ০ র কাঁ ০ ০ দ ০

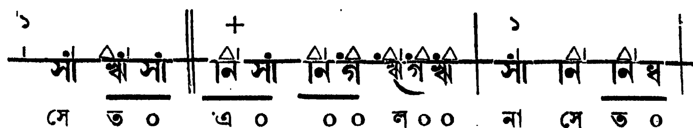

ন০ শু ধু আ০ ০ ০ ০০০ সে আ মা র

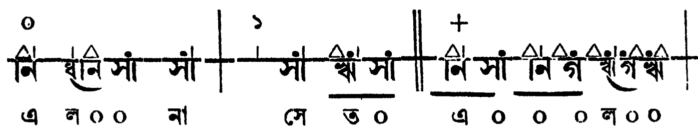

কাঁ০০ দ ০ ন০ শু ধু আ ০০ ০ ০০ ০

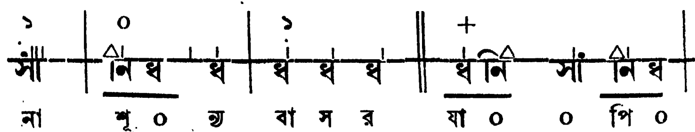

(আ)
সে সা ধে র মা লি কা০ বু কে ক

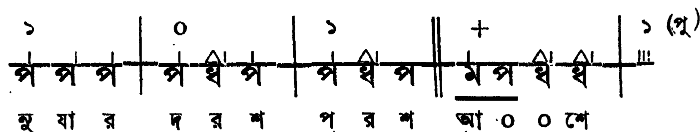

রি ক রি জা ০ গি নু ক ত০

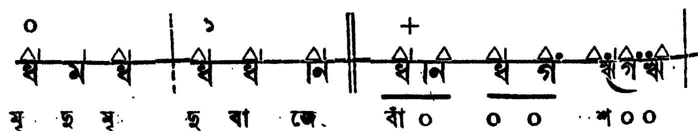

া ০ ০০০ তি সে ত ০ এ ল০০না

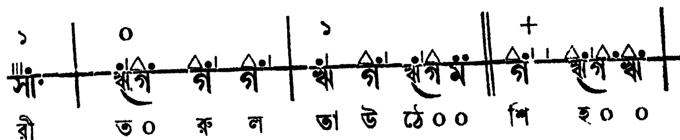


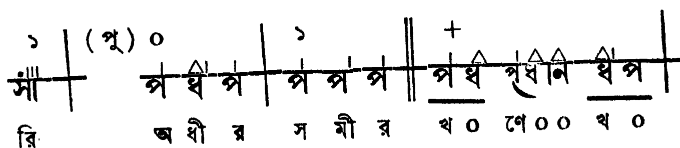


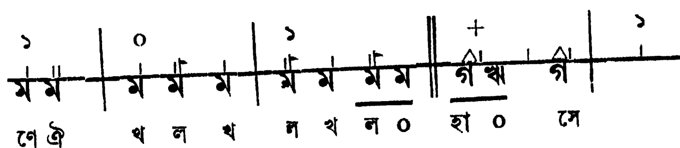


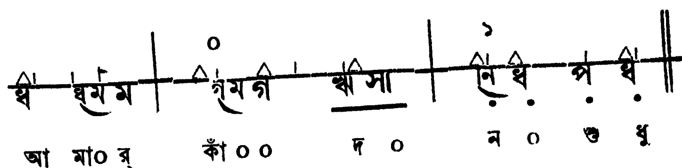


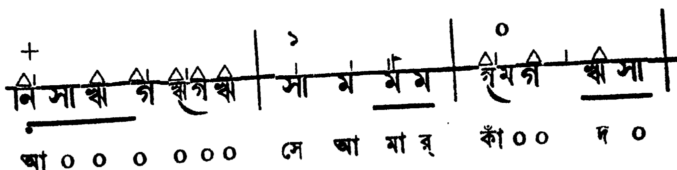












১ || + | ১ | (আ)

নি ধ প ধ || নি সা ঋ গ ঋ গ ঋ | সা |

ন০ শু ধূ আ ০ ০ ০ ০০০ সে

নিবারণ

বেহাগ—ঠুংরী।

সুখের গান মোরে
বলো না গাহিতে ;
সাধের তরী আর
ব'লো না বাহিতে।
অনলশিখা পুষি বুকে
বেড়াই হাসিখুসি মুখে,
মরম থাকে দুখে দহিতে।
আমি অবোধ, আমি পাগল,
বুঝি না ভালবাসা, বুঝি না ছল,
পারি না সব কথা কহিতে।
এস না পরাতে মালা,
দিও না, দিও না জ্বালা ;
জীবন ভার আর
পারি না বহিতে !



\+ | ১ || + |

সা গ গ | ম গঋ গ || গ ম গম প |

সু খে র গান্ মো ০ রে ব লো না ০ ০

১ || (পু) (শে) + | ১ ||

ম গ ঋ সা || সা প প | প প প ধ ||

গা হি তে ০ সা ধে র ত রী আ র্

\+ | ১ || + |

নি সা ধ নিধ | প ধপ ম গ || গ ম গম প |

ব' লো না ০ e বা হি ০ তে ০ ব' লো না ০ ০

১ || (আ) + | ১ ||

ম গ ঋসা || প প প প | নি নি নি ||

গা হি তে ০ অ ন ল শি খা পু ষি

\+ | ১ || + | ১ ||

সা নিসাঋসা নি | সা || সা সা | সা সা ঋ সা ||

বু ০ ০ ০ ০ ০ কে বে ড়াই হা সি খু সি

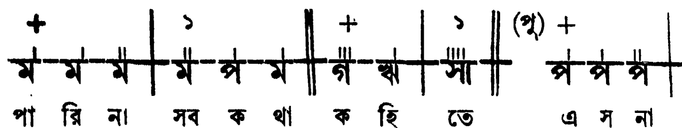
+		১		(পু) +	
নি ধপ		প ধনিসাঁ নি	‖	সাঁ সাঁ গঁ ঋঁ	
মু ০ ০		খে ০০০ ০		ম র ০ ম	

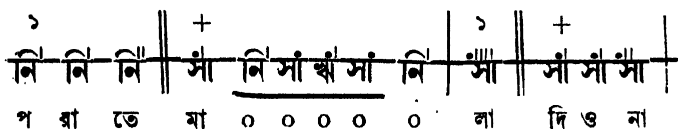
১		+		১	
সাঁ সাঁ প ধ	‖	নি ধ প ধপ		ম পম গ	‖
পা কে দু খে		দ ০ হি ০ ০		তে ০০ ০	

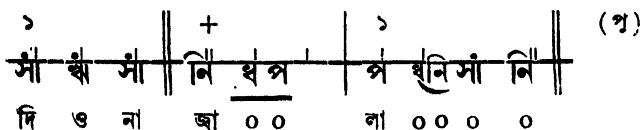
+		১		(আ) +	
গ ম গম প		ম গ ঋসা	‖	সাসাপপ	
ব' লো না ০ ০		গা হি তে ০		আ মি ০ অ	

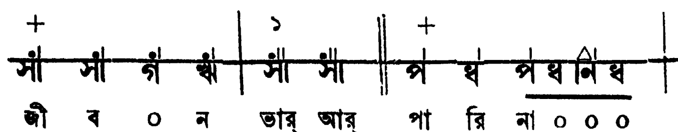
১		+	১		+	
প	‖	প ম পধনি ধ	নি	‖	ধ নি সাঁ ঋঁ	
বোধ		আ মি ০০ ০ পা	গল		বু ঝি না ০	

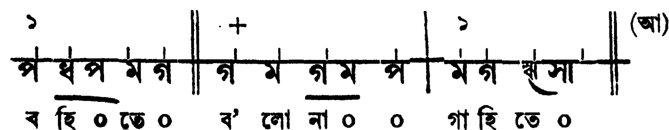
		+		১		(পু)
সাঁ নি ধ প	‖	প ধ পধনিধ		প	‖	
ভা ল বা সা		বু ঝি না০০০		ছল্		


+ ১ + ১ (পু) +
ম ম ম ম প ম গ ঋ সা প প প
পা রি না। সব ক থা ক হি তে এ স না


১ + ১ +
নি নি নি সা নিসাঋসা নি সা সা সা সা
প রা তে মা ০ ০ ০ ০ ০ লা দি ও না


১ + ১ (পু)
সা ঋ সা নি ধপ প ধনিসা নি
দি ও না জা ০ ০ লা ০ ০ ০ ০

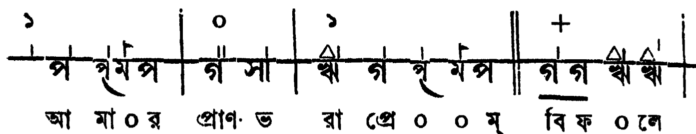

+ ১ +
সা সা গ ঋ সা সা প ধ পধনিধ
জী ব ০ ন ভার্ আর্ পা রি না ০ ০ ০

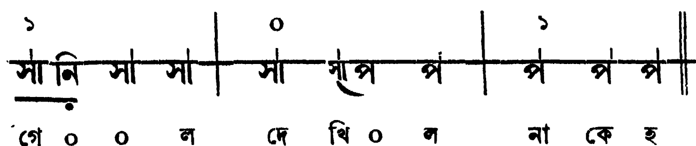

১ + ১ (আ)
প ধপ মগ গ ম গম প মগ ঋসা
ব হি ০ তে ০ ব' লো না ০ ০ গা হি তে ০

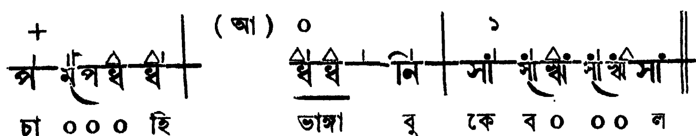
বঞ্চিত

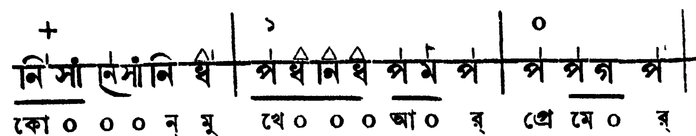
খট-গৌরী—একতালা।

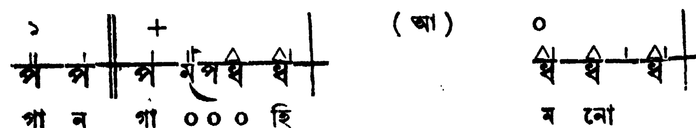
আমার প্রাণভরা প্রেম বিফলে গেল,
দেখিল না কেহ চাহি!
ভাঙ্গা বুকে, বল্, কোন্ মুখে আর
প্রেমের গান গাহি!
মনোভুলে কেহ যদি কাছে আসে,
হৃদি-তরঙ্গ দেখে মরে ত্রাসে,
ফিরে কূলে তরী বাহি!
এত ভালবাসা দিলে যদি, বিধি,
এ পরাণখানি ভরিয়া,
আর একটী প্রাণ গড়িলে না কেন
আমারি মতন করিয়া?
এ গুরুগভীর মরমের ভার
লইতে বহিতে কে পারে বা আর,
নাহি মোর কেহ নাহি!

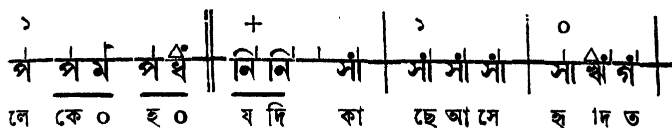

আ মা০র প্রাণ ভ রা প্রে ০ ০ ম্ বি ফ ০লে

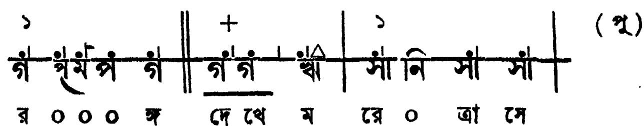

গে ০ ০ ল দে থি ০ ল না কে হ

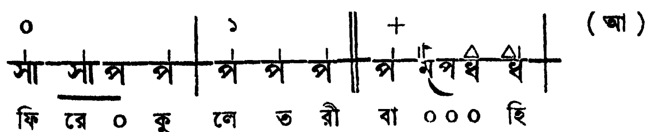

(আ)
চা ০০০ হি ভাঙ্গা বু কে ব০ ০০ ল

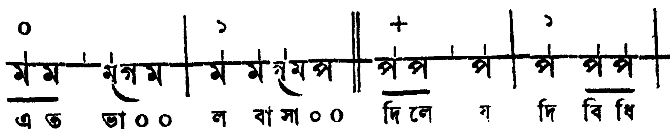

কো০ ০ ০ ন্ মু খে০ ০ ০ আ০ র্ প্রে মে০ র্

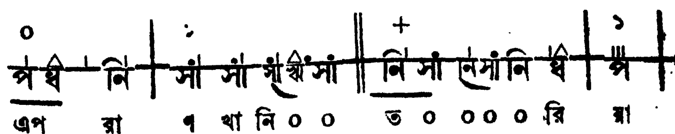

(আ)
গা ন গা ০০০ হি ম নো


লে কে ০ হ ০ য দি কা ছে আ সে হৃ দ ত


র ০ ০ ০ ঙ্গ দে খে ম রে ০ ত্রা সে


ফি রে ০ কু লে ত রী বা ০ ০ ০ হি


এ ত ভা ০ ০ ল বা সা ০ ০ দি লে ন দি বি ধি


এপ রা ণ থা নি ০ ০ ত ০ ০ ০ ০ রি য়া

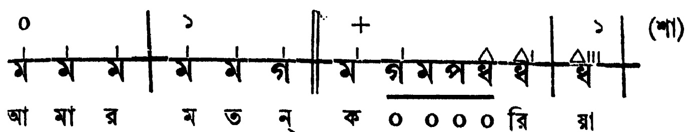
০ | ১ || + | ১ | ০ |
প ধ ধ | নি সা || নি সা নি নি | ধ প প | ম ম ম |
আর্ এ ক টি প্রাণ গ ড়ি ০ লে না কে ন আ মা র

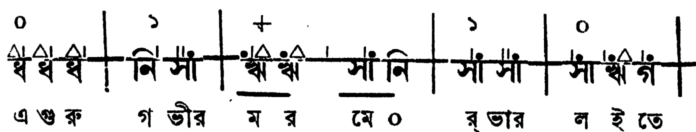
১ || + | ১ |
ম ম গ || ম গ ম প ধ ধ | ধ পধনি |
ম ত ন ক ০ ০ ০ ০ রি য়া ০ ০ ০

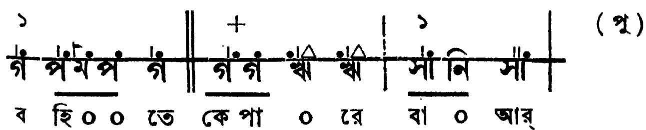
০ | ১ || + | ১ |
ধনি ধ প | প ম গমপ || প প প | প প প |
এ ০ ত ভা ল বা সা ০ ০ দি লে য দি বি ধি

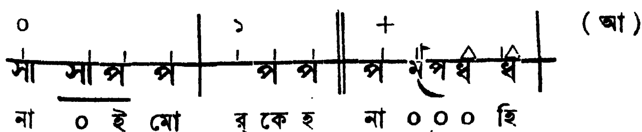
০ | ১ || + | ১ |
প ধ নি | সা সা র্গর্রে সা || নি সা র্রেসা নি ধ | প |
এ প রা ণ থা নি ০ ০ ভ ০ ০ ০ ০ রি য়া

০ | ১ || + | ১ |
প ধ ধ | নি সা || নি সা নি নি | ধ প প |
আর এ ক টি প্রাণ গ ড়ি ০ লে না কে ন


(শা)
আ মা র ম ত ন্‌ ক ০ ০ ০ ০ রি য়া


এ গু রু গ ভীর ম র মে ০ র্‌ ভার ল ই তে


(পু)
ব হি ০ ০ তে কে পা ০ রে বা ০ আর্‌


(আ)
না ০ ই মো র্‌ কে হ না ০ ০ ০ হি

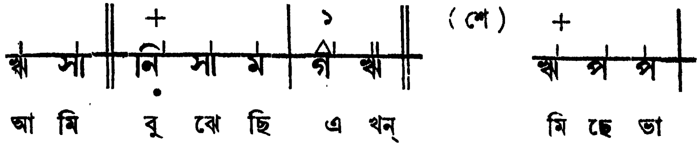
———

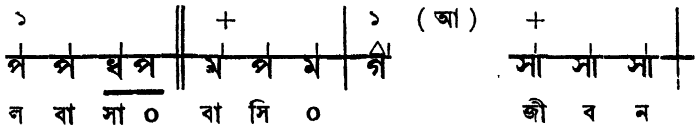
ক্ষুব্ধ

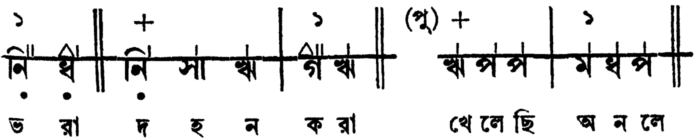
মিশ্রকাফি—দাদরা।

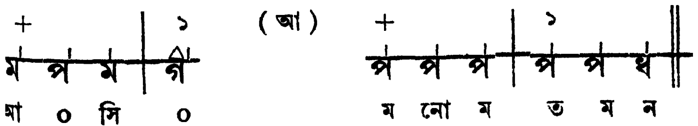
আমি বুঝেছি এখন,
মিছে ভালবাসাবাসি ;
জীবনভরা দহন-করা,
খেলেছি অনলে আসি' !
মনোমত মন জিনিয়া হেলায়
আবোধ হৃদয় আরো পেতে চায় ;
মিটে না, আশা মিটে না ;
দুকূল ফ্যালে সে গ্রাসি' !
সুখ বলে' দুখে যতনে বরিয়া
নিয়ে আসি' হাসি' মরমে ভরিয়া ;
মায়ামৃগটীরে থাকি ঘিরে ঘিরে
পরায়ে ফুল-ফাঁসি !
দরশে লুকায় গগন-ইন্দু,
পরশে শুকায় অমিয়-সিন্ধু,
পড়ে না, ধরা পড়ে না
সোণার স্বপনরাশি !

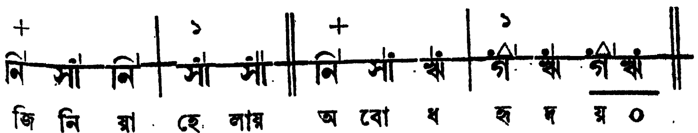
———

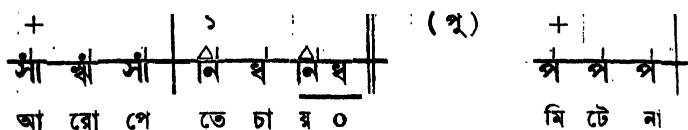

(শে)
আ মি বু ঝে ছি এ খন্ মি ছে ভা

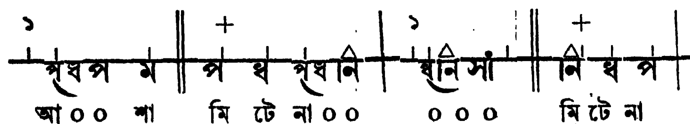

(আ)
ল বা সা ০ বা সি ০ জী ব ন

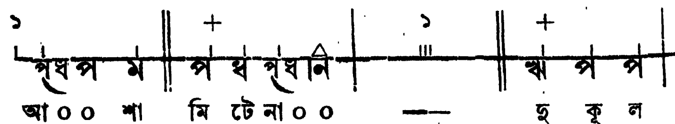

(পু)
ভ রা দ হ ন ক রা খে লে ছি অ ন লে

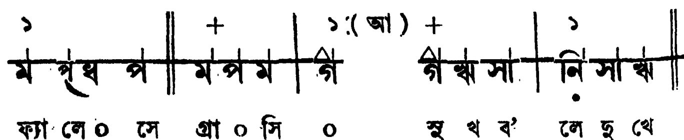

(আ)
সা ০ সি ০ ম নো ম ত ম ন

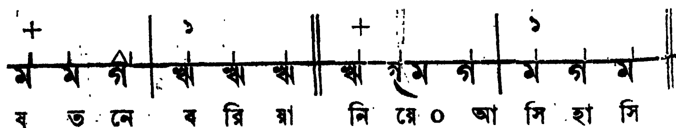

জি নি য়া হে লায় অ বো ধ হৃ দ য় ০

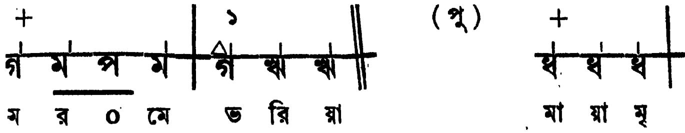

(পু)
আ রো পে তে চা য় ০ মি টে না

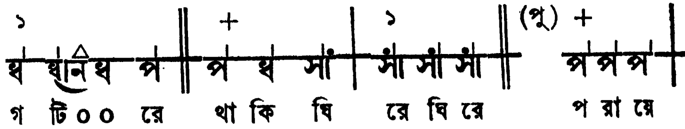

আ০ ০ শা মি টে না০ ০ ০ ০ ০ মি টে না

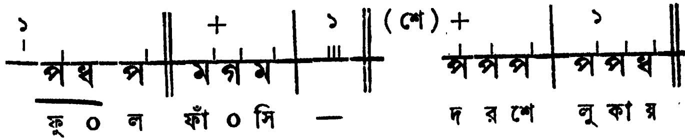

আ০ ০ শা মি টে না০ ০ — দু কূ ল

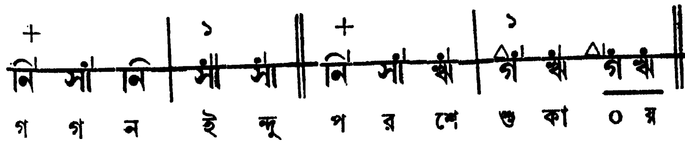

(আ)
ফ্যা লে ০ সে গ্রা ০ সি ০ সু খ ব' লে দু খে

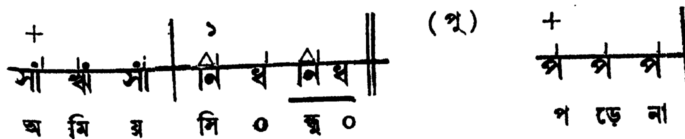

য ত নে ধ রি য়া নি য়ে ০ আ সি হা সি

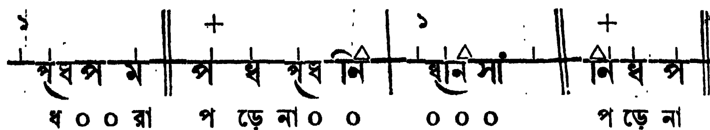

(পু)
গ ম প ম | গ ঋ ঋ || ধ ধ ধ
ম র ০ মে ভ রি য়া মা য়া মৃ

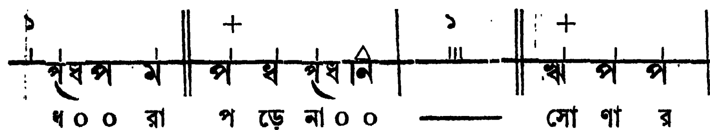

(পু)
ধ ধনিধ প || প ধ র্সা | র্সা র্সা র্সা || প প প
গ টি০০ রে থা কি ঘি রে ঘি রে প রা য়ে

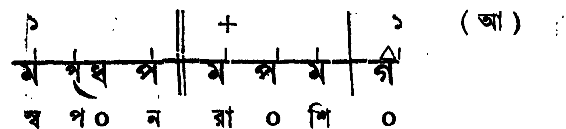

(শে)
প ধ প || ম গ ম | || প প প | প প ধ ||
ফু ০ ল ফাঁ ০ সি — দ র শে লু কা য়


নি র্সা নি | র্সা র্সা || নি র্সা র্ঋ | র্গ র্ঋ র্গর্ঋ ||
গ গ ন ই ন্দু প র শে শু কা ০ য়


(পু)
র্সা র্ঋ র্সা | নি ধ নিধ || প প প
অ মি য় সি ০ ন্ধু ০ প ড়ে না


১ + ১ +
প্ধপ ম প ধ প্ধ নি ধ্নি র্সা নি ধ প
ধ ০ ০ রা প ড়ে না ০ ০ ০ ০ ০ প ড়ে না


১ + ১ +
প্ধপ ম প ধ প্ধ নি ঋ প প
ধ ০ ০ রা প ড়ে না ০ ০ —— সো ণা র

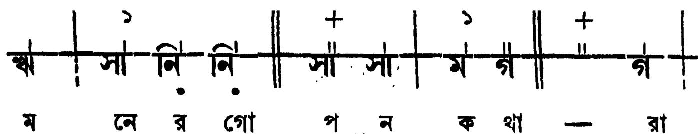

১ + ১ (আ)
ম প্ধ প ম প ম গ
স্ব প০ ন রা ০ শি ০

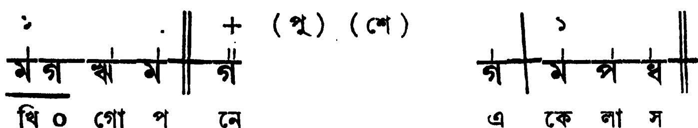
তৃষিত

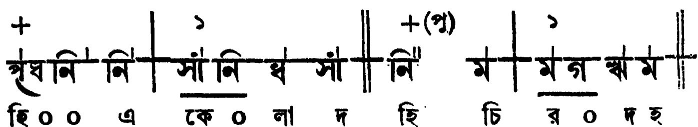
গৌরসারঙ্গ—দাদ্‌রা।

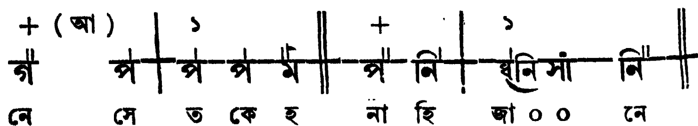
মনের গোপন কথা
রাখি গোপনে ;
একেলা সহি, একেলা দহি
চির দহনে !
সে ত কেহ নাহি জানে,
কত ছলে, কত ভাণে
আপনারে রাখি ঢাকি
অতি যতনে !
বাসেভরা কুঞ্জবন,
কাণে আসে গুঞ্জরণ,
উলসিত মন্দবায়ে,
অলসিত কায় ;
কোন আশা মিটিল না,
কোন সাধ পূরিল না,
জীবন বিফলে গেল
মিছে স্বপনে !

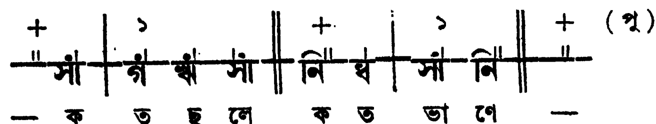
— —

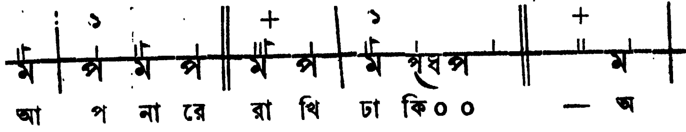

ম নে র গো প ন ক থা — রা

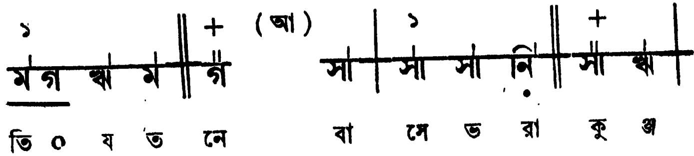

খি ০ গো প নে এ কে লা স

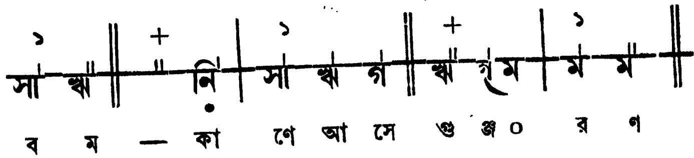

হি ০ ০ এ কে ০ লা দ হি চি র ০ দ হ

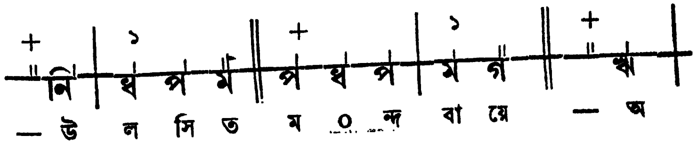

নে সে ত কে হ না হি জা ০ ০ নে

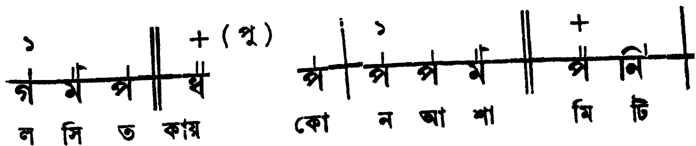

— ক ত ছ লে ক ত ভা গে —

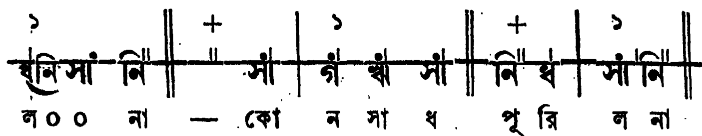

আ প না রে রা খি ঢা কি ০ ০ — অ

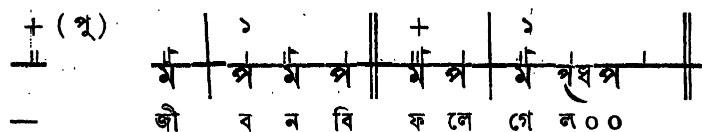

(আ)
তি ০ য ত নে
বা সে ভ রা কু ঞ্জ

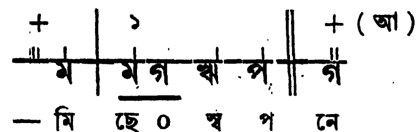

ব ম — কা ণে আ সে গু ঞ্জ ০ র ণ


— উ ল সি ত ম ০ ন্দ বা য়ে — অ


(পু)
ল সি ত কায়
কো ন আ শা মি টি


ল০০ না — কো ন সা ধ পূ রি ল না

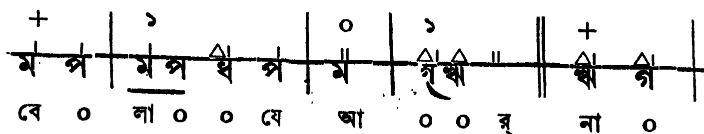

— জী ব ন বি ফ লে গে ল০০

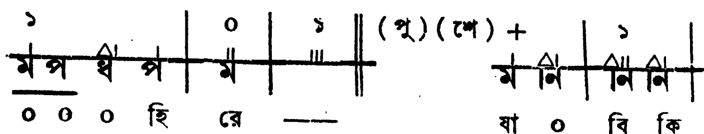

— মি ছে ০ স্ব প নে

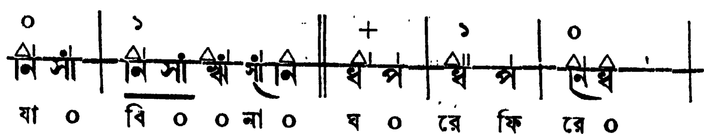
অবসাদ

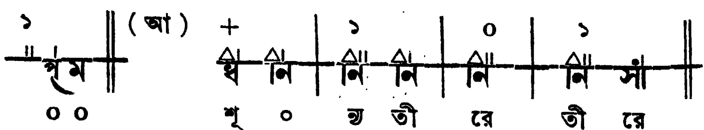
মিশ্র-কাফি—ঝাঁপতাল।

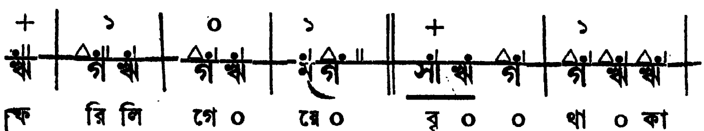
বেলা যে আর নাহি রে,
যাবি কি যাবি না ঘরে ফিরে!
শূন্য তীরে তীরে ফিরিলি গেয়ে,
বৃথা কা'র পথ চেয়ে চেয়ে;
সন্ধ্যা-তরী বেয়ে তন্দ্রা আসে ছেয়ে,
ভাসে আঁখি নিরাকুল নীরে!
ফুরাল' দিবস হা হা হুতাশে,
নিশি অনাথিনী কাঁদিতে আসে;
বসি আকাশে কে যেন শ্বাসে
সন্ধ্যা-সমীরে!
সারাদিন গেছে চেয়ে অকূলে,
কি খেলা খেলালে মিছে ভুলে;
ফ্যাল বাঁশী ধূলে, মালা রাখ খুলে;
ধূলি ঝেড়ে এস উঠে ধীরে!

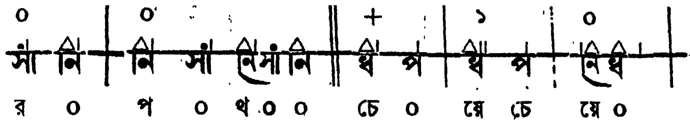

বে ০ লা ০ ০ যে আ ০ ০ র্ না ০

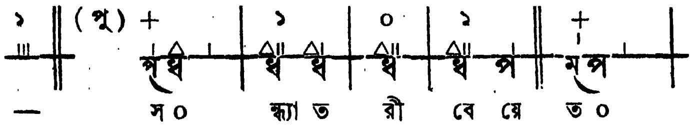

(পু) (শে)
০ ০ ০ হি রে —— যা ০ বি কি

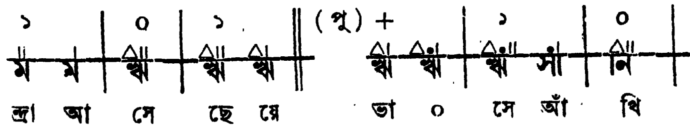

যা ০ বি ০ ০ না ০ ঘ ০ রে ফি রে ০

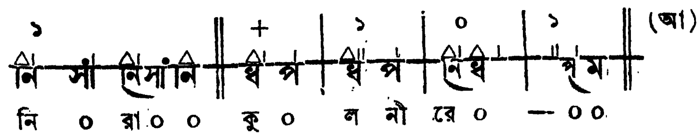

(আ)
০ ০ শূ ০ ন্য তী রে তী রে

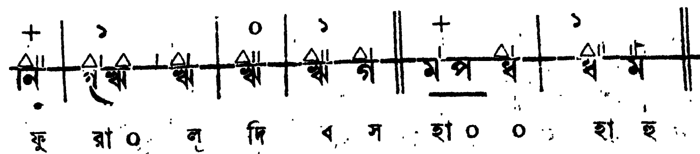

ফ রি লি গে ০ য়ে ০ ব্ ০ ০ থা ০ কা

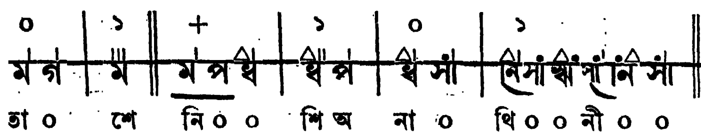

র ০ প ০ থ ০ ০ চে ০ য়ে চে য়ে ০

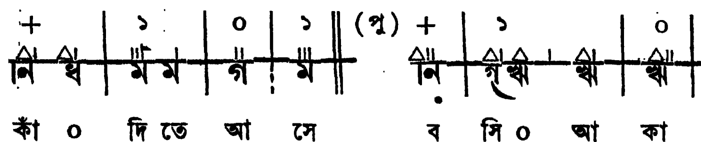

(পু)
— স ০ ন্ধ্যা ত রী বে য়ে ত ০

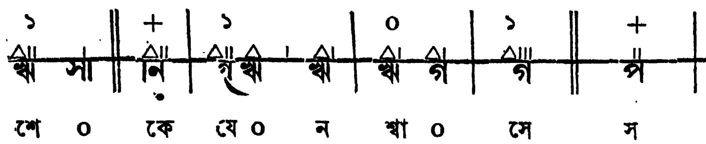

(পু)
ন্দ্রা আ সে ছে য়ে ভা ০ সে আঁ খি

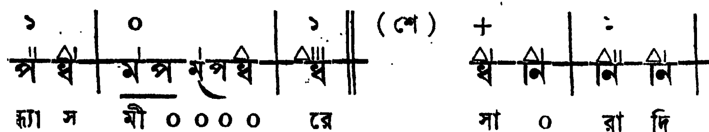

(আ)
নি ০ রা ০ ০ কু ০ ল নী রে ০ — ০ ০

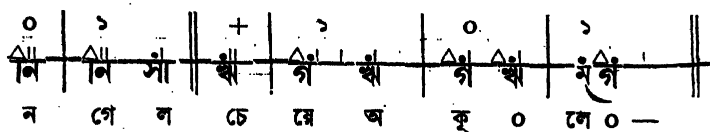

ফু রা ০ ল দি ব স হা ০ ০ হা হু

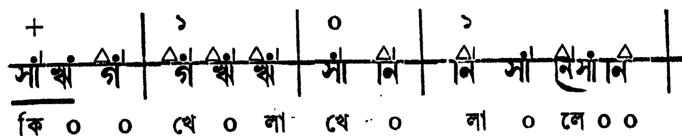

তা ০ শে নি ০ ০ শি অ না ০ থি ০ ০ নী ০ ০

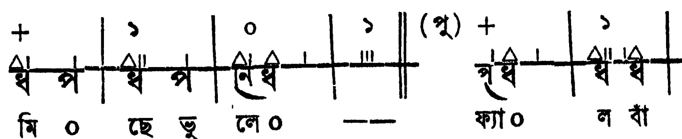

কাঁ ০ দি তে আ সে ব সি ০ আ কা

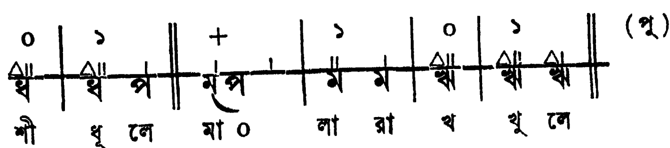

শে ০ কে যে ০ ন শা ০ সে স

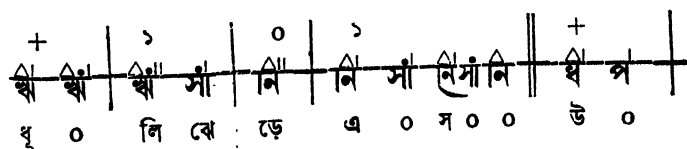

ন্ন্যা স মী ০ ০ ০ ০ রে সা ০ রা দি

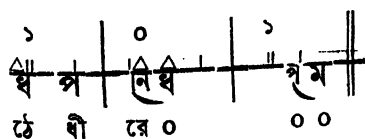

ন গে ল চে য়ে অ কূ ০ লে ০ —


কি ০ ০ খে ০ লা খে ০ লা ০ লে ০ ০


(পু)
মি ০ ছে ভু লে ০ —— ক্যা ০ ল বাঁ


(পু)
শী ধূ লে মা ০ লা রা খ খু লে

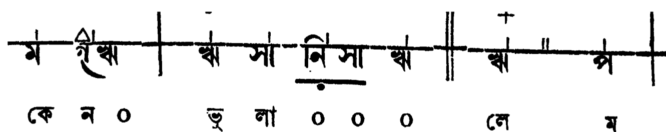

ধূ ০ লি ঝে ড়ে এ ০ স ০ ০ উ ০

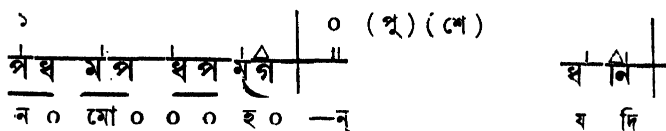

ঠে ধী রে ০ ০ ০

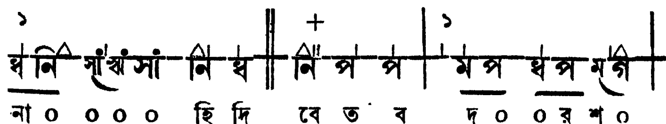
অভিযোগ

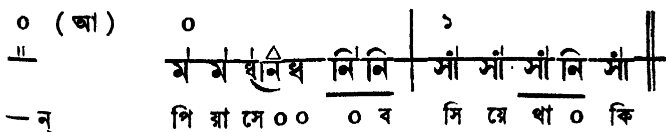
মিশ্রকানাড়া—ঢিমেতেতালা।

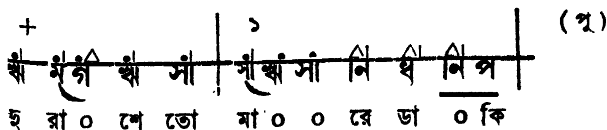
কেন ভুলালে, মনোমোহন,
যদি নাহি দিবে
তব দরশন!
পিয়াসে বসিয়ে থাকি,
দুরাশে তোমারে ডাকি,
কোথা নাথ, কোথা নাথ,
ভাসে দু'নয়ন!
এসেছে দ্বারে ভিখারী
আশে তোমারি;
যদি নাহি নিবে মালা,
কেন ভরালে ডালা,
কেন ডাকিলে, কেন মোহিলে
আমারি মন!


+
ম গ্ঋ | ঋ সা নিসা ঋ || ঋ প |
কে ন ০ ভু লা ০ ০ ০ লে ম


১ ০ (পূ) (শে)
পধ মপ ধপ মগ | ধ নি |
ন ০ মো ০ ০ ০ ০ হ ০ —ন্ য দি


১ + ১
ধনি সাঋসা নি ধ || নি প প | মপ ধপ মগ |
না ০ ০ ০ ০ ছি দি বে ত ব দ ০ ০ র শ ০


০ (আ) ০ ১
ম ম ধনিধ নিনি | সা সা সানি সা ||
—ন্ পি য়া সে ০ ০ ০ ব সি য়ে থা ০ কি


+ ১ (পূ)
ঋ মগ ঋ সা | সাঋসা নি ধ নিপ |
হ রা ০ শে তো মা ০ ০ রে ডা ০ কি

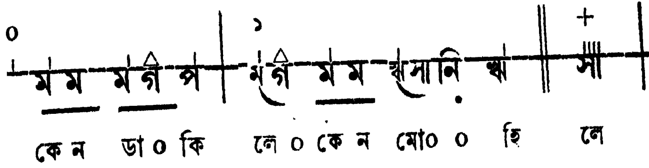
০ । ১ ‖ +
। মম মগ পম । মগ গম ঋসান ঋ ‖ সা ।
কো থা না ০ ০ থ কো০ থা ০ না০ ০ ০ থ

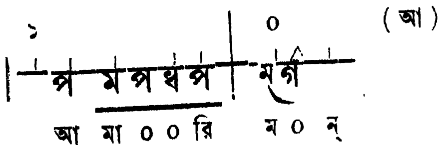
১ । ০ (আ) +
। পপ মপ ধপ । মগ । সা সানি সা ।
ভা সে ছু ০ ০ ন য় ০ ন্ এ সে ০ ছে

১ । ০ । ১ ‖ +
ঋগ ঋসাঋ সা । নি সা । প মপধপ ‖ মগ ঋগম ।
দ্বা ০ রে ভি ০ ০ থা রী আ শে ০ ০ তো মা ০ -- ০ ০ ০

১ । (পু) ০ । ১ ‖
ঋ । মম ধনিধ নিনি । সা সা সানি সা ‖
রি য দি না ০ ০ ০ ছি নি বে মা ০ লা

+ । ১ । (পু)
ঋ মগ ঋ সা । সাঋসা নি ধ নিপ ।
কে ন ০ ভ রা লে০ ০ ০ ডা ০ লা.

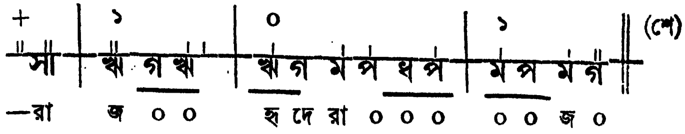

০ ১ +
ম ম ম গ প ম গ ম ম ঋ সা নি ঋ সা
কে ন ডা ০ কি লে ০ কে ন মো০ ০ হি লে

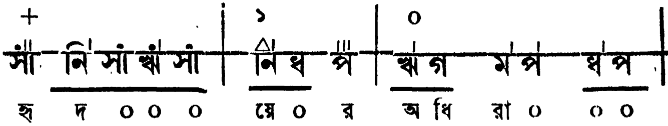

১ ০ (আ)
প ম প ধ প ম গ
আ মা ০ ০ রি ম ০ ন্

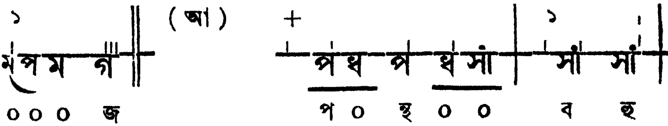
আকিঞ্চন

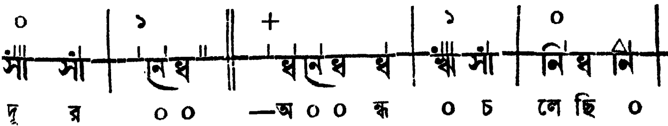
ছায়ানট—মধ্যমান।

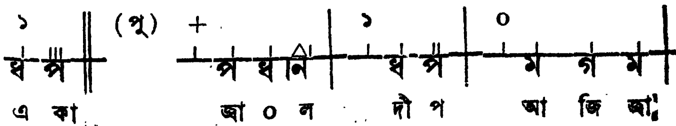
রাজ', হৃদে রাজ',
হৃদয়ের অধিরাজ!
পন্থ বহুদূর,
অন্ধ চলেছি একা;
জ্বাল দীপ, আজি জ্বাল
আঁধার মাঝ।
হেরিছ অন্তর, অন্তরযামী,
দিন দিন মোহে ডুবিছি আমি,
ক্লান্তি কলুষ নাশ',
মুছাও নয়ন ধারা;
কর দূর, আজি দূর;
প্রাণের লাজ!

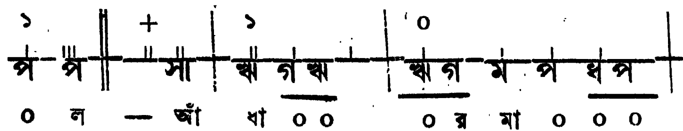

(শে)
—রা জ ০ ০ হৃ দে রা ০ ০ ০ ০ ০ জ ০

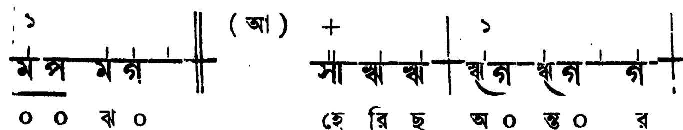

হৃ দ ০ ০ ০ য়ে ০ র অ ধি রা ০ ০ ০

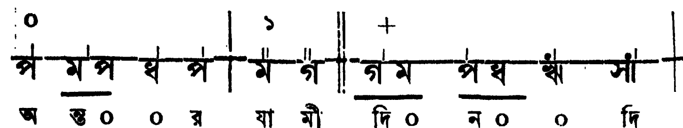

(আ)
০ ০ ০ জ প ০ হু ০ ০ ব হু

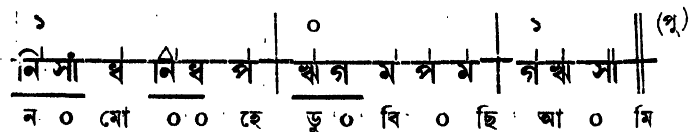

দূ র ০ ০ —অ ০ ০ ন্ধ ০ চ লে ছি ০

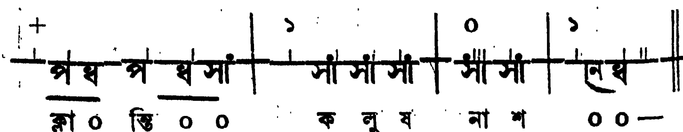

(পূ)
এ কা জ্বা ০ ল দী প আ জি জ্বা

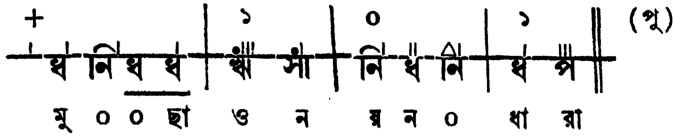

০ ল — আঁ ধা ০ ০ ০ র মা ০ ০ ০

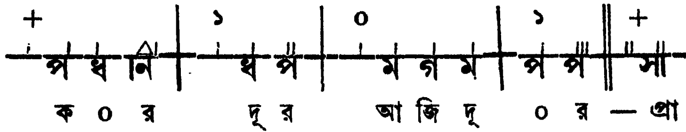

(আ)
০ ০ ঋ ০ হে রি ছ অ ০ ন্ত ০ র

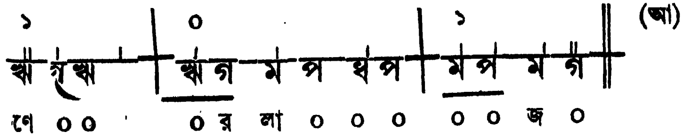

অ ন্ত ০ ০ র যা মী দি ০ ন ০ ০ দি


(পু)
ন ০ মো ০ ০ হে ডু ০ বি ০ ছি আ ০ মি


ক্লা ০ ন্তি ০ ০ ক লু ষ না শ ০ ০ —


(পু)
মু ০ ০ ছা ও ন ঘ ন ০ ধা রা


ক ০ র দূ র আ জি দূ ০ র — প্রা

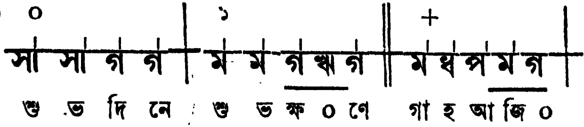

(আ)
ণে ০ ০ ০ র লা ০ ০ ০ ০ ০ জ ০

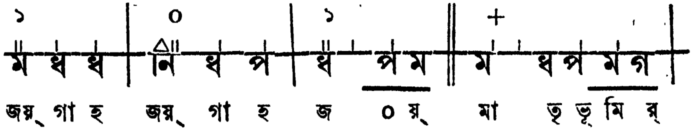
জাগরণী

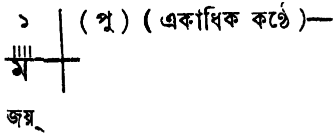
মিশ্রখাম্বাজ—কাওয়ালী।

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়।
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয়!
(একাধিক কণ্ঠে) জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয়!
বহুকণ্ঠে { জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয়!
পূণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয়! }
লক্ষ মুখে ঐক্যগাথা রটাও জগতময়!
সুখ স্বস্তি স্বাস্থ্য দিলাম তোমার পায়,
যতদিন, মা, তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায়;
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায়?
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয়!
নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগাণ সুর;
উঠ, রাণী কাঙ্গালিনী, দুঃখ হ'ল দূর;
অলস আঁখি ম্যাল, মলিন বসন ফ্যাল,
উঠ মাগো, জাগো জাগো, ডাকে পুত্রচয়!

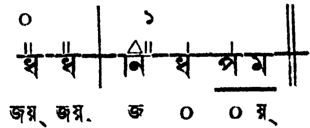
(একক)

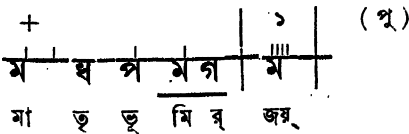






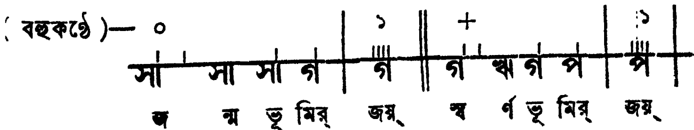
(পু) (একাধিক কণ্ঠে)—

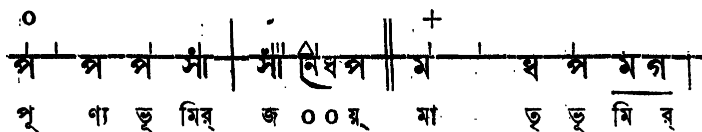


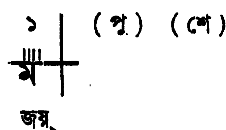


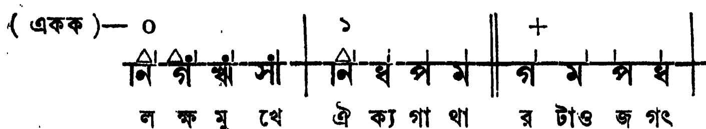
(পু)

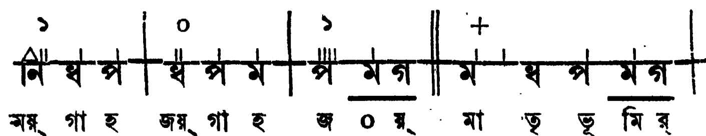
(বহুকণ্ঠে)—

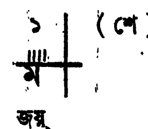



পূ ণ্য ভূ মির্ জ ০০য়্ মা তৃ ভূ মি র্

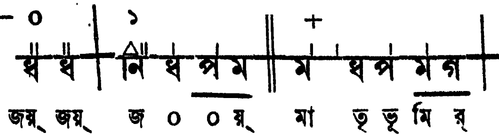

(পূ) (শে)
জয়্


(একক)
ল ক্ষ মু খে ঐ ক্য গা থা র টাও জ গৎ


জয়্ গা হ জয়্ গা হ জ ০ য়্ মা তৃ ভূ মি র্


(শে
জয়্

(একাধিক কণ্ঠে)—

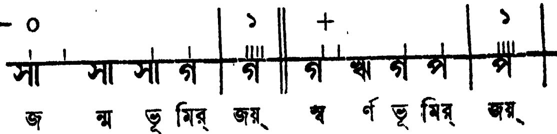


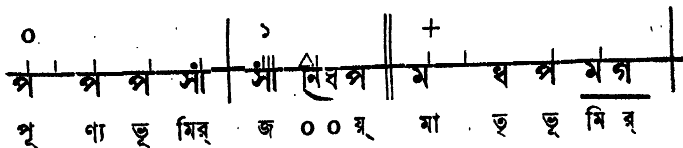
১ | (পূ)

ম |

জয়্

(বহুকণ্ঠে)—

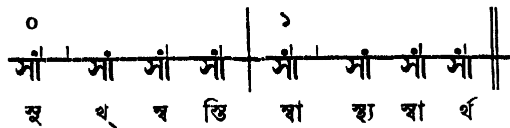


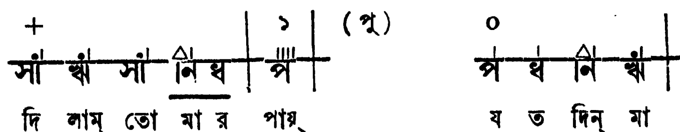


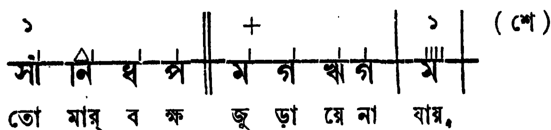
(পূ) (শে)

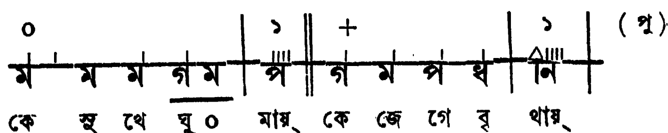


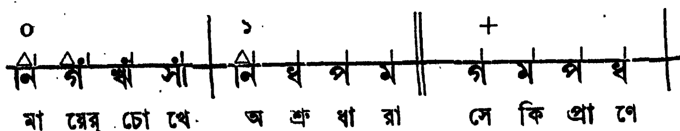
(একক)—


০ ১
সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ
সু খ্ স্ব স্তি স্বা স্থ্য স্বা র্থ


+ ১ (পু) ০
সাঁ ঋঁ সাঁ নিধ প প ধ নি ঋঁ
দি লাম্ তো মা র পায়্ য ত দিন্ মা


১ + ১ (শে)
সাঁ নি ধ প ম গ ঋগ ম
তো মার্ ব ক্ষ জু ড়া য়ে না যায়,


০ ১ + ১ (পু)
ম ম ম গম প গ ম প ধ নি
কে সু খে ঘু ০ মায়্ কে জে গে বৃ থায়্


০ ১ +
নি র্গ ঋঁ সাঁ নি ধ প ম গ ম প ধ
মা য়ের্ চো খে অ শ্রু ধা রা সে কি প্রা ণে

১ | ০ | ১ || +
নি ধ প | ধ প ম | প মগ || ম ধ প মগ |
সয়্ গা হ জয়্ গা হ জ ০য়্ মা তৃ ভূ মির

১ | (শে)
ম |
জয়্

(একাধিক কণ্ঠে)—০ | ১ || +
ধ ধ | নি ধ পম || ম ধ প মগ |
জয়্ জয়্ জ ০ ০য়্ মা তৃ ভূ মির্

১ | (পু)
ম |
জয়্

(বহুকণ্ঠে)— ০ | ১ || + | ১
সা সা সা গ | গ || গ ঋ গ প | প |
জ ন্ম ভূ মির জয়্ স্ব র্ণ ভূ মির্ জয়্

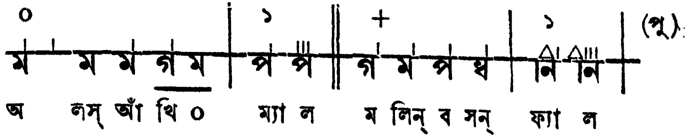
০ | ১ || + |
প প প র্সা | র্সা র্নধপ || ম ধ প মগ |
পু ণ্য ভূ মির জ ০ ০ য়. মা তৃ ভূ মি র্

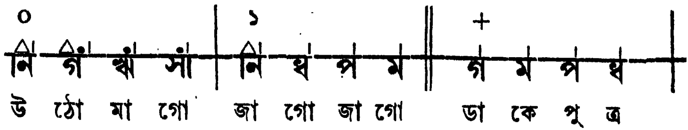
১ | (পু) (শে)
ম |
জয়্

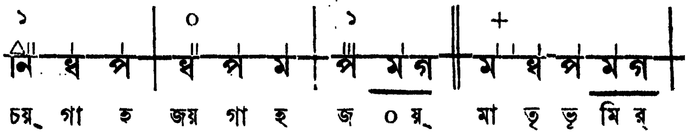
(একক)— ০ | ১ |
র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা |
নূ তন্ উ ষায়্ গা হে পা খী

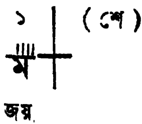
+ | ১ | (পু) ০ |
র্সা র্ঋা র্সা নি ধ | প | প ধ নি ঋ |
নূ তন্ জা গা ণ স্বর উ ঠ রা ণী

১ || + | ১ | (শে)
র্সা নি ধ প || ম গ ঋ গ | ম |
কা ঙা লি নী তুঃ খ হ' ল দূর্

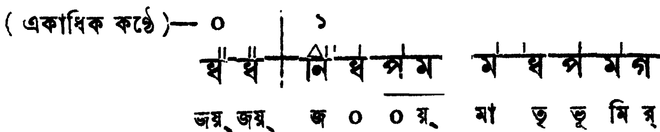

(পু)
অ লস্ আঁ খি ০ ম্যা ল ম লিন্ ব সন্ ফ্যা ল


উ ঠো মা গো জা গো জা গো ডা কে পু ত্র


চয়্ গা হ জয় গা হ জ ০ য়্ মা তৃ ভূ মি র্


(শে)
জয়

(একাধিক কণ্ঠে)— ০


জয়্ জয়্ জ ০ ০ য়্ মা তৃ ভূ মি র্

১ | (পু)

ম |

জয়্

(বহুকণ্ঠে)— ০ | ১ | + | ১ |

সা সা সা গ | গ | গ ঋ গ প | প |

জ ন্ম ভূ মির্ জয়্ স্ব র্ণ ভূ মির্ জয়্

০ | ১ || + |

প প প সা | সা নিধ প || ম ধ প ম গ |

পু ণ্য ভূ মির্ জ ০ ০ য়্ মা তৃ ভূ মি র

১ | (পু) (শে)

ম |

জয়্

শ্যামলা

কাফি-খাম্বাজ—ঝাপতাল।

হরিত-বসন-ধরা
গগন চুমি স্বরগভূমি,
চরণে নুমি ধরা
মরমতল বিদ্ধ করি
দিতেছ মরি, শুভ বিতরি
ধন-ধান্যভরা !
আঁধার রাতি, তোমার বাতি
পাথারে আলো-করা।
পুলকিত চিত সোহাগে যে, মাগো,
দেবতাসম শিয়রে মম কি লাগি জাগো ?
শ্যামল হিয়া সঞ্চারিত
উথলে গীত অতি ললিত
তোমারি দুখ-হরা।
অযুত ঘরে ভকতিভরে
পূজিত তব ভরা।

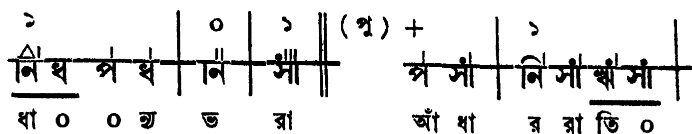
+	১	০	১	(পু) (শে)
ম গ্ম গ	ঋ সা নি সা	ঋ প	ম প	
হ ০০০	রি ত০ ব	স ন	প রা	

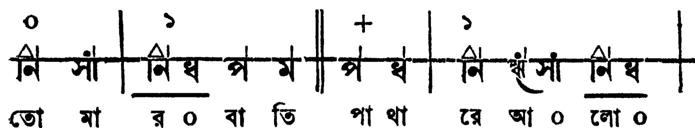
+	১	০	১	+
ম ধ	গ্ধ নি সা	নি সা	নি ধ প ম	প ধ
গ গ	ন০ চু মি	স্ব র্	গ ০ ভূ মি	চ র

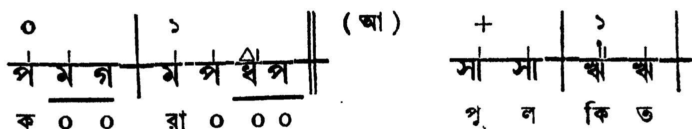
১	০	১	(আ)
নি ঋ্সা নি ধ	প ম গ	ম প ধ প	
গে হু ০ মি০	ধ ০০	রা ০ ০০	

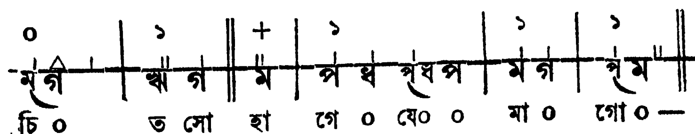
+	১	০	১	+
ম ম	ম প ধ	নি	সা নি সা	নি সা
ম র	ম ত ল	বি	দ্ধ ক রি	দি তে

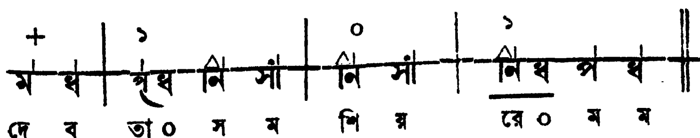
১	০	১	+
ঋ ঋ গ	ঋ ম	গ ঋ সা	সা ঋ স্ঋ সা
ছ ম রি	শু ভ	বি ত রি	ধ ০ ন০ ০


নি ধ প ধ নি সাঁ (পু) প সা নি সা ঋঁ সা
ধা ০ ০ ন্য ভ রা আঁ ধা র রা তি ০


নি সাঁ নি ধ প ম প ধ নি ঋঁ সাঁ নি ধ
তো মা র ০ বা তি পা থা রে আ ০ লো ০


প ম গ ম প ধ প (আ) সা সা ঋঁ ঋ
ক ০ ০ রা ০ ০ ০ পু ল কি ত


ম গ ঋঁ গ ম প ধ প ধ প ম গ প ম
চি ০ ত সো হা গে ০ যে০ ০ মা ০ গো ০ —


ম ধ প ধ নি সাঁ নি সাঁ নি ধ প ধ
দে ব তা ০ স ম শি য় রে ০ ম ম

+ | ১ | ০ | ১ || (পু) + |
ম প | মপ ধপ | ম গ | ঋ || ম ম |
কি ০ লা ০ ০ গি জা ০ গো শ্যা ম

১ | ০ | ১ || + | ১ |
ম প ধ | নি | সা নি সা || নি সা | ঋ ঋ গ |
ল ছি য়া স ঞ্চা রি ত উ থ লে গী ত

০ | ১ || + | ১ |
ঋ ম | গ ঋ সা || সাঋ সাঋসা | নিধ প ধ |
অ তি ল লি ত তো ০ মা ০ ০ রি ০ দুঃ খ

০ | ১ || (পু) + | ১ | ০ |
নি | সা || প সা | নি সা ঋসা | নি সা |
হ য়া অ যু ত ঘ রে ০ ভ ক

১ || + | ১ | ০ |
নিধ প ম || প ধ | নি ঋসা নিধ | প মগ |
তি ০ ভ রে পূ জি ত ত ০ ব ০ ভ ০ ০

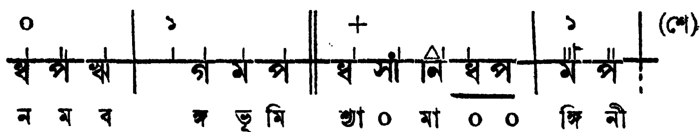
(আ)

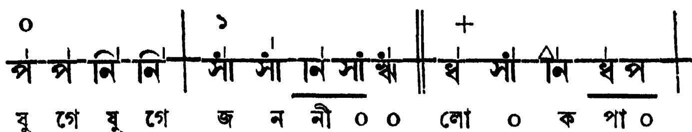
ম প ধপ
রা ০ ০ ০

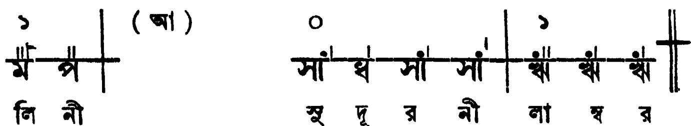
বঙ্গবন্দনা

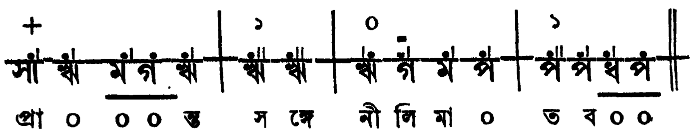
মিশ্রবারোঁয়া—ঢিমেতেতালা।

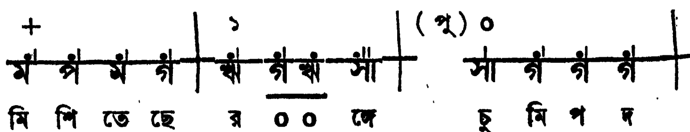
নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী!
সুদূর নীলাম্বরপ্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে;
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি;
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী।
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে'
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী।
কিসে দুখ, মাগো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য?
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ?
ডাক মেঘমন্দ্রে সুযুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে;
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি,
জান না আপনায় সন্তানশালিনী


০ | ১ || + | ১ | (শে)
ধ প ঋ | গ ম প || ধ সা নি ধপ | ম প |
ন ম ব ঙ্গ ভূ মি শ্যা ০ মা ০ ০ ঙ্গি নী


০ | ১ || + |
প প নি নি | সা সা নসা ঋ || ধ সা নি ধপ |
যু গে যু গে জ ন নী ০ ০ লো ০ ক পা ০


১ | (আ) ০ | ১ ||
ম প | সা ধ সা সা | ঋ ঋ ঋ ||
লি নী সু দূ র নী লা ম্ব র


+ | ১ | ০ | ১ ||
সা ঋ মগ ঋ | ঋ ঋ | ঋ গ ম প | প প ধপ ||
প্রা ০ ০ ০ ন্ত স ঙ্গে নী লি মা ০ ত ব ০ ০


+ | ১ | (পূ) ০ |
ম প ম গ | ঋ গঋ সা | সা গ গ গ |
মি শি তে ছে র ০ ০ ঙ্গে চু মি প দ

১ ॥ + | ১ | (পু)

র্ম র্ম র্গ ॥ র্গ র্ঋ র্গ র্ঋ | র্সা নি ধা নর্সা র্সা |

ধূ লি ০ ব হে ন দী গু ০ ০ ০ ০ লি

১ | ১ ॥ + | ১ | (আ)

র্সা নি ধপ | র্ম প র্ধ ॥ ধ র্সা নি ধপ | র্ম প |

রূ প সী ০ শ্রে য় সী হি ০ ত কা ০ রি ণী

০ | ১ ॥ + |

প নি নি | নি নি নি নি ॥ নি র্সা নির্সা র্ঋ |

তা ল ত মা ল দ ল নী র বে ০ ০

+ | (পু) ০ | ১ ॥

র্সা নি ধপ | প প র্ম | র্গ র্ঋ র্গ র্ঋ ॥

ব ০ ন্দে ০ বি হ ঙ্গ স্তু তি ক রে

+ | ১ | ০ |

র্সা নি র্সা নি | নির্সা র্ঋ র্সা | র্সা র্সা নি |

ল লি ত সু ছ ০ ০ ন্দে আ ন ন্দে

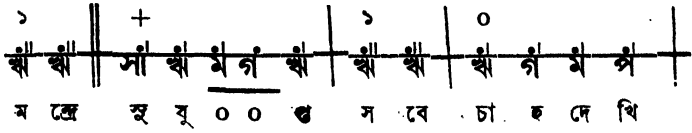
১ | + | ১ | ০ |
ধ্ নি সা ঋ | সা নি ধ প ধ প | ম প | প নি ধ |
জা গ অ য়ি কা ০ ০ ঙ্গা ০ ০ লি নী কি সে র

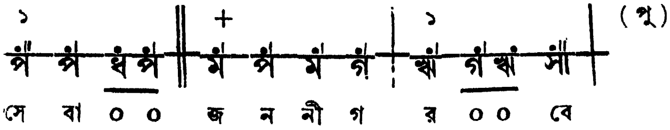
১ | + | ১ | ০ |
নি ধ নি সা | ঋ সা ঋ | ঋ ঋ | ঋ গ ম গ |
দু খ মা গো কে ন এ দৈ ন্য শূ ০ ন্য শি

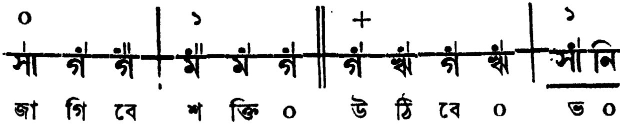
১ | + | ১ | (শে)
ঋ গ ঋ | সা সা নি | নি সা ঋ সা |
ল্প ত ব বি চু র্ণ প ০ ০ ণ্য

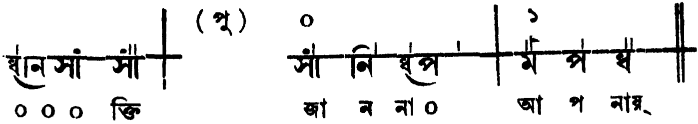
০ | ১ | + | ১ | ০ |
সা ম | গ | গ ঋ গ ম | ম | গ ঋ |
হা অ ন্ন হা অ ০ ০ ন্ন কাঁ দে

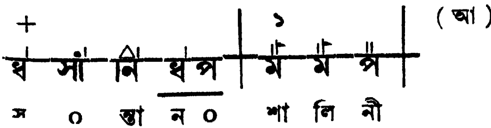
১ | + | ১ | (পু) ০ |
সা নি ঋ নি | সা | | সা ধ সা সা |
পু ০ ০ ত্র — গণ্ ডা ক মে ঘ


ম ন্ত্রে সু যু ০ ০ খ স বে চা হ দে খি


(পু)
সে বা ০ ০ জ ন নী গ র ০ ০ বে


জা গি বে শ ক্তি ০ উ ঠি বে ০ ভ ০


(পু)
০ ০ ০ ক্তি জা ন না ০ আ প নায়্

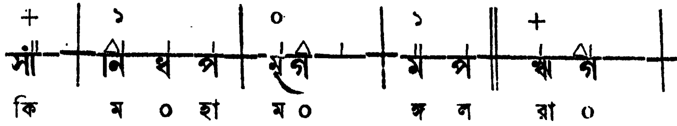

(আ)
স ০ ন্তা ন ০ শা লি নী

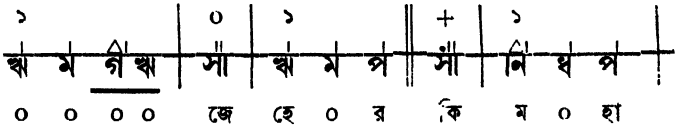
মিলন-মঙ্গল

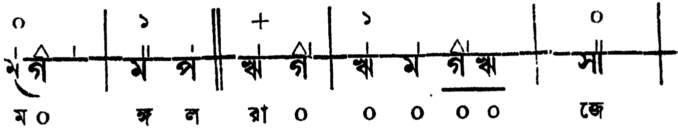
মিশ্রসিন্ধু—ঝাঁপতাল।

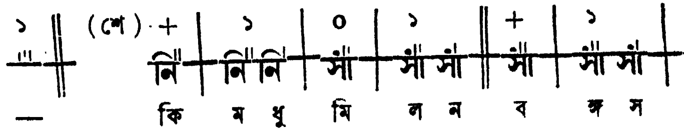
(কলিকাতায় ১৩০৮ সনে কায়স্থ মহাসম্মিলনীতে গীত)

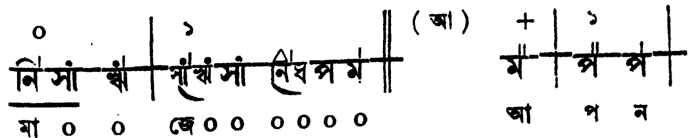
(হের,) কি মহামঙ্গল রাজে,
কি মধু মিলন বঙ্গসমাজে !
আপনজনারে নিলে যদি চিনি,
হিয়া দিয়া হিয়া লহ আজি জিনি ;
এক শোণিতধারা বহে পিযূষ পারা
সবার ধমনী মাঝে !
কি সুখ-হিল্লোল বহে পবনে,
কি সুধা-কল্লোল উঠে গগনে,
সারা ভুবন কি শোভায় সাজে !
এস এস ছাড়ি দ্বিধা ভয় লাজ,
সঁপি দেহ ভাই হৃদয় আজ
লয়ে প্রসন্নতা স্থির একাগ্রতা
এ শুভ সুন্দর কাজে !

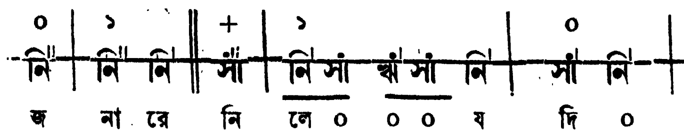

সাঁ | নি ধ প | মগী | ম প || ঋ গী |
কি ম ০ হা ম০ ঙ্গ ল রা ০

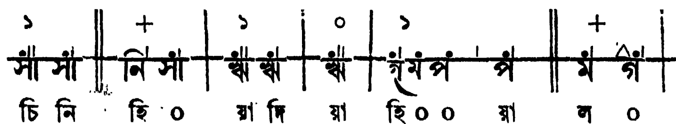

ঋ ম গীঋ | সাঁ | ঋ ম প || সাঁ | নি ধ প |
০ ০ ০ ০ জে হে ০ র কি ম ০ হা

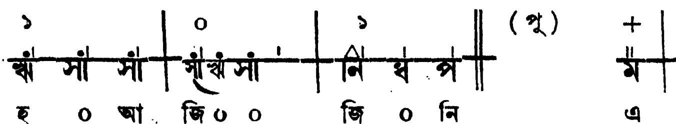

মগী | ম প || ঋ গী | ঋ ম গীঋ | সাঁ |
ম০ ঙ্গ ল রা ০ ০ ০ ০ ০ জে

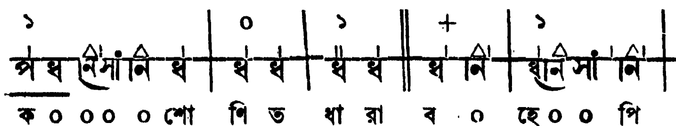

(শে)
নি | নি নি | সাঁ | সাঁ সাঁ || সাঁ | সাঁ সাঁ |
— কি ম ধু মি ল ন ব ঙ্গ স

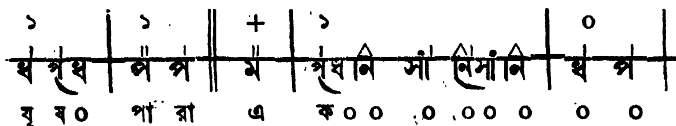

নি সাঁ ঋ | সাঁঋসাঁ নিধপম ||
(আ)
ম | প প |
মা ০ ০ জে০ ০ ০ ০ ০ ০ আ প ন

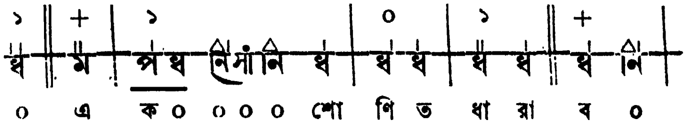

জ না রে নি লে ০ ০ ০ য দি ০

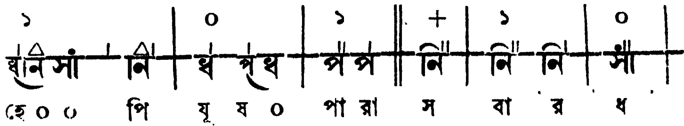

চি নি হি ০ য়া দি য়া হি ০ ০ য়া ল ০

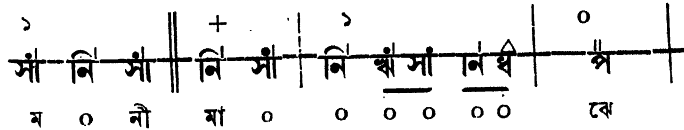

হ ০ আ জি ০ ০ জি ০ নি এ

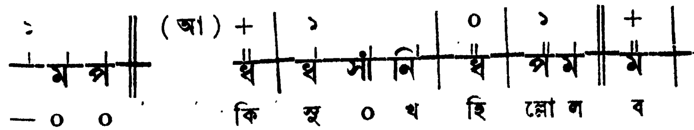

ক ০ ০ ০ ০ শো ণি ত ধা রা ব ০ হে ০ ০ পি

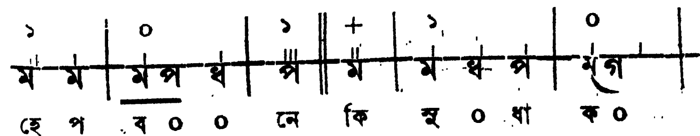

যূ ষ ০ পা রা এ ক ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

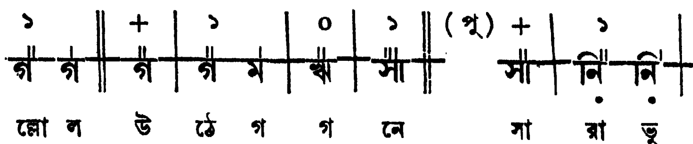

০ এ ক০ ০০০ শো ণি ত ধা রা ব ০

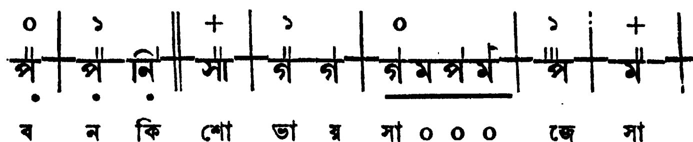

হে ০ ০ পি যূ ষ ০ পা রা স বা র ধ

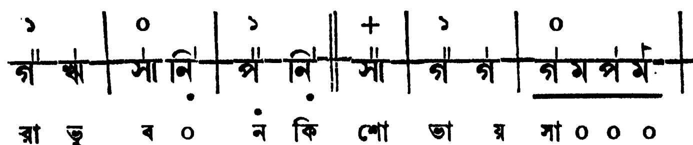

ম ০ নী মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ঝে

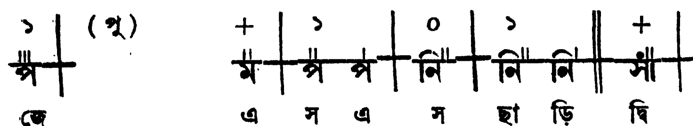

(আ)
— ০ ০ কি সু ০ খ হি ল্লো ল ব

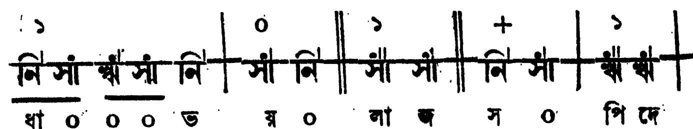

হে প ব ০ ০ নে কি সু ০ ধা ক ০

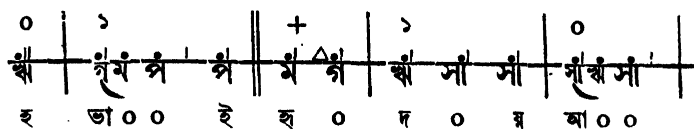

ল্লো ল উ ঠে গ গ নে সা রা ভু

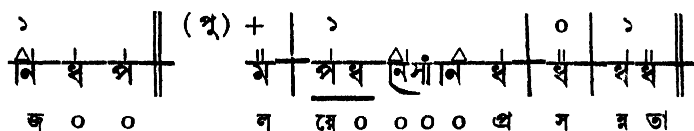

ব ন কি শো ভা য় সা ০ ০ ০ জে সা

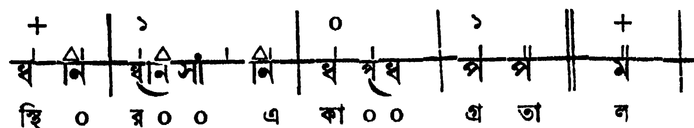

রা ভু ব ০ ন কি শো ভা য় সা ০ ০ ০

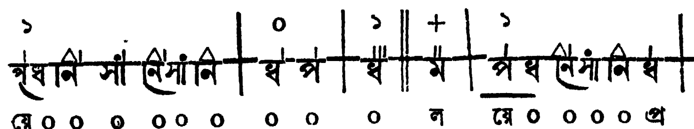

জে এ স এ স ছা ড়ি দ্বি

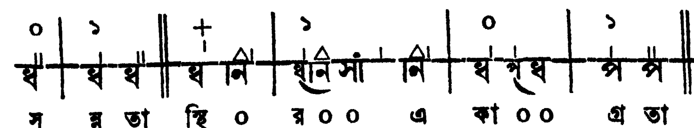

ধা ০ ০ ০ ভ য় ০ লা জ স ০ পি দে


হ ভা০০ ই হৃ ০ দ ০ য় আ০০


(পু)
জ ০ ০ ল য়ে০ ০০০ প্র স ন্ন তা


স্থি ০ র০০ এ কা০০ গ্র তা ল


য়ে০০ ০ ০০০ ০ ০ ০ ল য়ে০ ০০০ প্র


স ন্ন তা স্থি ০ র০০ এ কা০০ গ্র তা

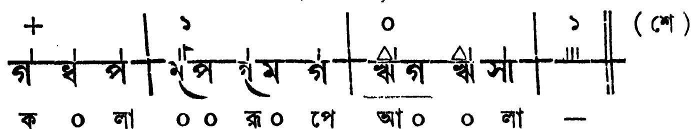
\+ | ১ | ০ | ১ || + |
নি | নি নি | র্সা | র্সা নি র্সা || নি র্সা |
এ | শু ভ | সু | ন্দ ০ র || কা ০

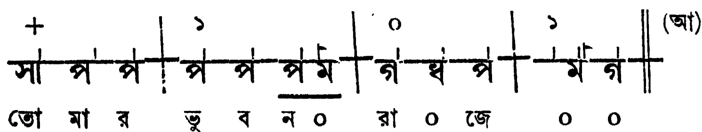
১ | ০ | ১ || (আ)
নি ঋঁ র্সা নি ধ | প | ম প ||
০ ০ ০ ০ ০ | জে | ০ ০

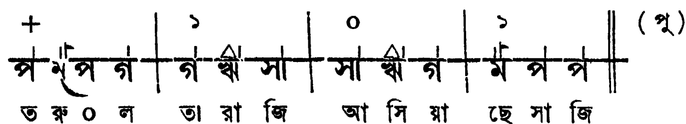
উপাসিতা

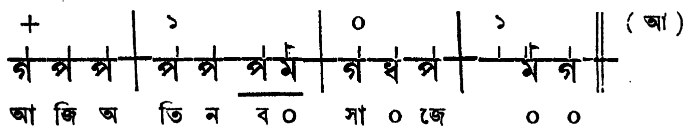
পূরবী—একতালা।

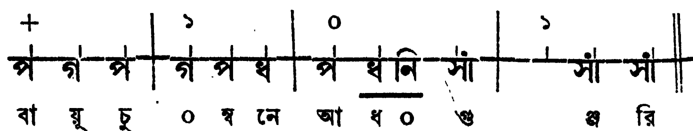
কলা-রূপে আলা,
তোমার ভুবন রাজে ;
তরু-লতারাজি আসিয়াছে সাজি'
আজি অভিনব সাজে।
বায়ু চুম্বনে আধ গুঞ্জরি'
মঞ্জরী শত উঠে মুঞ্জরি ;
গাছে গাছে পাখী উঠে ডাকি ডাকি ;
বনে বনে বেণু বাজে।
মরাল-মরালী বিহরে,
কোকিল-কোকিলা কুহরে,
গুঞ্জরাকুল ভ্রমর-ভ্রমরী
শতদল-দল মাঝে !
তব সুন্দর শুভ মন্তরে
বন্ধন সব গেছে অন্তরে,
রাঙ্গা পদপাশে রাখ রাখ দাসে,
ভুলায়ে সকল কাজে !

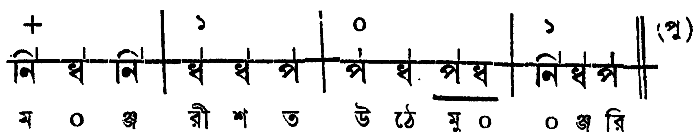

+ ১ ০ ১ (শে)
গ ধ প ম প গ ম গ ঋ গ ঋ সা
ক ০ লা ০ ০ রূ ০ পে আ ০ ০ লা —

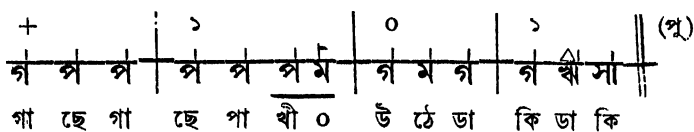

+ ১ ০ ১ (আ)
সা প প প প প ম গ ধ প ম গ
তো মা র ভু ব ন ০ রা ০ জে ০ ০

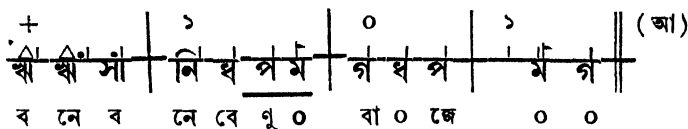

+ ১ ০ ১ (পু)
প ম প গ গ ঋ সা সা ঋ গ ম প প
ত রু ০ ল তা রা জি আ সি য়া ছে সা জি

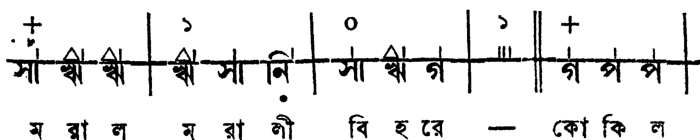

+ ১ ০ ১ (আ)
গ প প প প প ম গ ধ প ম গ
আ জি অ তি ন ব ০ সা ০ জে ০ ০

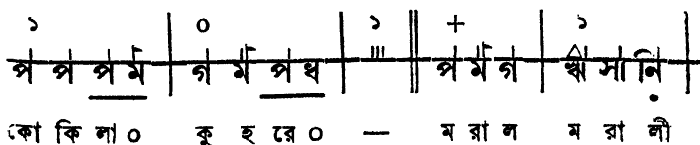

+ ১ ০ ১
প গ প গ প ধ প ধ নি সাঁ সাঁ সাঁ
বা য়ু চু ০ ম্ব নে আ ধ ০ গু ঞ্জ রি

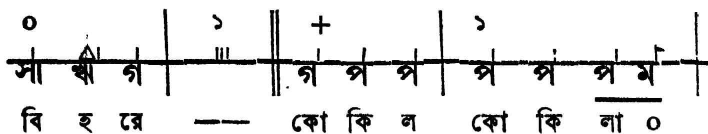

+ ১ ০ ১ (পু)
নি ধ নি | ধ ধ প | প ধ পধ | নি ধ প ||
ম ০ ঞ্জ রী শ ত উ ঠে মু ০ ০ ঞ্জ রি

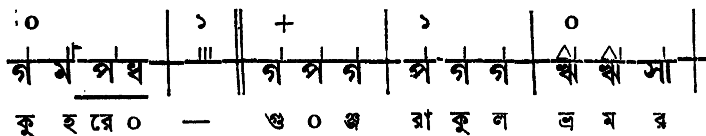

+ ১ ০ ১ (পু)
গ প প | প প পর্ম | গ ম গ | গ ঋ সা ||
গা ছে গা ছে পা খী ০ উ ঠে ডা কি ডা কি

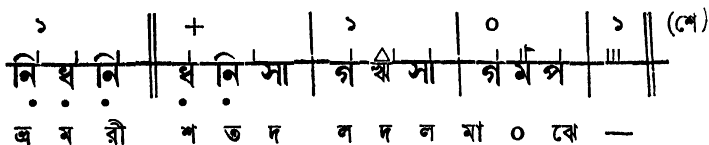

+ ১ ০ ১ (আ)
ঋ ঋ সা | নি ধ পর্ম | গ ধ প | র্ম গ ||
ব নে ব নে বে গু ০ বা ০ জে ০ ০

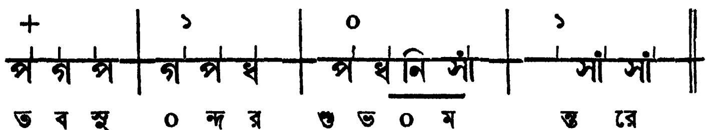

+ ১ ০ ১ +
সা ঋ ঋ | ঋ সা নি | সা ঋ গ | || গ প প |
ম রা ল ম রা লী বি হ রে — কো কি ল

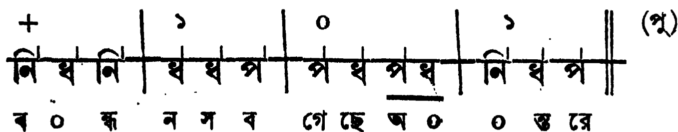

১ ০ ১ + ১
প প পর্ম | গ র্ম পধ | || পর্মগ | ঋ সা নি |
কো কি লা ০ কু হ রে ০ — ম রা ল ম রা লী

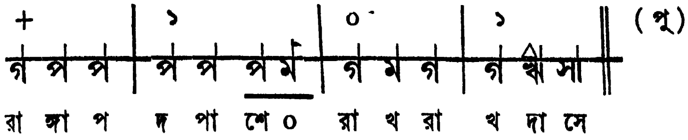

০ ১ + ১
সা ঋ গ গ প প প প পম
বি হ রে —— কো কি ল কো কি লা ০

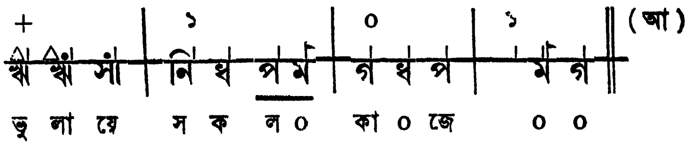

০ ১ + ১ ০
গ ম পধ গ প গ প গ গ ঋ ঋ সা
কু হ রে০ — গু ০ ঞ্জ রা কু ল ভ্র ম র


১ + ১ ০ ১ (শে)
নি ধ নি ধ নি সা গ ঋ সা গ ম প
ভ্র ম রী শ ত দ ল দ ল মা ০ ঝে —


+ ১ ০ ১
প গ প গ প ধ প ধ নি সা সা সা
ভ ব সু ০ ন্দ র শু ভ ০ ম ন্ত রে


+ ১ ০ ১ (পু)
নি ধ নি ধ ধ প প ধ পধ নি ধ প
ব ০ ন্ধ ন স ব গে ছে অ ০ ০ ন্ত রে

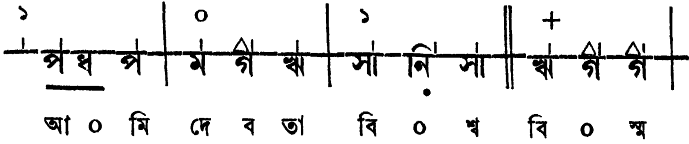

(পু)
+ ১ ০ ১
গ প প প প প ম গ ম গ গ ঋ সা
রা ঙা প দ পা শে ০ রা খ রা খ দা সে

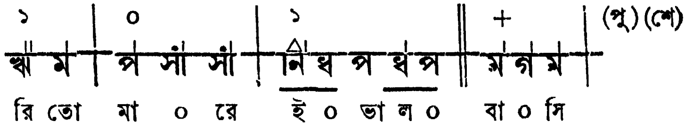

(আ)
+ ১ ০ ১
ঋ ঋ সা নি ধ প ম গ ধ প ম গ
ভু লা য়ে স ক ল ০ কা ০ জে ০ ০

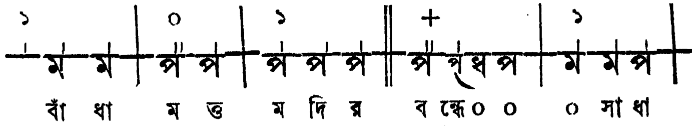
মুগ্ধ

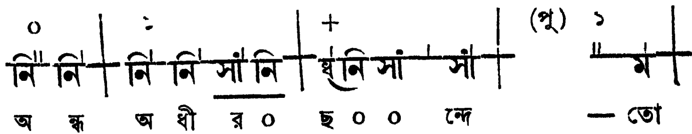
কাফি—একতালা।

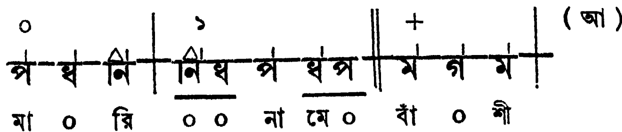
আমি দেবতা বিশ্ব বিস্মরি'
তোমারেই ভালবাসি!
বাঁধা মত্ত-মদির বন্ধে,
সাধা অন্ধ-অধীর ছন্দে,
তোমারি নামে বাঁশী!
নিত্য-নূতন বন্দনে,
কভু হাসি, কভু ক্রন্দনে,
পূজি হৃদয়ের ফুলচন্দনে
তোমারেই, মনোবাসী!
রাখ রাখ মোরে অন্তরে,
ঢাক ঢাক নীল অম্বরে;
থাক, চঞ্চল রূপরাশি!
অয়ি নন্দন মায়ামঞ্জরী,
অয়ি সুন্দর ছায়াসুন্দরী,
তব কণ্টক পথে সঞ্চরি'
তোমারি জয় ভাষি!


আ ০ মি দে ব তা বি ০ শ্ব বি ০ স্ম


(পু) (শে)
রি তো মা ০ রে ই ০ ভা ল ০ বা ০ সি


বাঁ ধা ম ত্ত ম দি র ব ন্ধে ০ ০ ০ সা ধা


(পু)
অ ন্ধ অ ধী র ০ ছ ০ ০ ন্দে — তো


(আ)
মা ০ রি ০ ০ না মে ০ বাঁ ০ শী

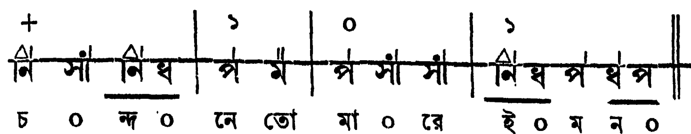
০ | ১ || + | ১ | ০ |
পা পা | পা পা ধা || নি নি | সা | নি সা ঋা |
নি ত্য নূ ত ন ব ন্দ নে ক ভূ হা

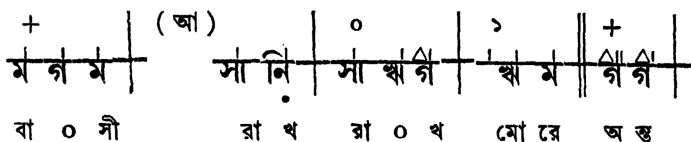
১ || + | ১ | ০ |
গা ঋা গা || ঋাগা মা গা | ঋা সা | সাঋা সা নি ধা |
সি ক ভু ক্র ০ ০ ন্দ নে ০ নি ০ ০ ০ ত্য

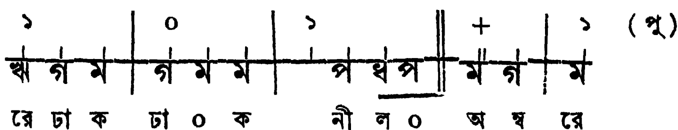
১ || + | ১ | ০ | ১ ||
পা পা ধা || নি নি | সা | নি সা ঋা | গা ঋা গা ||
নূ ত ন ব ন্দ নে ক ভু হা সি ক ভূ

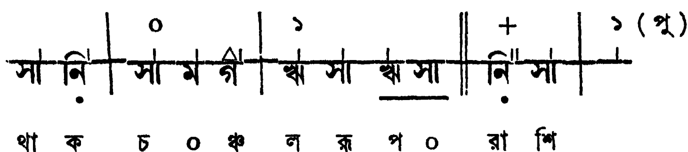
+ | ১ | ০ | ১ ||
ঋাগা মা গা | ঋাসা ধা পা মা | পা সা সা | নি সা ঋা সা ||
ক্র ০ ০ ন্দ নে ০ পূ ০ জি হৃ দ য়ে র ফু ল ০

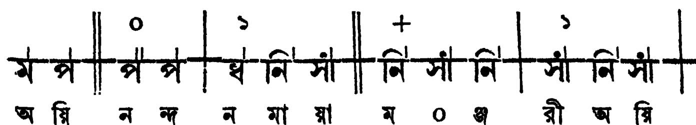
+ | ১ | ০ | ১ ||
নি সা নি ধা | পা মা মা মা | পা সা সা | নি সা ঋা সা ||
চ ০ ন্দ ০ নে ০ পূ জি হৃ দ য়ে র ফু ল ০


চ ০ ন্দ ০ নে তো মা ০ রে ই ০ ম ন ০


(আ)
বা ০ সী রা খ রা ০ খ মো রে অ ন্ত


(পু)
রে ঢা ক ঢা ০ ক নী ল ০ অ ম্ব রে


(পু)
থা ক চ ০ ঞ্চ ল রূ প ০ রা শি


অ য়ি ন ন্দ ন মা য়া ম ০ ঞ্জ রী অ য়ি

০ | ১ || + | ১ |
ঋ গ ঋ | গ ঋ ম || গ ঋ সা | সা গ ঋ সা নি |
সু ০ ন্দ র ছা য়া সু ০ ন্দ রী অ ০ ০ য়ি

০ | ১ || + | ১ |
ধ প প | ধ নি সা || নি সা নি | সা নি সা |
ন ০ ন্দ ন মা য়া ম ০ ঞ্জ রী অ য়ি

০ | ১ || + | ১ |
ঋ গ ঋ | গ ঋ ম || গ ঋ সা | নিধ ম ম |
সু ০ ন্দ র ছা য়া সু ০ ন্দ রী ০ ত ব

০ | ১ || + | ১ |
প সা নি | সা সা ঋসা || নিসা নিধ | প ম |
ক ০ ণ্ট ক প থে ০ স ০ ঞ্চ ০ রি তো

০ | ১ || + | (আ)
প সা সা | নিধ প ধপ || ম গম |
মা ০ রি ০ ০ জ য় ০ ভা ০ ষি

শঙ্কিতা

টোড়িভৈরবী—দাদরা।

ছি ছি! তুমি কেমন সন্ন্যাসী,
ওগো মনোবনবাসী!
পরেছ গৈরিক বাস,
শ্রী-অঙ্গে মেখেছ পাঁশ,
ওষ্ঠে তবু লুকান যে
ভুবন-ভুলান' হাসি!
তোমার একি এ বিলাস!
আর ত করি না বিশ্বাস;
আমি জেনেছি তোমারি আশ,
আমি বুঝেছি তোমারি আশ!
রতনের মায়া-দেশে
বসে' আছি রাণীর বেশে,
ক্ষ্যাপারে সব দিয়ে শেষে
আমি কি হব উদাসী!

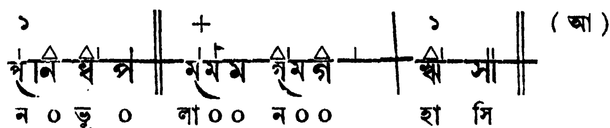
+	১	+	১	+
সা	ঋ্া গা মা	গা ঋা গা ঋা	সা ঋা সা নি	সা
— ছি	ছি তু মি	কে ম ০ ন	স ০ ০ ন্ন্যা	সী

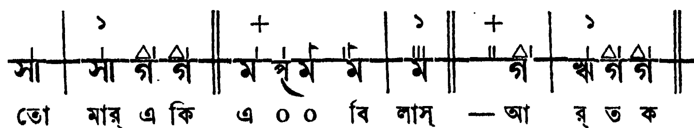
১	+	১	+
সা সা নি	সা ধা ধা	পা মা পা	নি ধা
ও গো ০	ম ন ব	ন ০ বা	সী ০ —

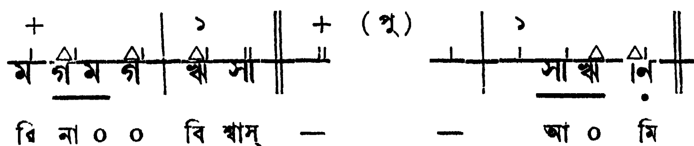
১	(আ) +	১	+
পা মা গা ঋা সা	সা	সা গা গা	মা পা মা
০ ০ ০ ০ ০	— প	রে ছ গৈ	রি ক ০

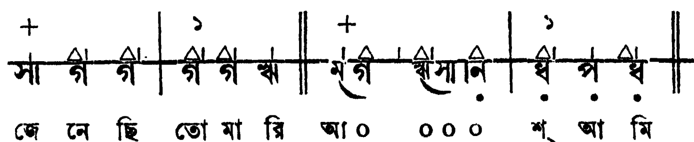
১	+	১	+	১	(পু)
মা	গা	গা ধা নি	সা গা ঋা	সা	
বাস্	— শ্রী	অ ঙ্গে মে	খে ছ ০	পাঁশ্	

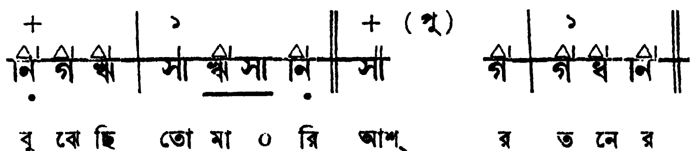
+	১	+	১	+
সা	সা ঋা সা	নি ধা নি ধা	পা গা	পা পা
— ও	ষ্ঠে ত বু	লু কা ০ ০	ন যে	ভু ব

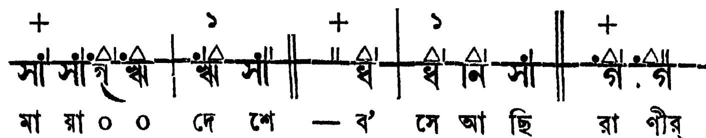

(আ)
ন ০ ভু ০ লা০০ ন০০ হা সি

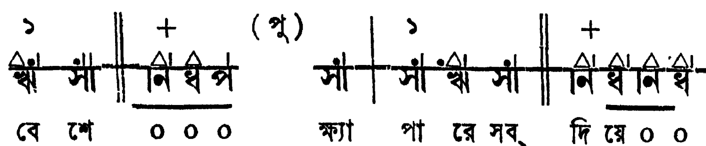

তো মার্ এ কি এ ০ ০ বি লাস্ —আ র্ ত ক

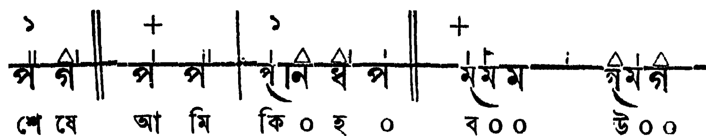

(পু)
বি না ০ ০ বি শ্বাস্ — — আ ০ মি

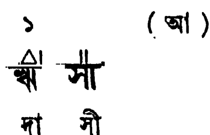

জে নে ছি তো মা রি আ০ ০০০ শ্ আ মি


(পু)
বু ঝে ছি তো মা ০ রি আশ্ র ত নে র


মা য়া ০ ০ দে শে — ব' সে আ ছি রা ণীর্


(পু)
বে শে ০ ০ ০ ক্ষ্যা পা রে সব্ দি য়ে ০ ০


শে ষে আ মি কি ০ হ ০ ব ০ ০ উ ০ ০


(আ)
দা সী

মোহিনী

সিন্ধুখাম্বাজ—একতালা।

এমনি করে' মধুর হেসে
পাগল কি রে কর্‌বি মোরে ?
পরালি যে বিষম ফাঁসী
ছোট দুটী বাহুর ডোরে !
তবু হেসে অধরখানি
বল্‌বে আধ-আধ বাণী ?
যা খুসি কর্ লো পাষাণি,
পারি না ক আর ত তোরে !
এত বড় জগৎ মাঝে
বেড়ায় যে যার আপন কাজে ;
আমি ঘূরি কিসের পাছে
কি মায়াঘোরে !
কচি বুকে এতই তোর বল,
সরল প্রাণে এতই তোর ছল,
চোখ ভরে' মোর এল যে জল
তোর কথা সব মনে করে' !

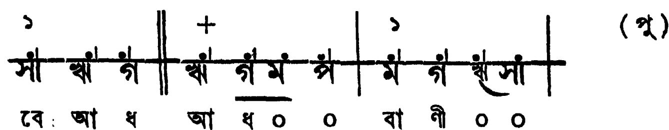
০ | ১ | + | ১ | (শে)
॥ ম | গা ঋ সা | ঋ পা | পধ পা |
—এম্ নি ক' রে ম ধুর্ হে০ ০ সে

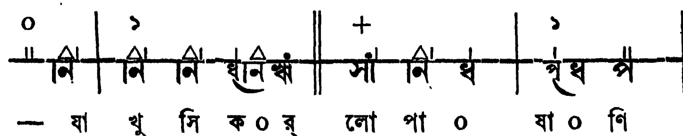
০ | ১ || + | ১ | (আ)
ম পধানি সানি | ধ প || ম গা | ঋসা ঋ |
পা গ০০ ০ল্ কি রে কর্ বি মো০ রে

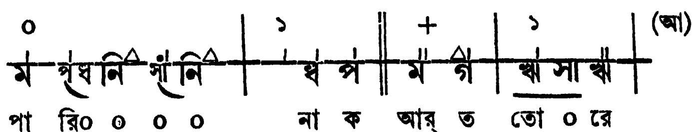
০ | ১ || + | ১ | (পু)
॥ সাঁ | নি নি নি || সাঁ নিসাঁ ঋঁসাঁ | নি সাঁ |
—প রা লি যে বি ষ০ ০ম্ ফাঁ সী

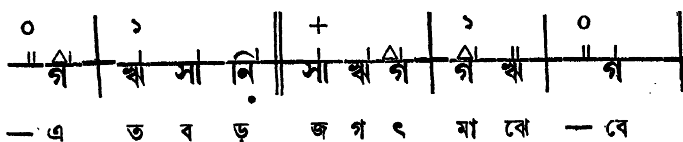
০ | ১ || + | ১ | (আ) ০ |
॥ সাঁ | নি ধ প || ম প ধপ | ম গা | ॥ নি |
—ছো ট ছু টি বা হু ০র্ ডো রে —ত

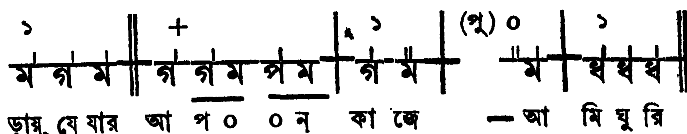
১ || + | ১ | ০ |
প নি নি || সাঁ নিসাঁ ঋঁসাঁ | নি সাঁ | ॥ নি |
বু হে সে অ ধ০ ০র খা নি — বল্


(পু)
বে: আ ধ আ ধ ০ ০ বা ণী ০ ০


— যা খু সি ক ০ র্ লো পা ০ ষা ০ ণি


(আ)
পা রি০ ০ ০ ০ না ক আর্ ত তো ০ রে


— এ ত ব ড় জ গ ৎ মা ঝে — বে


(পু)
ড়ায়্ যে যার আ প ০ ০ ন্ কা জে — আ মি ঘু রি

\+ ১ ০ ১
পধ পধনি । নি ধ । পম ম । ধ প ম ॥
কে সে ০ ০ ০ র্ পা ছে ০ ০ কি মা য়া ঘো

\+ ১ (পু) ০ ১
গম পধনি সানি । ধ । নি । প নি নি ॥
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ — ক চি বু কে

\+ ১ ০ ১
র্সা নির্সা র্ঋর্সা । নি র্সা । নি । র্সা র্ঋ র্গ ॥
এ ত ০ ই ০ তোর্ বল্ — স রল্ প্রা ণে

\+ ১ (পু) ০
র্ঋ র্গর্ম র্প । র্ম র্গ র্ঋর্সা । নি ।
এ ত ০ ই তোর্ ছ ০ ল্ — চোখ্

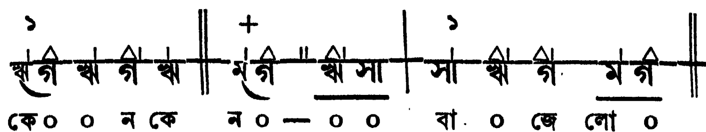
১ + ১ ০
নি নি ধানিঋ ॥ র্সা নি ধ । পধ প । ম পধনি
ভ’ রে মো ০ র্ এ ল ০ যে ০ জল্ তোর ক ০ ০

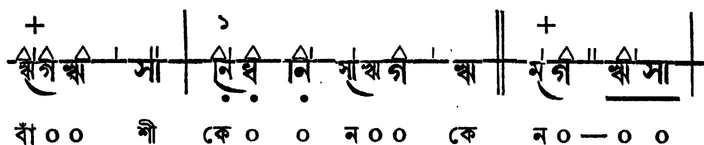
১ + ১ (আ)
সানি । ধ প ॥ ম গ । ঋসা ঋ ।
০ ০ থা সব্ ম নে ক’ ০ রে

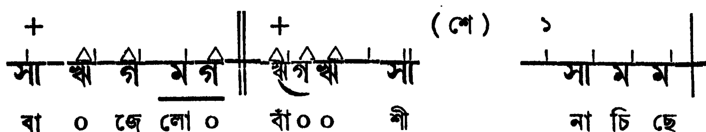
মোহিতা

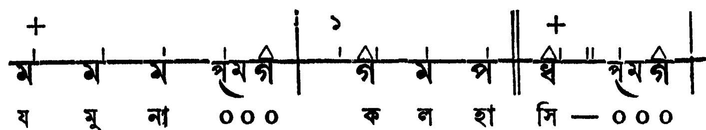
ভৈরবী—ঠুংরি।

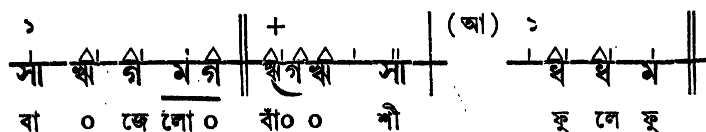
কেন কেন বাজে লো বাঁশী!
কেন কেন?
নাচিছে যমুনা কল-হাসি'!
ফুলে ফুলে কেন এত কাণাকাণি,
নীড়ে নীড়ে হেন মন-জানাজানি;
কেন কেন?
বনভরা ভালবাসাবাসি!
বনে বনে বায়ু রভসে সারা,
ফুলে ফুলে অলি হরষে হারা,
ঝরিছে নয়নে পুলক-ধারা;
কেন কেন?
এলায়ে কেন পড়িছে কবরী,
শিথিল হেন হইছে গাগরী;
কেন কেন?
উছলে হৃদয়ে সুধারাশি!

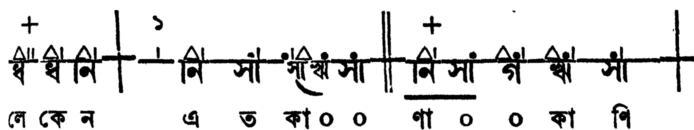

কে০ ০ ন কে ন ০ — ০ ০ বা ০ জে লো ০

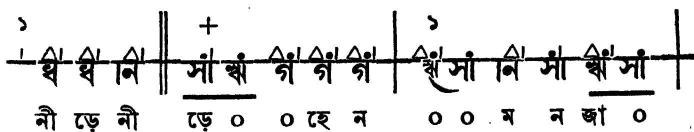

বাঁ ০ ০ শী কে ০ ০ ন ০ ০ কে ন ০ — ০ ০

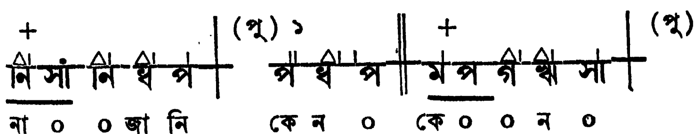

(শে)
বা ০ জে লো ০ বাঁ ০ ০ শী না চি ছে

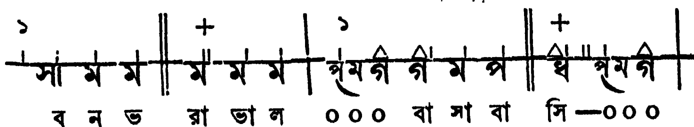

য মু না ০ ০ ০ ক ল হা সি — ০ ০ ০

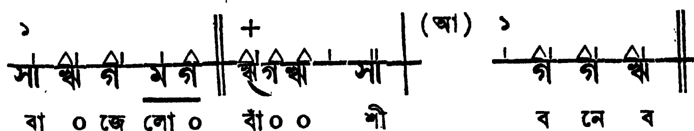

(আ)
বা ০ জে লো ০ বাঁ০ ০ শী ফু লে ফু

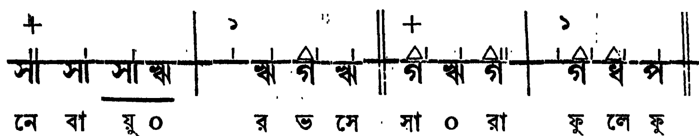

লে কে ন এ ত কা০ ০ গা ০ ০ কা পি

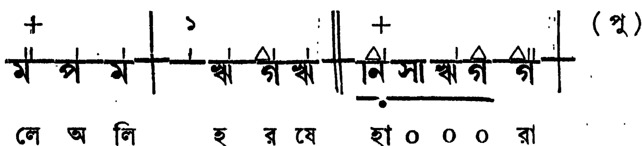

নী ড়ে নী ড়ে ০ ০ হে ন ০ ০ ম ন জা ০

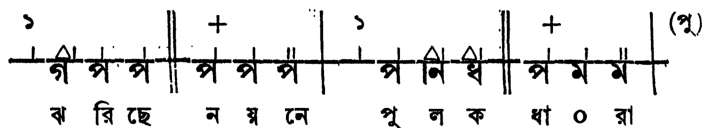

(পু)
না ০ ০ জা নি কে ন ০ কে ০ ০ ন ০
(পু)

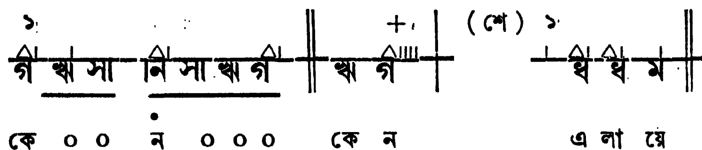

ব ন ভ রা ভা ল ০ ০ ০ বা সা বা সি —০ ০ ০

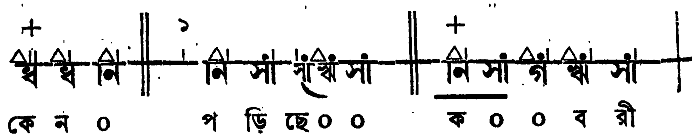

(আ)
বা ০ জে লো ০ বাঁ০ ০ শী ব নে ব

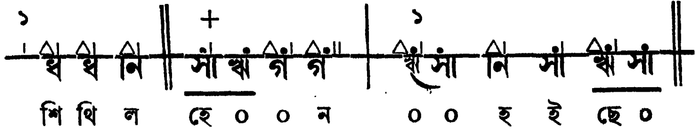

+ ১ + ১
সা সা সাঋ ঋ গ ঋ গ ঋ গ গ ধ প
নে বা য়ু ০ র ভ সে সা ০ রা ফু লে ফু

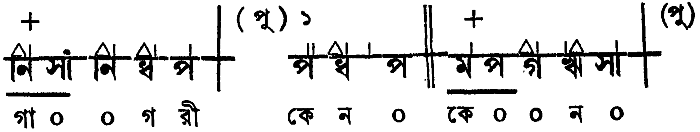

+ ১ + (পু)
ম প ম ঋ গ ঋ নি সা ঋ গ গ
লে অ লি হ র ষে হা ০ ০ ০ রা

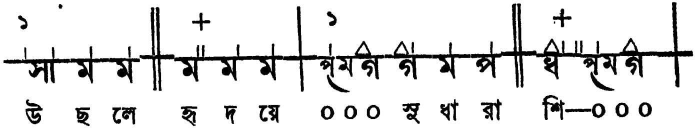

১ + ১ + (পু)
গ প প প প প প নি ধ প ম ম
ঝ রি ছে ন য় নে পু ল ক ধা ০ রা

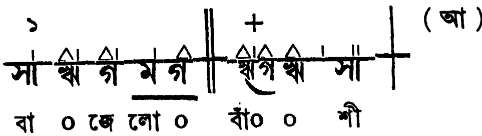

১ + (শে) ১
গ ঋ সা নি সা ঋ গ ঋ গ ধ ধ ম
কে ০ ০ ন ০ ০ ০ কে ন এ লা য়ে


+ ১ +
ধ ধ নি নি সা সা ঋ সা নি সা গ ঋ সা
কে ন ০ প ড়ি ছে০ ০ ক ০ ০ ব রী


শি থি ল হে ০ ০ ন ০ ০ হ ই ছে ০


(পু) (পু)
গা ০ ০ গ রী কে ন ০ কে ০ ০ ন ০

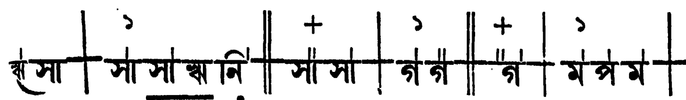

উ ছ লে হৃ দ য়ে ০ ০ ০ সু ধা রা শি—০ ০ ০


(আ)
বা ০ জে লো ০ বাঁ০ ০ শী

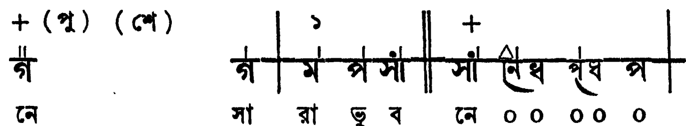
আকুলতা

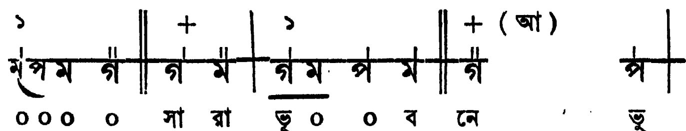
বেহাগ—দাদরা।

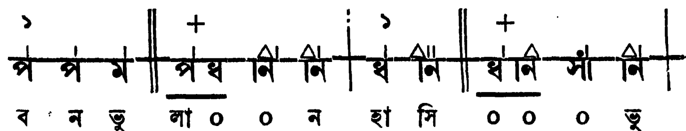
মধুর মধুর রাতি আজি ভুবনে,
সারা ভুবনে!
ভুবনভুলান’ হাসি ভাসে গগনে,
হাসে গগনে!
ফুটে ফুল কুহুতানে,
বহে নদী উজান পানে;
কি কথা খেলে প্রাণে মধু পবনে,
আজি পবনে!
নিশি মধুরা, হিয়া বিধুরা,
তৃষায় আতুরা কুসুমবনে;
হয় ত সেও এমন রাতে
আঁখির জলে মালা গাঁথে,
কথা কয় তারার সাথে বুঝি স্বপনে,
মিছে স্বপনে!

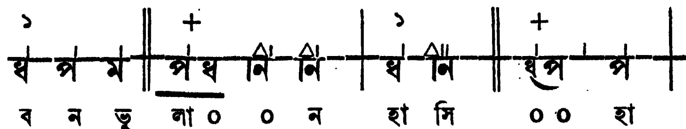


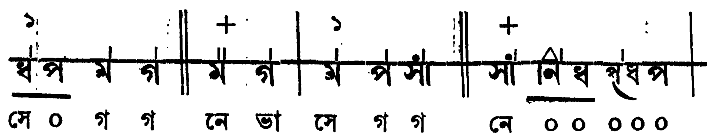
ম ০ ধু র ০ ম ধু র রা তি —আ জি ভু ব

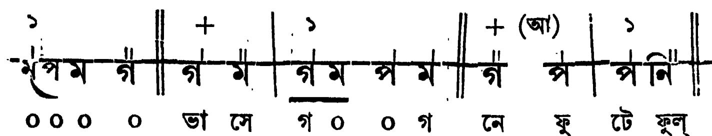


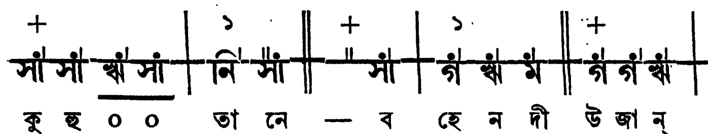


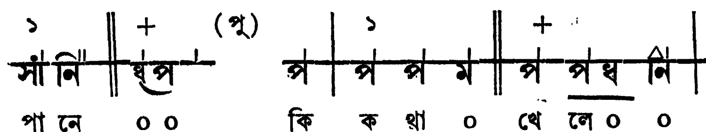


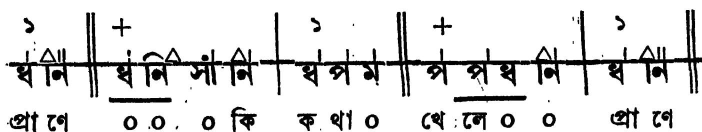


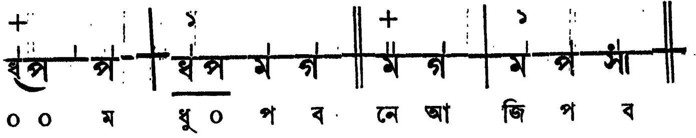

সে ০ গ গ নে ভা সে গ গ নে ০ ০ ০০০

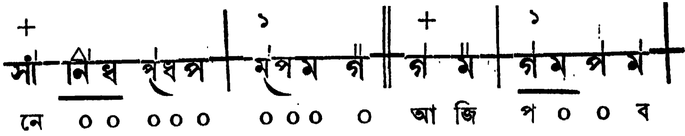

০০০ ০ ভা সে গ ০ ০ গ নে ফু টে ফুল্

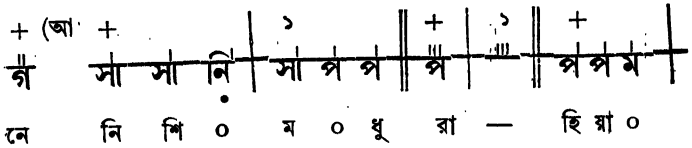

কু হু ০ ০ তা নে — ব হে ন দী উ জা ন্

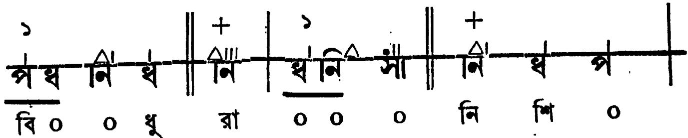

পা নে ০ ০ কি ক থা ০ খে লে ০ ০

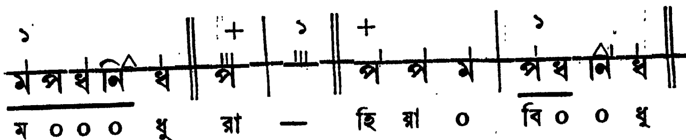

প্রা ণে ০ ০ ০ কি ক থা ০ খে লে ০ ০ প্রা ণে

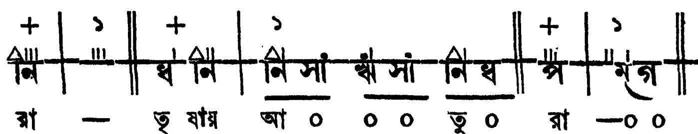

০ ০ ম ধু ০ প ব নে আ জি প ব

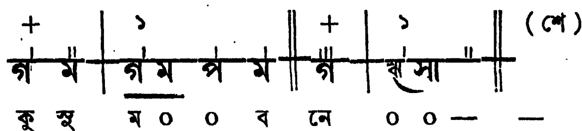

নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জি প ০ ০ ব

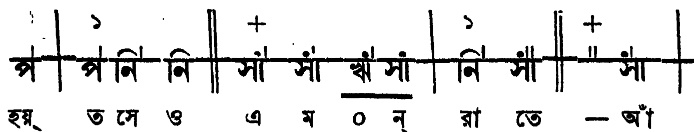

(আ
নে নি শি ০ ম ০ ধু রা — হি য়া ০

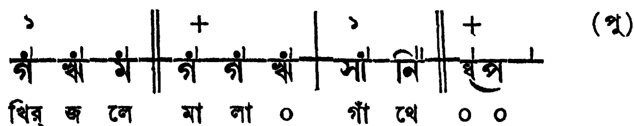

বি ০ ০ ধু রা ০ ০ ০ নি শি ০

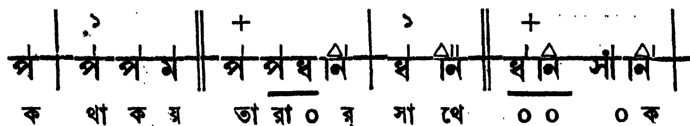

ম ০ ০ ০ ধু রা — হি য়া ০ বি ০ ০ ধু


রা — তৃ যায় আ ০ ০ ০ তু ০ রা —০ ০


(শে)
কু সু ম ০ ০ ব নে ০ ০ — —


হয়্ ত সে ও এ ম ০ ন্ রা তে — আঁ


(পু)
থির্ জ লে মা লা ০ গাঁ থে ০ ০


ক থা ক য় তা রা ০ র্ সা থে ০ ০ ০ ক

১ || + | ১ || + |

ধ প ম || প পধ নি | ধ নি || ধপ প |

থা ক য়্ তা রা ০ র্ সা থে ০ ০ বু

১ || + | ১ || + |

ধপ ম গ || ম গ | ম প র্সা || র্সা নিধ ধধপ |

ঝি ০ স্ব প নে মি ছে স্ব প নে ০ ০ ০ ০ ০

১ || + | ১ || + (আ)

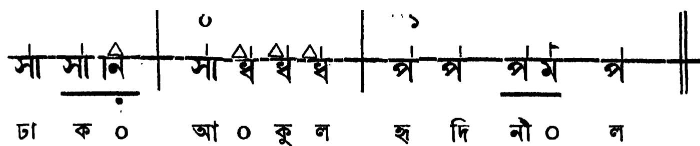
মপম গ || গ ম | গম প ম || গ

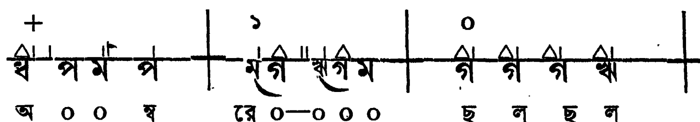
০ ০ ০ ০ মি ছে স্ব ০ ০ প নে

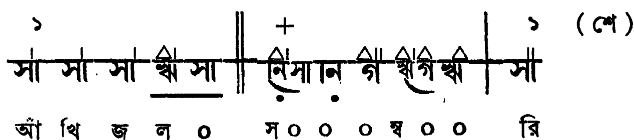
সান্ত্বনা

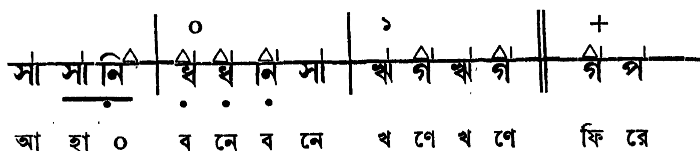
টোড়িভৈরবী ঢিমেতেতালা।

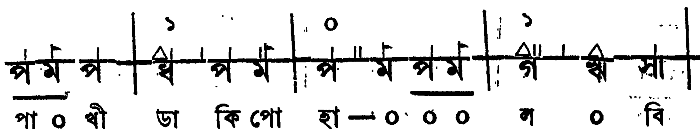
ঢাক আকুল হৃদি নীল অম্বরে
ছল ছল আঁখি-জল সম্বরি!
আহা, বনে বনে, খণে খণে ফিরে পাখী ডাকি,
পোহা'ল বিভাবরী!
বিরহতাপিত দেহে সমীর সাদরে
শীকরশীতল কর বুলায় রে!
সকরুণ হাসে উষারুণ আসে
তব তরে তমোরাশি সন্তরি।
মঙ্গলারতি বাজে শিবের মন্দিরে,
ডোবে নভ-শশা নগ-নদীনীরে,
শ্যামল তরুতলে কুঞ্জকুটীরে,
পড়ে ফুলকুল ঝরি!
কি ফল বিফলে বল কেবলি কেঁদে,
প্রভাতে নিশার নেশা ফুরাতে দে!
প্রিয়ের কুশল মাগিবে কি বল;
মন্দিরপথে চল, সুন্দরী!

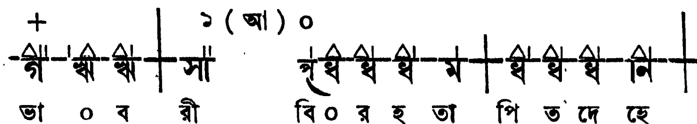

ঢা ক ০ আ ০ কু ল হৃ দি নী ০ ল


অ ০ ০ স্ব রে ০—০ ০ ০ ছ ল ছ ল

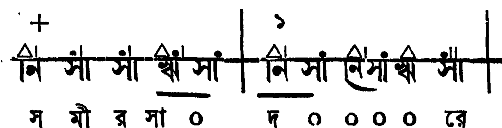

(শে)
আঁ খি জ ল ০ স ০ ০ ০ স্ব ০ ০ রি


আ হা ০ ব নে ব নে খ ণে খ ণে ফি রে

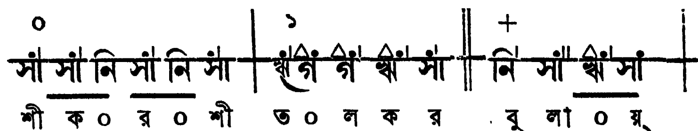

পা ০ খী ডা কি গো হা—০ ০ ০ ল ০ বি



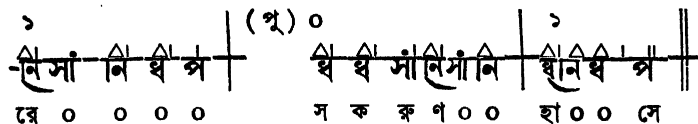
ভা ০ ব রী বি০ র হ তা পি ত দে হে



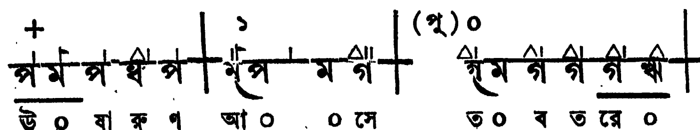
স মী র সা ০ দ ০ ০ ০ ০ রে



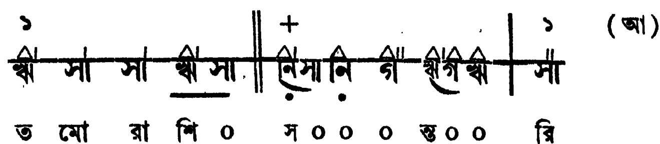
শী ক০ র ০ শী ত০ ল ক র বু লা ০ য়্

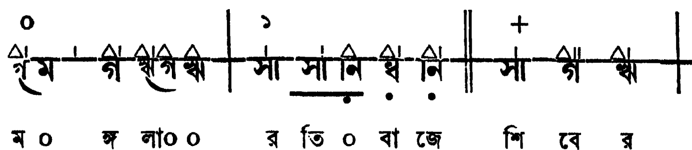


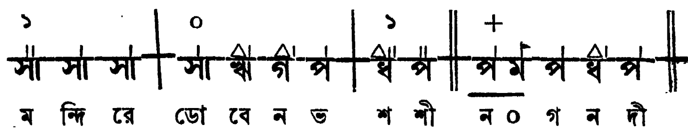
রে ০ ০ ০ ০ স ক রু ণ০ ০ হা০ ০ সে

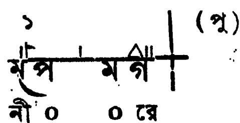


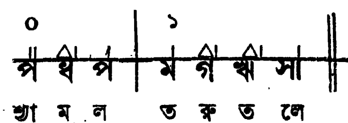
উ ০ ষা রু ণ আ০ ০ সে ত০ ব ত রে ০

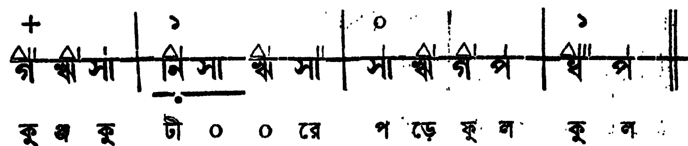

(আ)
ত মো রা শি ০ স ০ ০ ০ স্ত ০ ০ রি

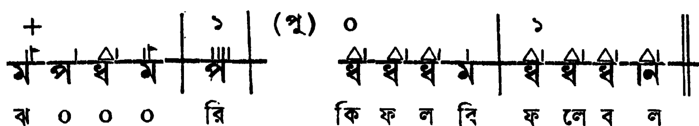

ম ০ ঙ্গ লা০ ০ র তি ০ বা জে শি বে র

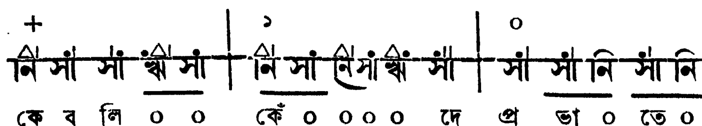

ম ন্দি রে ডো বে ন ভ শ শী ন ০ গ ন দী

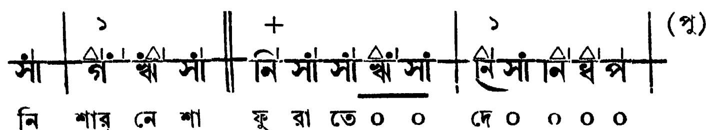

নী ০ ০ রে

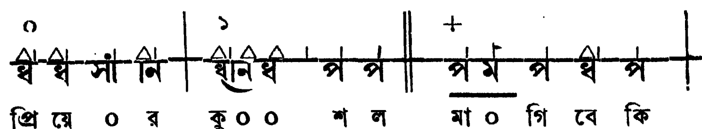

(পু)
শ্যা ম ল ত রু ত লে

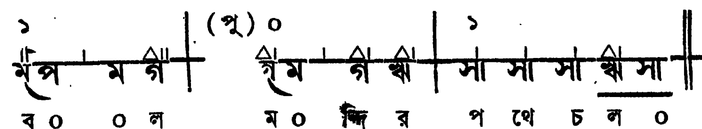

কু ঞ্জ কু টী ০ ০ রে প ড়ে ফু ল কু ল

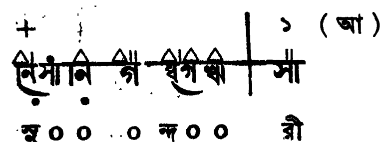

ঝ ০ ০ ০ রি কি ফ ল বি ফ লে ব ল


কে ব লি ০ ০ কেঁ ০ ০০০ দে প্র ভা ০ তে ০


নি শার্ নে শা ফু রা তে ০ ০ দে ০ ০০০


প্রি য়ে ০ র কু০ ০ শ ল মা ০ গি বে কি

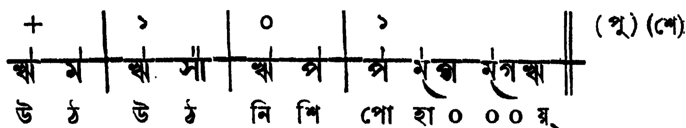

ব ০ ০ ল ম ০ ন্দি র প থে চ ল ০

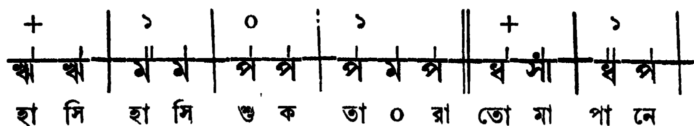

সু০ ০ ০ ন্দ০ ০ রী

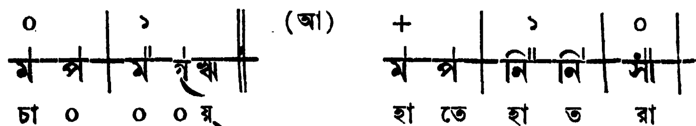
প্রভাতী

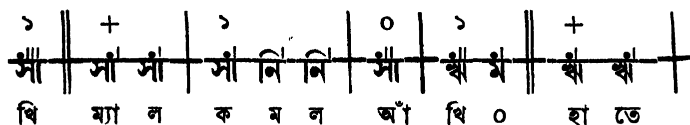
মল্লার—ঝাঁপতাল।

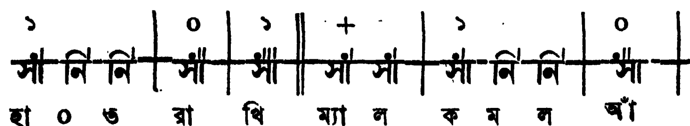
উঠ, উঠ, নিশি পোহায় ;
হাসি হাসি শুকতারা
তোমা পানে চায়!
হাতে হাত রাখি
ম্যাল কমল আঁখি
কুঞ্জদ্বারে পাখী
প্রভাতী শুনায় !
বিজন বনবাসে জাগ
ললিত শ্লথ সাজে,
ঊষা-সখীর সনে জাগ,
শিহরি সুখ-লাজে।
পূরবে ছটা জ্বলে,
বধূ চলিছে জলে,
কিরণ-ছায়াতলে
যামিনী লুকায়!

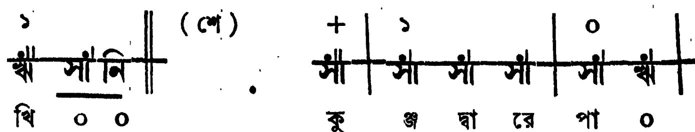

+ ১ ০ ১ (পু) (শে)
ঋ ম ঋ সা ঋ প প মগ মগঋ
উ ঠ উ ঠ নি শি পো হা ০ ০ ০ য়্

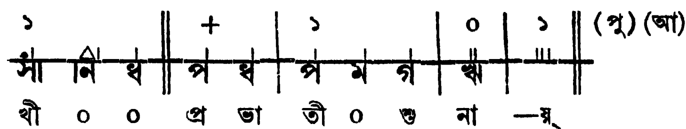

+ ১ ০ ১ + ১
ঋ ঋ ম ম প প প ম প ধ সা ধ প
হা সি হা সি শু ক তা ০ রা তো মা পা নে

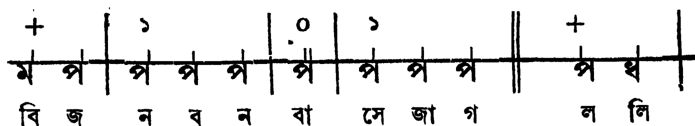

০ ১ (আ) + ১ ০
ম প ম গঋ ম প নি নি সা
চা ০ ০ ০ য়্ হা তে হা ত রা

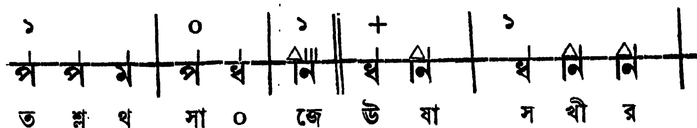

১ + ১ ০ ১ +
সা সা সা সা নি নি সা ঋ ম ঋ ঋ
খি ম্যা ল ক ম ল আঁ খি ০ হা তে

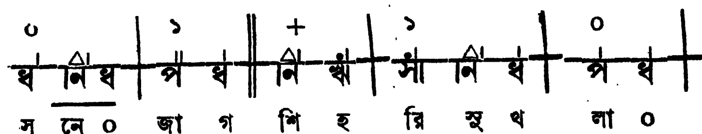

১ ০ ১ + ১ ০
সা নি নি সা সা সা সা সা নি নি সা
হা ০ ত রা খি ম্যা ল ক ম ল আঁ


(শে)
খি ০ ০ কু ঞ্জ দ্বা রে পা ০


(পু) (আ)
থী ০ ০ প্র ভা তী ০ শু না —য়্


বি জ ন ব ন বা সে জা গ ল লি


ত শ্ল থ সা ০ জে উ ষা স খী র


স নে ০ জা গ শি হ রি সু খ লা ০

১ ‖ (পু) + | ১ | ০ | ১ ‖
প ‖ ম প | নি নি নি | সা | সা ‖
জে পূ র বে ছ টা জ্ব লে

+ | ১ | ০ | ১ ‖ + |
সা সা | সা নি নি | সা | ঋ ম ‖ ঋ ঋ |
ব ধূ চ লি ছে জ লে ০ পূ র

১ | ০ | ১ ‖ + | ১ | ০ |
সা নি নি | সা | সা ‖ সা সা | সা নি নি | সা |
বে ছ টা জ্ব লে ব ধূ চ লি ছে জ

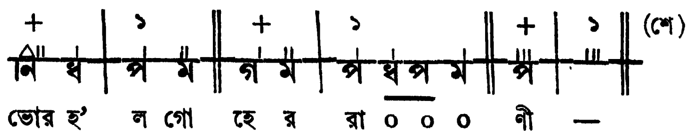
১ ‖ (শে) + | ১ | ০ | ১ |
ঋ সা নি ‖ নি সা | সা সা সা | সা ঋ | সা নি ধ |
লে ০ ০ কি র ণ ছা য়া ত ০ লে ০ ০

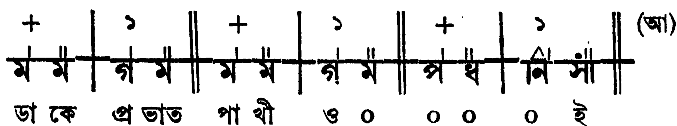
+ | ১ | ০ | ১ ‖ (পু) (আ)
প ধ | প ম গ | ঋ | — ‖
যা মি নী ০ লু কা —য়

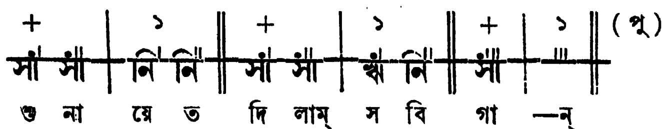
বিদায়

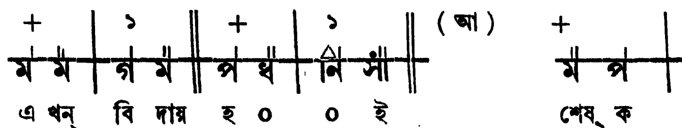
সিন্ধুখাম্বাজ—দাদরা ।

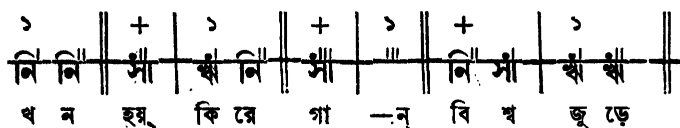
ভোর হ'ল গো, হের, রাণী,
ডাকে প্রভাত-পাখী ওই ;
শুনায়ে ত দিলাম সবি গান,
এখন বিদায় হই !
শেষ কখনো হয় কি রে গান ?
বিশ্ব জুড়ে' বেড়ায় যে সে তান ,
রেশখানি তার আকুল করে প্রাণ,
নয়নধারা বারণ মানে কই !
উঠবে শশী যখন গগনে,
ফুটবে হাসি কুসুম বনে,
তোমার কথাই আসবে যে মনে,
সুদূরে বহি !
তুমিও কি বসি তরুছায়
ফুলের বাসে, দখিণ হাওয়ায়,
সজল চোখে, উজল জোছনায়
আমায় করবে মনে, অয়ি !

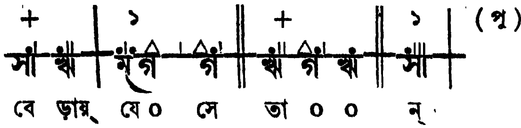

+ ১ + ১ + ১ (শে)
নি ধ প ম গ ম প ধপ ম প
ভোর হ' ল গো হে র রা o o o নী —

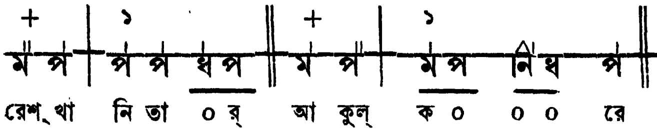

+ ১ + ১ + ১ (আ)
ম ম গ ম ম ম গ ম প ধ নি সাঁ
ডা কে প্র ভাত পা খী ও o o o o ই

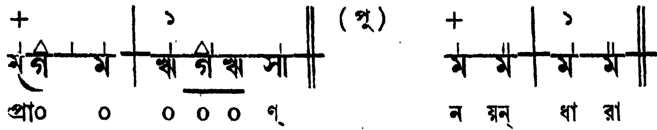

+ ১ + ১ + ১ (পু)
সাঁ সাঁ নি নি সাঁ সাঁ ঋঁ নি সাঁ
শু না য়ে ত দি লাম্ স বি গা —ন্

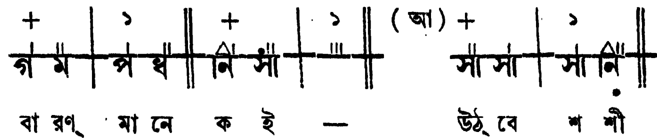

+ ১ + ১ (আ) +
ম ম গ ম প ধ নি সাঁ ম প
এ খন্ বি দায় হ o o ই শেষ্ ক

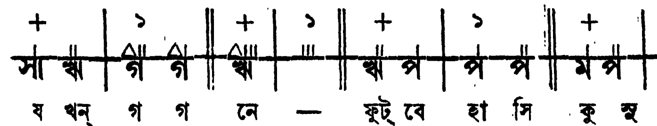

১ + ১ + ১ + ১
নি নি সাঁ ঋঁ নি সাঁ নি সাঁ ঋঁ ঋঁ
খ ন হয়্ কি রে গা —ন্ বি শ্ব জু ড়ে

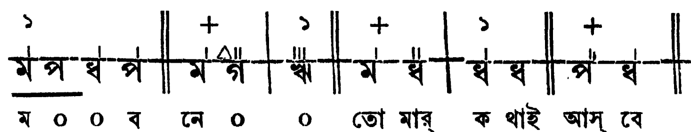

(পু)
বে ড়ায়্ যে০ সে তা ০ ০ ন্

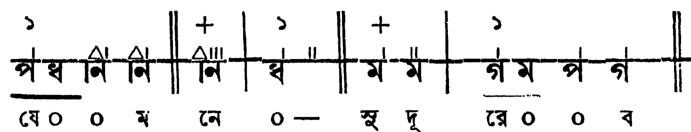

রেশ্ খা নি তা ০ র্ আ কুল্ ক ০ ০ ০ রে

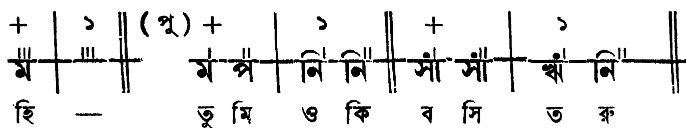

(পু)
প্রা০ ০ ০ ০ ০ ণ্
ন য়ন্ ধা রা

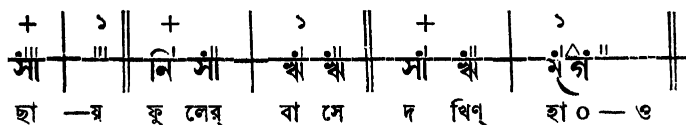

(আ)
বা রণ্ মা নে ক ই —
উঠ্ বে শ শী

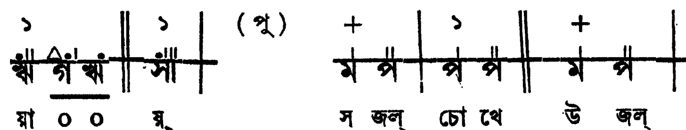

য খন্ গ গ নে — ফুট্ বে হা সি কু সু

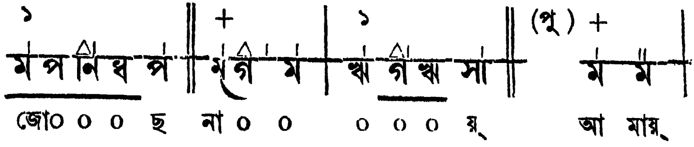

ম ০ ০ ব নে ০ ০ তো মার্ ক থাই আস্ বে

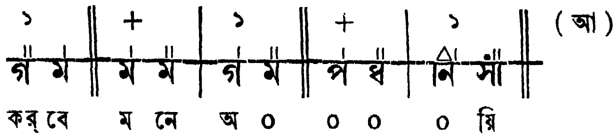

যে ০ ০ ম নে ০ — সু দূ রে ০ ০ ব


হি — (পু) তু মি ও কি ব সি ত রু


ছা —য় ফু লের্ বা সে দ খিণ্ হা ০ — ও


য়া ০ ০ য়্ (পু) স জল্ চো খে উ জল্


১ + ১ (পু) +
জো০ ০ ০ ছ না ০ ০ ০ ০ ০ য়্ আ মায়্


১ + ১ + ১ (আ)
কর্ বে ম নে অ ০ ০ ০ ০ য়ি

কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত

কাব্য-গ্রন্থাবলী

তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড।—

১। পদ্মা, ২। যমুনা, ৩। গীতি, ৪। গীতিকা, ৫। দীপ্তি, ৬। দীপালী, ৭। আরতি।

দ্বিতীয় খণ্ড।--

১। গৌরাঙ্গ, ২। গল্প, ৩। গাথা, ৪। আখ্যায়িকা, ৫। চিত্র ও চরিত্র।

তৃতীয় খণ্ড।--

১। কবিতা, ২। পাথেয়, ৩। পাষাণ, ৪। পাথার, ৫। গৈরিক, ৬। গান।

মূল্য সাধারণ সংস্করণ প্রতিখণ্ড ১৲ এক টাকা,
বিশেষ সংস্করণ— " ২৲ দুই টাকা মাত্র।

উক্ত কবিবরের রচিত

নিম্নলিখিত কাব্যগুলি পৃথক্‌ভাবেও

বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে—

১। গৌরাঙ্গ (৬ সর্গে সমাপ্ত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আই, এ পরীক্ষার্থিণী ছাত্রীগণের পাঠ্য-রূপে নির্ব্বাচিত। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

২। আখ্যায়িকা, ৩। চিত্র ও চরিত্র, ৪। পাথেয়, ৫। পাষাণ, ৬। গীতিকা, ৭। গান।

এণ্টিক কাগজে ছাপা ও উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই

মূল্য প্রত্যেকের ॥০ আট আনা মাত্র।

৮। গৈরিক, ৯। পাথার।

এণ্টিক কাগজে ছাপা ও মনোরম সিল্কে বাঁধাই

মূল্য প্রত্যেকের ৸০ বার আনা মাত্র।

নাট্য-সাহিত্যে যুগান্তর।